INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Thursday, the 19th March, 1987 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sarma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 10 (Ten) Ministers, the Deputy Speaker and 36 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

অধ্যক্ষ মহোদয় :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৭, ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ধর্মনগর থেকে শিলচর ঘুংগোর হাসপাতাল পানিসাগর থেকে রানীবাড়ী ভায়া ধর্মনগর এবং পানিসাগর থেকে দামছড়া ভায়া জলাবাসা রোডে বাস সার্ভিস	১) বর্ত্তমানে ধর্মনগর থেকে শিলচর পানিসাগর হইতে রানীবাড়ী ভায়া ধর্মনগর এবং ধর্মনগর হইতে দামছড়া ভায়া পানিসাগর ও জলাবাসা রাস্তায় টি. আর,

প্রশ্ন	উত্তর
চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	টি, সি বাস সার্ভিস চালু আছে। বেসরকারী বাস সার্ভিস উক্ত রুটে নাই।
২) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ?	২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগর থেকে শিলচর ঘুংগোর হাসপাতাল পর্য্যন্ত বাস চালু আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। কিন্তু শিলচর ঘুংগোর হাসপাতাল শহর থেকে দূরে অবস্থিত। ধর্মনগর থেকে ঘুংগোর হাসপাতালে অনেক রোগী ভর্ত্তি হন এবং বহু অর্থ ব্যয় করে তাদেরকে সেখানে যেতে হয়। কাজেই সরকারী হউক আর বেসরকারীই হউক সরকার মানুষের অসুবিধার কথা চিন্তা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেট কোয়েশ্চান নং ১০৩, ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১) অধুনা লুপ্ত মাইছড়া এরোড্রাম থেকে পুনরায় বিমান সার্ভিস চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব পাঠিয়েছেন কি ?	১) মাইছড়া বিমান ক্ষেত্র মেরামতের কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকার দেন নাই। তবে গত ৬ই জানুয়ারী ১৯৮৬ সালে বিলোনীয়াতে বায়ুদূত সার্ভিস চালুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছিল।
২) পাঠিয়ে থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত জানিয়ে কি, এবং	২) হ্যাঁ, জানাইয়াছেন।
৩) জানিয়ে থাকিলে তাহা কি ?	৩) কেন্দ্রীয় সরকার ৬ই জুন ১৯৮৬ সালে উক্ত প্রস্তাবের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে যে-সব লোক আগরতলা এসে টিকেট সংগ্রহ করেন তাদেরকে এখানে দুই তিন দিন থাকতে হয়। ফলে হোটেল খরচ এবং থাকা খাওয়ার খরচসহ গাড়ী ভাড়া প্রায় প্ল্যানের টিকেটের দাম পড়ে যায়। এইসব অসুবিধার কথা চিন্তা করে বিমান সার্ভিস আগেও ছিল, এটাকে চালু করার জন্য সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিচার বিবেচনা করে দেখবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে অসুবিধার কথা বলেছেন সেটা তো দুই ঘণ্টার রাস্তা। যদি উত্তর ত্রিপুরার মত হত, লংথরাই, আঠারমুড়া ইত্যাদি দুর্গম অঞ্চল হত তাহলে চিন্তা করার ব্যাপার ছিল। তবু যদি কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হত, এখানে একটা বায়ুদূত সার্ভিস চালু হত, এবং ভাড়া কম হত তাহলে কিছু সাহায্য হত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন, এর পরে মনে হয় রাজ্য সরকারের আর কিছু করার নেই।

মিঃ স্পীকার :— সমীর কুমার নাথ।

শ্রীসমীর কুমার নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২৩, ফিসারী ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১২৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিগত ১৯৮০—৮১ ইং সনে রাজ্যে মৎস্য চাষের জন্য এস, এফ, ডি, থেকে ভর্তুকীতে কতজন কৃষককে ঋণ দেওয়া হয়েছিল এবং এর মধ্যে ধর্মনগর মহকুমার ৮০-৮১ সনের মোট কতজনকে এই ঋণ দেওয়া হয়েছিল ?	১) মৎস্য দপ্তর কর্তৃক বিগত ১৯৮০-৮১ ইং সনে রাজ্য মৎস্য চাষের জন্য এস, এফ, ডি এ ভর্তুকীতে কোন ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নাই। অতএব ধর্মনগর মহকুমার এই ঋণ দেবার প্রশ্ন আসে না।
২) ইহা কি সত্য ঋণ প্রাপ্ত অনেক কৃষক ভর্তুকী পায় নাই, এবং	২) প্রশ্ন আসে না।
৩) সত্য হলে এই ঋণের ভর্তুকী টাকা কৃষকগণকে কত দিনের মধ্যে দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?	৩) প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসমীর কুমার দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এস. এফ, ডি থেকে ভর্তুকী দেওয়া মনে হয় ১৯৭৯ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। এই স্কীমে প্রত্যেক গাঁও সভার মৎস্যজীবীরা এই ভর্তুকী পেয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে ও এস, এফ, ডি হতে ঋণ দেওয়া হয়েছিল এবং আজ অবধি অনেকে পান নি। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার. ১৯৮০-৮১ সনে ১৮৫ জন মৎস্যজীবী ধর্মনগরের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। ২৫ ভাগ ভর্তুকী টাকা হিসাবে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার আটসো দেওয়া হয়েছিল। ভর্তুকী ৯৬৯৫০ টাকা সেখানে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দেন। এবং তার হিসাবটা আমি বলে দিতে পারি। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক পেচারথল শাখা, তারা ১৫জন মৎস চাষীকে দিয়েছিলেন. ২৭, ১০০ টাকা, এবং ভরতুকি বাবদ টাকা হচ্ছে, ৬,৭৭৫ টাকা। ঐ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কাঞ্চনপুর শাখা, তারা ২০টা দিয়েছিলেন। টাকা হচ্ছে, ৬৩, ৪০০ টাকা, ভর্তুকি বাবদ টাকা হচ্ছে, ১৫, ৮৫০ টাকা। পানিসাগর শাখা. তারা ১০৭টা কেস দিয়েছিলেন। টাকার অংক হচ্ছে ২,১৫. ৯০০ টাকা, এবং ভর্তুকি বাবদ ৫৩, ৯৭৫ টাকা। ঐ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক দশদা শাখা তারা ২১টা ক্ষেত্রে দিয়েছিল ৩৪. ৬০০ টাকা এবং ভর্তুকি বাবদ ৮.৫৫০ টাকা। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ধর্মনগর শাখা, ৪টি কেস দিয়েছে। টাকার অংক ৮ হাজার টাকা ভর্তুকি বাবদ, ১ হাজার টাকা। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ধর্মনগর শাখা, তারা ১৮টা কেস দিয়েছে, টাকার অংক হচ্ছে ৩ ২৭, ৮০০ টাকা। ভর্তুকি হচ্ছে ৯ ,৯৫০ টাকা। এটা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে দিয়েছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—এই যে ১৮৫ জন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পেয়েছিলেন তাদের অনেকেই ভর্তুকি পায় নি। যারা এখনও ভর্তুকি পান নি, তাদেরকে অবিলম্বে ভর্তুকি দেওয়া হবে কিনা তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—এই রকম কোন অভিযোগ আমাদের কাছে আসে নি। ১৯৮০-৮১ সালে ঋণ দেওয়া হয় নি এই ধরনের কোন অভিযোগ আমার কাছে নেই। ১৯৭৮-৭৯ এবং ১৯৭৯ ৮০ সালে ৬১১টি কেস ছিল। তাদেরকে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে আমার কাছে বিস্তারিত তথ্য নেই সে কারনে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস : —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি. এস, এফ.ডি থেকে ভর্তুকি দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত ছিল কিনা ? যদি সিদ্ধান্ত থেকে থাকে, তাহলে এটা কার্যাকরী করা হয় নি কেন ? দ্বিতীয়তঃ, এক দু' বছর পরেই এস, এফ, ডি, এর কেস গুলি সেপা-

স্লেট হয়ে যায়। এর ফলে এই যে ১/২ বছরের ফারাক এই ফারাকের মধ্যে মৎস চাষীদের মধ্যে কেহ ভর্তুকি পেল আবার কেহ পেল না। সারা ত্রিপুরায় এমন কি আমার অমরপুরেও তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি, ১৯৮০-৮১ সালে ঋণের প্রশ্ন এখানে এসেছে। আর এখন এখানে যে সাপ্লিমেণ্টারী করা হচ্ছে তা অনেক আগের ব্যাপারে। এত সব তথ্য আমার কাছে নেই। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৭৮-৭৯ এবং ১৯৭৯-৮০ এই দুই বছরে ৬১১টি কেস দেওয়া হয়েছে। মৎস্য দপ্তরের ভর্তুকি দেওয়ার কথা সেটা দেওয়াও হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান।

(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশৈলেন প্রসাদ মালসাই।

শ্রীশৈলেন প্রসাদ মালসাই :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ২০৫।

মিঃ স্পীকার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৫।

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৫।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সাব-ডিভিশনের এ. ডি. সি. এলাকার ভূমিহীন ও জুমিয়া এলাকাগুলিতে সেটলমেণ্ট দপ্তর থেকে জরিপ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। থাকিলে উক্ত কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮১-৮২ সনে ধর্মনগর বিভাগে জরিপের কাজ আরম্ভ হয়েছে। স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্ভূক্ত ও স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকা বহির্ভূত উভয় অঞ্চলেই জরিপের কাজ চলিতেছে।

শ্রীশৈলেন প্রসাদ মালসাই : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১৯৮১-৮২ সালে কাজ শুরু হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোথায়, কোন এলাকায়, কোন্ গ্রামে কাজ হয়েছে ?

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে ডিটেলস্ নেই। কোথায় কোথায় হয়েছে। ৫২টি মৌজা আছে ধর্মনগরে। এই ৫২ মৌজার মধ্যে ১০টি মৌজা এ. ডি. সি. এলাকায় পড়েছে। তারমধ্যে ৫টি মৌজার কাজ শেষ হয়েছে। ১টা মৌজার কাজ চলছে। পরবর্তী সময়ে বাকী ৪টা মৌজার কাজ হাতে নেওয়া হবে।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, ৫টি মৌজার কাজ শেষ হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, বাকীগুলির কাজ কবে আরম্ভ হবে? যে ৫টা জায়গার কাজ শেষ হয়েছে, সেগুলি কোন্ কোন্ জায়গা তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন?

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার, স্যার, মৌজার নামগুলি আমার কাছে নেই। তবে যে ৫টি মৌজার কাজ শেষ হয়েছে সেগুলির আরো ৩টি স্টেটের কাজ বাকী আছে। যেটার কাজ চলছে সেটার কাজ শেষ হলেই বাকীগুলির কাজ হাতে নেওয়া হবে। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ভূমি বন্দোবস্তের কাজ জেলা প্রশাসন হাতে নিয়ে থাকেন।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই :— যেখানে সেটলমেন্টের জরিপ হবে সেগুলি ফরেষ্ট এলাকাতে না ফরেষ্ট রিজার্ভ বহির্ভূত এলাকা, নাকি সমস্ত জায়গায়তেই হবে তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন?

শ্রীখগেন দাস :— জরিপের কাজ সর্বত্রই হয়ে থাকে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— এই পেচারথল এলাকায় ধর্মনগর এ. ডি. সি. এলাকায় জরিপের কাজ চলছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই এলাকা ছাড়াও এই যে, দামছড়া, খেদাছড়া, কাছাড়ী ছড়া, বনমুই ছড়া প্রভৃতি এলাকায়, বসবাসকারী ট্রাইবেলদের জমি অনেক আগেই বন্দোবস্ত দেওয়া হয়ে থাকলেও— অবশ্য কাগজে আছে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ প্রায় ১০/১৫ বছর হবে তারা ভূমি বন্দোবস্ত পায় নি। সেই এলাকাগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ হবে কিনা তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন?

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি, যখন কাজ ধরা হয়, তখন আস্তে আস্তে শেষ করে আমরা ঐ সমস্ত এলাকায় জরীপের কাজ করি। মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই, উচু টিলা বলে আমরা জরিপের ক্ষেত্রে আগে ট্রেভার্স সার্ভে করি। এতে সময় লাগে। মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তাতে বলতে পারি, এটা যদি রিভিশন সার্ভের

আওতার বাইরে থাকে, তাহলে আমরা ডিষ্ট্রিকট্ অ্যাডমেনিষ্ট্রেশন এর হাতে এলটমেন্টের কাজ তুলে দিই।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার, ২৯৬।

মিঃ স্পীকার ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং, ২৯৬।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৬।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মৎসজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা কত,

২। অমরপুরের অমরসাগর দীঘিটি কোন্ সমবায় সমিতির দ্বারা কি ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, এবং,

৩। এখন পর্য্যন্ত উক্ত সমবায় সমিতির ঋণের কত টাকা সরকারী কোষাগারে দেনা আছে।

উত্তর

১। রাজ্যে ১১৯ টি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি আছে।

২। অমরপুরের অমরসাগর দীঘিটি অমরপুর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির নিকট ইজারাধীন আছে এবং ঐ সমিতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

৩। শেয়ার ক্যাপিটাল বাবদ ৩২,০০০ হাজার টাকা ও আরও ৭০০০ হাজার টাকা ইজারা বাবদ সরকারের কাছে দেনা আছে।

শ্রীজওহর সাহা : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই শেয়ার ক্যাপিটাল এবং লীজের টাকা আদায় করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে সমিতির উপর কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া গিয়েছে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী : - শেয়ার ক্যাপিটেলের টাকা সাধারণতঃ কো-অপারেটিভের কাছ থেকে আদায় করা হয়না, মূলধনী অংশ হিসাবে সেগুলি দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীজওহর সাহা : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কোন সাল থেকে এই টাকাটা দেনা এবং সেটা আদায়ের জন্য সরকার পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, অমর সাগর দীঘিটা হচ্ছে প্রায় ১১.২০ হেকটার প্রতি

হেকটার ১২০০ টাকা করে আমরা লীজ দিয়ে থাকি। সেই হিসাবে প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ হাজার টাকার মত লীজের টাকা আসে। প্রথমতঃ ৫ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়ে থাকে ৫ বছরের টাকা পরিষ্কার থাকলে পরবর্ত্তী সময়ের জন্য আবার ইজারা দেওয়া হয়। সেই দিক থেকে ৭ হাজার টাকা যে বাকী পড়ে আছে, মনে হচ্ছে খুব বেশী দিনের বাকী না।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আনুমানিক হিসাবে বলছেন আমরা জানি দীর্ঘ কয়েক বৎসর যাবৎ এই টাকা বাকী পড়ে আছে। সঠিক কোন সাল থেকে এই লীজের টাকা সরকারের কাছে দেনা এবং এই টাকা আদায়ের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, আমি বলেছি লীজের টাকা প্রতি বছর পরিষ্কার না থাকলে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য লীজ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই টাকা খুব বেশী দিন বাকী পড়েনি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ৩৬৭ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার :— কোয়েশ্চান নং ৩৬৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১০ই জানুয়ারী ১৯৮৭ সনে 'সংহতি দিবস" উপলক্ষে কতটাকা খরচ করা হয়েছে ?

২) ঐ ব্যাপারে কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) ২,১৯,৪৯৬-০৫ টাকা। তন্মধ্যে কূপন বিক্রি করে সরকারী খাতে জমা পড়েছে ৪৫,০৭৬ টাকা। নীট খরচ হয়েছে ১,৭৪,৪২০'০৫ টাকা।

২) গাড়ী ভাড়া বাবদ—১, ৯৪, ২৭০. ০৫ টাকা।
প্রচার ও সাজ সজ্জা— ৮৬৪০ টাকা।
মঞ্চ ও আবেষ্টনী—৮৮৪০ টাকা।
খাওয়া-দাওয়া—৭০২১'৯৫ টাকা।
বিবিধ –৭২৪'০৫ টাকা।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৮৭ ইং সনে সংহতি দিবস উপলক্ষে রাজ্য সরকার যে কার্য্যসূচী নিয়েছিলেন সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে এই কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, সকলের জন্যই এটা খোলা ছিল, সবাইকে আমরা আহ্বান করেছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল এই কার্য্যসূচী গ্রহণ করার আগে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সংগে কোনরূপ আলোচনা করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার:— স্যার, যখন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে ত্রিপুরার দুই জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচণ্ড নরহত্যা হচ্ছিল, সেই মুহূর্ত্তেই সরকার দায়িত্বের সংগে এই দুটো জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি রক্ষার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বললেন, পরবর্তী সময়ে আমরা টের পেয়ে সংহতি সমাবেশে ওদের নিমন্ত্রণ করেছি। ওরা প্রকাশ্যে বিবৃতিতে বলেছে যে—আমরা এটা বয়কট করব, উপজাতি যুব সমিতিও কোন সহযোগিতা করেনি। তাদের ইতিহাসই হচ্ছে এই জাতীয় সংহতি বা সমাবেশের বিরোধীতা করা। পরবর্ত্তী সময়ে এটা হাতে নাতে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য এই ধরণের প্রশ্ন কেন করছেন আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই সংহতি সমাবেশে কত লোক জমায়েত হয়েছিল এবং কত লোকের জন্য খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, যত লোক জমায়েত হয়েছিল তাদের গুণবার আমাদের ব্যবস্থা থাকেনি। তবে আমাদের ধারণা প্রায় ৭০ হাজারের মত লোক হবে। আর কতজনকে খাওয়ানো হয়েছিল সেই হিসাব এখন আমার কাছে নেই। তবে খাওয়া বাবদ ৭০২১'৯৫ টাকা খরচ হয়েছে এবং তাদের খিচুরী খাওয়ানো হয়েছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১০ই জানুয়ারী যে কার্য্যসূচী নেওয়া হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এটা সরকারী কার্য্যসূচী। সরকারী কার্য্যসূচী যদি হয়ে থাকে তাহলে সেখানে দলের প্রশ্ন উঠার কথা ছিল না। যৌথভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে এই কার্য্যসূচী সম্পাদন করা হলো না কেন ? এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ ছিল কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীজমাতিয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যখনই আমরা সর্ব দলীয় সম্মেলন ডেকেছি জাতীয় সংহতির জন্য, তখনই বিভিন্ন দিক থেকে তাঁরা বিরোধীতা করেছেন। যখনই আমরা এই সংহতির জন্য বিভিন্ন কনষ্ট্রাকটিভ প্রস্তাব দিলাম, তখনও সেই প্রস্তাব মানার পরিবর্ত্তে উভয় দলই মাঠে ময়দানে বামফ্রন্ট "সরকারের পদত্যাগ চাই" এই শ্লোগান তোলেন। যেখানে আপনারা বামফ্রন্ট সরকারের পদত্যাগ চাচ্ছেন সেখানে জাতীয় সংহতির সম্মেলনের কার্য্যসূচীর জন্য আপনাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেব এটা কি করে আপনারা আশা করেন ? পরবর্ত্তী সময়ে ওদের নেতা দিল্লীতে আহ্বান জানালেন যেসব দল মিলে মোকাবেলা করতে হবে খালিস্তানীদের. সেখানেও ওরা দেখলেন বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক এতে যোগদান করছে, তখন ওদের কারো কাছে সম্বিৎ ফিরে এসেছিল। নীচের তলায় যারা তাদের কর্মী, তারা ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে সংহতি সম্মেলনগুলিতে রক লেভেলে। ওদের নেতা একবার বললেন তোমরা সহযোগিতা কর আবার পরের দিন বললেন তোমরা বয়কট কর। কি রকম ধরনের নেতা আমি বুঝতে পারছি না। শ্রীভট্টাচার্য্যের কথা বলছি, পত্রিকার রিপোর্টের ভিত্তিতেই বলছি. ওদের কাছে কি নিয়ে গিয়েছিল আমার জানা নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক। আপনারা যদি এখানে বলেন যে জাতীয় সংহতির জন্য আপনারা কাজ করতে প্রস্তুত আছেন, তাহলে সব সময় আপনাদের আহ্বান জানাব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার ১০ই জানুয়ারী জাতীয় সংহতির জন্য যে ব্যয় করা হয়েছিল তাতে নিজের দলের সংহতি মজবুত করার লক্ষ্য ছিল বেশী এটা ঠিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, এই প্রশ্নের কোন জবাব নেই। তবে কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস যে ভাবে সংহতি বিরোধী সম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিচ্ছিল, এই সংহতি সমাবেশের পর দেখা গেছে তারা খানিকটা স্তিমিত এবং হতাশাগ্রস্ত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৪।

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৪।

১। (প্রশ্ন) ইহা কি সত্য যে Tripura Gazette, Extra ordinary issue, Agartala Monday, November 9 - 1964 A D No. F. 39 (93)-Rev/62

dt. 9-11-64 এক আদেশ মূলে সরকার লুধুয়া চা-বাগান (Chandrapur Tea Estate) ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য ভূমি খাস বলে চিহ্নিত করেছেন,

(উত্তর) ইহা সত্য নহে, তবে ঐ নোটিফিকেশান দ্বারা সাক্রুম মহকুমার সমস্ত মধ্যস্বত্ব বিলোপ করা হয়েছিল।

২। (প্রশ্ন) করে থাকলে লুধুয়া চা-বাগানের উক্ত খাস জমি ঐ চা-বাগানের শ্রমিক সমবায়ের হাতে সমর্পণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৩। (প্রশ্ন) থাকিলে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

(উত্তর) ২ এবং ৩ নং প্রশ্নের এক সাথে উত্তর হলো—উক্ত চা-বাগান নিয়ে বর্ত্তমানে গৌহাটি হাইকোর্টে একটি রিট মামলা চলিতেছে বিধায় এ সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যাবে না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে নম্বার অনুসারে যেটা নাকি গেজেট নোটিফিকেশান হয়েছে তাতে মধ্যস্বত্ব বিলোপ করলে সেটার মালিকানাটা সরকারে চলে আসে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা পরিষ্কার করে ব্যাপারটা কি ?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, আমি তো বলেছি উনি যেটা বলেছেন যে শুধু চা-বাগান নয় সমস্ত সাক্রুম মহকুমারই মধ্যস্বত্ব বিলোপ করা হয়েছে, সেটা বিলোপ করলে সরকারে আসবে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টরী স্যার, তাহলে কথাটা হচ্ছে যে লুধুয়া যেটা বললেন যে হাইকোর্টে মামলা আছে সেই মামলাটা কোন সময়ে করা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— মামলা তো পরবর্ত্তী সময়ে করা হয়েছে কিন্তু একজাক্ট ডেইটটা মনে নেই তবে সরকার থেকে যেটা করলাম এই চা-বাগানের ব্যাপারটা যখন সরকারের নজরে আসে তখন ২৩.১০.৭৮ ইং সন, আমরা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে একটা আদেশ জারী করেছিলাম যে, লুধুয়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষ বাগানের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিতেছেন না, সেই হেতু বাগান কর্তৃপক্ষকে কোন জমি রাখিতে দেওয়া হবে না, ঐ কন্টিনিউশানে করা হয়েছে এবং এটা পাওয়ার পর বাগানের কোন কোন লোক জনৈক ব্যক্তি রাজ্য সরকারের এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেন।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তাহলে এটা দেখা যাচ্ছে

যে ৬৪-তে মধ্যস্বত্ব লোপ হলো আর কেইস হলো ৭৮এর পরে এটা আইনগত কতদূর সিদ্ধ হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, এটা তো আইনের ব্যাপার। সিদ্ধ হয়েছে বলে হাই-কোর্ট গ্রহণ করেছেন।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ঘটনাটা যেটা এখানে আছে হাইকোর্টকে জানানো হয়েছে এখানে যে কেইসে গেজেট নোটিফিকেশ্যান যেটা হয়েছে ১৯৬৪ ইংরাজীতে এই কথাটা হাইকোটকে জানানো হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, সবটাই জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয় মামলার আরলি হিয়ারিং-এর জন্য আমরা বার বার ডিভিশ্যান বেঞ্চে তোলার জন্য আমাদের উকিলকে তাগাদা দিচ্ছি কিন্তু তা সত্বেও ডিভিশ্যান বেঞ্চে এখন পর্য্যন্ত উঠেনি।

মিঃ স্প্যাকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৪।

১। (প্রশ্ন) রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি দীর্ঘদিন যাবৎ কমলপুর মহকুমার টেলিফোন লাইন অচল থাকার ফলে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে,

(উত্তর) হ্যাঁ, অবগত আছেন।

২। (প্রশ্ন) অবগত থাকিলে সরকার এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কিনা,

(উত্তর) হ্যাঁ, করেছেন।

৩। (প্রশ্ন) করে থাকলে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে এ ব্যাপারে সাড়া পাওয়া গিয়াছে কিনা ?

(উত্তর) হ্যাঁ, সাড়া পাওয়া গিয়াছে।

৪। (প্রশ্ন) পেয়ে থাকলে তার বিবরণ ?

(উত্তর) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কমলপুরে একটা চালু আছে। রাজধানী

আগরতলা থেকে কৈলাশহর, কমলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে টেলিফোন লাইনের তামার তার প্রায়ই চুরি যাওয়ার দরুণ উল্লেখিত স্থানের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যহত হয়, এই কথা স্থানীয় টেলিকমিউনিকেশ্যান আমাদের জানিয়েছেন। গত ৪ (চার) মাস যাবত আগরতলা থেকে কৈলাশহর সরাসরি টেলিফোন লাইন পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি কল্পে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় কমলপুরের জন্য একটি সেটেলাইট ষ্টেশান স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেন্দ্রীয় টেলিফোন দপ্তরের সঙ্গে যোগযোগ প্রশ্নটা যে ভাবে হ্যাঁ. না, বললেন, এটা কি ধরণের যোগাযোগ করা হয়েছে এটা জানাবেন কি এবং কমলপুরে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা কয় বছর যাবৎ অচল অবস্থায় আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই লাইনটা ভালভাবে চালু করার জন্য টেলিফোন দপ্তর চেষ্টা করছেন। আমরা তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করছি কারণ সরকারী কাজে সবচেয়ে বেশী বাধার চেষ্টা হচ্ছে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁরা বলছেন ৭৫ পারসেণ্ট কাজ তাদের শেষ হয়েছে কাজেই তাঁরা শিগ্‌গিরই এটা সম্পূর্ণ করতে পারবেন বলে আশা করছেন।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, কমলপুরে টেলিফোনের সংখ্যা যা ছিল তার চার ভাগের তিন ভাগ কমে গেছে। এখন অযথা কিছু কিছু দপ্তর সরকারী এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান অযথা টেলিফোনের ভাড়া দিতে হচ্ছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সরকারী কাজে টেলিফোন না থাকার জন্য অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের কমলপুরে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এটা এই কয় বছরে বা এই কয় মাসে বা গত বছর যে-সব উগ্রপন্থীর দুর্ঘটনা এখানে ঘটেছে যদি টেলিফোন ব্যবস্থা কমলপুরে চালু থাকত তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো মৃত্যুর সংখ্যা কমানো যেত এবং দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমানো যেত তাই এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিশেষ ভাবে বিশেষ আলোচনা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি বলেছি একটা সাব-ডিভিশান হেড-কোয়াটারটা রাজ্যের মধ্যে বিচ্ছিন্ন থাকবে টেলিফোন যোগাযোগ থেকে এটা দুর্ভাগ্যজনক। ওরা যে বলছেন তার চুরি হচ্ছে, তার তো সব জায়গায়ই চুরি হয়, এটা একমাত্র কারণ হতে পারে না। এখন ওরা বলছেন এই তারটাই পাল্টে দিচ্ছেন যাতে চুরি করা

লাভজনক না হয়, এই রকম ব্যবস্থা ওরা করেছেন। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর, আমরা অনুরোধ করতে পারি কিন্তু কাজটা তাদের করতে হবে।

শ্রীবিমল সিংহ :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্পর্কে টেলিফোন তখনেই, এমনকি টেলি-গ্রাম পর্য্যন্ত চলেনা কমলপুরে। একমাত্র থানাতে ম্যাসেজ যদি দেন আপনারা, থানা এটা রিসিভ করে ওয়ারলেসের মাধ্যমে। পোষ্ট অফিসে টেলিগ্রাম পাঠানোর জন্য কোন মেশিন নেই। সরাসরি টি. আর, টি, সি, বাসে করে আগরতলা এসে পৌছে। টেলিফোন ত লটারীর চেয়েও দুর্লভ। এখানে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ অসত্য। এই তথ্য ঠিক নয়, তথ্যটা হচ্ছে এইটাই সেটালাইজ স্টেশানের কথা বলেন সেখানে মাইক্রোওয়েভ স্টেশান। কিসের তার? মাইক্রোওয়েভ স্টেশন থাকলেত তার লাগেনা। ডলুবাড়ী থেকে কমলপুরে তার চুরি যায়নি বা লংতরাই মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশান আছে সেখানে তার চুরি যায়নি। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা জানাবেন কি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্যদের যে ক্ষোভ সেটা কেন্দ্রীয় সর-কারকে জানাতে পারি। মাননীয় চেয়ারম্যান যদি সাহায্য করে আজকের এই বিবরণী ওদের কাছে পাঠিয়ে দেব যাতে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪২৩।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪২৩।

শ্রীঅনিল সরকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪২৩।

প্রশ্ন

১। কক-বরকের প্রথম চলচ্চিত্র "লংতরাই" প্রযোজক থেকে কিনে নেওয়ার এবং গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে কারণ?

৪। ভবিষ্যতে এই ধরনের চলচ্চিত্র প্রয়োজনার ক্ষেত্রে সরকারীভাবে কোন সহায়তা করা হবে কি না?

উত্তর

১। "লংতরাই" ছবিটি প্রযোজক থেকে কিনে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই। তবে এই ছবিটি তৈরীর সময় রাজ্য সরকার শর্ত সাপেক্ষে আর্থিক সাহায্য করেছেন। শর্ত অনুযায়ী ১ কপি যেটা ইতিমধ্যে পাই সেটা গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শন করছেন।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। যেহেতু রাজ্য সরকার ছবি তৈরীর সময় শর্ত সাপেক্ষে সাহায্য করেছেন সেইহেতু নতুন করে এই ছবিটি কিনে নেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠেনা।

৪। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাহায্য করা যেতে পারে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ধরণের যে চলচ্চিত্র তৈরী হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কক্-বরক হলে সেগুলি সরকার সাহায্য করবে। যেকোন ধরনের চলচ্চিত্রে সাহায্য করবেন কিনা? কারণ এইটা অনেক ধরণের সাহিত্য থাকতে পারে। আবার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্নও থাকতে পারে। সরকার সিদ্ধান্ত কোন্ ধরণের চলচ্চিত্রে সাহায্য করবেন এই ধরণের কোন নর্মস থাকবে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, আমি ত বলেছি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাহায্য করব। যদি কোন স্ক্রীপট আসে যদি মনে করি যে আমরা এই ছবিটাকে সাহায্য করা যেতে পারে তাহলে সেটাকে তৈরী করার সময়েতে সাহায্য করতে পারি। কক্-বরক বলে কোন কথা নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে শর্ত সাপেক্ষে সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং তার জন্য কিনে নেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা, সেই শর্তটা কি?

শ্রীঅনিল সরকার :— শর্তটা হল তাদের ২টা বা ৩টা ছবি আমাদের দিতে হবে। এর মধ্যে একটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার যতটুকু মনে হচ্ছে ৩টা প্রিণ্ট দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৬৫

মিঃ স্পীকার —ঃ অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬৫

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগরে মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশান স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহন করে দপ্তরের হাতে তুলে দিতে ভূমি রাজস্ব দপ্তর বিলম্ব করছেন, এবং

২। সত্য হইলে এ ব্যাপারটি সমাধানের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। ধর্মনগর মহকুমার মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহন করার আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে এবং ক্ষতিপূরন স্বরূপ টাঃ ৪, ৫১, ৯৮১.২৫ প্রয়োজন। পি অ্যাণ্ড টি ডিপার্টমেণ্ট-কে শীঘ্র ক্ষতিপূরনের টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ২ বৎসর আগে মাইক্রোওয়েভ সেণ্টার স্থাপনের জন্য ধর্মনগরে ভূমি অধিগ্রহনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা শুরু হয় এবং সাথে সাথে জমির উপর যারা দখলদার তারা ছাড়বেন না বলে দাবী করেন এবং এইটা নিয়ে মামলা চলছে। তারা যাতে উচ্ছেদ না হতে পারে তার জন্য তারা প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং সেই বিষয়টা তদন্ত করে অবিলম্বে জমি অধিগ্রহন করে কাজটা শুরু করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— অধিগ্রহনের প্রস্তাব হয়েছে ৮৫তে, এখন ৮৭। আমি অনেকবার অনুরোধ করেছি। এই ব্যাপারে ওরা কোন উদ্যোগ এখনও নিচ্ছেন না। এর বেশী আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাইক্রোওয়েভ সেণ্টার স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন এইটা কে বা কারা করে থাকেন এবং এই ব্যাপারে ধর্মনগর নোটিফাইড এরিয়া কমিটির সহযোগিতা কর্তৃপক্ষ নিয়েছিলেন কিনা যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কারণ কি ? এই ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা নিয়ে এই ঝামেলা সমাধান করার জন্য চেষ্টা উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এইটা আমার জানা নেই, কে স্থান নির্বাচন করেন।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন এইটা জানা নেই তাহলে এইটা কিভাবে হয়ে থাকে ? এইটাত দেখছি দপ্তরের মধ্যে আছে, এই দপ্তরটা কিভাবে পরিচালিত হয় ? এইটা কি রাজ্য বা কেন্দ্র কোথাও কোন দপ্তর নেই তা বুঝতে পারছিনা। তাহলে মাইক্রোওয়েভ সেণ্টার হবে কিনা এই যে আশংকা দেখা দিল এই আশংকা দূরীকরণের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্যের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হচ্ছেনা যে একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না বলে এই দপ্তরটা নেই। এইটা মাননীয় সদস্যের ভুল ধারণা। উনি যদি এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করেন নিশ্চয়ই দপ্তরের যা কিছু আছে সেটা হাউসের সামনে উপস্থিত করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৩০।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৩০।

শ্রীখগেন দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৩০।

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রাজ্যের যাবতীয় অ্যাক্ট, রুলস্, অর্ডার, সরকারী গেজেট ইত্যাদি রাজ্যবাসী যাহাতে সহজে পায় এবং ক্রয় করতে পারে সেইজন্য রাজ্য সরকার সদর ও বিভিন্ন মহকুমায় কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

১। রাজ্য সরকারের প্রকাশিত যাবতীয় অ্যাক্ট, রুল, অর্ডার ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নির্দ্দেশানুসারে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। উক্ত গেজেটগুলি মূল্য বাবত বাৎসরিক ১৩০ টাকা অ্যাডভান্স চালান-এ জমা দিলে প্রত্যেক সরকারী, বেসরকারী, আধা সরকারী সংস্থাকে নিয়মিত পাঠানো হইয়া থাকে।

বিভিন্ন অ্যাক্ট, রুলস্ গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নির্দ্দেশানুসারে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় এবং সেগুলি সরকার নির্ধারিত মূল্যে ত্রিপুরা সরকারী প্রেসের সেইল কাউন্টার হইতে প্রতিদিন বিক্রয় করা হইয়া থাকে। মহকুমা ভিত্তিক এ ধরণের কোন বিক্রীর ব্যবস্থা নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেহেতু, রাজ্যবাসীর প্রয়োজনে এটা করা হয় আমরা ব্যাক্তিগতভাবে দেখতে পাই মানুষের জিনিসগুলির জন্য হয়রানি হতে হয়, প্রেসে গেলে সময়মত দিতে পারেনা, তাতে ট্রাবলস হয়। সেইজন্য এই জিনিসগুলি যাতে সহজে পেতে পারেন তার জন্য আইতরমা, সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র, বিভাগ ভিত্তিক সরকারী বিক্রয় কেন্দ্র এইসব জায়গাতে ঐগুলি রাখা যায় কিনা রাজ্যবাসীর অসুবিধা দূর করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই সম্পর্কে অভিমত কি ?

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, ঐ দপ্তরে এই গেজেট নোটিফিকেশান ছাপানো হয়, তারা যদি সিদ্ধান্ত নেন এই সমস্ত জায়গায় বিক্রি করা হবে, তাহলে তারা দিতে পারেন, আমরা শুধু ছাপিয়ে দেব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার : স্যার, সরকার যদি সেই দৃষ্টিভঙ্গি দেয় যাতে মানুষ সহজে তা নিতে পারে এবং তার জন্য যদি উদ্যোগ নেন তাহলে পরে দপ্তর সেটা নিশ্চয়ই কার্য্যকরী করবে। সেই সম্পর্কে বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কি উদ্যোগ নেবেন কিনা আমি জানতে চাইছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে।

শ্রীখগেন দাস :— আমিতো আমার দপ্তরের কথা বলতে পারব, অন্য দপ্তরের ওরা কি পদ্ধতি নেবে সেটা এই মুহূর্তে বলা আমার পক্ষে সম্ভব না।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— স্যার, যেহেতু ককবরককে সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেই কারণে এখানে যে একটা, রুলস্ ও অর্ডার দেওয়া হয় সেগুলি ককবরকে অনুবাদ করে ছাপানো হয় কি না, না হলে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, আমার যতটুকু জানা আছে শুধু ইংরাজীতেই হয়, বাংলায় বা ককবরকে হয় কি না বলতে পারব না. এইটা আমরা খতিয়ে দেখতে পারি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৩৩৮।

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩৮।

প্রশ্ন

১) অমরপুরের বীরগঞ্জ মৌজায় জোতদারের সিলিং উদ্বৃত্ত ভূমির পরিমাণ কত, এবং
২) উক্ত সিলিং উদ্বৃত্ত ভূমি দখলদারদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কি না,
৩) হলে তাহা কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। মোট ৩৯.৩৪ একর। ২। এ্যালটমেন্ট রুল অনুযায়ী ভূমিহীন পরিবারদিগকে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হইবে। ৩। এই উদ্বৃত্ত জমি আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণের কাজ শেষ হইলেই বণ্টন করা হইবে।

শ্রীজহর সাহা :— বর্তমানে এই জমিগুলি কি অবস্থায় আছে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস : — স্যার, কিছু লোক সেখানে বসে আছে।

শ্রীজওহর সাহা : — এখানে মোট জায়গাটা যেটা দেখানো হয়েছে ৩৯.৩৪ একর যে জায়গাটা. এর মধ্যে জোতের সম্পত্তি যেটা রেজিষ্টিরি করা হয়েছে এবং নামজারি হয়েছে সেই জায়গা এখানে দেখানো হয়েছে এই টা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এবং যদি রেজিষ্টার ও নামজারি হয়ে থাকে তাহলে কোন্ কোন অবস্থায় এইটা হয়েছে এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— ওটা আমার জানা নাই ।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কবে পর্য্যন্ত এই সকল জায়গাগুলি আছে ৩৯.৩৪ একর যে জায়গা সেটার সবটাইতে সেখানকার লোকেরা দীর্ঘ ২০-২৫ বছর যাবত দখল করে আছে ফলে. এর বাস্তব অবস্থাটা কি সরজমিনে তদন্ত করে এই ব্যাপারে কবে নাগাদ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটা বিলি বন্টন করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস : — জায়গাটা ফাইনাল পাব্লিক্যাশান হয়ে গেছে, এখন ডিষ্ট্রিক কালেকটার ওটা তার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে সেই সময়ের পরে নোটিশ দেন তার পর এইটা সরকারের রিকোভারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন. তবে কত দিনের মধ্যে করতে পারব এইটা এই মুহূর্ত্তে বলা সম্ভব নয় ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার. এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার- ৬৭১

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার- ৩৭১

প্রশ্ন

১। সাক্রম বিভাগের কাঠবাইয়া বড় ঢেপ ও পাখীকোটেপা জলাশয় সংস্কারের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে আশা করা যায় ।

২। উক্ত কাজ শেষ করে জলাশয়গুলি কবে নাগাদ মৎস্যজীবি সমবায়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে ?

উত্তর

১। পাখীকো ঢেপার সংস্কারের কাজ ১৯৮৩ ৮৪ ইং সনে শেষ হইয়াছে। বড় ঢেপার প্রাথমিক সংস্কারের কাজ ১৯৮৪-৮৫ ইং সনে শেষ হয়েছে। কাঠবাইয়া ঢেপার মধ্যে কিছু জোত জমির অধিগ্রহনের কাজ সম্পূর্ণ হইলে কাজ শুরু করা হইবে।

২। পাখীকো ঢেপা গঙ্গাবতী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির নিকট ইজারা দেওয়া আছে। বড ঢেপার প্রাথমিক সংস্কারের কাজ করার পর দেখা যায় কিছু কাজ বাকী আছে, তাই এইটাকে এখন পর্য্যন্ত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির হাতে তুলে দেওয়া যায় নি। কাজটা ইতি মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে বলে আমরা আশা করছি, তখন এইটা তাদের হাতে তুলে দেওয়া থাকে। কাঠবাইয়া ঢেপার জোত জমি অধিগ্রহণের কাজ এখন করতে পারেনি, সেই কাজটাকে এখনও ঠিক মত অধিগ্রহণ করা যায় নি।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— স্যার, কাঠবাইয়া জমিটা অধিগ্রহণের ব্যপারটা কোন পর্য্যায়ে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— স্যার, ১৯৮২ সালের ২৬ শে অক্টোবর কাঠ বাইয়া ঢেপার জন্য ১ ৩৬ একর জমি অধিগ্রহণ করার জন্য এস, এ-ডিপার্টমেন্ট এ প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এখন পর্য্যন্ত স, এ-ডিপার্টমেন্টের তার যেহেতু নোটিফিকেশানের কাজ শেষ করেন নি এবং তাদের কাজে কত টাকা লাগবে এই সমস্ত কোন রিকুইজিশান দপ্তরের কাছে দেন নি।

শ্রীনকুল দাস ঃ— স্যার, এইটা পাখীকো ঢেপা একটা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে দেওয়া হয়েছে বলে বলা হয়েছে আসলে এইটা কাগজ পত্রে দেওয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই জায়গাটা এখনও মৎস্য চাষের উপযোগী হয়নি, সেখানে অনেক গাছ আছে। আমি নিজেও দেখেছি, কাজেই এই টাকে সত্যিকারের সংস্কার করে যাতে চাষ করতে পারে এবং বাকী যে গুলি সংস্কার হয়নি এখনও এই ৬, ৭ বছর ধরে চলছে এইগুলি কত দিনে সংস্কার করে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির হাতে দেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী : মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন এইটা আমার কাছে নাই। তবে আমরা আর একটু তদন্ত করে দেখব। দ্বিতীয়তঃ আমি বলেছি বড় ঢেপার কাজ কিছু বাকী থাকার জন্য দিতে পারিনি, তবে চাষবাসের কাজটা এখনও আমরা করতে পারিনি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার — ৪২৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৪।

প্রশ্ন

১) আগরতলা হইতে ছৈলেংটা পর্য্যন্ত টি আর টি সি বাস চালানোর কোন পরিকল্পনা আছে কি.

২) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়,

৩) না থাকিলে প্রাইভেট বাস চালানোর জন্য পারমিট দেওয়া হবে কি না ?

উত্তর

১) ৯ই মার্চ্চ ১৯৮৭ ইং তারিখে আগরতলা হইতে ছৈলেংটা পর্য্যন্ত টি আর টি সির বাস সার্ভিস চালু করা হইয়াছে।

২, ৩) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার, (নাই), মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৩৩।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মি. স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৩৩।

প্রশ্ন

১) ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে উৎপাদিত মাছের পোনার পরিমাণ কত,

২) উক্ত সময়ের মধ্যে পোনা উৎপাদনের জন্য কত টাকা ব্যয় করতে হয়েছে, এবং

৩) উক্ত সময়ের মধ্যে ডম্বুর জলাশয়ে কত পরিমান ও কি কি জাতের মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে।

উত্তর

১) ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি রাজ্যে মোট উৎপাদিত মাছের পোনার পরিমাণ ১২, ৬৩, ০২ ০০০ টাকা।

২) উক্ত সময়ের মধ্যে সরকার তার নিজস্ব মৎস্য প্রজনন ও চারা উৎপাদন খামারে পোনা উৎপাদনের জন্য মোট টাকা ৭, ৬১, ৭৬৫ ৫৬ পয়সা খরচ করেছে,

৩) উক্ত সময়ের মধ্যে ডম্বুর জলাশয়ে মোট ১৪, ০২, ৬১১ টি রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ও গ্রাস কাপ প্রজাতির মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এই যে ১৯৮৫-৮৬, এবং ১৯৮৬-৮৭ ইং সালে যে পরিমাণ মাছের পোনা ডম্বুর জলাশয় ছাড়া হয়েছিল তাতে উক্ত সময়ের মধ্যে কত পরিমাণ মাছ সেখানে ধরা সম্ভব হয়েছে এবং তার মূল্য কত।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— এই তথ্য আমার কাছে নাই।

মি: স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই গুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলের রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES - "A" & "B") ।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়ের নিকট হইতে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নীরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল 'গত ১৮ই মার্চ রাত আনুমানিক সাড়ে সাতটায় আগরতলা কেন্টনমেন্ট রোডের বাসিন্দা, নারায়ণপুর লেবার কলোনীর শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সাধনা চৌধুরীর বাড়ী সহ ন্যূনপক্ষে ১০টী বাড়ীতে দুষ্কৃতকারী-দের দ্বারা অতর্কিত আক্রমণ সংগঠিত করা এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে পাঁচজনকে জখম ও আহত করা সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথ্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়টির উপর একটী বিবৃতি দিতে। যদি তিনি এক্ষুণি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ বিষয়ের উপর আমি ২০শে মার্চ একটী বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২০শে মার্চ একটি বিবৃতি দেবেন।

আজকের কার্য্যসূচীতে একটী রেফারেন্স আছে। গত ১৭-৩-৮৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটীর উপর একটী বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হল— "গত ১৬ই জানুয়ারী অধিক রাত্রে অমরপুরের বামপুর ল্যাম্প ও বীরগঞ্জ ২নং রেশন শপের ৬ বস্তা রেশনের চাল বীরগঞ্জ থানার ও, সি, এবং অমরপুরের ফুড কণ্ট্রোলার কর্তৃক উদ্ধার করা ও একজন পাচারকারীকে আটক করা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৬-১-৮৭ ইং তারিখ রাত ৮টার সময় অমরপুরের শ্রীপ্রাণময় সাহা বীরগঞ্জ থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করেন যে বীরগঞ্জ ল্যাম্পসের কিছু পরিমাণ চাউল ক্ষুদিরাম পল্লীর শ্রীহারাণ সাহা এবং বীরগঞ্জের শ্রীরাজমোহন শীলের বাড়ীতে অসৎ উদ্দেশ্য রাখা হইয়াছে। এই অভিযোগ বীরগঞ্জ থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন। তদন্তকালে পুলিশ ২০০ কে, জি, চাউল শ্রীহারাণ সাহার বাড়ীতে পায় এবং ১০০ কে. জি, চাউল মৈলাক রেশনশপে একটি বাই সাইকেলে করে নিয়ে যাওয়ার পথে সীজ করেন। শ্রীরাজমোহন শীলের বাড়ীতে চাউল পাওয় যায় নাই। তদন্তে প্রকাশ পায় গত ১৬-১-৮৭ ইং তারিখ বামপুর ল্যাম্পস্-এর কর্মচারী ৪০০০ কে. জি. চাউল ডি. ও. নাম্বার ১৪৩৩ তাং ১৬-১-৮৭ ইং চাউলের গুদাম থেকে গ্রহণ করেন। এই চাউল শ্রমির মাথায় বোঝাই করে মৈলাক খোয়াঘাট থেকে রেশনের দোকানে নিয়ে যাওয়া হইতেছিল। ৩৭০০ কে. জি. চাউল বহনের পর শ্রমিকগণ পায়ে ব্যাথা অনুভব করিতেছিল বলে কর্মচারীকে জানান। তখন ঐ কর্মচারী ৩০০ কে. জি. চাউল শ্রীহারাণ সাহার বাড়ীতে রাখেন এবং অন্য একজন শ্রমিককে এই রেশনের দোকানে বহন করে নিয়ে যেতে নিযুক্ত করেন। ঐ শ্রমিক ১০০ কে জি. চাউল রেশনের দোকানে নিয়ে যাওয়ার পথে কয়েকজন লোক চাউল সহ তাহাকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়। শ্রীহরাণ সাহা একজন দোকানদার। চাউল যখন তার বাড়ীতে রাখা হয় তখন তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। চাউলগুলি এখানে রাখা হয় শ্রমিকরা বহন করতে অসমর্থ হওয়ায় এবং বহন করে নিয়ে যাওয়ার পরবর্ত্তী ব্যবস্থার জন্য। এই চাউলগুলি প্রায় ২/৩ ঘণ্টা শ্রীহারাণ সাহার বাড়ীতে ছিল। ফুড ও সিভিল সাপ্লাই-এর ইন্সপেক্টার তদন্ত করে দেখেন রেশনশপের মজুত ঠিক আছে। কাহাকে ও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। বীরগঞ্জ থানার ভার-প্রাপ্ত কার্য্যকারক অমরপুরের এস. ডি. জে, এম. এর আদালতে রিপোর্ট দাখিল করে সীজ

করা চাউল ছেড়ে দিতে আবেদন করেন, কারণ চাউল পাচারের অভিযোগটি প্রমাণিত হয় নাই এবং ইহা তথ্যের উপর ভিত্তি করা।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে এই চাউল গো-ডাউন থেকে আনা হয়েছে এবং সন্ধ্যার আগেই রেশন শপে নিয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু ৩ বস্তা চালকে ভাগ করে ৬ বস্তা করে রাখা হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে এটা রাত্রি ৮টার সময় নয়, রাত্রি ১০টার সময় এই ঘটনা ঘটেছে। এলাকার লোকজন থানাতে খবর দিয়েছিল চাল পাচার হচ্ছে বলে। কিন্তু কর্মরত অফিসার ফুডের কথা ছাড়া যেতে পারবেন না বলেছিলেন। পরে ফুড কণ্ট্রোলারকে জানালে তিনি এস. ডি. ও সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে গিয়েছিলেন এবং চালগুলি সীজ করেছিলেন রাজমোহন শীলের বাড়ী থেকে। এই চাল নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে লোকজন চীৎকার করার ফলে চালগুলি ধরা পড়েছে। এসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এসব অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই ক্যাম্পাসের মধ্যে চাল সরবরাহ অনিয়মিত। সেখানে কৃত্রিমভাবে চাল সরবরাহ করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা হয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা এবং কারো বাড়ীতে ন্যায্য মূল্যের চাল রাখতে হলে এস. ডি. ও-র ও থানার অনুমতি নিতে হয় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কোন্ কার্ড তখন দিয়েছেন এবং কি পেয়েছেন না পেয়েছেন সেটা তো ক্লেরিফিকেশানে আসেনা। আর ২/৩ ঘন্টার জন্য রাখলে পারমিশান নিতে হবে এরকম কোন আইন আমার জানা নাই।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, যারা চালগুলি কেরিং করছিল তারা যখন বাকী চালগুলি নিতে চাইল তখন তাদেরকে বলা হয়েছে যে, না এখন আর নিতে হবে না, যখন নিতে হবে তখন বলা হবে। এই বলে তাদেরকে সেখান থেকে চলে যেতে বলে চালগুলি পাচার করার চেষ্টা হয়েছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য স্প্যাসিফিক বলুন।

শ্রীজওহর সাহা :— কাজেই যারা চালগুলি কেরিং করছিল তদন্তকালে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, তদন্তে এটা দেখা গেছে যে এই অভিযোগ সত্য নয়।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই রামপুর ল্যাম্পস্ এর বীরগঞ্জ রেশনসপে সেখানে অনেকদিন ধরে চাল দেওয়া হচ্ছেনা। সেখানে চাল সরবরাহের ক্ষেত্রে একটা অনিয়ম চলছে। রেশন সপের চাল প্রায়ই বাজারী হয়ে যায় এবং এই ব্যাপারে সেখানকার ফুড ইন্সপেক্টরও যুক্ত রয়েছেন, এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে রিপোর্টও দেওয়া হয়েছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে রয়েছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা আপত্তিজনক যে, মাননীয় সদস্য একজন সরকারী অফিসারের বিরোদ্ধে শ্লেণ্ডার করছেন অথচ কোন প্রমাণ বা তথ্য দিতে পারছেন না। এইটা উনার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

CALLING ATTENTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষবস্তু হলো : গত ১১, ৩, ৮৭ ইং থেকে ১৭ ৩. ৮৭ ইং পর্যান্ত সোনামূড়া বিভাগের কলমচৌড়া হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ১৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়ের কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় উপস্থিত আছেন (শ্রীরসিকলাল উঠে দাঁড়ান)।

আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এ বিষয়ের উপর ২০শে মার্চ ১৯৮৭ ইং তারিখে একই বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২০শে মার্চ, ৮৭ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহাশয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—'শিলাছড়িতে বাগানটীলা শরণার্থী শিবিরে বাংলাদেশী দুর্বৃত্ত কর্তৃক নিশাকর চাকমাকে কুপিয়ে হত্যা করা সম্পর্কে।'

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি ...পনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী (শ্রীসুনীল চৌধুরী উঠে দাঁড়ালে) উপস্থিত আছেন।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৪শে মার্চ, ৮৭ ইং তারিখে আমি এ বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার —: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৪.৩.৮৭ ইং তারিখে বিবৃতি দিবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ২রা ফেব্রুয়ারী অমরপুর মহকুমার করবুক শরণার্থী শিবির থেকে একজন ফরাসী নাগরিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬ টার সময় অমরপুর বিভাগে করবুক শরনার্থী শিবিরে একজন বিদেশী লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখে ত্রিপুরার মোবাইল টাস্ক ফোর্স তাহাকে ধৃত করে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাহার সঙ্গীয় যাবতীয় জিনিসপত্র পুলিশ তল্লাসী করে জানতে পারে যে, সে একজন ফরাসী সাংবাদিক। তবে তাহার ভারত ভ্রমনের পাশপোর্ট ও ভিসা ছিল। কিন্তু ত্রিপুরার মত নিষিদ্ধ এলাকায় বেনামে প্রবেশের জন্যেও তাহার কোন অনুমতি-পত্র না থাকায় তাহাকে আদালতের নির্দেশ অনুসারে জেল হাজতে রাখা হয় এবং উক্ত ঘটনা কেন্দ্রিয় সরকারের গোচরীভুত করে ভবিষ্যত করনীয় সম্পর্কে উপদেশ চাওয়া হয়। সে মত কেন্দ্রিয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে বিদেশী আইন লংঘন লংঘনের জন্য

দায়ের কৃত মামলা প্রত্যাহার করে তাহাকে প্রহরাধীন বিমানযোগে ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ইং তারিখে কলিকাতায় পাঠিয়ে একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফরাসী কূটনৈতিকের হাতে সমর্পণ করা হয়। ঐ সমর্পন কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের একজন নিরাপত্তা কর্মীর সামনে করা হয়। তারপর বিগত ১২ইং ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ইং তারিখে ঐ ফরাসী সাংবাদিক ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে বিমানে দিল্লী ত্যাগ করেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা —: পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, 'ইট' ঠি... ... সে, ফরাসী নেশন্যাল করবুকস্থিত অনাথ আশ্রমের শিশুদের বে-আইনীভাবে ... ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করেছিল এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসার জন্যে কারো কারো সহায়াতা নিয়েছিল, এইটা সত্য কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী: — মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা কেন্দ্রিয় সরকার বলতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ন দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো:— বিগত ১৪.৩.৮৭ ইং সোনামুড়া থানা অন্তর্গত তক্সাপাড়া গাঁওসভার অন্তর্গত বড়মুড়ায় ডাকাতি করে ১৩টি মহিশ নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৫ ৩.৮৭ ইং সকাল ৮টা ৫০ মিঃ সময় মনিরাম চৌধুরী পাড়া পুলিশ ক্যাম্প হইতে ভি, এফ. এইচ. যোগে সোনামুড়া থানায় জানায় যে, ১৪.৩.৮৭ ইং রাত্রিবেলায় কে বা কাহারা বড়মুড়া গ্রাম হইতে ১৩টি মহিশ চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া পুলিশ ও গ্রামবাসী সহ দুস্কৃতকারীগণকে ধাওয়া করে এবং দুস্কৃকারীদের সহিত ভাঙ্গালিয়া টিলায়গুলি বিনিময় হয়। পুলিশ সর্বমোট ১৩ রাউণ্ড গুলি করে। এই সংবাদ পাইয়া সোনামুড়া থানার এস, আই শ্রীঅজিত দাস পুলিশ দল নিয়ে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। গত ১৫.৩.৮৭ ইং বেলা ১১.১৫ মিঃ বড়মুড়া গ্রামের শ্রীনয়ন চন্দ্র ত্রিপুরার বাড়িতে পৌঁছিলে শ্রী ত্রিপুরা এই মর্মে এজাহার করেন যে, গত ১৪.৩.৮৭ ইং রাত্রি অনুমান ১১ ঘটীকার সময় শ্রী ত্রিপুরা প্রাকৃতিক কাজ করিবার জন্য উঠিলে দেখিতে পান যে, তাহার বাড়ির উত্তর দিকে কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। ঐখানে কে জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত

লোকগুলি অশ্রাব্য ভাষায় বলে তাকে ধর। এই কথা শুনিয়াই শ্রী ত্রিপুরা প্রাণভয়ে জঙ্গলে পালাইয়া যান। তিনি জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পান যে, তাহার মহিষের ঘর হইতে ৫টী মহিষ, পাশের বাড়ীর শ্রীরতিরমন ত্রিপুরার ঘর হইতে ৩টী মহিষ, শ্রীসুরেন্দ্র ত্রিপুরার ঘর হইতে ২টী মহিষ এবং শ্রীপদ্ম কুমার ত্রিপুরার ঘর হইতে ৩টী মহিষ চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছে। দুষ্কৃতকারীগণ মহিষগুলি নিয়া পশ্চিমদিকে যাওয়ার সময় ১টী গুলি ছোড়ে। ডাক চিৎকারে মনিরাম পাড়া পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশ দৌড়াইয়া ঘটনাস্থলে আসেন ও গ্রামবাসী সহ দুষ্কৃতকারীদের গতিপথ অনুসরণ করেন। ঘটনাস্থল হইতে অনুমান ২ কি, মি। পশ্চিমদিকে জাঙ্গালিয়া টীলায় পৌঁছিলে দুষ্কৃতকারীরা পুলিশ ও জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালায়। কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা মহিষগুলি নিয়া পালাইয়া যায়। এস. আই উক্ত অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়া তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং দুষ্কৃতকারীদের গতিপথে তল্লাশি করিয়া জাঙ্গালিয়া টীলায় গিয়া সর্বমোট ৯টী খালি এস এল আর কার্তুজ (যাহা পাকিস্তানের তৈরী— যাহাতে পি.ও এফ লেখা আছে) সীজ করতঃ হেফাজতে নেন। মনিরাম পাড়ার পুলিশও ১৩ রাউণ্ড গুলি ছুড়িয়াছে। উক্ত গুলি বিনিময়ে কেহ হতাহত হয় নাই এবং কোন প্রকার রক্তের দাগ পাওয়া যায় নাই। তদন্তে আরও অনুমেয় হয় যে- দুষ্কৃতকারীরা প্রথমে মহিষ নিয়া চলিয়া যায় এবং বেশ পেছনে কিছু লোক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করে। এই লোকগুলির সহিত পুলিশের গুলি বিনিময় হয়। দুষ্কৃতকারীরা বাংলাদেশী বলিয়া প্রকাশ। বাংলাদেশ সীমান্ত ঘটনাস্থল হইতে প্রায় ৬ কি মি.। চুরি যাওয়া মহিষের মূল্য প্রায় ২৬ হাজার টাকা। উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭।৩৮২ ধারায় সোনামুড়া থানায় ৮ (৩) ৮৭ নং মোকদ্দমা রুজু করা হয়। দুষ্কৃতকারীরা ১০।১৫ জনের মত হবে।

ঘটনার পরই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ঘটনার স্থল পরিদর্শন করেন এবং তদন্তের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশাবলী দেন। উক্ত এলাকায় পুলিশী টহল জোরদার করা হইয়াছে। গ্রামরক্ষী বাহিনীকে পুনর্গঠন করা হইয়াছে।

ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীনারায়ণ দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সোনামুড়ার তকছাপাড়া এলাকার কৃষকদের গরু, মহিষ ইত্যাদি প্রতি রাতে চুরি যাচ্ছে এতে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই সকল ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, কৃষকদের মহিষ কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য সরকার থেকে দেওয়া হয়, তবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে নয়।

শ্রীবিমল সিংহ (ডেঃ স্পীকার):— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে, ১৩টা মহিষ বাংলাদেশের ডাকাতরা নিয়ে গেছে, এই ঘটনা প্রতিটি সীমান্ত এলাকায় হচ্ছে। এই সম্পর্কে বি. এস. এফের তরফ থেকে এই মহিষগুলিকে উদ্ধার করার জন্যে বাংলাদেশের বি. ডি. আরের সঙ্গে ফ্লেগ মিটিং করে এইগুলিকে উদ্ধার করতে কোন উদ্যোগ নিয়েছে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : — মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এই ঘটনা সেই ধরণের নয়। কারণ এই ঘটনাস্থল সীমান্ত থেকে ৫-৬ কি. মি. ভেতরে। বর্ডারে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে সেগুলির জন্য বি. এস. এফ. বি. ডি. আরের সঙ্গে ফ্লেগ মিটিং করে। কিন্তু যেহেতু এই ঘটনাস্থল বর্ডার থেকে অনেক গভীরে সেইজন্য বি. এস. এফ এই দায়িত্ব নেয় না।

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে গত ১০.৩.১৯৮৭ ইং তারিখে রুলস্ কমিটির নবম (নাইনথ) প্রতিবেদন (রিপোর্ট) এই সভায় পেশ করা হয়েছিল। যেহেতু সাত দিনের ভিতর (বিধানসভার কার্যবিধির ২৫৯ এ ধারা মূলে) উহার উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব কোন সদস্য মহোদয় আনেন নি, তাই ত্রিপুরা বিধানসভার কার্যবিধির ২৫৯ সি ধারা মূলে প্রতিবেদনটি (রিপোর্টটি) এই সভা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

MOTION FOR ELECTION TO ASSEMBLY COMMITTEES

Mr Speaker :— Hon'ble Members, as indicated in Rule 201 of the Rules of procedures and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly the term of office of the Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates, Committee on the Welfare of Scheduled Tribes

and Committee on the Welfare of Scheduled Castes will expire on the 31st March, 1987. As per above mentioned Rule members of the aforesaid Committees are to be elected by the House before 31st March, 1987. Now any member may move a motion in this regard to obtain consent of the House.

Shri Manik Sarker :— Mr. Speaker, Sir, as required under Rule 200 (1) of the Rules of Procedures and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to move that the House do proceed to elect eleven members in each of the Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates, Committee on the Welfare of the Scheduled Tribes and the Committee on the Welfare of Scheduled Castes according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for the financial year 1987-88

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত মোশনটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—

"Tnat the House do proceed to elect eleven members in each of the Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates, Committee on the Welfare of Scheduled Tribes and Committee on the Welfare of Scheduled Castes according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for the financial year 1987-88"

(The motion was put and PASSED unanimously by voice vote).

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1987-88

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ১৯৮৭–৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্যসূচীতে মোট ১২টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ডগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবী-গুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ও পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচীর অন্তভূক্ত যে-সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভার উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। অবশ্য অনুপস্থিত সদস্যের ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ্ হুইফদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যেসকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার মহাশয়কে আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার আজকে এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১, ৩৮, ৩৯, ১৩ ১২ ১৪ ১৫, ১৬ ১৭, ১৮ ১৯ এবং ৪১ গুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা রেখেছেন। সেগুলির আমি বিরোধিতা করছি এবং সেই সংগে বিরোধীরা যে কাটমোশনগুলি এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

স্যার, এখানে সাধারণতঃ উন্নয়নমূলক দপ্তরগুলিই জড়িত। প্রথম আমি বলছি পঞ্চায়েতের কথা। পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। এই পঞ্চায়েতগুলির ফরমেশান বড় অদ্ভুত স্যার। দেখা গেছে কোথায় ৫০০০ কোথায়ও ১০০০০ লোকেরও পপুলেশান রয়েছে, আবার ৮০।৯০ জনের পঞ্চায়েতও রয়েছে। এটা কেন করা হয়েছে? এই পঞ্চায়েতের মারফতে গ্রামগুলির উন্নয়নই লক্ষ্য, এটা কিন্তু আমার মনে হয় না। সেটা সম্পূর্ণ রাজ-নৈতিক লক্ষ্য। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে দেখেছে যেখানে সি, পি, এম, সবচেয়ে বেশী পঞ্চায়েত দখল করতে হবে, ছোট ছোট পঞ্চায়েত আবার বড় বড় পঞ্চায়েতও রয়েছে। এতে দেখা গেছে বড় বড় পঞ্চায়েতগুলি বিরোধীদের হাতে চলে গেছে পপুলেশানের ভিত্তিতে এবং ছোট ছোট পঞ্চায়েতগুলি তাঁরা দখল করেছে। দেখা গেছে যেসমস্ত কাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হচ্ছে সেখানে ডিসট্রিবিউশান হচ্ছে অসম ডিসট্রিবিউশান। সেটা দলীয় ব্যাপার।

দ্বিতীয় হচ্ছে, কো অপারেটিভ স্যার, এটাও আলাদা কিছু নয় এর সম্পর্কে অনেক কথা

আমরা পত্র-পত্রিকাগুলিতে দেখতে পাচ্ছি, এমন কি আজও পত্রিকাতে উঠেছে যে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীর যে কন্‌ষ্টিটিউন্সী রামচন্দ্রঘাট প্যাক্সে আগুন লেগেছে। স্যার, এমন সময়ে আগুন লাগার কারণ কি? আমরা দেখেছি যখনই অডিটের প্রশ্ন উঠে, তখনই আগুন লেগে যায়, এটার মধ্যে বামফ্রন্টের বা-হাতের যে কার্য্যকলাপ চলছে, তা যেকোন লোকই বুঝতে পারে, অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে যে টাকা আসবে, সেগুলিকে সুকৌশলে কো-অপারেটিভের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কিছু টাকা তাদের পার্টির ফাণ্ডে আর কিছু টাকা তাদের ক্যাডারদের পকেটে যাওয়ার উত্তম ব্যবস্থা করতে হবে, আর এটাই গত কয়েক বছর যাবৎ বাংলা ভবিষ্যতে চলছে, কারণ যেমন করেই হউক, তার তো একটা হিসাব দিতে হবে। এই কো-অপারেটিভ আন্দোলন, এটা কংগ্রেসই শুরু করেছিল অর্থনৈতিক যে ক্ষমতা, সেটাকে বিকেন্দ্রীভূত এবং পুঁজিবাদ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে, কো-অপারেটিভকে দিয়ে কিসের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, সেটা তারাই বলতে পারে। কো-অপারেটিভগুলিতে যে ঢালাওভাবে চুরি হচ্ছে, সেটাকে এখন বামফ্রন্ট লিগেল ইজড করে ফেলেছে। স্যার আমরা কিভাবে এই কো-অপারেটিভের যা ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করতে পারি? তারপরে আছে পরিবহন ব্যবস্থা, স্যার, এর মধ্যে বিভিন্ন দিক রয়েছে পরিবহনের যে অসুবিধা, তা এই বিধানসভার মাননীয় সদস্যরা অনেকে তুলে ধরেছে— এর মধ্যে আমরা দেখছি, একটা বিশৃঙ্খলা স্যার, সিটি বাস যেটা আছে, সেটা যে কখন চলে, আর কখন বন্ধ হয়ে যায়, তা মানুষ কেন শিবেরও অজ্ঞাত, এর চলাচলের কোন সময় ধার্য্য করা নেই। স্যার, সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে, পারমিটের ব্যাপার, এটা যে ঢালাও প্রাপ্তিযোগ। যদি তাদের পার্টি ফাণ্ডে হাজার হাজার টাকা না দেওয়া যায়, তবে পারমিট কি জিনিস এটা কেউ চোখে দেখতে পাবে না। আগে এটার বিরুদ্ধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই রকমই বক্তব্য ছিল, কিন্তু এখন তিনি ঐটাকে চালুই করে ফেলেছেন। কাজেই এখানে আইনের কথা বলে লাভ নেই, কারণ আইনে পারমিট পাওয়ার সুবিধা থাকলেও আজকাল সেই আইনটাই বে-আইনী হয়ে গেছে। আর টি, আর, টি, সি, একজন সৎ অফিসার চেষ্টা করেছিলেন, অন্ততঃ এটাকে নো লস্ নো প্রফিটে চালাবার একটু সুষ্ঠভাবে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে এখান থেকে বিদায় নিতে হল, কারণ তিনি যেখানে হাত দিয়েছিলেন সেটা বড় শক্ত। স্যার, এই টি, আর, টি, সির ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন অভিযোগ পান, সেই রকম অভিযোগ আমাদের কাছেও আসে, এমন কি এই হাউসের কাছেও আসে কিন্তু তার কোন প্রতিকার হয় না। কাজেই সবই ব্যর্থ স্যার তারপরে আছে পি. ডব্লিউ ডি সাধারণ লোক এটাকে প্রায় ব্যঙ্গ করে বলে থাকেন পিডাপিডি ডিপার্টমেন্ট, কারণ এখানে খুব মারপিট হয়, কিসের মার-

পিট ? স্যার, আসল মারপিট নয়, ভাগাভাগির মারপিট। রাস্তা হচ্ছে না, বিল্ডিং হচ্ছে না, কিন্তু এর জন্য বিল হয়ে যাচ্ছে, টাকা চলে যাচ্ছে, কাজেই এই ডিপার্টমেন্ট থেকে ফিজিক্যালি কোন কাজ পাওয়া যাচ্ছে না। স্যার, রাস্তা নাই, হয়তো আগরতলা শহরের আশেপাশে কিছু ভাল রাস্তা থাকতে পারে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যান সেখানে চলার মত রাস্তা নাই, আছে শুধু রাস্তার এলাইনমেন্ট। অথচ এই দপ্তরের মাধ্যমের সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। কোথায় থেকে এই টাকা আসছে ? না কেন্দ্র থেকে কাজেই খুব খরচ কর টাকা লাগবে তো দেবে গৌরী সেন এরজন্য টেণ্ডারের কোন প্রয়োজন নেই। স্যার, সত্যি যদি রাস্তাঘাট কিছু হত এবং জনসাধারণের কিছু উপকার হত, তাহলে নিশ্চয় এটাকে আমরা সমর্থন করতাম কিন্তু সেই রকম তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তাই দুঃখিত। স্যার, এছাড়া বিভিন্ন দপ্তর তাদের জন্য বিল্ডিং অথবা অন্য কিছু কনষ্ট্রাকশান করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটি টাকাও বলতে পারেন এই পি. ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দিয়েছে, সেই টাকাগুলি বছরের পর বছর পড়ে আছে এই দপ্তর তাদের জন্য কোন কনষ্ট্রাকশান ওয়ার্ক করাচ্ছে না ফলে টাকাগুলি জমা পড়ে আছে। স্যার, এই অভিযোগ অডিটের প্রশ্নেও উঠেছে। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে আমরা কিভাবে এই দপ্তরের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাকে সমর্থন করব ? স্যার, আর একটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে ইরিগেশান। স্যার, এখানে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় নেই মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাঁর দপ্তরটা দেখাশুনা করছে, কারণ তিনি অসুস্থ। মহারানী ব্যারেজের কথাটা ধরা যাক, এর জন্য ৪ কোটি টাকার এষ্টিমেট ছিল, এটার ব্যাপারে আর কি বলব ? এখানে দেখছি টাকা লাগে দেবে গৌরী সেন। এই ব্যারেজটা কেন করা হল, কৃষকদের জমিতে জলসেচ করা যাবে মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী বলেছেন যে ব্যারেজের কাজ এখনও শেষ হয়নি, তবু আগামী বছর থেকে যাতে কৃষকেরা জমিতে জলসেচ করতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু ৪ কোটির জায়গাতে ইতিমধ্যে এরজন্য ১৯ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে, তবুও কমপ্লিট হলনা। এবার বুঝুন, কোথায় এই টাকা যাচ্ছে। আর পাওয়ারের কথা, এই ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়ার দপ্তর বলে যে একটা দপ্তর আছে, তা সন্ধ্যার পর আর মনেই হয় না। স্যার, এই সন্ধ্যার পর দুটো জিনিসের ভীষণ উপদ্রব সেগুলির একটা হল মশার উপদ্রব আর একটা হল আলোর উপ-দ্রব, সন্ধ্যা হতে না হতেই একেবারে ব্লেক আউট, জানি না কোথাও যুদ্ধ চলছে কিনা। স্যার বামফ্রন্ট তো সব সময় চীৎকার করে চলছে যুদ্ধ চাইনা, শান্তি চাই। কিন্তু কোথায় শান্তি, আর কোথায় যুদ্ধ যে একেবারে ব্লেক আউট। স্যার পানীয় জল, এই পানিয় জলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে। ২০ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে গ্রামে গঞ্জে

পানীয় জলের সরবরাহ করার জন্য, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে যে কল বসানো হচ্ছে, তা দিয়ে জল বেরুচ্ছে না, যদি বা কোনটায় কিছু বের হল তো, সেটা একেবারেই লাল। স্যার ওরা এসে দেখছি লাল করে ফেলেছেন। স্যার, তারপর আছে এল এস, জি বলে একটা দপ্তর এই দপ্তরের মাধ্যমে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ কর্ম চলছে। এই আগরতলা শহরের কথাই যদি ধরি. তাহলে দেখবে ড্রেইন নেই, রাস্তা নেই, আর যা কিছু আছে, তাও চলার অনুপযুক্ত। এখানে মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারে মন্ত্রীসভা নাকি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানিনা, নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোন গণতন্ত্র আছে ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— সুতরাং এই সমস্ত কারণে আরো এক বছরের মধ্যে সমস্ত কিছুই চলবে। নির্বাচনের টাকা মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমেও আসবে এটা কোন্ ধরণের গণতন্ত্র ?

(ভয়েস্ সফ্রম মুখ্যমন্ত্রী :— ইলেকশন না করার গণতন্ত্র)

সেটা তো বলবেনই। কেন না, আপনারা তো বলেন, কংগ্রেস গণতন্ত্র মানে না। কিন্তু, কংগ্রেসের গণতন্ত্রে আপনার ক্ষমতায় এসেছেন, ক্ষমতায় আছেন, ক্ষমতায় থাকবেন। কিন্তু, আপনাদের গণতন্ত্র আছে তো ? সেই জন্যই বলছি, এটা কোন্ গণতন্ত্র তার জবাব দেবেন ? এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি এখানে। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সবগুলির বিরোধীতা করে এবং বিরোধী দল থেকে যেসমস্ত কাট মোশন এখানে আনা হয়েছে তার সবগুলির সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি সংক্ষিপ্তাকারে। স্যার, পঞ্চায়েত একটা ডিপার্টমেন্ট। পঞ্চায়েৎ মিনিষ্টার অবশ্যই এটা নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলেন, বলতে পারেন, বলার অধিকার আছে। কেন না, এই পঞ্চায়েত ব্যাপারটার পুরোটাই অকার্য্যকরী এবং অক্ষম একটা ডিপার্টমেন্টে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তার একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে শুরু করছি। ঐ ঘিলাতলিতে ভবেশ জমাতিয়া আর দুর্ব্বাশামুনি জমাতিয়ার বাড়ীর সামনে যে টীউবওয়েল ছিল সেটা দীর্ঘ দেড় বছর যাবৎ নষ্ট। গতবারে আমি মিনিষ্টার সাহেবকে তিনবার ব্যক্তিগত রিকোয়েষ্ট করেছিলাম এবং তিনি বলেওছিলেন। আমি একেবারে নিশ্চিত তিনি বি. ডি. ও, কে বলেও দিলেন কিন্তু হল না দেখে বিধানসভায় আমি আবার উৎথাপন করলাম। এরপরেও তিনি বললেন যে, হয়ে যাবে। এরপরে উনি আমাকে জানালেন, যেখানে একটা মার্ক টু টিউব-ওয়েল

বসানো হয়ে গেছে কাজেই এটা ঠিক করার দরকার নেই। মার্কট্ টিউব-ওয়েল হয়েছে ওয়ার্ক লেভেলে। ভবেশ জমাতিয়া এবং ঊর্বশামুনি জমাতিয়ার বাড়ী থেকে অন্ততঃ ৪ কি, মি, দূরে। যার ফলে এই দীর্ঘ দেড় বছর ধরে ওরা ছড়ার জল খাচ্ছে। কাজেই যেখানে মন্ত্রী বাহাদুর নিজেই বললেন. ডিপার্টমেন্টকে লিফট করতে সে ক্ষেত্রে আমরা কি আশা করতে পারি ? স্যার, এই পঞ্চায়েতের কিছু অফিসারের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে। যদিও আমি সেটাকে ঠিক অভিযোগ বলছি না, বলছি না, বলছি, কিছু কিছু অতি উৎসাহী অফিসার অবশ্যই আছেন যারা আইনের নামে বে-আইনী কাজ করতে চান এবং করেও থাকেন। স্যার সদর দক্ষিণে অর্থাৎ টাকারজলা-জম্পুইজলা এলাকাতে সি, পি, এম, এর পঞ্চায়েৎ সদস্য দলে দল পদত্যাগ করেন ১৯৮৫ সালে। যখন দেখা গেল, তাদেরকে আর রোখা যাবে না কাজেই গত ১৯৮৫ সালের ৩০শে অক্টোবর একটি অর্ডিন্যান্স জারী করলেন যে এটা এন্টি ডিফেকশনের আওতায় আনা হল। বেশ আমরা স্বাগত জানালাম। কারণ আমরা আগে থেকেই এন্টি ডিফেকশান আইন চেয়ে আসছিলাম। এরপরে পেকুয়ারজলা সৌভাগ্যই হউক আর দুর্ভাগ্যই হউক আমাদের দলের একজন দলত্যাগ করে সি, পি, এম, এ গেলেন আর সি, পি, এম, থেকে একজন পদত্যাগ করে টি, ইউ, জে, এস, এ এল। যে সি, পি এম থেকে পদত্যাগ করে টি, ইউ. জে. এস. এল তার মেম্বারশিপ কিন্তু বাতিল হয়ে গেল। আর টি. ইউ, জে, এস থেকে যে পদত্যাগ করে সি. পি. এম, এ গেলেন উনার মেম্বারশিপ আর বাতিল করা হল না। কিন্তু ঐ যে বাতিল করার তখন কোন ব্যবস্থাই ছিল না। শুধু মাত্র অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে। এর পরে ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বর মাসে একট করা হল, রুলস্ হল ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে। এই রুলস না হওয়া পর্য্যন্ত এটা কার্য্যকরী করা যায় না। কিন্তু ভেরি মাচ ইন্টারেষ্টেড অফিসাররা আগে ভাগেই এটা কার্য্যকরী করে ফেললেন। স্যার, এইখানে একটা গাঁওসভা আছে, ঐ সদর উত্তরে সেটা হচ্ছে মান্দাইনগর। এই মান্দাইনগরে গাঁও সভার একজন মেম্বার কৃষ্ণ দেববর্মা সেই ১৯৮৫ সালে সি. পি, এম. থেকে পদত্যাগ করে টি ইউ, জে এস-এ যোগদান করলেন। এটা ১৯৮৬ সালের বহু আগে। জাষ্ট আফটার টু মানথ্‌স অব ইলেকশন তিনি যোগদান করলেন। ৫জন সি পি, এম-এ ছিল। একজন কংগ্রেসে চলে গেল, একজন টি, ইউ, জে, এস, এ তিনজন হয়ে গেল। তারপরে আর একজন পদত্যাগ করার পরে মেম্বারশিপ ছেড়ে দিল। সেইখানে আবার ইলেকশন হল। আমরা জিতে গেলাম। আমাদের ৪জন হয়ে গেল। কিন্তু যেহেতু ওটা আগের গাঁওসভাতে সি, পি, এম, সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কাজের তাদের প্রধান। সেই প্রধান হচ্ছেন প্রাণগোপাল দেববর্মা। উনি কি করলেন ? উনি কয়েক দিন আগে মিটিং ডাকলেন। মিটিং ডেকে বললেন, ঐ কৃষ্ণ দেববর্মা

কে, তুমি অবশ্যই উপস্থিত থাকবে। কারণ তুমি আমাদের প্রতিকে নির্ব্বাচিত হয়েছে, উপস্থিত না থাকলে তোমার মেম্বারশিপ বাতিল করা হবে। কিন্তু তিনি সে মিটিংয়ে উপস্থিত থাকেন নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বি. ডি. ও, সাহেব নোটিশ দিয়ে দিলেন, তার কাজের ডিসকোয়ালিফিকেশন তুলে। সেই মিটিংয়ে নাকি মাণিক সরকার উপস্থিত ছিলেন এখানে কোন্ ধারায় তিনি এটা করলেন তার কিছুই বলা হল না। শুধু বলা হল একট এবং রুলস্ অনুসারে করা হয়েছে। স্যার, একটে কি আছে? স্যার, একটের ৩৫ এর (১) উপধারায় ডি' তে পরিষ্কার বলা হয়েছে, কোন্ মেম্বার যদি পর পর ৫টি গাঁও পঞ্চায়েৎ মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকেন না জানিয়ে তাহলে, তার মেম্বারশিপ বাতিল হয়ে যেতে পারে। ১টা মিটিংয়ে গেলেন না উনি, সেখানে মাণিক বাবু থাকবেন না যদু বাবু থাকবেন সে প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু বি ডি ও সাহেব এটা করলেন। কাজেই এটা কি আইনের নামে এই সব বে-আইনী হচ্ছে না? এটা কি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর দেখবেন দয়া করে? দেখবেন বলে আমার আশা অবশ্যই খুবই কম। কারণ, উনাদের ব্যাকিং ছাড়া এটা হচ্ছে সেতো আমরা ভাবতেই পারি না। আমার নিজস্ব এলাকা থারমুন গাঁওসভাতে পূর্ণবাবু– উনি যখন মন্ত্রী ছিলেন না তখন উনি বি ডি. সি-এর চেয়ারম্যান ছিলেন. প্রতিটি সাব-কমিটিরও তিনিই চেয়ারম্যান ছিলেন। এটা আবার কি জিনিস। ব্লকে আমি দেখেছি, আমার নিজের বগাফা ব্লকেও দেখেছি, সাব কমিটির চেয়ারম্যান আলাদা আলাদা হন। কিন্তু সব সাব কমিটির তিনিই চেয়ারম্যান। কাজেই তিনি যা সিদ্ধান্ত নেন সেটা বি ডি সি এর অ্যাক্ট ইট ইজ ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? স্যার, ছাওমনুতে সাব কমিটি গুলি যা সিদ্ধান্ত নেন, তা বি ডি সি এর এপ্রুভেল ছাড়াই কার্য্যকরী হচ্ছে। তার একটা উদাহরণ দিই। এখানে লালছড়া এবং দূর্গাছড়াতে ওয়াটার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করার জন্য কিছু অর্ডার ইস্যু করা হল বাই নাম্বার এফ. ১৭ (১) সি. এম এন -৮৬-৮৭। ৬০ ৮২ টু ৬১ ৮ (৩১ ১ ৮৭)। তাদের বলা হল প্রথম তোমরা নমিনিট কর, কোথায় হবে কে সুপারভাইজ করবে। কিন্তু, গত ২.৩.৮৭ তারিখে ঐখানে নব নির্বাচিত এ. ডি সি. সদস্য গজেন্দ্র বাবু নির্দেশ দিলেন, না না, লালছড়া এটা তো টি, ইউ জে. এস, দূর্গাছড়া এটাও টি ইউ. জে এস. তাদের এলাকায় কোন কাজ হবে না। আমার প্রধান দিয়ে কাজ করাতে হবে। কাজেই কানু শর্মা ইজ এ বেষ্ট মেন।

(এ্যাট দিস্ স্টেজ্ দি বেড লাইট ওয়াজ লিট)

আমাকে দু মিনিট সময় দিতে হবে। স্যার, কানু শর্মাকে দিয়ে কাজ করাতে হবে। কাজেই আবার অর্ডার গেল, হ্যাঁ, এখন অর্ডার হল কনট্রাকটার অব রিজার্ভার লালছড়া

ওয়াটার এরীয়া প্রপোজড ইজ টু বী সাবসটিটিউটেড বাই শ্রী কানু শর্মা প্রধান, ছৈলেংটা। দুর্গাছড়া ইজ রঞ্জিৎ দাস, এ. ডি সি। স্যার, এটা গণতন্ত্র? আমাদের গাঁওসভাগুলিতে আপনাদের প্রধান দিয়ে এ ডি সি দিয়ে কাজ করাবেন এটা গণতন্ত্র হল? গণতন্ত্রের যদি এই ব্যাখ্যা হয়, তাহলে অবশ্য আমাদের কিছুই বলার নেই। আমাদের মাত্র কয়েকটি গাঁওসভায় সীটস্ আছে। এটাও আপনারা সহ্য করতে পারেন না। আর যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে তার জন্য ত আইন আছে. তার জন্য ব্যবস্থা আছে তাহলে পরে সেখানে যে ৮/৯ টি রিজার্ভার করা হবে বলে ঠিক আছে বুঝলাম ঐ প্রধান দিয়ে হবে না আর একজন প্রধান দিয়ে হবে। তাহলে, ছৈলেংটার কানু শর্মার গাঁওসভার সেখানে যে রিজার্ভার হবে সেটা আর একটা গাঁওসভার প্রধান এনে তাকে দেওয়া হউক। কই, সেটা ত হচ্ছে না। উনি তো নিজেরটা করবেনই উপরন্তু টি. ইউ জে এস সমর্থিত গাঁওসভার সবগুলিই করবেন। স্যার, আর একটা দুর্নীতির ব্যাপারে কিছু বলতাম। কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার আমাকে তাড়া করছেন। কাজেই আমি এই ট্রান্সপোর্ট-এর ব্যাপারে কিছু না বললে আমার অপরাধ হবে। ঐ ট্রান্সপোর্ট যে কিভাবে চলছে তা আর কি বলব। টি. আর টি. সি এর কোন্ গাড়ী যে কোথায় যাবে তা লেখা থাকে না। এইগুলি লেখা এখন মহা ঝামেলার ব্যাপার বলে মনে হয়। কাজেই তেলিয়ামুড়া. উদয়পুর গেলে জিজ্ঞেস করতে হয়, এই গাড়ী কোথায় যাবে। আর জিজ্ঞেস করলেই বলে, দেখুন গিয়ে। একটু কন্ না। যান ঐখানে গিয়ে জেনে নিন। কেহ বলবেন কেহ বলবেন না। ৭টার গাড়ী কয়টায় যায়? ৯টায় যায়। ১১টায় যায়। এখানে মাননীয় ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রী নেই, ইনচার্জ আছেন মাননীয় চীফ মিনিষ্টার, উনাকে অনুরোধ করছি এটা দেখার জন্য যাতে গাড়ীগুলি সময় মতো চলে, একটা নিয়মকানুন মেনে চলে। দুর্নীতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। সেই সম্পর্কে অনেকবার বলা হয়েছে। আরেকটা জিনিষ স্যার, আমি এই হাউসে বলেছি যে মাননীয় সদস্য মাখন চক্রবর্তী গাড়ীতে ছিলেন এবং আমি মনে হয় ৩৭ কি ৩৮ নং সীটে ছিলাম। দেখলাম মাখনবাবু দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। কন্ট্রাক্টার এবং অফিসারের মধ্যে বলাবলি হচ্ছিল যে, আরে এম. এল এ তো থাক দাঁড়িয়ে যাক। এই হচ্ছে অবস্থা। সীট আছে কিন্তু দেয় নি। অন্যান্য রাজ্যে এম এল এ এবং এম পি-দের জন্য দুই চারটা সীট খালি থাকে। শান্তির বাজার থেকে আসতে আমি কোনদিন ৫১ বা ৫২ সীটে বসতে পারি নি। অবশ্য আমি যে-কোন সীটে বসে আসতে পারি। কাজেই আশা করব

সরকার এগুলি দেখবেন। এখানে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের ডিমাণ্ডগুলির উপর বিরোধী পক্ষ থেকে যে-সমস্ত কাট মোশন এসেছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করে, আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ৩৮, মেজর হেড ২৫০৭, আর, এল, ই, জি পি-এর বাস্তব অবস্থাটা কি? ব্লকগুলি তাদের রিজিউলিশন করে দেয় কোন্ প্রোজেক্টে কত কাজ হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কাজ হয় না। বছরের পর বছর পড়ে থাকে। কাজেই এই স্কীমের যে মূল উদ্দেশ্য বি, ডি, সি, এবং গভর্ণমেণ্ট থেকে গাইড লাইন দেওয়ার পরও কার্য্যকরী হয় না। সেটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। সুতরাং এটাকে সমর্থন করা যায় না। আরেকটা ডিমাণ্ড নং ১৮, মেজর হেড ২৭০২, আই, আর, ডি, পি, এই ব্যাপারে এই হাউসে অনেক আলোচনা হয়েছে। এ রাজ্যে যে সমস্ত লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়াত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এটা চালু করেছিলেন। বর্তমানে সেটাকে কার্য্যকরী করার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার কোটী কোটী টাকা আনছেন এবং সেই টাকা দিয়ে এই সরকার দলবাজী করছে এবং কাজটা দলীয় লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছে। আই, আর, ডি, পি তে বেনিফিসারীদেরকে সিলেকট করে দেওয়া হয়। ব্যাংক থেকে লোন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৮৩ ৮৪ সালে যাদের নাম ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ সুপারিশ করে পাঠিয়েছিল যেমন, তৈদু ল্যাম্পস্, ছেলাগাং, রামপুর নতুন বাজার সবগুলি এখনও এই অবস্থায় আছে। কারণ ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্গুলিতে বামফ্রন্ট সরকার লালবাতী জ্বলিয়ে দিয়েছে। এদিকে তারা নয় বৎসরের পূর্ত্তি করছে আর ঐদিকে গরীব মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। এইজন্য এটাকে সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আরেকটা ডিমাণ্ড নং ৫১, মেজর হেড ২৫১৫, পঞ্চায়েতরাজ। সরকার নূতন করে পঞ্চায়েত তরফ থেকে পরিকল্পনা রচনা করবেন। আমি একসময় একটা গাঁও সভার পঞ্চায়েত মেম্বার ছিলাম। তখন আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে পরিকল্পনা দিয়ে দাও। এবং আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন কাজ হয় নি। বছরের পর বছর পড়ে রইল। স্যার, কাজ করতে হলে মানসিকতা দরকার। এই সরকারের সেই মানসিকতা নাই। পঞ্চায়েত হয় তো পাঁচটা রিজিউলিশন নিল। তখন বি ডি, ও দেখবে যে কোনটা করলে শাসক গোষ্ঠী খুশী হবে। সেই ভাবেই ওয়ার্ক

অর্ডার হবে। প্রায়রিটি বেসিসে কোন কাজ হচ্ছে না আরেকটা স্যার, ওয়াটার সাপ্লাই, ডিমাণ্ড নং ১৯, পানীর জলের সরবরাহ। অমরপুর ব্লকের মধ্যে পশ্চিম করবুক, বীরগঞ্জ, রামপুরও বাজারের কাছে, সেখানে মেশিন বসানো হচ্ছে কিন্তু কাজ শেষ হচ্ছে না। কারণ অপারেটার নাই। সেখানে পানীয় জলের সুরাগ আজও হয়নি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এই কাট মোশনগুলিকে সমর্থন করে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ — এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

AFTER RECESS AT 2.00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্হা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্হা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে আজকের এই অধিবেশনে যে ১২টি ডিমাণ্ড এবং এই ডিমাণ্ডের সঙ্গে যে ৫০টি মেজর হেড আছে তার সবগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দল থেকে আনীত কাট মোশনের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কাটমোশনগুলির মধ্যে আমি ২টি কাট মোশনের উপর আমার আলোচনা রাখছি। কাট মোশন দু'টি এনেছেন, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য রসিক বাবু ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪, মেজর হেড ২০১৯ এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন বাবু ডিমাণ্ড নাম্বার- ১৫, মেজর হেড- ৩০৫৪ এর উপর। তাঁরা কেন এই কাট মোশন আনলেন আমি তা বুঝতে পারছি না। প্রথমটায় টাকা ধরা হয়েছে, ২৫. ০৯. ৪২ ০০০. আর দ্বিতীয়টায় টাকা ধরা হয়েছে, ২. ৮৯ ৯৬. ০০০, টাকা। স্যার, এই টাকাটা পাবলিক ওয়ার্কের জন্য। পাবলিক ওয়ার্কতো জনগণের স্বার্থেই করা হয়। জনগণের স্বার্থে যে কাজ সে কাজগুলি তাঁরা করতে দিচ্ছেন না। স্যার, এটাই তাঁদের প্রথম প্রতিবাদ। মাননীয় স্পীকার স্যার তাঁরা অবশ্য সব সময় বলে থাকেন, বামফ্রন্ট সরকার কিছুই করছে না। বামফ্রন্ট সরকারের কোন কাজই তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। তাই আমি বলতে চাই মাননীয় স্পীকার স্যার বিরোধী দল নেতা সুধীরবাবু এখানে মূল বাজেটের বিরোধীতা করেছেন এবং গভর্ণরের ভাষণেরও বিরোধীতা করেছেন। বিরোধীতা করা ছাড়া আর কিছুই নাই। বিরোধী নেতা সুধীর বাবু হতাশায় নাকি বিরোধীতা করেছেন, বামফ্রন্টের কাজ-কর্ম দেখে আর শ্যামাচরণ বাবুর বিরোধীতা দুঃখের জন্য। আমি শ্যামাচরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাঁর তো আজকে প্রশ্ন ছিল ছৈলেংটায় বাস চলাচল করবে কিনা জানতে চেয়ে। কিন্তু তিনি প্রশ্ন করার অনেক আগে থেকেই তো ছৈলেংটায়

বাস চলতে শুরু করেছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, বাস চলাচল করতে গেলে তো রাস্তার দরকার আছে। রাস্তাও চাই, আবার টাকাও লাগবে না, এত বড় অদ্ভুত ব্যাপার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হয়, একটি গল্পের কথা। গল্পটি হচ্ছে, তিন জন অন্ধ লোকের সামনে একটি হাঁতী এনে বলা হয়েছিল হাঁতীটি দেখতে কেমন? একজন ব্যক্তি পিটে হাত বুলিয়ে বলেছিল, লাউয়ের মত। একজন পায়ে হাত দিয়ে বলেছিল, থামের মত। আর একজন শুঁড়ে হাত দিয়ে বলেছিল, মূলার মত। ঠিক এক তাঁদের তিনজনেরও একই অবস্থা। তাঁরাও এমনি ভাবেই বামফ্রন্ট সরকারের কাজ কর্ম দেখছেন গ্রামের মানুষরা অবশ্য দেখতে পাচ্ছে বামফ্রন্ট কি করছেন, না করছেন। তারা চাচ্ছে, রাস্তার উন্নতি হউক, রাস্তাঘাটের উন্নতি হউক, শিক্ষার উন্নতি হউক, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নতি হউক। মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রচুর স্কুল বেড়েছে। এই স্কুলের জন্য বিল্ডিং করার দরকার আছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র বসছে ৪০টি ১৯৮৭ ইং সনে। সেখানে ৫,৪৬০ জন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিচ্ছে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আলোচ্য বিষয়ের উপর আপনার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখুন। এ সব কথা এখানে বলার দরকার নেই।

শ্রীবেনীমোহন সিনহা :— না, স্যার, টাকা খরচ করতে ওরা চায় না বলে বলছি মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে পারি, ফটিকরায় কৈলাসহর রাস্তা কুমারঘাটে মনু নদীর উপর সেতু হচ্ছে ত্রিপুরার বৃহত্তর সেতু। সেখানে দেড় কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আনন্দবাজারের সেতু। সেটা করতে কি টাকা লাগবে না? কৈলাসহর থেকে গাড়ী হাঁকিয়ে কাঠালছড়া, নেপালটিলা পর্যান্ত পৌছা যায় এটা কি আপনারা দেখছেন না? ইট সোলিং দেওয়ার জন্য টাকা ধরা হয়েছে সে ক্ষেত্রে টাকা লাগবে না? এটা কি করে হয়? আমি সেদিক থেকে বলব, হতাশা এবং নিরাশার জন্যই এ সব হচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে, টাকা অপচয় হচ্ছে। আমরা যদি অপচয় করেই থাকি, তাহলে গ্রামে গিয়ে বলুন না। সেখানে তো গেলে পাবে বসার পিড়ি কিংবা খাট দেওয়া হয়না। যত লাফালাফি এই বিধানসভায় এসেই করা হচ্ছে। এখানে চেয়ার টেবিল ছোড়া আশা করব, এখানে বিরোধী দল থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে তা তাঁরা প্রত্যাহার করে নেবেন জনস্বার্থে। পি ডাব্লু ডি-এর কাজ পাবলিকের জন্য কাজ। ওরা কাজ করছে বলেই গ্রামে যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে। তার জন্য টাকার দরকার আছে। আমার মনে হয়, তারা টাকা চান না এই কারণে, তাহলে গ্রামের লোক অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে আলোর

এসে কংগ্রেস (আই) ও উপজাতি যুব সমিতির খুন খারাপির কথা জেনে যাবে, ওরা ধরে ফেলতে পারলে, কংগ্রেস (আই) ও উপজাতি যুবসমিতি কি করছে দেশের। গ্রামের সহজ সরল মানুষ যাতে ভাল রাস্তায় আসতে না পারে সেজন্যই এটা করা হচ্ছে।

তাই আমি মাননীয় সদস্য সুধীরবাবু, শ্যামাবাবু, রসিকবাবুকে অনুরোধ করছি আপনারা এখানে হৈ-চৈ না করে ত্রিপুরার উন্নয়নের স্বার্থে এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করুন। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে আপনারা এগিয়ে আসুন, ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্তগুলিকে কার্য্যে পরিণত হতে সহযোগিতা করুন। এই বলে কাট-মোশানগুলির বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ৪টা ডিমাণ্ডের উপর কাট-মোশান এনেছি। সেগুলি হল— ডিমাণ্ড নং ১৪, মেজর হেড — ২০৫৯, ডিমাণ্ড নং ১৮, মেজর হেড—২৭০২, ডিমাণ্ড নং ১৯, মেজর হেড— ৪২১৫, ডিমাণ্ড নং ৩১, মেজর হেড— ২৫১৫। সেই সঙ্গে অন্যান্য মাননীয় সদস্য মহোদয়রা যারা কাটমোশান এনেছেন সবগুলি কাটমোশান আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য তরনীবাবু পূর্ত্ত দপ্তরের উপর কাটমোশান আনতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন পাবলিক বেনিফিটের জন্য এই দপ্তর কাজ করে, সুতরাং এই দপ্তরের উপর কাটমোশান আনার কোন যুক্তিকতা উনি দেখতে পাচ্ছেন না। যত বেশী টাকা এই দপ্তর খরচ করতে পারবে তত বেশী এই রাজ্যের উন্নতি হবে, জনসাধারণের কল্যাণ হবে। আমি বলছি, বামফ্রন্ট আসার পর এই দপ্তরকে তারা দলবাজীর দপ্তরে পরিণত করেছেন, এটা কি উনি অস্বীকার করতে পারবেন? স্যার, নিদয়া হয়ে সোনামুড়া—আগরতলা রোডে গোমতী নদীর উপর একটা আর, সি, সি, রোড হওয়ার কথা ছিল। কংগ্রেস আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই প্রস্তাব পাঠিয়ে পাশ করানো হয়েছিল। কংগ্রেস আমলে বামফ্রন্ট দলের লোকেরা চীৎকার করেছিল এই ব্রীজটি করার জন্য। আজকে বামফ্রন্ট সরকারে এসেছে ৯ বৎসর হলো। বিগত ৯ বৎসর ধরে তাদের মুখে এই ব্রিজটি সম্পর্কে কোন কথা নেই। ১৯৮২ ইং সনে আমি বিরোধী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে হাউসে এই ব্রিজটি সম্পর্কে যখন তলব করলাম তখন উত্তর পেলাম যে-এই ব্রিজটি সম্পর্কে একটি প্রস্তাব আছে। বামফ্রন্ট সরকারের ৯ বৎসর কাল রাজত্বের পর এই ব্রিজটি সম্পর্কে উত্তর পাওয়া গেল যে,

সার্ভে রিপোর্ট তৈরী করে গৌহাটি চীফ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে পাঠানো হয়েছে। তারা অনুমতি দিলে এষ্টিমেট তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হবে। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের জনস্বার্থে উন্নয়নমূলক কাজ কার্যের নমুনা। কিন্তু এই বিলম্বের জন্য দায়ী কে, সেটাতো বললেন না মাননীয় সদস্য তরণীবাবু। উনারা বলছেন-বামফ্রন্ট সরকার ভেবেছেন বড় বড় কনট্রাকট কাজ দিয়ে দেশের উন্নতি হবে না। বিগ বিগ কনট্রাকটারদেরকে ছাটাই করে দিয়ে আমরা বেকারদেরকে কাজ ভাগ করে দেব। ভাল কথা। তবে মাননীয় সদস্য তরণীবাবু কি এটা জানেন যে পলিটেকনিক পাশ না করলে উনার সরকার ওভারসীয়ারের চাকুরী দেবেন না। এই টুকু অপদার্থতার কাজ উনার সরকার কেন, কোন সরকারই করবেন না। ১৫ হাজার টাকার কাজ আছে, ৫০ হাজার টাকার কাজ আছে, কাজেই কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে তো মাঠে যেতে হবে কাজ করার জন্য। আসলে বেকারদের নাম নিয়ে দলের পোষ্যপুত্রেরা ও পি, ডাবলিউ. ডি, থেকে ওয়ার্ক অর্ডার নিয়ে, ওয়ার্ক না করে প্রচুর এম, ডি, বিল করছেন। সুতরাং জনসাধারণের টাকাগুলি যেভাবে আপনার দলের পোষ্যপুত্রেরা লুটেপুটে খাচ্ছে তাতে জনস্বার্থে এই দপ্তরের উপর কাটমোশান না এনে থাকতে পারি কি করে বলুন। ফর্ম নং ১১ সৃষ্টি করেছেন বামফ্রন্ট সরকার, তাতে ওয়ার্ক অর্ডার দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন আর দপ্তর সেই টাকা কাডারদের মধ্যে বিনা ওয়ার্কে টাকাগুলি বিলিয়ে দিচ্ছেন আমার সোনামুড়ায় চাম্পাপুর থেকে কাঁঠালিয়া একটা রোড আছে। যে রাস্তাটি করার জন্য ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই রাস্তাটিতে কোন কাজ হয় নি। অথচ টাকা পেমেণ্ট করা হয়েছে। ১৯৮২ ইং সালে জ্যোতিবাবু বিলোনীয়ায় একটা নির্বাচনী মিটিং করতে এসেছিলেন। তখন জনৈক কনট্রাক্টর কে ৩ লক্ষ টাকার একটা ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। দেয়ার ইজ নো ওয়ার্ক, বাট পেইড। কি করে হলো? এগুলিতো জনসাধারণের টাকা, আপার পকেটের টাকা না। স্যার, বিলোনীয়ার ঐ জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে জনৈক মন্ত্রী বললেন আমার বিমল চক্রবর্তীকে দেখবেন। একজন মন্ত্রীর ঐ এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে একজন কনট্রাকটারকে দেখার অর্থ ওয়ার্ক অর্ডার পাইয়ে দেওয়া। বিলোনীয়া টাউন থেকে ঋষ্যমুখ পর্যান্ত রাস্তার দুই পাশে কিছু গঁর্ত ভর্তী করার জন্য ৬০ হাজার টাকার ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন কাজ না করে কন্ট্রাকটার মহোদয় কিছু দিন আগে ৬০ হাজার টাকা ড্র করেছেন। শুধু এই নয় আরও আছে আমি বলছি—সোনামুড়ায় আমি দেখেছি একজন ছেলে বলছে বাবু কাজ চাই, আমায় কাজ দেবেন, আমি বেকার। আমার বাবা বৃদ্ধ। বলছেন—তুমি কংগ্রেস কর, কাজেই তুমি কাজ পাবে না। কালকে মিছিলে যোগদান করলে অবশ্যই কাজ দেব। সত্যিই সত্যিই পরের দিন মিছিলে যোগদান করায় তাকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হল। আপনারা প্রমান চাইলে আমি প্রমান দিতে পারি।

আপনারাতো কাজ না করেই টাকাগুলি লুট করে নিচ্ছেন, আর আমরাতো অর্ধেক করে টাকা নিচ্ছি। আমি নিশ্চয়ই পি. ডাবলিউ. ডির উপর কাটমোশান এনেছি কেন, সে সম্পর্কে তরণীবাবুকে বুঝা দিতে পেরেছি। এবার আমি পঞ্চায়েত সম্পর্কে কিছু বলব। স্যার আমার সোনামুড়ায় ১২টি কংগ্রেস গাঁওসভা আছে। ওরা নাকি কোন কাজ করে না ওদের এস আর. ই পি. এন আর, ই পি র কাজের হিসাব বি ডি. ওর কাছ দিতে হবে। আর বাকী ৫১টি গাঁওসভার মধ্যে যারা ওয়ার্ক অর্ডার নিচ্ছেন তাদের কোন হিসাব লাগবেনা। এই হচ্ছে পঞ্চায়েত দপ্তরের অবস্থা। লক্ষ লক্ষ টাকার ওয়ার্ক অর্ডার তারা নিচ্ছেন। কিন্তু ওরা টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন, মেরে দেন। এর জন্য বি ডি ও সাহেব যখন কড়াকড়ি আরম্ভ করলেন তখন দেখলাম কয়েকদিন আগে বি ডি. ও সাহেবকে বদলী করে দিয়েছেন উনি আর থাকতে পারলেন না। এই যে উন্নয়নমূলক কাজ উনারা যে বলছেন আমাদের পঞ্চায়েত আমরা জনসাধারনকে দিয়ে গণমুখী আন্দোলন করাচ্ছি পঞ্চায়েত ভিত্তিক, আমরা সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছি, কাকে দিয়েছেন? ক্ষমতা কি কংগ্রেস প্রধানদের জন্য নেই? আমরা তো ত্রিপুরা রাজ্যে কোন দিন নাম শুনি নি, বোধ হয় মাননীয় চীফ মিনিষ্টারও এই নাম বলতে পারবেন না, যে ত্রিপুরা রাজ্যে বি. ডি. সি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি আছে কিনা, কি জানি মাননীয় সদস্যরা জানেন কিনা. একটা ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি করতে হবে যেটা চেয়ারম্যান একা একা সিদ্ধান্ত নেবেন কোন গাঁওসভায় টাকা খরচ করতে হবে সেটা উনার নিজস্ব বি ডি. সি এই আইনে এটাকে পাশ করবে না, এটা প্রয়োজন নেই. ট্রেজারী ফাংশ্যান নাকি বিরোধীদের শুনানো হবে না। এটা আমার সমর দাদা বলেছেন যে এটা ট্রেজারী ফাংশ্যান বিরোধীদের কিছু বলবো না তাহলে অডিটের কথা, অডিটে আসলে তোমরা বাধা বাড়বে সেই জন্য পঞ্চায়েতের এই যে গণমুখী গণতন্ত্র এই সম্পর্কে আমি বলছিলাম আমাদের পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে আমাদের সোনামুড়া বিভাগে একটা টিপটিউবওয়েল আছে যেখানে সেটা বি এস এফেরও প্রয়োজন হয়, জনসাধারনেরও প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেটা নষ্ট হয়ে আছে তাই এই ব্যাপারে যখন আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে বললাম তখন তিনি বললেন, আজই টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি কিন্তু ছয় মাস হয়ে গেছে আজ পর্য্যন্তও কিছুই হয়নি এই হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন মুলক কাজ। মিঃ স্পীকার আবার পি ডবলিউ. ডি ডিপার্টমেন্টের কথা বলছি। আমার সোনামুড়া বিভাগের বক্স-নগরের একটা রাস্তা যেটা সোনামুড়া রোড সেটার মধ্যে ৭ কিলোমিটার রাস্তা ১৯৮৪-৮৫ সালে আপনারা কার্পেটিং. মেটেলিং এর কাজ করিয়েছিলেন, এই কাজ শেষ করেছেন দেড় বছর হয়নি, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ৭ কিলোমিটার রাস্তা করেছেন কিন্তু দেড় বছর পরই ঐ রাস্তার মেইটেন্সের জন্য আবার টাকা চাইতে হয় বামফ্রন্ট সরকারের।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— এই যে কাজের যে নমুনা, আপনারা কি কাজ করছেন আপনারা মানুষকে শুধু ক্ষেপিয়ে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর, পি. ডবলিউ. ডি. দপ্তরের জন্য আরও ৫০টি কোটি টাকা বেশী দিয়ে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার আর এক মিনিট। মাননীয় সদস্য কাশী বাবু এটা এনেছেন, উনি বলবেন কিন্তু আমি এটা বলতে চাই যে আপনাদের লোকেরা কো-অপারেটিভের টাকা মেরে বিয়ে সাদি করে মটর সাইকেল চালয়া, ধরা পড়লে জিনিষ-পত্র গুলি বিক্রি করে দিতে হয় কিন্তু সরকার ধরে না পাবলিক ধরে, সোনার জিনিষ বিক্রি করা হয় আপনাদের কেডারদের, আর সেই গভর্ণমেণ্টের টাকা পূরণ করার জন্য একটা অচৈতন্য সরকার ঘুমিয়ে থাকে, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে ক্যাপিটেল আউট লে অন রোড ট্রান্সপোর্ট একচুয়্যালি ক্যাপিটেলে ১৯৮৫-৮৬ সালে যে ভাবে বাজেটের মধ্যে খরচ করা হয়েছিল ১৯৮৬-৮৭ সালে দেখা যায় রিভাইজড্ এষ্টিমেটে এক্সপেনডিচার সেখানে প্রায় ২২ কোটি টাকার মতো কম খরচ করেছেন।

মিঃ স্পীকার —: মাননীয় সদস্য আপনি ডিমাণ্ড অনুযায়ী আলোচনা করুন, ১২টা ডিমাণ্ড আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বহু বারই রোড ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারে এই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলাম যে সভ্যতার সুযোগ পৌছে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে গ্রামের দিকে এবং রিমোট প্লেসের দিকে, যেমন অমরপুর। সেখানে এই তৈদু থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে আমি বলেছি এই এলাকাটা তার মহকুমা অথবা তার মাথ টার সঙ্গে বাকী অংশের বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। দৈনন্দিন অফিসের কাজে পঞ্চায়েতরা তাদের বিভিন্ন কাজে যাওয়া আসা করতে হয় তার জন্য কমনিকেশানের দরকার হয় কারণ হেটে গো আর যাওয়া যায় না কাজেই গাড়ীর ব্যবস্থা রাখা দরকার। মিঃ স্পীকার স্যার, অনেক চেষ্টার পর একটা টি আর. টি সি গেছে, ১০টায় গিয়ে পৌছে আবার ১২টায় ফিরে আসে, কখনও কখনও ১১টায় পৌছে আবার ১২টায় ফিরে আসে এক ঘণ্টা থেকে দুই ঘণ্টা থাকে, এর মধ্যে কি করে যাবে? মিঃ

স্পীকার স্যার, একটা বিরাট অঞ্চলে এখন সামান্য একটা টি. আর. টি. সি যাও আসে থাকে মাত্র এক থেকে দুই ঘণ্টা। কিন্তু যদি এটা ৩টায় কি ৪টায় যদি ব্রেক করতো তাহলে অফিসের কাজগুলি সেরে যেত কিন্তু এই টি. আর. টি. সি বাসটা যদি ১০টা থেকে ৩টা অথবা ৪টা যদি করেন তাহলে কিছু লোক তো গিয়ে সেখানে অফিসের কাজ করে আসতে পারতেন। তাছাড়া অফিসের লোকরাও আছেন, যারা তৃতীয় শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণী তারা তো আর গাড়ী পান না, রোগীও আছেন এছাড়া জনসাধারনকেও অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। তা না হলে এই অফিসের কাজ কি? মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে নেগলেজেন্সী এটা আমি শুধু নেগলেজেন্সী বলবো না এটা এই সরকারের পরিকল্পনার ত্রুটি এটাই আমি বলবো। একটা টি. আর টি. সি. বাস দিচ্ছেন, এটা যাতে কাজে না লাগে এমনি ভেবে দেওয়া হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, রাস্তার কথা আমি বলেছিলাম অমরপুর থেকে তৈদুর বিভিন্ন যে রাস্তা উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব এই বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে কোন রাস্তা ঢুকে নি, চেষ্টাও করেন নি. পূর্বেও ঢুকে নি পশ্চিমেও ঢোকার চেষ্টা করেন নি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বার বার বলছি তৈদু থেকে জাম্পুর এবং তেনতুই থেকে সর্ব্বং ঐ দিকে একটা রাস্তাও একসটেনশ্যান করা হয়নি।

মিঃ স্পীকার স্যার, ছেছুয়া এবং করবুক এই জায়গায় ত অ্যাক্সট্রিমিষ্ট নেই কিছু কিছু জায়গায় আছে, কিন্তু এই দুইটা জায়গায় ত আসাম রাইফেল বাহিনীর হেড কোয়াটার রয়েছে। কিন্তু সেখানে আসাম রাইফেলস্ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার থাকা সত্ত্বেও সেখানে কি গেছে? সেখানে রেশন শপ গেছে? ল্যাম্পসের কোন ব্রাঞ্চ গেছে? কিছুই যায়নি। কারণটা কি? কারণ তার দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যে, পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে। কাজেই এই যে ত্রুটিপূর্ণ বাজেট এসেছে আমি এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। আমি আন্তরিক ভাবে চাই এই বাজেটের সুফলগুলি মানুষের কাছে গিয়া পৌছাক। তারপরে ইণ্ডাষ্ট্রিজ, এই সারা অমরপুরে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই একটা হ্যাণ্ডিক্যাপড সেন্টার আছে? এত বড় একটা বড় মহকুমা এই জায়গায় ওয়েভিং সেটার নাই, একটা হ্যাণ্ডিক্যাপট সেন্টার বসল না। তাহলে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে কার জন্য? টাকাগুলি খরচ হচ্ছে কিভাবে? মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বহুবার দাবী করেছিলাম যে সেখানে অম্পি কলোনী, বাঙালী কলোনী বহু লোক প্রায় ১২০ পরিবারের মত দাঙ্গায় অ্যাফেক্টেড হয়েছে। তাদের ইনকামের কোন ব্যবস্থা নাই। অ্যাট লিষ্ট মহিলারা যাতে কিছু আয় করতে পারে তার জন্য ওয়েভিং সেন্টার, হ্যাণ্ডিক্যাপ্ট সেন্টার খোলা হোক। সারা অমরপুরে নাই। মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে এই যে পাওয়ার প্রজেক্টস্ একটা আমি সেদিনও বলেছি ডম্বুর

হাইড্রেল প্রজেক্ট যার জন্য প্রতি বৎসর খরচ করতে হয়। ৮৩-৮৪-সনে প্রায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা, ৮৫-৮৬ সনে ১ কোটি ১১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা, ৮৬-৮৭ সনে ৮২ লক্ষ এইবার ৮৭-৮৮ সনে ৪৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এইভাবে আমাদের খরচ করতে হয়। রিকভারী কিছুই হয় না। এখানে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান ডাইরেক্শান খরচ ধরা হয়নি, যে সমস্ত জমিতে ধান ফলত, শস্য উৎপাদন হত, কার্পাস উৎপাদন হত সেগুলির হিসাব এখানে আনতে হবে যদি নীট ফিজিক্যাল ইনকাম বার কর করতে হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি হিসাব করে বলছি। সেই স্কীমটা প্রজেক্টা নেওয়া হয়েছিল অন্য পারপাসে। দাঙ্গার পরে আজকে চাকমাঘাটে বাঁধ দিয়ে ২২ হাজার কিলে-ওয়াট আমরা পেতে পারি। তাই যদি হয় ট্রাইবেল উচ্ছেদ হত না। যদি হয়ও কাকড়াছড়াতে হবে। কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকাতে হাজার হাজার পরবার উচ্ছেদ হওয়ার কথা ছিল না। কাজেই এই স্কীমটা নেওয়া হয়েছিল অন্যভাবে। এইটাকে বলা যায় ট্রাইবেলদের বধ্যভূমি। সেখানে বধ করা হয়েছে। এইভাবে এই সমস্ত স্কীম জাতীয় সংহতি প্রশ্নে এইটা কলংক সৃষ্টি করেছে। কাজেই আমরা বলছি এখনও সময় আছে এইটাকে যদি অনলি ফর ফিশারী ব্যাপারে করা হয়ে থাকে তাহলে পরে লিন সিজনে বা ড্রাই সিজনে একটা বুরো ফসল করা যায়। তারপর ব্যারেজ বন্ধ করে কারেন্ট নিয়ে গেলে ফসলও হয়ে গেল। এইভাবে একটা স্কীম নেওয়া যায়। আমরা এখনও বলছি, সংহতির প্রশ্নে অর্থনীতির স্বার্থে এই স্কীমটা বাতিল করা হোক। বাতিল করলে আমাদের লাভ আছে। ২২ কোটি ২৩ কোটী টাকা খরচ হয়েছে, যা ক্ষতি হবে একবারে হবে, আর হবে না। চালু রাখলে বৎসরের পর বৎসর টাকা লাগবে। তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে ধান হবে, কার্পাস হবে, সেগুলি পূরণ হয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একজন উপজাতি, আমি বলতে পারি। এতে যদি আমাকে বলেন, এটা বিচ্ছিন্নতাবাদ, ভয়ঙ্কর অ্যানটিন্যাশনাল তাও আমি রাজী আছি, বলতে পারেন। কিন্তু তবুও স্বীকার করব না যে এইটা কল্যাণমূলক হয়েছে, রাজ্যের স্বার্থে হয়েছে। আমি এর জোরালো ভাবে প্রতিবাদ করছি এবং এখানে দাবী জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ড নং ১৫, মেজর হেড ৪২০২ এবং বিরোধীদের আনীত সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবগুলির সপক্ষে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি চেয়েছি জোলাইবাড়ী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের কনস্ট্রাক্শান। স্কুলটী বহুদিন আগে হয়েছিল। প্রাইভেট স্কুল। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে সেখানে ঘর আরও বাড়ানো প্রয়োজন। যাহোক আমার মূল বক্তব্য হল যে ১টী বা ২টী

স্কুল নিয়ে নয়, আজকের শিক্ষার ব্যাপারটা সমস্যায় জর্জরিত, একটা স্কুলের কনস্ট্রাকশান দিয়ে কিই বা লাভ হবে? টোট্যাল শিক্ষানীতি কি বামফ্রন্ট সরকারের? কতগুলি নিজেদের ক্যাডারদের পাঠ্য পুস্তক পাঠ করতে হবে? এইখানে দলের প্রচার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি এখানে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আলোচনা করতে পারেন না। ক্যাপিট্যাল আউটলে অন অ্যাডুকেশান। আর তা না হলে আপনার আলোচনা রেকর্ড করা হবে না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, অর্থ কমিশন ৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন জুনিয়র বেসিক স্কুলের জন্য। ৯০তে শেষ হওয়ার কথা। একটাও ত হয়নি। বৎসরে ১৬০টা করে হলেও এই দুই বৎসরে ৩২০টা হয়ে যেত। আজকে পর্যন্ত ত একটিও হলনা। কাজেই এইটাকে সমর্থন করা যায় না। মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী-দের প্রস্তাবের মধ্যে দেখলাম আজকে একটা আলোচনা হয়েছে। যে বাঁধগুলি দেওয়া হয়েছে, বাঁধ দেওয়ার ফলে কিছু উজানের যে জমি আছে অনেকগুলি জমি, কিছু কিছু জল-মগ্ন হওয়াতে চাষীরা চাষ করতে পারছেনা। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তথ্য দিয়ে আমি বলতে পারি গোরা নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে চাষের জমিতে এমন জল উঠেছে চাষীরা চাষ করতে পারছেনা। এই জিনিসগুলি গম্ভীরভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। আর ট্র্যান্সপোর্ট সম্পর্কে বলতে হয় রাস্তার যে দুরবস্থা আমরা দেখি জরাজীর্ণ অবস্থায় রাস্তা-গুলি। এই রাস্তায় বাস বলুন, ট্রাক বলুন জীপ বলুন বাসগুলি ত কলকাতার দোতালা বাসের মত এখানে দুতালা বাস না হলেও বাসের ছাদের উপর মানুষ বসে থাকে। এই জিনিসগুলি নিশ্চয়ই প্রকৃতি ব্যঙ্গ করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছুদিন আগে দেখলাম জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধি জনিত কিছু অটো রিক্সার শ্রমিকের তাদের ট্যাক্স মুকুব করে দেওয়া হয়েছে। এইটা যে যানবাহনের যাত্রী সাধারণ দুর্ভোগ করতে হয় তার জন্য দেখা যায় যে ট্যাকসি যাদের আছে তাদেরটা কেন মুকুব করা হয়না। গাড়ীর অপ্রতুলতার দরুন যাত্রী সাধারন দুর্ভোগ করতে হচ্ছে। এইটা আমার বক্তব্য তাছাড়া ট্যাক্সি মালিক যারা ওরাও শ্রমিক গোষ্ঠির। সুতরাং একটা সেকশানের জন্য সরকার কনসিডার করল, বাকী টার জন্য করা হলনা এইটা আবার কোন ধরনের বিপ্লব বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমার বক্তব্য আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। তারপর মাননীয় স্পীকার স্যার, গাঁওসভাগুলির কথা বলা হয়েছে। আমি একটু তথ্য দিয়ে দুটো কথা বলতে চাই। বিলোনীয়া বিভাগে ২টো ব্লকে গত ৫ বৎসরে এস আর, ইপির, এন, আর ইপির হিসাব দিচ্ছি।

রাজনগর ব্লকে এন আর ই পিতে গত পাঁচ বছরে ২০, ৩৩, ৫৬৯ টাকা খরচ হয়েছে। আর এস, আর, ই. পিতে ৩৭, ২০, ৭৬৮ টাকা খরচ হয়েছে। মোট খরচ হল—৫৭, ৫৪, ৩৩৭ টাকা খরচ হয়েছে সেখানে ২৭টা গাঁওসভার জন্য। আর বগাফা ব্লকে, এন, আর. ই পিতে এই পাঁচ বছরে খরচ হয়েছে ৪১, ৬৩, ৫১১ টাকা, আর এস, আর, ই, পিতে খরচ হয়েছে ১৭, ৬৮, ৭২৯ টাকা। এখানে ২৬টা গাঁওসভার জন্য এই ৫ বছরে মোট ৫৯, ৩২, ২৪০ টাকা খরচ হয়েছে। তাহলে গড়ে হিসাব করলে দেখা যায় প্রতি গাঁওসভাতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এক একটা গাঁওসভার পরিধি আমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে, কোন গাঁওসভায় হয়তো ৩০০ পরিবার, কোথাওবা ৫০০ কি ৮০০ পরিবার আছে। গড়ে ৫০০ পরিবারই যদি পড়ি তাহলে তার এক একটাতে আড়াই লক্ষ টাকা যদি খরচ হয়, তার পারফরমেন্সটা কোথায়? সেই গ্রামগুলির দিকে যদি তাকাই তাহলে সেখানকার পরিবেশটা মোটেই দোষনমুক্ত নয়, রাস্তাঘাটগুলি জরাজীর্ণ, স্কুলগুলিরও একই অবস্থা, আসববাপত্র নাই, ব্যান্স নাই এমন একটা অবস্থার মধ্যে গ্রামগুলি যেন একটা শ্মশান। সুতরাং সেই পরিবেশে আমরা এই প্রসঙ্গে এই যে একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এইটাও প্রগতির পক্ষে সহায়ক বলে আমি মনে করি না। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মারফতে হাউসে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই যে পঞ্চায়েত সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে ট্রেজারী বেঞ্চের পক্ষ, বিরোধী বেঞ্চের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন সময় তাদের কাজ কর্মের দুর্নীতিই বলুন বা বিভিন্ন পরিকল্পনা যা বাস্তবে রূপায়িত হয় না এই সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবে আলোচিত হয়। আমি দেখলাম সেই দিন মহারাষ্ট্রের এসেম্বলীতে পঞ্চায়েত কমিটি নামে একটি কমিটি আছে, সেই কমিটিতে পঞ্চায়েতের কাজগুলির সুপারভিশান করার একটা ক্ষমতা থাকে। এই কমিটি পঞ্চায়েতগুলির তদারকী করতে পারে এবং কোন কমপ্ল্যান থাকলে বা তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দওয়া, এইগুলি এই কমিটি দিতে পারে। আমি আপনার মারফতে এই সভার সদস্যবৃন্দদের কাছে অনুরোধ রাখব যে এই ধরনের একটা কমিটি করে এসেম্বলী যাতে নাকি ভবিষ্যতে ত্রিপুরার পঞ্চায়েত গুলিতে কাজগুলি সত্যিকারে রূপায়িত হয় কি না সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে। আমার বক্তব্যটা আমি সেখানেই রাখছি এবং পরিশেষে সকল বিরোধী সদস্যদের আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করে এবং মূল বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের উপর বিভিন্ন মন্ত্রী যে ডিমাণ্ডগুলি দেখেছেন তার সমর্থনে এবং বিরোধী সদস্যদের আনা ... এই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য আমি রাখছি। এখানে আমা-

দের বিরোধী দলের নেতা মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার ট্রেন্সফোর্টের উপর ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করতে গিয়ে বলেছেন যে, পারমিট বিলি করতে না কি দুর্নীতি হচ্ছে। অথচ এখানে যে টেকস আদায় করার ক্ষেত্রে গাড়ীর সংখ্যাবেড়ে গেছে, টেকস আদায় করাটা জন-স্বার্থে প্রয়োজন আছে, অনেক গাড়ী এখন বেড়ে গেছে, তার জন্য আনুসঙ্গিক খরচ হিসাবে যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে ধরা হয়েছে সেটা যুক্তিযুক্ত এবং যুক্তিসঙ্গত বলেই তাকে এড়িয়ে গিয়ে মাননীয় সদস্য দুর্নীতির গন্ধ খুঁজছেন। আসল কথা হল এর বিরোধীতা করার যেখানে কোন যুক্তি নাই সেখানেতো একটা কিছু বলতে হবে তাই বলছেন। তারপর পি ডাবলি ও ডির উপরও ওনারা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন এবং তাতে বলেছেন যে ঠিকাদারী না কি বাম-ফ্রন্টের লোকরা পাচ্ছে। তারা নিশ্চয়ই গ্রামাঞ্চলের খবর রাখেন না, রাখলে জানতেন যে হাজার হাজার বেকার ছেলে আজকে কাজ পাচ্ছে. কোপারেটিভ করছে। তাদের মধ্যে বামফ্রন্টও থাকতে পারে, কংগ্রেসও থাকতে পারে. টি ইউ জে এস, ও থাকতে পারে, নির্দল ও থাকতে পারে তারা ঠিকাদারীর কাজ করছে। আর ট্রাইবেল ছেলেদেরতো কোপারেটিভ করার প্রয়োজন নাই, তাই সেখানে হাজার হাজার বেকার ছেলে আজ কাজ করছে। আপ-নারা দুর্নীতির কথা যে শুধু বলছেন। আপনারা কি দেখছেন না যে, যদি রাস্তাঘাট না হত তাহলে আজ লুসাই এবং জম্পুই পাহাড়ের আজ গাড়ী যেত না, টি আর টি সির সার্ভিস চালু হত না, দাম ছড়াতে এবং দশদা আনন্দ বাজারে গাড়ী যেত না, এই সব হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের গত ৯ বছরের মধ্যে। এইগুলি কংগ্রেস আমলে কিছুই হয়নি। এই কথাটা তারা এক বারও বললেন না যে. বামফ্রন্টের আমলে ছামনু ও ছৈলংটা ত্রিপুরার অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেখানে একটা ব্রীজ হয়েছে। কাঞ্চনপুরে একটা ব্রীজ হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, ফটিক রায়েও একটা ব্রীজ হয়েছে, সারা ত্রিপুরায় হাজার হাজার মাইল রাস্তা ঘাট ও ব্রীজ প্রভৃতি হয়েছে, এইটা ওনারা স্বীকার করলেন না। বরং কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে সেই খোঁজ করেন. তাই যদি হয় তাহলে তাদের লোকরা যেখানে আছে সেখানেই দুর্নীতি করছে. বামফ্রন্টের লোকরা এত দুর্নীতি পরায়ন না। তার পর পঞ্চায়েতের উপর যে ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে তার উপর ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। পঞ্চায়েতের উপর তারা প্রথম দিন থেকেই ক্ষেপা, কারণ এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তারা গ্রামাঞ্চলে আগে যে শোষন ও বঞ্চনা করেছিল কংগ্রেসের আমলে আজ যখন সেখানে কর্মযজ্ঞ চলছে এবং গ্রামের গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে যখন পঞ্চায়েতগুলির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এস আর ই পি ও এন আর ই পির কাজ যখন পুরাদমে চলছে তখন তারা পঞ্চায়েতের মধ্যে দুর্নীতি দেখছেন এবং মাননীয় সদস্য মানিকগুপ্তবাবু বললেন কয়েকটা পঞ্চা-

য়েতের হিসাব দিয়ে যে ৫ বছরে কত টাকার কাজ হয়েছে, তিনি খুশী নন কাজ কম হয়েছে বলে. তাহলে মুল ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করার কারণ কি ? যে অর্থ এখানে ধরা হয়েছে তাতো খুবই যুক্তিসঙ্গত, তবু এর বিরোধীতা করছেন। তার পর এখানে একটা কাটমোশান এনেছেন মাননীয় মনোরঞ্জনবাবু যে বিলোনীয়াতে একটা স্কুল ঘর হয়নি. আর এর জন্য তিনি শিক্ষা দপ্তরের যে বাজেট তার বিরোধীতা করছেন। একটা স্কুল হয়নি, তিনি দেখেন নি সারা ত্রিপুরার অবস্থা। আমি আমাদের ধর্মনগর বিভাগের কথাই যদি বলি সেখানেতো দশটা হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পাকা বাড়ী তৈরী হচ্ছে, কাজ চলছে, মাস দুইয়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। শুধু কি ধর্মনগর সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা যখন আগরতলা থেকে ধর্মনগর যাতায়াত করি তখন রাস্তায় রাস্তায় আমরা দেখতে পাই স্কুল ঘর তৈরী হচ্ছে, এইটা দেখেছেন কোন দিন কংগ্রেস আমলে ? কংগ্রেস আমলেতো গ্রামাঞ্চলে কোন স্কুল ঘর পাকা হত না, যদি হয়ে থাকে তাহলে আগরতলা ও ধর্মনগর মহকুমা শহরগুলির মধ্যে সম্ভবত হয়ে থাকবে আজ এইটা গ্রামেগঞ্জে হচ্ছে ট্রাইবল এলাকাগুলিতে হচ্ছে, তাই তারা আজ এইটা আর সহ্য করতে পারছেন না তার বিরোধীতা করছেন এবং অজুহাত দেখিয়েছেন যে অমুক স্কুলটা হচ্ছে না কেন। স্কুল যদি না হয়ে থাকে তাহলে মাননীয় সদস্য এখানে দাবী রাখতে পারেন যে এই স্কুলটা করা হোক বলে. এই দাবীটা করতে পারেন. কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য তো এই সব কাজ করার পক্ষে না, তাদের উদ্দেশ্য হল মূল কাজটাকে বানচাল করা।

তাই তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে ছাটাই প্রস্তাব এনেছে। আজকে পানীয় জলের সমস্যার কথা তারা বলছেন কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি যে কংগ্রেস আমলে এত রিং-ওয়েল, এত টিউব-ওয়েল হয়েছে কি ? কংগ্রেস আমলে তারা গ্রামে পানীয় জলের সরবরাহ হউক তারা চাননি। কাজেই তারা আজকেও চাননা বলে বিরোধীতা করছেন। সমবায়ের উপর তারা বিরোধীতা করছেন কারণ তারা চান মহাজনের শোষণ এখনও চলুক। সেদিন তারা জুমিয়াদের, গরীব কৃষকদের ঠকিয়েছেন। আজকে এই সমবায় দপ্তর বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে রাজ্যে জোয়ার সৃষ্টি করেছে। আজকে আমরা দেখছি এইসব-সমবায়গুলি রেশনও বিলি করছে। আইতরমার মত কোন কনজিউমার্স তারা সেদিন দেখেছেন ? আমরা চাই সমস্ত রাজ্যে এই ধরণের কনজিউমার্স হউক। কিন্তু উনারা চাননা। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেছেন যে, আজকের জুমিয়ারা. পাহাড়ের কৃষকরা সহস্র মন পাট ল্যাম্পসের ও প্যাক্সের মাধ্যমে বিক্রী করছে। কাজেই ওনারা এসব সহ্য করতে পারছেন না। তারা আগেকার দিনকে এখন আবার ফিরিয়ে আনতে চান। তারা আগেকার শোষকদের আবার ফিরিয়ে আনতে চান। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। গত ৯ বছরে তাদের শিক্ষা না হয়ে থাকে তাহলে তাদের অনুরোধ করব এখন শিখে নিতে। কংগ্রেস দল আজকে দুর্নীতিতে

ডুবে গেছে। রাষ্ট্রপতির চিঠি নিয়ে তারা কেলেংকারী করছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমি এটার প্রতিবাদ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— আজকে বামফ্রন্ট সরকার যেসব জন-স্বার্থ রক্ষাকারী কর্মসূচী নিয়েছেন সেগুলি দেখে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই তাদের বিরোধীতা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এবার শেষ করুন।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— এখানে যেসব ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের সমস্ত কাটমোশানগুলিকে তীব্রভাবে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি ২টি কাট-মোশন এনেছি ডিমাণ্ড নং ১৯ ও ৩৮ এর উপর। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেভাবে ফ্লাড কন্ট্রোল হচ্ছে সেটা আর বলার মত না। গোপীনগর গাঁওসভার নদিয়া নামে একটা জায়গা আছে, সেখানকার অনেকগুলি বাড়ী ফ্লাডে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এবার বোধ হয় সে বাড়ীগুলি আর থাকবে না। সে নদীয়াতে ৫৩৬ পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে। সেখানকার অনেক জমি এখনো বালির নীচে। এই হচ্ছে অবস্থা। আরেকটা হল ৩৮। মেজর হেড— ২৫০২। এখানে এস আর ই. পি. আর এন. আর. ই. পি-র কথা আছে। সেখানে আমরা দেখতে পাই তাদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী। মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জনবাবু যা বলেছেন এর পর আর কিছুই বলার দরকার নাই। যেমন লাটিয়াছড়াতে একটা অঘটন ঘটে গেছে।

সেখানে ডি এম-কে বলেছি এস, ডি, ও কে বলেছি বি, ডি, ও, কে অবশ্য বলিনি, যে, এখানে এস, আর, ই, পি. এবং এন, আর, ই, পি, কাজ দেওয়া হচ্ছে কি না? জবাবে তারা বললেন যে, কিছুই জানিনা তো? কাজেই এইতো দুর্নীতি, এইটা কোন দিনই যাবে না।

মিঃ স্পীকার :— স্যার, আরেকটা পয়েন্ট আছে যদিও এটা আমার কাট মোশান নয়। এইটা কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিবাবু। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪,

মেজর হেড – ৩০৫৪। এখানে পি, ডবলিউ, ডি, এর রোডস্ এণ্ড ব্রিজেস সম্পর্কে এনেছেন। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বেশী দূরে গিয়ে লাভ কি, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়ের কনষ্টিটিউয়েন্সীতে এই আগরতলায় অভয় নগরে যে ব্রিজ-কালাপানির ব্রিজ-সেখানে কি দুর্নীতি চলছে কে জানে। কিন্তু মাননীয় মানিকবাবু কোন দিনই সেখ মে যাননি, কিভাবে কনষ্ট্রাকসন হচ্ছে সেটাও দেখেননি। কনট্রাকদের সঙ্গে কোন বাট বাটোয়ারা রয়েছে কি না কে বলতে পারে ? অথচ এই অভয়নগরের এই ব্রিজের উপর দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক যাতায়াত করছেন। ফলে মানুষকে দারুন দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এই পুলটি যাতে অতি সত্বর করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

তারপরে স্যার আরেকটা কথা বলতে হয় যে, এখানে মাননীয় ডেপুটি চিফ মিনিষ্টার বলে গেছেন যে, এই হাউসের সকল বিরোধী সদস্যরা নাকি শকুন। তারা যতই উপরে উঠকনা কেন তাদের দৃষ্টি থাকবে মড়ার উপর। এটা ঠিক। কারণ এই ৯ বছর আগেও তো আজকে যারা টেজারী বেঞ্চে আছেন তারা ছিলেন বিরোধীদের আসনে। তখন তারাও ছিলেন শকুন। আর এই ৯ বছর পরে তারা হয়েছে চিল। শকুনেরও উপরে উড়ে চলেন। আর চিলের কাজ হচ্ছে মড়ার উপর লক্ষ্য রাখা নয় শুধু মারন্তি, আর এখানে মাননীয় বামফ্রণ্টের কাজও হচ্ছে সেই চিলের মত কেবল মারন্তি।

কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধী সদস্যদের সকল কাটমোশানগুলি সমর্থন করে এবং এখানে যে বাজেট ডিমাণ্ড পেস করা হয়েছে সেগুলিকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারছিনা যে, আজকের ডিমাণ্ডের উপরে আমার অনেকগুলি কাটমোশান ছিল কিন্তু এখানে দেখছি মাত্র একটি দেওয়া হয়েছে। এখানে কোন রাজনীতি নেইতো না ক্ল্যারিকেল মিসটেক কিছুই তো বুঝতে পারছিনা।

মিঃ স্পীকার —: মাননীয় সদস্য এটা কোন ক্ল্যারিকাল মিসটেক বা কোন রাজনীতি এখানে নেই। কোন কাটমোশান এলে যে সেটা এডমিটেড হবে তার কোন কথা নেই। কোন কাটমোশান এডমিট নাও হতে পারে। এখানে তাই হয়েছে।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং ঃ— ঠিক আছে, মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের বিরোধী

দলের সদস্যরা যে সকল কাটমোশান এনেছেন সে সবগুলিকে সমর্থন করে এবং আমার কাট-মোশানের উপর বক্তব্য রাখছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই বছর কো-অপারেটিভের জন্য ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকার ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে। আমি কো-অপারেটিভের কাজকর্ম সম্পর্কে এখানে কিছু বলছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে গ্রামে গঞ্জে কো-অপারেটিভ সম্প্রসারিত হোক এটা আমরা চাই। এখানে যে ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে সেটা ধরা হয়েছে গ্রামাঞ্চলে কো-অপারেটিভগুলিকে সাহায্য দেবার জন্যে। এটার বিরোধীতা করছিনা। তবে বাস্তবিপক্ষে কি হবে আদৌ জনসাধারণের স্বার্থে এই অর্থ ব্যয় করা হবে কি না, না সেখানে দুর্নীতি করা হবে এতে সন্দেহ রয়েছে। স্যার, এখানে মাননীয় সমবায় মন্ত্রীও উপস্থিত আছেন, ত্রিপুরাতে এমন কোন কো-অপারেটিভ নেই যেখানে প্রতি বছরে বা প্রতি মাসে একটি চুরি বা একটি ডাকাতি হয় না। অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জন্য দুঃখ লাগে তিনি কোনটা সামলাবেন। আমার এরিয়াতে তো প্রতি বছরই কো-অপারেটিভে চুরি হচ্ছে। চুরি এবং ডাকাতির নমুনা কি? স্যার সেখানে চুরি হয় কিন্তু তালা ঠিকই থাকে অথচ ভেতরে আলমারী ভাঙ্গা, কাগজপত্র পুরো হাওয়া হয়ে যায়। প্রত্যেকটা ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসে চুরি এবং ডাকাতি হচ্ছে। কাগজপত্র সব লোটপাট হয়ে যাচ্ছে। তারপর অনেকগুলি কো-অপারেটিভ আমরা দেখেছি যে প্রতি বছরই আগুনে পোড়া যাচ্ছে। এখানে মাননীয় সমবায় মন্ত্রী এক সময় বলেছিলেন যে, কলসী কো অপারেটিভের ৫৩ হাজার টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। কো-অপারেটিভের এই হিসাবের গড়মিলের জন্য অনেকবার শেয়ারহোল্ডাররা অভিযোগ করেছেন কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায় না। কলসীর ল্যাম্পসের যিনি প্রেসিডেন্ট তিনি অনেক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। এই দুর্নীতি প্রমানিতও হয়েছে। কিন্তু তিনি যেহেতু 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলেন তাই তার বিরুদ্ধে কোন একসান নেওয়া হয়না। কলসীর ল্যাম্পস্-এর হেড কোয়ার্টার সেখানে প্রায় সময়ই চুরি হয়। কিন্তু একবারও চুরি বা ডাকাতির কোন ট্রেস করা যায় না। কাজেই স্যার, এই যে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকাটা ধরা হয়েছে সেটা জনগণের স্বার্থে উইটিলাইজ যাতে হয় এবং এইসব দুর্নীতি, এইসব চুরি ডাকাতি সেগুলি স্যার, এনকুয়ারী করে এই দুর্নীতি বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা জনসাধারণের কোন উপকারে আসবেনা।

স্যার, এখানে "দৈনিক গণসংবাদ" পত্রিকায় একটা খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই গণসংবাদ পত্রিকা "দৈনিক সংবাদ" গ্রুপের পত্রিকা কি না জানি না,- সেখানে সাক্রম

এপেকস্ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। সেখানে ২ কোটি টাকা লোকসানে নাকি ভোগেছে। সেখানে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, তহবিল তছরূপ করা হয়েছে। এই অভিযোগ উক্ত ম্যানেজারকে ১৪ইং এপ্রিল, ১৯৮৪ ইং তারিখে বরখাস্ত করা হয়। কাজেই এইভাবে যদি এক একটা কো-অপারেটিভে কোটি কোটি টাকা লোকসান হয় তাহলে এইটা চলবে কি ভাবে ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— স্যার, সোনামুড়ার লীডার একটু উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন। সোয়াপুর এ্যাপেকস্-এর ম্যানেজার সন্তোষবাবু গোডাউন তৈরীর জন্য এবং মেটেরিয়ালস্ কেনার জন্য তিনি ৪০ হাজার টাকার চেক ভাঙিয়ে মোটর সাইকেল ইত্যাদি কিনে বসে আছেন। মেটেরিয়ালস্ বা সিমেন্ট কেনার কোন প্রারে কাছে নেই। এইভাবে যদি কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট চলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে তাহলে ৫ কোটি টাকা কিভাবে জনসাধারণের স্বার্থে যাবে সেটা বলুন স্যার, ঘনিয়ামারা, সেখানে এবারও কংগ্রেস জিতেছিল। যার ফলে আগের প্রেসিডেন্ট চার্জ বুঝিয়ে দিতে পারেন নি। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা হিসাব দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না এই বামফ্রন্টের জমানায়। শুধু কো-অপারেটিভের নামে নিজের ফাণ্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এইসব ডিমাণ্ড। কাজেই এইসব ডিমাণ্ডগুলিকে আমরা সাপোর্ট করতে পারি না। সুতরাং বিরোধী দলের যে সমস্ত কাটমোশন এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে আমার একটা কাটমোশন আছে এবং বিরোধী দলের সর্বমোট ২৭টা কাটমোশনকে আমি সমর্থন জানিয়ে এবং ডিমাণ্ড গুলিকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম আমার কাট মোশন গোমতী হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি প্রজেক্টের উপর। এই গোমতী প্রজেক্টের ব্যাপারে আমার আগে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলে গেছেন। এই প্রজেক্টটা যখন করা হয়েছিল তখন ছিল কংগ্রেস আমল এবং বিরোধী নেতা তখন ছিলেন আমাদের নৃপেনবাবু, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন। এই প্রকল্প গ্রহণ করার একটা উদ্দেশ্যই ছিল এবং সর্ব সম্মতিক্রমে এই হাউসে পাশ হয়ে যায় এবং বিরোধী দল থাকা সত্ত্বেও উপজাতিদের ভবিষ্যত কি হবে এবং এই প্রকল্পের ফলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কি উপকারে আসবে সেটা বিগত বিধানসভার প্রসিডিংসের পাতা খুলে দেখলাম যে, কারো কোন বক্তব্য নেই। সুতরাং মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেদিন এই সভায় যে তথ্য দিয়েছেন, "মনে হয় ৭ মেগাওয়াট উৎপাদন হবে"— "মনে হয়" শব্দটার অর্থটা কি ? আমি জানি সেখানে ৪.৮

মেগাওয়াট উৎপাদন হচ্ছে। যেটা টার্গেট ছিল তিনটা ইউনিট থাকার ফলে সেখানে উৎপাদন হওয়ার কথা ৩০.৮ মেগাওয়াট। এখন দেখলাম ড্যাম সাইট থেকে জেনারেশান করে নিয়ে আসা হয়েছে তীর্থমুখ পর্যন্ত। সেই পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা যে জেনারেশান করে নিয়ে আসে. বাঁ পাশ দিয়ে টিলা, সেই টিলার পাশে নালা। সেটা প্রতি বছর ভেঙে বন্ধ হয়ে যায়। প্রতি বছর মেনটেমেন্স-এর জন্য দেখলাম লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু মেণ্টেনন্সের জন্য যে টাকা খরচ হচ্ছে তার অর্ধেকও উৎপাদন হচ্ছে না। আমি চার বছর ধরে বলে আসছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেট স্পীচের সময় বলেছিলেন বিরোধীরা এমন কথা বলতে পারবেন না যে সারা ত্রিপুরায় এমন একটা জায়গা নেই যেখানে বিদ্যুৎ গিয়ে পৌঁছায় নি। আজকে তাঁকে বাস্তব চিত্রটা দেখতে বলব। ড্যাম সাইট থেকে মন্দির ঘাট এক ফার্লং। সেই মন্দির ঘাটের একটু পাশেই গোমতী পাড়া। সেখানে কারেন্ট গেছে? সেই নারায়ণ পাড়াতে গেছে? ডগলাই পাড়াতে গেছে? আমি বাদ দিলাম রতন নগর, বাদ দিলাম ভগীরথ পাড়া, বাদ দিলাম দলপতি। সেখান থেকে তার নিয়ে কারেন্ট পৌঁছানো যায় কৈলাশহরে। তার খরচ বামফ্রণ্টের আছে। কিন্তু তীর্থমুখ থেকে এক কিলোমিটার, সেটা একটা ভুরস্ত হয়ে যায়। সেই প্রজেক্টের ভিতর কড়িছড়া রিয়াং পাড়া যাদের টিনের ঘর ছিল, যারা উচ্ছেদ হয়েছিল, তাদের ঘরে আজকে আলো পৌঁছেছে কিনা? কিসের জন্য তৈরী করা হয়েছিল? আমি বলছি এটা বন্ধ করে দিন। বলবেন ভয়ঙ্কর দাবী। এইরকম বৈজ্ঞানিকতা আমরা চাই না। মানুষের ক্ষতি করে আমরা বিজ্ঞান চাই না। পরমাণু বোমা সেটাও বিজ্ঞান। এটাও মানুষের ক্ষতি করে। এটাও কেউ চায় না। বার বার প্রশ্ন করেছি বিধানসভায়' মান্য কুমার রোয়াজা পাড়া। তার ঘর থেকে মন্দির ঘাট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এক্সটেনশানের জন্য চারটা খুঁটি লাগে। সেটাও না। কেন তারা বঞ্চিত হচ্ছে? তিন বার প্রশ্ন করেছি এই বিধানসভায়। তার জন্য যদি টাকা চাওয়া হয় সমর্থন করতে পারি। কিন্তু কঙ্কাল দেহ নিয়ে তারা বেঁচে আছে। তাদের জন্য কংগ্রেস করে নাই। বাদ দিলাম কিন্তু আপনারাও তো বলছেন আপনাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সরকার কামান চৌমুহনী. মোটরষ্ট্যাণ্ডে গেলে দেখা যায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সরকার সাহায্য করুন। তার জন্য কাটমোশান আনতে হয়।

আসছি পঞ্চায়েতের কথায়। কোন পঞ্চায়েত? কোনভাবে চলে? পঞ্চায়েত কোন আইন আছে? এটা কি চালু করা হয়েছে? মনে তো হয় না। তিন বছর শুধু বিধানসভার তথ্য দিয়েছেন। তিন বছর যাবৎ আমি প্রশ্ন করে আসছি—স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল, ইহা কিসত্য যে গত ৩ বছর যাবৎ ডম্বুরনগর বি, ডি, সির চেয়ারম্যান নাই?

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল, যদি সত্য হয়, তাহলে তার কারণ কি? — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিলেন, বি, ডি, সির নির্বাচনের নিয়ম বিধি তৈরী করা হয় নি বলে। স্যার, বড় অদ্ভুত উত্তর, ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৭টি ব্লক আছে, তার মধ্যে ডম্বুর নগর বাদ দিলে, আর বাকী ১৬টিতে চেয়ারম্যান আছে। শুধু একটার জন্যই নিয়ম বিধি তৈরী করা হয় নি, আর সেটা না করার কারণ হল, ডম্বুরনগর ব্লকে কংগ্রেস আর যুব সমিতি মিলে ৭, আর তাদের ৬। কাজেই সেখানে নির্বাচন করলে চেয়ারম্যান হবে বিরোধী দলের, তাই নির্বাচন বন্ধ। চমৎকার আইন, ১৬টার জন্য আইন করা হল, আর একটার জন্য করা হল না। শুনেছি বিমল সিন্হাকে দিয়ে গোপন ব্যালট পেপার সেই নির্বাচন করা হবে, কিন্তু সেটা কি ধরনের গোপন না সেখানে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের পুরিন্দা তৈরী করে লটারী করা হবে এটা নাকি তাদের গোপন ব্যালট। তাই আমি আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে ঐ ধরনের হোমিও প্যাথিক পুরিন্দা তৈরী করে যদি কোন নির্বাচন হয়, তাহলে আমরা সেটা কিছুতেই মেনে নেবনা। তারপর রাইমা ভ্যালিতে মোট ৪৫টা স্কুল আছে, কিন্তু তার মধ্যে ৩০টার কোন ঘরই নেই। গত বছর বিভিন্ন কাজ করার জন্য সেই ব্লককে ৭ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন কাজ না হওয়ায় সব টাকাটাই ফেরত গিয়েছে, টাকা খরচ করবে কে? বি ডি, সির যে চেয়ারম্যানই নেই। কিন্তু এটা কোথায়? না, সব টাকাটাই গজব ব্যাঙ্কে চলে গিয়েছে। এন, আর, ই, পি আর, এস, আর ইপিতে সেখানে কোন কাজ হয়নি, অথচ বরাদ্দ ছিল ঠিকই, কিন্তু সেই টাকাটাও গজব করে দেওয়া হয়েছে।

স্যার, কি করে গুজব হল, সেটাই আমি এখানে বলছি। স্যার, আমি একবার অমরপুরের পশ্চিম মানিক্য দেওয়ান গাঁওসভার সি পি, এম প্রধান-এর বাড়ীতে গেলাম, উদ্দেশ্য এন, আর, ই, পি এবং এস, আর, ই, পি-র জন্য যে এত টাকা বরাদ্দ হল সেটা কিভাবে খরচ করা হল, তার কাছে জানতে চাইলাম, সে আমায় বললো, ঐসব কথা জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নাই, টাকা এসেছে, খরচ হয়েছে, এটুকু জেনে রাখাই ভাল। সে আমায় জিজ্ঞাসা করলো, এন, আর, ই, পি কথাটার অর্থ জান? আবার নিজেই তার উত্তর দিয়ে আমায় বললো, এন মানে নো, আর মানে রুপিস্, ই মানে এক্সেপ্ট, আর পি মানে পকেট। কাজেই এর থেকে বুঝে নাও টাকাটা কিভাবে খরচ হয়েছে। স্যার, এক কথায় বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে এন, আর, ই, পিই বলুন আর এস, আর, ই, পি-ই বলুন, এর সব টাকাটাই মারিং হয়ে গেছে। কাজেই স্যার, এই যে এন, আর, ই, পি, আর এস, আর, ই, পি-র টাকাটা যদি এভাবে মারিং হয়ে যায় তাহলে এটা কি আমরা সমর্থন করতে পারি? আর, এল, ই, জি পি-তে বইস্থাপাড়ী থেকে ......

রাস্তায় একটা ব্রীজ হওয়ার কথা, কিন্তু সেটা হবে না। কারণ সেখানে ত আর অ-উপ-জাতিরা বাস করে না, বাস করে উপজাতিরা। মাননীয় স্পীকার স্যার, রামায়ণ অথবা মহাভারতের কথা শেষ করা যায়, কিন্তু এই বামফ্রন্টের যে ইতিহাস, সেটা কোন দিনই শেষ করা যাবে না। তাছাড়া আপনি আমায় সময় দিতে পারছেন না, কাজেই আমি আর বাম-ফ্রন্টের ইতিহাস আর বেশী কিছু বলতে পারছি না, তবে এখানে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী-গুলি এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যেসব কাটমোশান রাখা হয়েছে, সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে ব্যয় বরাদ্দগুলির উপর বিরোধী পক্ষের সদস্যরা ছাঁটাই প্রস্তাব এনে যে বক্তব্য রেখেছে, তার মধ্যে যে কোন সারবত্তা নাই, তাই যুক্তি দিয়ে আমি খণ্ড করতে চাই। কারণ আমরা জানি এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারে আসার আগে, কংগ্রেস ৩০ বছর ধরে রাজত্ব করে গেছে, আর বামফ্রন্ট এসেছে মাত্র ৯ বছর হল। আমি মনে করি কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০ বছরে যে কাজ করেছে, বামফ্রন্ট ৯ বছরে তার দুই গুণ কাজ করেছে। তাই বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব ছাঁটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে, সেগুলিকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। উনাদের বিরোধীতা করতে হবে, তাই বিরোধীতা করেছে, কারণ তাদের বিরোধীতা করা ছাড়া অন্য কোন গত্যান্তর নাই। আমি বলব ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস আমলে যে ধ্বংসের শাসন চলেছিল, যে শোষণ ছিল তাকে সরিয়ে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্টের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে গণতন্ত্র নিয়ে এসেছে। আজকে যদি আমরা ভারতে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলির দিকে তাকাই, তাহলে কি দেখব? আমরা দেখব যে, সেই সব রাজ্যগুলিতে একজন মুখ্যমন্ত্রী এক বছরের বেশী আসীন থাকেন না, কে যে কখন বা কোন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসবে, তার কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না, মনে হয় কংগ্রেস দলের সবাই এক একদিন করে মুখ্যমন্ত্রী হতে চান, কাজেই আজ যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন, কাল তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না। এটা যে একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। একজন সদস্য বলছেন যেসব টিউবওয়েল বা রিংওয়েল বসানো হয়েছে, সেগুলি দিয়ে নাকি জল আসে না। কংগ্রেস আমলে আমরাও সেই রকম অনেক অভিজ্ঞতা আছে, বিশেষ করে ভেলিয়ামুড়ার মত জায়গায়তে তারা সেই দিন যেসব টিউবওয়েল বসিয়ে ছিল, সেগুলি দিয়ে জল আসত না, আর অন্য জায়গার কথা বাদই দিলাম। কিন্তু এখনতো টিলার উপর যে সব টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, সেগুলিতে জল আসে। কংগ্রেস আমলে আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে সারা বছর ধরে কোন কাজই হত না, অথচ যেই মাত্র নির্বাচন ঘনিয়ে আসতো অমনি সারা রাজ্যব্যাপী কাজে অকাজে কাজের জোয়ার এসে যেত।

সে জোয়ারটা কেমন না জট জল্দি ওয়ার্ক অর্ডার হল, কাজ হয়ে গেল রিপোর্ট দিয়ে দিলে, তারপর বিল বানিয়ে টাকাটা তুলে নিলেন। কি সুন্দর নির্বাচনী কাজ হয়ে গেল। কিন্তু এখন তো সেই রকম কাণ্ড হয় না, কাজ করতে গেলে আগে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে ঘুরে ঘুরে কার কোথায় কি দরকার, সব কিছু জেনেশুনে আলাপ আলোচনা করে, তবেই কাজে হাত দেওয়া হয়। অর্থাৎ নীচু স্তরে যে পঞ্চায়েত আছে, সেই পঞ্চায়েতের প্রতিটি মানুষ জানতে পারছে যে তাদের পঞ্চায়েত কখন কি কাজ হচ্ছে এবং তাতে তাদের কতটুকু সুবিধা হচ্ছে। কংগ্রেস আমলে কিন্তু এসব পঞ্চায়েতের ধার ধারত না, কাজেই ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্ক যেখানে যেটার দরকার, সময় মত সেগুলি হচ্ছে, এতে কারো কিছু বলার নেই। স্যার, আমরা এই হাউসে রেলের জন্য প্রস্তাব দিলাম, তারা তারও বিরোধীতা করছে, কি অবাক কাণ্ড? আমাদের বিদ্যুতের দরকার, রেল দরকার, ওরা বলছে না, এই সব দিয়ে কি হবে। অর্থাৎ এই ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে কোন শিল্পের প্রসার না হয়, কোন রকম উন্নতি না হয়, এটাই হচ্ছে ওদের কাম্য। কাজেই আমাদের ডিমাণ্ড হচ্ছে, ত্রিপুরার জন্য কিছু করতে হবে, আর ওদের ডিমাণ্ড হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু না করার স্যার, তাদের ডিমাণ্ডের এটা হচ্ছে আসল কথা। আর সেখানে কাটমোশানই বা আসবে কিসের জন্য। তাই উনারা যে বলছেন। ফেইলিউর, তাদের একথা ঠিক নয়।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কো অপারেটিভের কথা বলেন। ওরা বলছেন লাটিয়া ছড়ার কথা। আমি শিংগীছড়ার কথা বলব। খোয়াই শিংগীছড়ার মধ্যে কো-অপারেটিভ কি করছে? সমগ্র শিংগীছড়া কো অপারেটিভের মধ্যে এখন পাওয়ার টিলার দিয়ে চাষ করা হয়। আগে সেখানে দুইটা পাওয়ার টিলার ছিল এখন সেখানে ৪টা হয়েছে। তাদের মধ্যে কোন দুর্নীতি নাই। আমি আরেও বলেছি কিছু সংখ্যক লোক ঐ সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধের ধনতানত্রিক প্রথার মনোভাব এখনও পোষণ করছেন। ওদের মাইনডের এখনও পরিবর্ত্তন হয়নি। তাদের মধ্যে দুর্নীতি থাকবে। একটা জিনিস মাননীয় সদস্যদের মনে রাখতে হবে। যেমন, মানদাই সেখানে কাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে? নিয়ম আছে যে পর পর ৫টি মিটিং অ্যাটেনড না করলে তাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাহলে বুঝুন বামফ্রন্টের সরকার কত কঠিন। পাঁচ বার ও লাগে না তিন বারেই বের করে দেওয়া হয়। তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। যেমন বীজ শোধন করে সেই রকম এই কম্যুনিসট পার্টি শোধন করে আসছে। আপনাদের রেহাই থাকবে না। কিছু দিন পর আপনাদের এখানেও ঠাই পাবেন না এবং দিল্লী গিয়েও ঠাই পাবেন না। কাজেই এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেগুলি মাননীয় সদস্যরা সমর্থন করবেন। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী, আমি ১৫ মিনিটের বেশী তো সময় দিতে পারব না।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ৩১, ৩৮, ৩৯-এর উপর কয়েকটা কাট মোশন এসেছে। আমি এগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমে আলোচনা করতে গিয়ে কংগ্রেস দলের বিধায়ক এবং নেতা তিনি পঞ্চায়েতের উপর যে বক্তব্য রেখেছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে। না হলে হাউস মিসগাইড হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি মাননীয় নেতাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে উনি কি পঞ্চায়েত আইনটা পড়েছেন? দুই নং, পঞ্চায়েত কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে গঠিত হয়েছিল এবং কংগ্রেস আমলে পঞ্চায়েতের কি অবস্থা ছিল সেটা উনি জানেন কি না এটা পর্য্যালোচনা করে নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমি উনাকে অনুরোধ করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন বর্তমানে ৭০৪টি পঞ্চায়েত আছে। এর আগে পঞ্চায়েতের সংখ্যা অনেক কম ছিল মাত্র ৪৬৭টি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে, বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি শ্রুতি মোতাবেক আমরা এই পঞ্চায়েতগুলি পুনর্জীবিত করি এবং ইউ প পঞ্চায়েৎ আইন মোতাবেক এখানে পঞ্চায়েত ইলেকশন করি। তবে কতকগুলি অ্যামেণ্ডমেণ্ট আমরা করি সেইটা হচ্ছে হাত তোলা ভোট। এটাকে বাতিল করে আমরা গোপন ব্যালটে ভোটের ব্যবস্থা করেছি। কাজেই কংগ্রেস আমলের আইনের সংগে আমাদের আইনের কোন কোন জায়গাতে কিছু পরিবর্তন করে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব পঞ্চায়েত আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলি গঠন করেছি। তিনি যেটা বলেছেন যে, বামফ্রন্ট এবং পঞ্চায়েত হলে বড় হয় আর টি, ইউ, জে এস বা কংগ্রেস পঞ্চায়েত হলে ছোট হয়, এই কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য। তিনি কোন খোঁজ খবর রাখেন না।

কেন আমরা এই কথা বলছি? কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টর একটা মৌজা আছে, সেই মৌজার সীমানা আছে। সেই মৌজাকে ভিত্তি করে, সেখানকার জনগণের অবস্থা তার ভৌগোলিক অবস্থা, তার অর্থনৈতিক অবস্থা, এইগুলি বিবেচনা করে আমরা এই পঞ্চায়েতগুলি গঠন করেছি। রেভেনিউ মৌজা ভাংগবার কোন এক্তিয়ার নাই পঞ্চায়েতের। কাজেই যেভাবে মৌজা আছে সেই মৌজাওয়ারী আমরা করেছি এবং পরবর্ত্তী সময়ে ১৯৮৪ সালে যখন এ,ডি সি হয়, তখন এই এ ডি. সি এরিয়ার মধ্যে অনেকগুলি পঞ্চায়েত ঢুকেছে কিছুটা বাহিরে আছে। তার জন্য এই এলাকাগুলিকে আবার কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েতের সংগে যুক্ত করে সেখানে আমরা একটা পঞ্চায়েৎ কমিটি গঠন করেছি। যার জন্য বর্তমানে ৭০৪টা পঞ্চায়েত হয়েছে। তিনি কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে

ব্যাখ্যা রাখলেন না। বলেছেন বণ্টনের ব্যাপারে বৈষম্য করা হয়েছে। আমি চেলেঞ্জ করে বলছি যে. উনি একটা পঞ্চায়েত দেখান যে সেখানে কাপড়টা কম দেওয়া হয়েছে, ...য়েলটা কম দেওয়া হয়েছে, টিউবওয়েল কম দেওয়া হয়েছে, আর. এল ই. জি. পি এন আর ই পি, এস আর. ই. পি এর টাকা কম দেওয়া হয়েছে। আমি নিশ্চয়ই দন্ত করে দেখব। কিন্তু এইভাবে হাউসে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করার অধিকার কারোর ...ই এখানে সরকারের কিছু করার নেই। সমস্ত টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে পঞ্চায়েতের ...মে। অনেক সদস্য এখানে বলেছেন যে আর এল. ই. জি পি তে পরিকল্পনা করা ...ব কিন্তু এটা কার্য্যকরী করা হয় না। তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার দায়ী নয়, দপ্তরের মন্ত্রী দায়ী নয়. যারা বি. ডি. সির মেম্বার আছেন তারা যদি সেখানে কোন ডিসক্রি-মনেট করেন, সেটাই তাদের ব্যাপার। কাজেই আর. এল ই জি. পিও এন. আর ই. পি, এস. আর ই পি-তে যে সমস্ত ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক হয় এটা রাজ্য সরকারের হাতে কিছু নেই। এটা সম্পূর্ণ বি ডি. সির উপর দেওয়া হয়। এই স্কীম-গুলিতে কিভাবে কাজ হয় সেটা অনেকে বলতে পারবেন না। আর. এল, ই, জি, পি-তে অনেক রকমের কাজ হয়। যদি কোথাও কোন কারচুপি হয় সটা তারা পয়েন্ট আউট করতে পারেন। কাটমোশন দিয়ে এটাকে কাটতে হবে, এটার মানে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। ওরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করেন না, জন-প্রতিনিধিত্বের মূল সংস্থাকে তারা বিশ্বাস করেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এসেম্বলীতে এম, এল এ হয়ে ওরা একটা বিরাট কনস্-টিটিউয়েন্সি থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু আমার গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান, মেম্বার তারাও তো একটা এরিয়া থেকে ১০/১৫ জন লোক দ্বারা নির্বাচিত হয়। কাজেই এই নির্বাচিত সংস্থাগুলির উপর আপনাদের কোন আস্থা আছে বলে আমার মনে হয় না। এই জন্য এই কথা বলছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে রোরেল ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটা আমি স্বীকার করি যে যেখানে হাজার হাজার টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে সেখানে একশো দুইশো টিউবওয়েল নষ্ট হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু এই সমস্ত টিউবওয়েলের পার্টস, এবং অন্যান্য ম্যাটেরিয়েলস্ ব্লক, পঞ্চায়েতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই যদি বিরোধী দলের সদস্যরা সহযোগিতা না করেন তাহলে এই কাজ তো শুধু অফিসার মন্ত্রী দিয়ে হবে না। সেখানে প্রত্যেক ব্লকে বি. ডি সি. আছে, প্রধানরা আছেন। প্রতি মাসে সেখানে বি, ডি সি র মিটিং হচ্ছে। সেখানে আলাপ আলোচনা করতে পারেন। ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য আজকে মার্ক টু টিউবওয়েল, ডিপ টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে। ঐ জন্যই পাহাড়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

সোলার পাওয়ারের সাহায্যে সেই নদী থেকে জল উত্তোলন করে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। সেখানে তো আগে জল বিক্রী হত। সেখানে জল দেওয়া হচ্ছে সোলারের মাধমে। সেখানে জলের টেংকী করা হয়েছে। ওরা শুধু বলছেন নাই, নাই। ব্যর্থতা। কাদের ব্যর্থতা? ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কি হচ্ছে? কিছু দিন আগে আমি বিহারে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি দশ বারটা গ্রাম পঞ্চায়েত ঘুরে এসেছি। কোথাও মার্ক টু টিউবওয়েল. রিংওয়েল দেখিনি। তারা এগুলির নামও শুনেনি। সেখানে এস. আর. ই. পি. এন. আর. ই. পি. কিছু নেই। আপনারা বিন্ধেশ্বরী দুবে, যিনি বিহারের চীফ-মিনিষ্টার উনাকে জিজ্ঞাসা করুন না, সত্যি কি না?

কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার মার্ক-টু টিউবওয়েল, রিং-ওয়েল ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে ওয়াটার সাপ্লাইর ব্যবস্থা করছেন এটা আপনাদের পছন্দ হচ্ছে না। এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, এখানে পঞ্চায়েত আইন কি আছে? আপনি বি, ডি, সির মেম্বার হয়ে জানেন না পঞ্চায়েত আইন আছে কি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যেভাবে পঞ্চায়েত পোওর, ভেরি পোওর দেরকে সাহায্য করে আসছে এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না আমার বক্তব্য দীর্ঘ করছি না। এখানে যে সমস্ত ডিমাণ্ড উপস্থিত করা হয়েছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করি এবং এই সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাটমোশন এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সমবায় মন্ত্রী।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা ১৩ নং ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশন এনেছেন আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি এবং ডিমাণ্ডগুলির সবপক্ষে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের সদস্যরা সমবায়ের কাজকর্মের উপর কিছু কিছু সমালোচনা করার জন্য চেষ্টা করেছেন। সমবায় সম্পর্কে বিরোধী দলের সদস্যদের এত চিন্তা কেন আমি জানি না। সমবায়ের মূল লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষকে মহাজনী শোষণ থেকে মুক্ত করা। এই দৃষ্টি-ভংগী সামনে রেখেই বিগত ৯ বছর যাবত বামফ্রন্ট সরকার সমবায়কে সম্প্রসারণের জন্য কাজ করে আসছেন। কংগ্রেস আমলে মহাজনী শোষণ তীব্র ছিল। সেখানে দাদন প্রথা, মুষ্ঠব্যবসা চালু ছিল বিরোধী দলের কংগ্রেস নেতারাই এই প্রথার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারা কখনই সমবায়কে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চায় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমবায় মেম্বার হয়েছেন এস, টি, এস, সি এবং আদারস্ বেকওয়ার্ড ক্লাশের লোক। এখানে সমবায়ে বর্তমানে ১, ৯২, ২১৬ জন মেম্বার আছেন।

আমরা আরো ১৬ হাজারকে আগামী আর্থিক বছরে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। তাদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। স্যার, আমরা করলে কি হবে, লগ্নীর ব্যাপারে ব্যাঙ্ক যুক্ত। কাজেই সেই ব্যাঙ্ক যদি সময় মত লোন না দেয় তাহলে আমাদের করার কিছুই থাকে না। আমাদের কিছু ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে। ১৯৮৬-সালে এস টি., এম. সি. লোনে তারা ডিসবার্ষ্ট করেছে, ৫২ কোটি ৬৪ হাজার টাকা। ১৯৮৫-৮৬ সালে করেছি ১ কোটি ৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী লোন ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের মাধ্যমে দিয়েছে। মাননীয় বিরোধী নেতা তাঁর বক্তব্যে মধ্যে বলেছেন, আই, আর, ডি, পি লোন ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না। সাংঘাতিক হাহাকার দেখা দিয়েছে। হ্যাঁ, মানুষের অসুবিধা থাকতে পারে যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। কাজেই তারা ব্যাঙ্কের সাহায্য পেতে চায়। আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত করার জন্য তারা চেষ্টা করছে। স্যার, তাই আর, ডি, পি-তে ১৯৮৬-৮৭ সালে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এখন পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক কত দিয়েছে তার হিসাব আমি দিতে পারছি না আমার কাছে নেই বলে। কাজেই দেওয়া হয় না বা পাচ্ছে না এই কথা বা মন্তব্য করা এই হাউসের মধ্যে মাননীয় বিরোধী দলের নেতার উচিত হয়নি। তা ঠিক নয়, বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই। না জেনে শুনে আহামরি একটা হিসাব দিয়ে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, এটা তার ব্যর্থ চেষ্টা। সমবায়ের কাজ শুধু ঋণ দেওয়াই নয়। তারা আরো অনেক কাজই করছে। ১৯৮২-৮৩ সাল থেকে তারা পাট কিনছে জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার এজেন্ট হিসাবে। এখন পর্য্যন্ত ৮ কোটি ৬১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকার পাট ওরা কৃষকের কাছ থেকে কিনেছে। এতে দেখা যায়, ৪ হাজার কুইন্টাল পাট সাপোর্ট প্রাইসে কেনা হয়েছে। এতদিন পাট চাষীরা ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হত। মহাজনের কাছে পাট বিক্রী করতে আসতে তারা বাধ্য হত। যারা কোন দিন ন্যায্য দাম পেতেন না আজকে বামফ্রন্ট সরকার কৃষক-এর দিকে লক্ষ্য রেখে তাদেরকে মহাজনের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। এতে মাননীয় বিরোধী সদস্যদের যদি গাত্রদাহ হয়, তাতে আমার বলার কিছু নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরো বলছি শুধু পাটই আমরা কিনছি না। আমরা কিনছি, পাইন-অ্যাপল। যা কংগ্রেস আমলে চিন্তাই করা হত না। সরকার ৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার আনারস কিনেছে গত ২ বছরে। ৮ লক্ষ ৫১ হাজার আনারস আমরা কিনেছি। পটেটো আলু আমরা বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর আলুর উৎপাদকের কাছ থেকে কিনছি। আগে উৎপাদকরা ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হত। ফঁড়িয়া, মহাজনদের দ্বারা আলু চাষীরা প্রতারিত হত। এখন পর্য্যন্ত ৪৮ লক্ষ

৫৬ হাজার টাকার আলু কেনা হয়েছে। সমবায় আন্দোলন এখানে আমরা সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আলু চাষীরা আলু যাতে সংরক্ষণ করতে পারেন, আলু বীজ যাতে সংরক্ষণ করতে পারেন, সেজন্য বাধারঘাটে ২ হাজার মেট্রিক টনের একটি হিমঘর আমরা এ বছর খুলে দিয়েছি কৃষকের কাছে। ঝাড়ু— পিছা আমরা এবছর কিনছি। যাকে বলে অর্জুন ফ্লাওয়ার। আগে কংগ্রেস আমলে কি এসব চিন্তা করতে পেরেছিল? আমরা ২৪ লাখ বানডুল কিনেছি। এইবার ৩০ লাখ বানডুল কেনার টারগেট করেছি। কৃষকরা কিভাবে ধাপে ধাপে কাজ করার চেষ্টা করছে, এখন তাই বলছি। আমরা পাথর কালেক্শান করে পি, ডব্লু, ডি-কে সাপ্লাই দিচ্ছি। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গরীবকে রক্ষার চেষ্টা শুধু নয়, তাদের কর্মের সংস্থান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রামের কৃষক, ক্ষেত মজুররা যাতে কাজ পেতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা করছি। কমলাও আমরা কিনছি। জম্পুই পাহাড়ের কমলা। যে কমলা আগে কংগ্রেস আমলে ১০০টী কমলা ৫ টাকা দরে বিকাত তা আজকে বামফ্রন্ট সরকার কালেক্শান করার কথা শুনেই ৩০।৪০ টাকা দরে উঠে গেল। উৎপাদকরা ন্যায্য দাম যাতে পেতে পারেন। তার চেষ্টাই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার করছেন। কংগ্রেস আমলে এটা হয়েছিল কি? আমি উপজাতি যুব সমিতিকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, কারণ, তাঁরা তো নিজেদেরকে উপজাতি দরদী বলে থাকেন তাঁরাও কি ভাবতে পেরেছিলেন এই ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা সবাই জানি, আগে জম্পুই পাহাড়ের আদা— কেজি মাত্র ৪০ পয়সা ৫০ পয়সা দরে বিকাত বামফ্রন্ট সরকার তা অ্যাগ্রিকালচার ও সমবায়ের মাধ্যমে কিনে তাদের কিছু পয়সা পাবার ব্যবস্থা করেছেন। গত বছর ২।৩ লাখ কে, জি আদা কিনে দাম বাড়াচ্ছে। ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সমগ্র রাজ্যের মধ্যে তিনশত এর মত কনজিউমার্স ষ্টোর্স চালু আছে। স্যার আগরতলা শহরে আইতরমা' আছে, সেই আইতরমাতে গত বছর ১ কোটি ২ লক্ষ টাকার উপর জিনিষ বিক্রি হয়েছে। এপেক্স মার্কেটিং ফেডারেশানগুলি শুধু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের যোগান দিচ্ছে। লেভী চিনি, ভোজ্য তেল, সিমেন্ট ইত্যাদি সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত মানুষের মধ্যে সমবায় সমিতিগুলিকে ছড়িয়ে দিতে চায়। উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা রায়ট ভিকটিম এসোসিয়েশান নামে একটা নূতন দল গঠন করেছে। গত ১৭ই জানুয়ারী মান্দাই এলাকায় খেংরাতে ওদের একটা মিটিং হয়, যে খেংরাতে কোনদিন আমরা ঢুকতে পারিনি। সেখানে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া ছিলেন প্রধান অতিথি, আর সুখদয়াল জমাতিয়া ছিলেন প্রেসিডেণ্ট।

আপনাদের "চিনিকক" পত্রিকাই এই কথা বলেছে। সেখানে কি বলেছেন যারা মার্ডার হয়েছে তাদেরকে ৩০ হাজার টাকা, আর যারা জেলে গেছে তারা মাসিক ৩০০ টাকা পেনসান দিতে হবে ইত্যাদি সহ ৫ দফা দাবী নিয়ে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উদয়পুরের গামারিয়াতে মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন তোমরা রায়ট ভিকটিম, তাই এসোসিয়েশানের মেম্বার হও। এসোসিয়েশানের মেম্বার হলে ৩০ হাজার টাকা পাবে, আর মাসে ৩০০০ টাকা করে পেনসান দেওয়া হবে। উনারা মিটিং করতে পারছেন না, কারণ উনাদের লোক নেই। তাই অর্থের লোভ দেখিয়ে রায়ট ভিকটিম এসোসিয়েশান করে এহেন হীন কাজে লিপ্ত হয়েছেন এবং উপজাতিদেরকে সর্বনাশের পথে টেনে আনছেন। স্যার, আজকে এই সভায় যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং যে সমস্ত কাটমোশান ডিমাণ্ডগুলির উপর আনা হয়েছে সেগুলির তীব্র বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করছি এবং ডিমাণ্ডগুলির বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাটমোশান আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমার ডিমাণ্ডগুলি হচ্ছে —১২ ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ৪১। ডিমাণ্ডগুলিকে বিরোধীতা করে যারা কাটমোশান এনেছেন তাদের কাটমোশানের সাথে বক্তব্যের কোন মিল নেই। কিন্তু যেহেতু এটা বিধানসভা, যে সেটা খুশী বলতে পারেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ও এসবে বাধা দেন না সেই জন্য কাটমোশানগুলিকে একটু উল্লেখ করব। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার যদি গাড়ীতে কেউ এক্সিডেন্টে নিহত হন তাকে কমপেনসেশান দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি কাটমোশান এনেছেন। এটা আমরা গ্রহণ করতে পারিনা। এখন এইটা সিষ্টেম, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জন্য করেছেন, সেটা হল যদি কেউ মারা যায় তাহলে তাকে ১৫ হাজার টাকা কমপেনসেশান দেওয়া যায়। পারমানেট ডিসএবল ভিকটিম যদি হয় তাহলে তাকে ৭ হাজার টাকা দেওয়া যায়। কিন্তু এই টাকাগুলি পাওয়া খুব সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। অল্প সময়ে যাতে তারা এটা পেতে পারেন তার জন্য রাজ্য থেকে তাৎক্ষনিক একটা কিছু সাহায্য করতে হয়। সেই জন্য আমাদের হাতে টাকার দরকার। দ্বিতীয়ত কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ডিমাণ্ড নং ১৪ এর উপর। এই ভদ্রলোক গাড়ী মেরামত করা, রাস্তা মেরামত করা, সেতু মেরামত করার বিরুদ্ধে। তাহলে মানুষ রাস্তায় চলবে কি করে।

মেরামত যদি আমরা না করি তাহলে বাস্তুকারকে দোষ দিয়ে লাভ কি। মেরামতের জন্য টাকা আমাদের পেতে হবে। সুতরাং উনার কাটমোশানটি আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াং, সুধীর মজুমদার, রসিক রায়, মণিলাল সাহা মহোদয়গণ পূর্ত দপ্তরের রাস্তা ও সেতু মেরামতির জন্য টাকা ব্যয় করতে চান না। আমি উনাদের এই কাটমোশান গুলির সাথে একমত হতে পারছি না। তারপর মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার মাধ্যমিক শিক্ষা স্কুল ঘর নির্মান ৫৫ ১৬৬,০০ লক্ষ টাকার ব্যয়ের বিরুদ্ধে একটা কাটমোশান এনেছেন। কিন্তু আমাদেরতো আরও টাকার দরকার মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী চিন্তা করছেন যে টাকা আমরা পাচ্ছি তাতে সব স্কুল গৃহ নুতন করা যাবে না। স্কুল ঘর মেরামতি করার জন্য আরও টাকার দরকার। কাজেই এই ছাটাই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই আসে না। তারপর স্যার, জেলে যে ওয়ার্ডার আছে তাদের জন্য কোনটাই নির্মান করতে উনারা দেবেন না। জেলের ওয়ার্ডারদের কোয়ার্টার নির্মান করার ব্যাপারে উনারা কেন আপত্তি করছেন কেন আমি বুঝতে পারছি না। জেলের ওয়ার্ডারদের কোয়ার্টার নির্মানের জন্য আমরা বরাদ্দ চেয়েছি সেটা আমরা কাটছাট করতে পারব না

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কাটমোশন এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যাম চরণ ত্রিপুরা তিনি স্ব শাসিত জেলা পরিষদকে যে টাকা আমরা হস্তান্তরিত করেছি এটার উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য সেটার বিরোধীতা করেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারছি না তিন দিন যাবৎ আমি বক্তব্য শুনেছি ওদের, কংগ্রেস (আই) এর বক্তব্য আমি উল্লেখযোগ্য মনে করছি না ওরা বরাবরই স্বশাসিত জেলাপরিষদের বিরুদ্ধে কিন্তু যার স্বশাসিত জেলা পরিষদ নিয়ে লফজফ করছেন, যার বলছেন আমরা এনেছি, তারা কয় মিনিট বক্তব্য রেখেছেন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের উপরে আমরা জিজ্ঞাসা করি মাননীয় স্পীকারের খাতায় লেখা আছে এটা উল্লেখ যোগ্য ঘটনাই নয়। স্বশাসিত জেলা পরিষদে আমরা টাকা দিচ্ছি প্রচুর, টাকা ওদের দরকার, আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আরও টাকা আনা দরকার। ওরা কাট মোশন এনেছেন যে প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা আমরা যেটা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের হাতে দিতে চাচ্ছি সেটার ওরা আপত্তি জানাচ্ছেন, এটার প্রয়োজন নেই। এই কাটমোশন আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছি না। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা তিনি সামনে নেই, তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই এলাকায় যেখানে ট্রাইবেলরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের ভাল ভাল জমিগুলি গোমতীর জলে চলে গেছে সেখানে আমরা কিছুই করি নি। এই ভদ্রলোকের জন্য

হয়নি তখনও, আশ্চর্য্য কথা, যে প্রথম আমরা সেখানে গেলাম তাকে ডেকেও করলাম একটা জায়গাও হয় নি সেখানে গিয়ে উঠতে পারি, সে জায়গায় কে ছিল তাদের পাশে ? এই কংগেস আইয়ের আক্রমনের মুখে একমাত্র আমরা তাদের পাশে ছিলাম। এই ভদ্রলোক যা খুসি তাই বলে দিচ্ছেন, তারপর বলছেন কি যে সমগ্র এলাকার মধ্যে বিদ্যুৎ আমরা পেলাম না, ভদ্রলোককে আমি জিজ্ঞাসা করছি এই সময়ে দক্ষিণ অঞ্চলে ওদের বন্ধুরা কয়টা খুন করেছে ? বর্ডার রোডে আর্মিরা পর্য্যন্ত কাজ করতে পারে না, সেদিনও খুন করেছেন, শিক্ষক করেছেন বিভিন্ন জায়গায সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছেন কি করে যাবেন ? আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত রয়েছে যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। কে যাবেন সেখানে সি. আর. পি পর্য্যন্ত খুন হয়েছে, কে যাবেন সেখানে ? মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা বক্তব্য হচ্ছে আমেরিকার বলির জন্য যে আমেরিকান বলি প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপটে অসত্য এগজারেটেড বিভিন্ন দিক থেকে, এই ভদ্রলোক হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই সব তথ রেখেছেন আমরা তার কাটমোশনের সঙ্গে কোন রকমেই এক মত নই।

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চঃগোমতী পাবের কথা তো বললেন না)

মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্যদের বক্তব্যে জবাব দিচ্ছি, এখন ওদের ছাত্র সংগঠন টি. এস, এফ এখন "ইনার লাইন" দাবী করছে, এখনও বিদেশী বিতারনের দাবী করছে, এখনও টি, এন ভির সহায়ক ভূমিকা পালন করছে, আর এরাই সে দিন যে কনফারেন্স করে এলেন সেই কনফারেন্সের রিপোর্ট আমার কাছে আছে, আপনারা প্রকাশ্য ভাবে তাদের নিন্দা করতে পারছেন না, আপনারা সম্মেলন করছেন, কেন নিন্দা করছেন না যে টি এস. এফ খারাপ কাজ করছে ? দেশের ক্ষতিকর কাজ করছে তাদের আমরা সমর্থন করি না, তাদের নিন্দা করছি কেন বলতে পারছেন না প্রেসের সামনে ? মাননীয় সদস্য জমাতিয়া প্রেস কনফারেন্স করেছেন আজকে এই কথা বলে আসছে একটা বিবৃতি কাগজে বেড়িয়েছে সেটা হচ্ছে কংগ্রেসের। আই। সঙ্গে যদি চলতে হয় এই সব দাবী দেওয়া আমাদের সমর্থন করা সম্ভব নয় প্রকাশ্যে। মাননীয় সদস্য বলছেন, প্রকাশ্যে যদি সত্যই তাদের সঙ্গে বিরোধটা ফাণ্ডামেন্টাল হতো, মৌলিক হতো তাহলে ওদের দল থেকে ওদের সরিয়ে দিতে বহতো, তোমরা আলাদা সংগঠন কর তোমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী তোমরা বিদেশী বিতারনের দাবী তুলছ, ইনার লাইনের দাবী তুলছ, টি. ইউ. জি. এসব সঙ্গে থাকতে পারবে না, আমরা কংগ্রেস (আই) -এর সঙ্গে আছি যারা বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে, যারা জাতীয় সংহতির বিপক্ষে ওদের তো কিছু বলছেন না। ওটা আলাদা করে দেওয়ার কোন চেষ্টা নেই। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় রবীন্দ্র দেববর্মা তিনি গণ্ডাছড়ায় কি করেছেন ? এই হাউসের

সামনে আমি উপস্থিত করেছি, তিনিও এই হাউসে উপস্থিত ছিলেন. একটি কথাও বলতে পারলেন না, কাদের সঙ্গে তিনি মিটিং করছেন, কাদের কাদের সাহায্য করছেন এই হাউসের সামনে রেকর্ড রয়েছে। একটা কথা, একটা প্রতিবাদও তিনি করতে পারলেন না সে জন্যই বলছি, উনার বক্তব্য হচ্ছে আমেরিকার লবির জন্য, উনার বক্তব্য হচ্ছে সেই সমস্ত পত্র-পত্রিকায় যারা আমেরিকান লবিকে সেবা করছে তাদের জন্য। মিঃ স্পীকার স্যার, শ্রীমতিলাল সাহা মাননীয় সদস্য উপস্থিত নেই তার বিরুদ্ধে বলা খটে না। মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা তিনিও উপস্থিত নেই, তাঁর সমালোচনা করে কোন লাভ নেই। তবুও স্যার, আপনার মাধ্যমে জানিয়ে দিতে চাই যে সিজন্যাল বাঁধ আমরা কেন করেছি ভদ্রলোক তা জানেন না।

যেটা সারফেস ওয়াটার আছে সেটাকে একটা ফসলের জন্য হলেও আমরা রিস্ক নিয়ে আমরা ব্যবহার করব। এই কথা ঠিক সিজন্যাল বাঁধ অনেক সময় চাষীরা খুব মেপে ঝুকে করেনা। একজনে বাঁধ দিলে আর একজনের জমিতে জল জমা হয়। এইসব ডিসপুট আছে। এগুলি পঞ্চায়েত পর্যায়ে, বি, ডি, ও পর্যায়ে দেখে। এইটা ঠিক তাতে ভেসে যায়, টাকাটা মার যায়। তবুও প্রতি বৎসর আমরা হিসাব করে দেখেছি যে সিজন্যাল বাঁধ দিয়ে আমরা অনেক মাঠকে জল দিতে পারি যদি সময় মত সিজন্যাল বাঁধ দেওয়া হয়। তাতে কৃষক উপকৃত হয়। আমরা ৬০ লক্ষ টাকা রেখেছি। এর মধ্যে এ, ডি, সি. এলাকাতে বিরাট অংশ রয়েছে। কাজেই সিজন্যাল বাঁধের টাকা কেটে দেওয়া হোক শ্রীজহর সাহা যে দাবী তুলে কাটমোশান এনেছেন তাকে সমর্থন করতে পারছি না। তারপর রসিকলাল রায় তিনি এখানে আছেন। তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন যে, দলবাজির সরকার। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আমরা যে. রাস্তাটা করছি সেই রাস্তা দিয়ে কি উনারা হাটেন না. শুধু কমিউনিষ্টরাই হাটে? আমরা যে স্কুল করেছি তার ছেলেমেয়েরা কি স্কুলে যায় না? আমরা যে বিদ্যুত দিচ্ছি ওদের কারো বাড়ীতে কি বিদ্যুত যায়না? কোনটা দলবাজি? আমরা বুঝতে পারছিনা কোনটা দলবাজি? এই ভদ্রলোকের কাছে শুনেছেন তিনি পশ্চিমবাংলা, কেরালা, সবজায়গায় ক্যাডাররাজ, ক্যাডাররাজ বলেছেন। এই ভদ্রলোক এর কাছ থেকে শিখছেন ক্যাডাররাজ্যের কথা। মুখস্ত করে শিখে লাভ কি? এই যে শতকরা ৮০ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে এরাই আমাদের ক্যাডার। আপনাদের জন্য থাকছে মাত্র ২০ জন। ভাগাভাগি করে নিন, কংগ্রেস (আই) কিছু নিন, টি. ইউ, জে, এস, কিছু নিন। ৮০ জন আমাদের ক্যাডার। কাজেই এইভাবে বলাটা ঠিক না। ক্যাডাররাজ না বলে থাকে গরীব রাজ বলেন তাহলে আমরা মানতে রাজী আছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু সময় অনেক কম গরীবদের কথাটা যেহেতু

এখানে উঠেছে গরীবী হটানোর প্রোগ্রামটা আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এখানে রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের একটা পরিকল্পনার মধ্যে খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে পরিকল্পনা হচ্ছে অ্যানটি পোভারটি প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রামের মধ্যে আছে আই, আর, ডি, পি, এন. আর, ই, পি, আর এল, এল, জি, পি আদার রুরেল ডেভালাপমেণ্ট, ফুড স্টোরেজ এবং আদার অ্যাগ্রিকালচারেল প্রোগ্রাম এই টোট্যাল ২ হাজার ৫০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেছেন। পোভাটি-দারিদ্র সীমার নীচ থেকে উপরে মানুষকে তোলার অ্যান্টি পোভারটি হিসাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ১৯৮৬-৮৭ এবং ৮৭-৮৮ এই দুই বৎসরের মধ্যে তফাৎটা কি? ২৮০ কোটি, ৩১০ কোটি টাকা হয়েছে আই. আর, ডি, পি, এন, আর, ই পি তে ৪৬৬ জায়গায় ৪৮০ হয়েছে, ৬৮৪ থেকে ৭২২ হয়েছে আর. এল. ই, জি, পিতে আদার রুরেল ডেভালাপমেণ্টে ২৯ থেকে কমে ২৮ হয়েছে ফুড ষ্টোরজ এ ৪ থেকে কমে সাড়ে তিন হয়েছে। আদার অ্যাগ্রিকালচারেল ৯.২০ কোটি থেকে ৬.৭০ কোটি। টোট্যাল আমি হিসাব করে দেখেছি প্রাইস অ্যাসকেলেশান যদি ধরা যায় তাহলে মূল টাকা, আসল টাকা কমেছে। আমার রাজ্যে কি আসছে? আই, আর. ডি, পির টাকা আমরা যে বরাদ্দ করেছিলাম তার চেয়ে বেশী টাকা আমরা খরচ করেছি। মাননীয় সদস্যরা কেউ বলছেন আই. আর, পিতে দলবাজি হচ্ছে। আপনারা সম্ভবত জানেন আই, আর, ডি, পি, ডিপারেন্ট লেবেলে অল পার্টস কমিটি আছে। সেখানে আপনাদের মেম্বারও আছে। আপনারাও সেখানে যে কোন প্রশ্ন তুলতে পারেন। তুলছেন কিনা জানি না। এস, ডি, ও লেবেলে আছে, ডিষ্ট্রিক্ট লেবেলে আছে। (ভয়েসেস্ ফ্রম অপোজিসান বেঞ্চ: — আমাদের কোন মেম্বার নেই।) যাই হোক আর, এল, ই, জি, পি, প্রোগ্রামের ১২৫ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। রুরেল ডেভালামেণ্ট হাউসিং স্কীম। নাম দেওয়া হয়েছে ইন্দিরা হাউসিং স্কীম। আমরাও ইন্দিরা গান্ধীকে সম্মান করি। নামটা থাকুক। তার জন্য আর, এল, ই. জি, পি কেটে নাম করার কোন কারণ নেই। মাননীয় সদস্যরা অনেকে বলেছেন, আমার স্কীমটা দেওয়ার পরে এইটা গৃহীত হল না। গৃহীত হল না এই কারণে, এইবার এস, টি, এস, সির জন্য খালি বাড়ীই করবেন। আমাদের এখানে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইনঅ্যাক্সেসেবল এরিয়াতে রাস্তা করা। অনেকগুলি প্রোগ্রাম দিয়েছি রাস্তা করার জন্য। মাননীয় সদস্যরা জানেন, আমাদের এক্তিয়ারে না কোনটা করা হবে কোনটা করা হবে না, দিল্লী থেকে করে দেয়। কেন্দ্র থেকে ঠিক করে দেয় পায়খানাটা কোথায় হবে। এটা সারা ভারতবর্ষের জন্য। আমি যদি রাজ্যের অধিকার দাবী করি, ত্রিপুরার জন্য করছি না, পশ্চিম বাংলার জন্য করছি না, সারা ভারত-বর্ষের জন্য করছি যে, অন্যায় ওরা করছে কেন্দ্র থেকে যে আমরা একটা লেট্রিন করতে

গেলেও কেন্দ্রের অনুমোদন ছাড়া হবে না। মাননীয় সদস্যরা আপনারা বুঝতে না পারেন ভারতবর্ষের সবগুলি রাজ্য বুঝতে পেরেছে যে, রাজ্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে এই-রকম করা হয়েছে, যে ডি, এম, ডিমোভ কন্ট্রোল করবে ঐখান থেকে আই, এ, এস অফিসার পঞ্চায়েত পর্য্যন্ত কনট্রোল করবে। কি ভয়ংকর প্রস্তাব কেন্দ্রে বিবেচনা হচ্ছে। এইটা কংগ্রেস (আই)— এর সদস্যদের বুঝা দরকার এইটা কি ভয়ংকরভাবে কেন্দ্রিকতা শুরু হয়েছে। এইটার পরিণাম একমাত্র যেটা চিন্তাও করা যায় না যদি সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্র কেড়ে নিতে চায় রাজ্যের মাধ্য আরো বিচ্ছিন্নতাবাদ বাড়বে, আরও খালিস্থান আন্দোলন সৃষ্টি হবে যদি এর গতিরোধ না করা যায়। সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রে একজনের হাতে কেন্দ্রী-ভূত হবে এই ভয়ংকর সম্ভাবনা থেকে আমরা কংগ্রেস সরকারকে বিরত থাকতে বলছি। মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদার কোথা থেকে পেলেন যে, বাসের পারমিট টাকা দিয়ে ... যা হচ্ছে? আমি উনাকে অনুরোধ করব একটি চাইনা মাননীয় স্পীকারের কাছে একটা দৃষ্টান্ত দিন যেখানে টাকা নিয়ে বাস বা ট্রাকের পারমিটের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। এইটা সত্য নয়। এইটা অসত্য।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— আমার কাছে আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— দিলে আমি তদন্ত করে দেখব। একমাত্র আমাদের সরকারী বেকারদের, পঙ্গুদের, যারা একচুয়েল শ্রমিক তাদের, যারা একস্ সার্ভিসমেন তাদের জন্য বিবেচনা করে আমরা এইটা করেছি। আগে কি ছিল, ব্যাংকে আগে টাকা জমা দিয়ে দেওয়া হত ঐ কেষ্ট দাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের তহবিলে, তার পর এইগুলি পাওয়া যেত সেই রাজত্ব চলে গেছে, ভুলে যান ঐ রাজত্বকে, আপনাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ। তার পর বুদ্ধবাবুকে আমি ওকে লজ্জা দিতে চাই না, টি, ইউ, জে, এস.-- এর মধ্যে যদি কেউ নিরুপদ্রব থাকেন তাহলে একমাত্র ভদ্রলোক তিনি, কিন্তু এই রকম মিথ্যা কথা তিনি বলতে পারলেন যে লাটিয়া ছড়ার জন্য আমরা কিছু করছি না। লাটিয়াছড়ার যে পরিবারটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাকে ১০ হাজার টাকা নগদ দেওয়া হয়েছে এবং একটা চাকুরী দেওয়া হয়েছে, এইটা বেমালুম হজম করে নিলেন। লাটিয়াছড়ার কেইসে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন এইটা দুর্ভাগ্য জনক যে, ধৃত ব্যক্তিরা অধিকাংশই ওনার আত্মীয়। ওনাকে বলে কোন লাভ নাই। আর যারা তার পেছনে বসে চিৎকার করছেন তাদের সামনে বসার অধিকার পায়নি মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত

১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির ও ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট-মোশান) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাটমোশান) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Now I am putting the Demand No. 31 to vote. There are two Cut motions on this Demand First. I am putting the Cut motion to vote. Now the question before the House is the motion moved by Hon' ble Members Shri Jawhar Shaha on Demand No, 31. Major Head—2515.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/— to represent disapproval of the policy underlying the namely :— Disapp roval of Government policy on panchayat Raj."

(The cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Rasiklal Roy Demand No. 31 Major Head 2515.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to repressent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Falluae of the Government to control & eliminate wasteful expenditure on other charges."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon' ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 3. 46 65, 000/— be grant to defray the charges which will come in courseof payment during the period from 1st April, 1987 to 31 st March, 1988 in respect of Demand No 31 under the following Major Head :--

2515—Other Rural Development programme.— Rs. 3. 46. 65. 000/—.

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 38. There are five Cut Motions on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon' ble Member Shri Buddha Deb Barma. Demand No. 34 Major Head 2505.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1. 000/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure to control & eliminate wasteful expenditure on S. R. E. P."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon' ble Member Shri Diba Ch. Hrangkhawl Demand No. 38 Major Head—2405.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1. 000/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control & eliminate wasteful expenditure on N. R. E- P.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon' ble Member Shri Nagendra Jamatia Demand No. 38 Major Head—2501.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/— to represent disapproval of the policy underlying the namely :— Disapproval of Government policy on I. R. D. P.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Jawhar Saha Demand No. 38 Major Head 2505.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,000/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control & eliminate wasteful expenditure on R. L. E. G. P."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 9, 83, 19, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 38 under the following Major Heads :—2216—Housing— Rs. 60, 00, 000/—Major Head—2501—Special programme for Rural Development—Rs. 3, 47, 19, 000 Major Head—2505—Rural Development—Rs 5. 38. 00. 000/ · Major Head—6216—Loans for Housing—Rs. 38, 00, 000/—

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 39. There is one Cut Motion on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon' ble Member Shri Nagendra Jamatia Demand No, 39 Major Head 2215.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/—to represent disapproval of the policy underlying the namely :—Disapproval of Government policy on Rural Water Supply."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon' ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 3. 29. 75. 000/— be granted to defray which will come in course of payment during the period from Ist April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 39 under the following Major Head :— 2215—Water Supply and Sanitanion—Rs. 3. 29. 75. 000/—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 13. There are two Cut Motions on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia, Demand No. 13, Major Head—2425.

the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure to control & eliminate wasteful expenditure on grants-in-aid for consumer's Co-operative ."

(The Cut Motion was to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Kashiram Reang, Demand No. 13 Major Head 2425.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : —

Failure of the Government to control & eliminate wasteful expenditure on office expenses."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the Question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 5, 49, 12, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No- 13 under the following Major Heads :—2425—Co-operation Rs. 2, 64, 92, 000/—. Major Head—4425 - Capital Outlay OnCo-operation—Rs. 1, 15, 70, 000/–. Major Head—6425—Loans for Co-operation—Rs. 1, 68, 50, 000/—.

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 12 to vote. There is one Cut-Motion on this Demand. Moved by Shri Sudhir Rn. Majumder, "That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to represant the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Government of control and eliminate wasteful expenditure on other charges.

(The Cut-motion was put to voice vote and lost)

Next question before the house is the motion moved by the Hon'ble minister that a sum not exceeding Rs. 92,76,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 12 under the following Major Heads :—

2041—	Taxes on Vehicles.	Rs.	9, 86, 000/—
3055—	Road Transport	Rs.	1, 00, 000/—
3075—	Other Transport Services.	Rs.	1, 90, 000/—
5055—	Capital Outlay on Road Transport	Rs.	80, 00, 000/—

(The Demand passed by voice vote.)

Now I am putting the Demand No. 14 to vote. There are two Cut-Motions on this Demand. Now I am puting the Cut-Motion Moved by Shri Rati Mohan Jamatia on this Demand—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Road & Bridges.

(The Cut-Motion was put to voice vote and lost)

Now I am putting another Cut-Motion moved by Shri Rasik Lal Roy on Demand No. 14, Major Head—2059—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on other charges."

(The Cut-Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House that a sum not exceeding Rs. 30, 28, 84. 000/—(excluding charged amount of Rs. 2, 51, 000/-) to be granted to defary the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

2059	Public Works	Rs.	25, 09, 82, 000/—
2202	Education	Rs.	12, 83, 000/—
2203	Technical Education	Rs.	1, 00, 000/—
2205	Art and Culture	Rs.	2, 34, 000/—
2210	Medical	Rs.	6, 24, 000/—

2216	Housing	Rs.	88, 66, 000/—
2235	Social Welfare and Welfare	Rs.	26, 000/—
2403	Animal Husbandry	Rs.	15, 48, 000/—
2851	Village and Small Industries	Rs.	2, 25, 000/—
3054	Roads and Bridges	Rs.	3, 89, 86, 000/—

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Now I am putting the Demand No. 15 to vote. There is one Cut motion on this demand moved by Shri Mororanjan Majumder

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that :—

Need to construct the School Houses of Secondary School of Jolaibari H. S. School."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next question before the House that a sum not exceeding Rs. 6, 50, 70, 000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 15 under the following Major Heads :—

4059	Capital Outlay on Public Works	Rs	1, 87, 25, 000/—
4202	Capital Outlay on Education, Sport Arts and Culture.	Rs.	2, 85, 00, 000/—
4210	Capital Outlay on Medical and Public Health	Rs.	1, 02, 60, 000/—
4211	Capital Outlay on Family Welfare	Rs.	43, 00, 000/—
4235	Capital Outlay on Social Security and Welfare.	Rs.	4, 75, 000/—
4403	Capital Outlay on Animal Husbandry.	Rs.	6, 20, 000/—

4404	Capital Outlay on Dairy Development	Rs.	3, 00, 000/—
4552	Capital Outlay on North Eastern Areas.	Rs.	10, 00, 000/—
4815	Capital Outlay on Village and Small Industries.	Rs.	9, 00, 000/—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 16 to vote. There are two Cut motions on this demand moved by Sharvashri Diba Chandra Hrangkhawl and Shri Shyama Charan Tripura—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to represent the economy that can be effected onthe particular matter viz—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Jails. (Diba Chandra Hrangkawl).

"That the amount of the Demand reduced by Rs 100/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate Wasteful expenditure on Autonomous District Council Road buildings (Shri Shyama Charan Tripura).

(Both the Cut Motion were put to voice vote and lost.)

Next question before the House that a sum not exceeding Rs.21. 35 05, 000/— be gaanted to defray the charges which will come In course of payment during the period from April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 16 under the following Heads :—

4216	Capital Outlay on Housing	Rs. 3, 07, 15, 000/—
4552	Capital Outlay on North Eastern Areas	Rs. 5, 70, 00, 000/—

5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	Rs. 11, 57, 90, 000/—
6216	Loans for Housing	Rs. 1, 00, 00, 000/—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 17 to vote. There is one Cut-Motion on this Demand moved by Shri Rabindra Debbarma—

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Gomati Hydel projects.

(The cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Motion moved by the Hhe'ble Minister In-charge of the Public Works Department that a further sum not exceeding Rs. 27, 73, 30, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st. April, 1987 to 31st. March, 1988 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :—

2045	Other Taxes etc.	Rs	5, 40, 000/—
2801	Power.	Rs.	9, 18, 90, 000/—
4552	Capital Outlay on Special and Backward Areas.	Rs.	2, 20, 00, 000/—
4801	Capital Outlay on Power Projects.	Rs.	16, 29, 00, 000/—

(The Demand was put to Voice Vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Demand No. 18, There are three Cut Motions.

Now the question before the House is that the Cut motion moved by Shri Rasik Lal Roy, on Demand No. 18, Major Head—2702,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to

represent the economy that can be effected on the particular matters viz :—

Failure of the Government to Control & eliminate wasteful expenditure on other charges.

(The Cut Motion was put to voice vote and was Lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Jawhar Saha on Demand No. 18, Major 2702 -

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure to control & eliminate wasteful expenditure Seasonal Bund.

(The Cut Motion was to voice vote and was lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Diba Chandra Hrangkhawl, on Demand No. 18, Major Head 2711—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Flood Control."

(The Cut Motion was put to voice vote and was lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion Moved by the Hon' ble Minister-in charge of the Public Works Department, that a further sum not exceeding Rs. 8, 74, 01,000/-

be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect fo Demand No. 18 under the following Major Heads :—

2215	Public Health, Sanitation and Water Supply	Rs.	1, 43, 42, 000/—
2702	Minor Irrigation	Rs.	6, 56. 42, 000/—
2711	Flood Control	Rs.	74, 18, 000/—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Demand No. 1—19. There are 4 (four) Cut Motions.

Now the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on Demand No—19, Major Head 4215—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to ventilate the specific grievance that :—

Need to construct a medium Irrigation Centre at Mallakcherra.

(The Cut Motion was to voice vote and Lost.)

Mr. Speaker :— Now the Question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia, on Demand No. 19—4215.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/—to represent disapproval of the policy underlying namely :—

Dis-approval of Government Policy on Rural Water Supply."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Rasik Lal Roy, on the Demand. No. 19—4215.—

" "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on other charges."

(The Cut-Motion was put to voice vote and was Lost.)

Mr. Speaker :—Now the next question is the Cut-Motion moved by Shri Buddha Deb Barma, on Demand No. 19—4711—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control & eliminate wasteful expenditure on embankment works."

(The Cut-Motion was put to voice vote and was lost)

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge. of the Public Works Department that a further sum not exceeding Rs. 13,98, 80, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from Ist. April, 1987 to 31st- March, 1988 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

5055—	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs. 7, 23, 80, 000/—
4701—	Capital Outlay on Major and Medium Irrigation.	Rs. 4, 80. 00, 000/—
4705—	Capital Outlay on Command Areas Development.	Rs. 10, 00, 000/—

4711—	Capital Outlay on Flood Control projects.	Rs.	1, 80, 00. 000/—

(The Demand was put to voice vote and was passed.)

Mr. Speaker :— Now the Demand No. 41. There is one Cut Motion.

Now the Question before the House is the cut motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder on Demand No. 41—2217.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure of the Government to control & eliminate wasteful expenditure on office expenses."

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department that a further sum not exceeding Rs. 4,10,34,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st. April, 1987 to 31st. March, 1988 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heads :—

2059—	Public Works.	Rs.	83, 00/—
2217—	Urban Development.	Rs.	3, 34, 51, 000/—
4315 —	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs.	75, 00, 000/—

(The Motion was put to Voice Vote and Passed.)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২০ শে মার্চ, ৮৭ইং শুক্রবার বেলা ১১-০০ মিঃ পর্য্যন্ত মূলতবী রইলো।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No.—105

Name of Member :—Mono Ranjan Majumder,

will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :— ১। বিলোনীয়া বিভাগস্থিত নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি অন্তর্গত (সরকার নিয়ন্ত্রাধীন) বিভিন্ন জলাশয়গুলিকে বর্তমানে মৎস্যচাষ করা হইতেছে কিনা, এবং

প্রশ্ন :— ২। না হইলে তার কারণ কি ?

ANSWER

উত্তর :— ১। 'না'

উত্তর :— ২। তাহার কারণ সব কয়টি জলাশয়ই সংস্কারাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 155.

Name of M. L. A :—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কুর্তিবাজার হইতে ধর্মনগর শহর পর্য্যন্ত টি, আর টি, সি চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। না থাকিলে তার কারণ ?

৩। ধর্মনগর হইতে রানীবাড়ী পর্য্যন্ত যে টি, আর, টি, সির বাস চলাচল করে উক্ত বাসটি তার [illegible]পুর [illegible]জনগর, কদমতলা, কালাগাঙ্গের পার বাজার, ধলাই লালছড়ার নগেন্দ্র নমঃ র দোকানের সামনে এবং ইছাই নূতন বাজারে ৫ মিনিট করে থামার ব্যবস্থা করা এবং

৪। উক্ত জায়গাগুলিতে পেসেঞ্জারদের জন্য বিশ্রামাগার তৈরী করা সম্ভব হইবে কিনা।

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—পরিবহনমন্ত্রী

১। ধর্মনগর মহকুমার কুর্তিবাজার হইতে ধর্মনগর শহর পর্যন্ত টি, আর, টি, সি বাস চালুর বিষয় বর্ত্তমানে বিবেচনাধীন আছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। ধর্মনগর হইতে রাগীবাড়ী ভায়া কদমতলা সার্ভিস নুতনবাজার, আমটিলা, কদমতলা এবং তারকপুর BSF Camp-এ স্থায়ীভাবে থামে এবং মটরষ্ট্যাণ্ড, ধর্মনগর পাওয়ার হাউসের সম্মুখে, ইছাই লালছড়া (নাণ্টুর দোকানের নিকট), পেয়ারাছড়া বাজার, কালাগাঙ্গের পার (নিউমার্কেট) এবং রাজনগর বাজারে অনুরোধে (Request Stop) বাস থামে। উল্লেখিত স্থান সমূহে বাস থামার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা নাই। তবে যাত্রীরা যাহাতে উঠানামার যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ পায় তাহার প্রতি বিশেষ নজর রাখা হয়।

৪। উল্লেখিত স্থানসমূহে পেসেঞ্জারদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণের কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

Adimtted Starred Question No :—416

Name of the Member :—Maharani Bibhu Kumari Devi,

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

Question—1 Total amount of share capital involved in the Fishery Develoment Corporation.

Question—2 What is the share of the Govt. in the Corporation.

Question—3 What are other financial assistances given to the corporation by the Govt. ?

Question—4 What is the present financial position of the said corporation ?

ANSWER

Ans—1 There is no Fisheries Development corporation in the State.

Ans—2—4 : Does not arise.

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No. 57.

Name of M. L A. :— Sri Sudhir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সনের পর হইতে এ পর্যান্ত (জানুয়ারী ১৯৮৭) মোট কতটি যাত্রীবাহী বাস ও মিনিবাস এর পারমিট দেওয়া হয়েছে (পারমিট প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা সহ হিসাব)।

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—পরিবহন মন্ত্রী

১। মোট ৯৯টি (বাস—৬৮ + মিনিবাস—৩১) বাস ও মিনিবাসের পারমিট ১৯৭৮ সন হইতে ১৯৮৭ সন পর্য্যান্ত দেওয়া হইয়াছে এবং রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হইয়াছে। পারমিট প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামও ঠিকানার তালিকা সঙ্গে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	নাম এবং ঠিকানা	রেজিঃ নং	ক্রমিক নং	নাম এবং ঠিকানা	রেজিঃ নং
১।	শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত, পিতা মৃত নব কান্ত দত্ত, অরুন্ধুতি নগর আগরতলা।	টি, আর, এস-৪৫৫	৪।	শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা এণ্ড সন্স, এন, এস—রোড, আগরতলা।"	—৪৫৮
২।	শ্রীচিত্ত রঞ্জন সেন পিতা মৃত কৃষ্ণ কুমার সেন, টাউন প্রতাপগড়, আগরতলা।	টি, আর, এস—৪৫৬	৫।	শ্রীমধুসূদন সাহা, পিতা শ্রীননী গোপাল সাহা, প্রযত্নে মায়া কেবিনেট হাউস, এ-এ, রোড আগরতলা।"	—৪৫৯
৩।	শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, পিতা শ্রীরজনীকান্ত দেবনাথ, বিশালগড়।	—৪৫৭	৬।	শ্রীনিতাই চন্দ্র নাথ, পিতা মৃত রাধারমন নাথ, শ্রীনগর সাব্রুম।	—৪৬১

ক্রমিক নং	নাম এবং ঠিকানা	রেজিঃ নং
৭।	শ্রীস্বপন কুমার মজুমদার, পিতা শ্রীঅশ্বিনী কুমার মজুমদার, নোয়গাও কৃষ্ণনগর. ভাইয়া কুঞ্জবন আগরতলা।"	— ৪৬২
৮।	শ্রীমনোরঞ্জন পাল, পিতা শ্রীমহেশ চন্দ্র পাল, খোয়াই	—৪৬৩
৯।	শ্রীনান্টু চন্দ্র সাহা. পিতা মনীন্দ্র চন্দ্র সাহা, জেইল আশ্রম রোড আগরতলা।"	—৪৬৪
১০।	শ্রীস্বপন পাল, পিতা শ্রীনেপাল চন্দ্র পাল অফিস কোয়াটার্স লেন, কৃষ্ণনগর আগরতলা।"	—৪৬৫
১১।	শ্রীসাধন চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা শ্রীহেমন্ত চন্দ্র বিশ্বাস, ইন্দ্রনগর আগরতলা।"	—৪৬৬
১২।	মেসার্স বিশালগড় মোটর ওয়ার্কস কোপ-ট্রেনস্পোর্ট সোসাইটি লিঃ বিশালগড়।"	—৪৬৭
১৩।	শ্রীমতিলাল বনিক, পিতা মৃত উমেশ চন্দ্র বনিক ধলেশ্বর আগরতলা।" টি, আর, এস	—৪৬৮
১৪।	শ্রীপ্রফুল্ল সুত্রধর পিতা শ্রীমেধর চন্দ্র সুত্রধর, টাউন রামপুর। টি, আর, এস	— ৪৬৯
১৫।	বিশালগড় মোটর ওয়ার্কস্ কোপঃ ট্রেনস্পোর্ট সোসাইটি লিমিটেড	- ৪৭১
১৬।	শ্রীদিলিপ চক্রবর্ত্তী, পিতা মৃত সুকুমার চক্রবর্ত্তী, অভয়নগর, আগরতলা।"	- ৪৭২
১৭।	শ্রীবিধু ভূষণ রায়, পিতা মৃত বীরেন্দ্র লাল রায়, পূর্ব শিবনগর আগরতলা।"	—৪৭৩
১৮।	শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী, পিতা মৃত অশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী, বনমালীপুর।"	—৪৭৪
১৯।	ইউকস মিএগা, পিতা মহম্মদ ইউসুফ আলি, শ্রীমন্তপুর, সোনামুড়া। টি, আর, এস	- ৪৭৫
২০।	শ্রীপার্থকমল চৌধুরী, পিতা মৃত রমেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং (২) শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পিতা মৃত রমেন্দ্রনাথ চৌধুরী কৃষ্ণনগর আগরতলা।"	- ৪৭৬

ক্রমিক নং	নাম এবং ঠিকানা	রেজিঃ নং
২১।	(১) শ্রীবাবুল রায়, পিতা মৃত যোগেশ রায়, এবং (২) শ্রীবংকিম চক্রবর্ত্তী পিতা সারদা চক্রবর্ত্তী আখাউড়া রোড আগরতলা।"	টি, আর, এস ৪৭৭
২২।	শ্রীমধুসূধন দত্ত, পিতা শ্রীহরিপ্রসাদ দত্ত, জয়নগর আগরতলা।	টি, আর, এস - ৪৭৮
২৩।	শ্রীজগদীশ রাজভর পিতা শ্রীসরল রাজভর, আখাউরা রোড (গোল চক্কর) আগরতলা।	টি. আর এস ৪৭৯
২৪।	শ্রীনিখিল চন্দ্র ঘোষ, পিতা মৃত বিপিন চন্দ্র ঘোষ, খোয়াই টাউন।	টি. আর. এস ৪৮১
২৫।	শ্রীশান্তি রায়, পিতা শ্রীদ্বীজেন্দ্র লাল রায়, পূর্ব শিবনগর আগরতলা।	টি. আর. এস — ৪৮৪
২৬।	সুনীল চৌধুরী পিতা মৃত সুন্দরী মোহন চৌধুরী খোয়াই।	টি. আর. এস—৪৮৫
২৭।	শ্রীসুকুমার চন্দ্র দাস, পিতা মৃত অতুল চন্দ্র দাস, আশ্রমপারা, রাণীরবাজার।	টি. আর এস—৪৮৬
২৮।	মোটর শ্রমিক পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেড, নেতাজী সুভাষ রোড আগরতলা।	টি আর এস - ৪৮৭
২৯।	শ্রী শ্রীনিবাস চন্দ্র সাহা, পিতা শ্রীশুকলাল সাহা, কুঞ্জবন রোড, আগরতলা।	টি. আর এস—৪৮৯
৩০।	শ্রীমনিন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক, পিতা মৃত প্রসন্ন কুমার ভৌমিক, উত্তর বনমালীপুর আগরতলা।	টি. আর এস—৪৯১
৩১।	সাধন চন্দ্র সাহা, পিতা মৃত কৃষ্ণ কুমার সাহা বিলোনীয়া	টি আর. এস - ৫১১
৩২।	শ্রী বিভাকর দেববর্মা পিতা বিপিন বিহারী দেববর্মা, প্রগতি রোড কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	টি. আর. এস ৫১৪
৩৩।	মিহির রঞ্জন দে, পিতা মৃত নরেন্দ্র কুমার দে সোনামুড়া।	টি. আর. এস - ৫২৬

ক্রমিক নং	নাম এবং ঠিকানা	রেজিঃ নং
৩৪	শ্রীঅসিত কুমার পাল, পিতা মৃত কেশব পাল, সোনামুড়া।	টি. আর. এস (মিনিবাস)—৫২৭
৩৫ ।	শ্রীদুলাল নাগ, পিতা শ্রীভবেশ চন্দ্র নাগ, বিলোনীয়া।	টি. আর. এস (মিনিবাস) (এম)— ৫২৮
৩৬ ।	শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, পিতা মৃত অক্ষয় কুমার দত্ত, দক্ষিন চড়িলাম।	টি. আর. এস—৫২৯
৩৭ ।	শ্রীসুকুমার সাহা, পিতা শ্রীমনমোহন সাহা, সোনামুড়া।	টি. আর. এস (এম) মিনিবাস—৫৩১
৩৮ ।	শ্রীদিলীপ সাহা, পিতা শ্রীরামসুন্দর সাহা, রামনগর ৪, আগরতলা।	টি. আর. এস—৫৩৩
৩৯ ।	শ্রীনন্দীগোপাল দেববর্মা, পিতা মৃত যামিনী দেববর্মা, বনমালীপুর আগরতলা।	টি আর. এস—৫৩৪
৪০ ।	শ্রীহরিপ্রসাদ পাল, পিতা শ্রীমহেন্দ্র পাল, টাউন-বড়দোয়ালী, আগরতলা।	টি. আর .এস—৫৩৫
৪১ ।	শ্রীঅশেষ চক্রবর্ত্তী, পিতা শ্রীহরিদাশ চক্রবর্ত্তী, রোনালড্সে রোড আগরতলা।	টি আর. এস - ৫৩৬
৪২ ।	শ্রীবরদা চরণ দাস, পিতা মৃত গঙ্গাচরণ দাস, ধলেশ্বর আগরতলা।	টি আর এস—৫৩৭
৪৩ ।	শ্রীবতিন্দ্র রঞ্জন রায়, পিতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়, শিবনগর আগরতলা।	টি. আর. এস—৫৩৮
৪৪ ।	শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র সাহা, পিতা শ্রীবংক বিহারী সাহা বিশালগড়।	টি আর এস—৫৩৯
৪৫ ।	মেসার্স কমলপুর মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি, কমলপুর।	টি. আর. এস মিনিবাস (এম) - ৫৬১
৪৬ ।	শ্রীবিরাজ মোহন বৈদ্য, পিতা মৃত তারক চন্দ্র বৈদ্য বিলোনীয়া।	টি. আর. এস মিনিবাস (এম)— ৫৬২
৪৭ ।	মেসার্স বিলোনীয়া মোটর শ্রমিক পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেড বিলোনীয়া।	টি. আর এস মিনিবাস (এম)--৫৬৩

ক্রমিক নং নাম, ঠিকানা এবং রেজিঃ নং	ক্রমিক নং নাম, ঠিকানা এবং রেজিঃ নং
৪৮। মেলাঘর মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড, মেলাঘর। টি, আর এস মিনিবাস (এম) —৫৬৪	৫৪। মহারাণী মোটর শ্রমিক সমবায় লিমিটেড উদয়পুর। টি, আর, এস—৫৭৬
৪৯। শ্রীসত্য রঞ্জন দত্ত, পিতা মৃত শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দত্ত শিবনগর আগরতলা। টি. আর. এস—৫৬৬	৫৫। মেসার্স বিলোনীয়া মোটর কর্মী সমবায় সমিতি লিমিটেড, বিলোনীয়া। টি, আর, এস (এম)—৫৭৭
৫০। শ্রীকীষন লাল সাহা, পিতা মৃত শ্রীকৃষ্ণধন সাহা অরুন্ধুতিনগর আগরতলা। টি. আর. এস—৫৬৭	৫৬। উদয়পুর মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড, উদয়পুর। টি, আর, এস (এম)— ৫৭৮
৫১। মের্সাস্ মোটর শমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড, কৈলাশহর। টি, আর, এস —মিনিবাস (এম) —৫৬৯	৫৭। ধর্মনগর মোটর শ্রমিক কর্মী সমবায় সমিতি লিমিটেড, ধর্মনগর। টি আর. এস (এম) —৫৭৯
৫২। ঐ টি, আর, এস মিনিবাস এম) —৫৭১	৫৮। ঐ (এম)—৫৮০
৫৩। শ্রীসুনীল চন্দ্র সাহা, পিতা মৃত শ্রীক্ষেত্র মোহন সাহা, বটতলা আগরতলা। টি, আর, এস (এম) -- ৫৭৩	৫৯। শ্রীসুকুমার রায় পিতা শ্রীসুরেশ রায়, নারায়ণপুর এয়ারপোর্ট। টি, আর, এস —৫৮৫
	৬০। গৌতম পাল, পিতা শ্রীহরিপদ পাল, উত্তর বনমালীপুর, আগরতলা। টি, আর, এস —৫৮৬

ক্রমিক নং	নাম, ঠিকানা এবং রেজিঃ নং
৬১।	শ্রীহুমায়ুন কবীর, পিতা শ্রীমহম্মদ সুরয মিঞা ধালিয়াই সোনামুড়া। টি, আর, এস (এম)—৫৮৭
৬২।	শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সাহা পিতা মৃত শ্রীলাল মোহন সাহা, বিশালগড় অফিস টিলা। টি, আর, এস [এম — ৫৮৮
৬৩।	শ্রীপ্রদীপ কুমার বনিক, পিতা শ্রীগোপাল চন্দ্র বনিক। টি, আর, এস [এম]—৫৮৯
৬৪।	ট্রাইবেল পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেড, চম্পকনগর। টি, আর, এস—৫৯১
৬৫।	কৃষ্ণমোহন সিং পিতা মৃত শ্রী ধন সিং জয়নগর। টি, আর, এস [এম] - ৫০৭
৬৬।	মেসার্স সোনামুড়া মোটর শ্রমিক পরিবহন সমবায় সমিতি লিঃ সোনামুড়া। টি, আর, এস [এম] - ৬০৮
৬৭।	শ্রীদিলীপ কুমার সাহা, পিতা শ্রীউপেন্দ্র কুমার সাহা, বিলোনীয়া কালীনগর। টী, আর, এস—৬০৯
৬৮।	মেসার্স টাউন শিবনগর মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড আগরতলা। টি, আর এস ৬১০
৬৯।	মেসার্স শকুন্তলা ট্রান্সপোর্ট কোপঃ সোসাইটি লিঃ আগরতলা। টী, আর, এস—৬১২
৭০।	মেসার্স আগরতলা কৃষ্ণনগর শহর পরিবহন সমবায় সমিতি লিঃ টী আর, এস—৬১৪
৭১।	মেসার্স বটতলা মোটর কর্মী সমবায় সমিতি লিমিটেড, বটতলা। টী, আর, এস—৬১৫
৭২।	মেসার্স রামপুর ট্রেন্সপোর্ট সমবায় সমিতি লিমিটেড, রামনগর আগরতলা। টী আর, এস - ৬১৬
৭৩।	মেসার্স আগরতলা শহর পরিবহন পরিচালক সমবায় সমিতি লিমিটেড আগরতলা টি, আর, এস - ৬১৭

ক্রমিক নং	নাম, ঠিকানা এবং রেজিঃ নং	ক্রমিক নং	নাম, ঠিকানা এবং রেজিঃ নং
৭৪।	মেসার্স যুব মোটর শ্রমিক পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেড। রামনগর আগরতলা। টি, আর, এস—৬১৮	৮০।	শ্রীমিহির লাল দাশ, পিতা মৃত সীতানাথ দাস, বিলোনীয়া। টি. আর এস—মিনিবাস (এম)—৬২৫
৭৫।	মেসার্স বাইকুরা মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ বিলোনীয়া বাইকুরা। টি, আর, এস (এম)—৬১৯	৮১।	গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা, পিতা মৃত দ্বারকানাথ সাহা, ধলেশ্বর আগরতলা। টি. আর, এস—৬২৬
৭৬।	শ্রীবাবুল দে, পিতা শ্রীবসন্ত কুমার দে, মনু বাজার সাব্রুম। টি. আর, এস—৬২১	৮২।	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র দে পিতা মৃত বিপিন চন্দ্র দে, উদয়পুর। টি: আর. এস—৬২৭
৭৭।	আগরতলা সড়ক পরিবহন মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড মোটর স্ট্যাণ্ড, আগরতলা। টি, আর, এস—৬২২	৮৩।	শ্রীসন্তোষ চন্দ্র চৌধুরী, পিতা শ্রীপরিতোষ চৌধুরী, অরুন্ধুতিনগর, আগরতলা। টি. আর. এস (এম)—৬২৮
৭৮।	শ্রীনীরোদ দেবনাথ, পিতা মৃত শ্রীরাধারমন দেবনাথ, বিলোনীয়া। টি, আর, এস—৬২৩	৮৪।	শ্রীশ্যামল কুমার সুর, পিতা শ্রীহরীহর সুর, মোহনপুর তারানগর। টি. আর. এস –(এম)—৬২৯
৭৯।	শ্রীহরিদাশ ঘোষ, পিতা মৃত মহেন্দ্র কুমার ঘোষ, বটতলা আগরতলা। টি. আর. এস ৬২৪	৮৫।	শ্রীমানিক কুমার সাহা, পিতা শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র সাহা, সোনামুড়া। টি আর. এস (এম)—৬৩১

ক্রমিক নং	নাম, ঠিকানা এবং রেজিঃ নং	ক্রমিক নং	নাম, ঠিকানা এবং রেজিঃ নং
৮৬।	আব্দুল জব্বর ভুইয়া, পিতা মৃত হাজি মতাপ আলি ভুইয়া, সোনামুড়া। টি. আর. এস (এম)—৬৩২	৯২।	শ্রীশিন্টু বিশ্বাস, পিতা মৃত সতিশ বিশ্বাস, নবিনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। টি. আর এস (এম) ৬৩৮
৮৭।	শ্রীসুধীর পোদ্দার, পিতা শ্রীরমেশ চন্দ্র পোদ্দার, বিলোনীয়া। টি. আর. এস— (এম)—৬৩৩	৯৩।	শ্রীদুলাল পাল, পিতা মৃত বটকৃষ্ণ পাল, কালিকাপুর. বিলোনীয়া। টি আর এস—৬৩৯
৮৮।	শ্রীহরিপদ ভৌমিক, পিতা শ্রীবিশ্বাম্বর ভৌমিক, খোয়াই। টি. আর. এস—৬৩৪	৯৪।	শ্রীব্রজগোপাল ভৌমিক. পিতা মৃত প্রশন্ন কুমার ভৌমিক আমলা পারা, বিলোনীয়া। টি আর. এস (এম) - ৬৪১
৮৯।	শ্রীসুবোধ চন্দ্র ভৌমিক, পিতা মৃত বীরেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক, গাবতলি. ঈশানচন্দ্র নগর। টি. আর. এস—(এম)—৬৩৫	৯৫।	শ্রীমিহিরলাল সাহা, পিতা শ্রীচাঁনমোহন সাহা পূর্ব শিবনগর. আগরতলা। টি আর এস – ৬৪২
৯০।	শ্রীদীপক লাল চৌধুরী. পিতা শ্রীহরিশ চন্দ্র চৌধুরী পূর্ব ধলেশ্বর, আগরতলা। টি আর. এস – ৬৩৬	৯৬।	শ্রীস্বপন কুমার চৌধুরী পিতা মৃত হীরেন্দ্র কুমার চৌধুরী রামপুর, আগরতলা। টি. আর. এস ৬৪৩
৯১।	শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবনাথ, পিতা শ্রীগোপালচন্দ্র দেবনাথ, মোহনপুর, জিরানীয়া। টি. আর. এস ৬৩৭	৯৭।	শ্রীননীগোপাল সেন, পিতা মৃত চন্দ্র কান্ত সেন, এস. বি. সি. নগর বিলোনীয়া। টি. আর. এস –৬৬৪

ক্রমিক নং নাম, ঠিকানা এবং রেজিঃ নং	ক্রমিক নং নাম, ঠিকানা এবং রেজি নং
৯৮। মেসার্স নব শ্রীভাণ্ডার, প্রযত্নে শ্রীমনোরঞ্জন সাহা, শিবনগর, আগরতলা। টি. আর. এস—৬৬৫	৯৯। শ্রীনরেশচন্দ্র চৌধুরী, পিতা মৃত মহেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, টাউন বড়দোয়ালী, আগরতলা। টি. আর. এস—মিনিবাস (এম)—৬৬৭

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO—58

NAME OF THE MEMBER ::: SHRI DHIRENDRA CH. DEBNATH.

WILL THE HON'BLE MINISTER IN CHARGE OF THE INFORMATION, CULTURAL AFFAIRS AND TOURISM DEPARTMENT BE PLEASED TO STATE :—

প্রশ্ন	উত্তর	
	মহকুমার নাম	মেলার সংখ্যা।
১। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের নবম-বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে কয়টি মেলা প্রদর্শনী করা হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)	১] সদর	৪
	২] খোয়াই	২
	৩] সোনামুড়া	২
	৪] কমলপুর	২
	৫] কৈলাশহর	২
	৬] ধর্মনগর	২
	৭] অমরপুর	২
	৮] বিলোনীয়া	২
	৯] সাব্রুম	২
	১০] উদয়পুর	২

২। উক্ত মেলা প্রদর্শনী খাতে রাজ্য সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ কত টাকা (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)	মহকুমার নাম	টাকার পরিমাণ (রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী)
	১। সদর	—১৩, ৬৬, ৪৭৭ ট্যকা এই সঙ্গে আগরতলায় অনুষ্ঠিত বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রদর্শনী ও মেলা ১৯৮৭-এর হিসাবও যোগ করা হয়েছে।
	২। খোয়াই	—৯৪, ৯২০, টাকা।
	৩। সোনামুড়া	—৪৮, ২৫৩ টাকা।
	৪। কমলপুর	— ৪৫, ৮৩০ টাকা।
	৫। কৈলাশহর	—৬২, ৯৮৮ টাকা।
	৬। ধর্মনগর	—৬৪, ১৫৭ টাকা।
	৭। অমরপুর	-- ৪৭, ১০০ টাকা।
	৮। বিলোনীয়া	—৪৯, ৬০০ টাকা।
	৯। সাব্রুম	— ৩৭, ১০০ টাকা।
	১০। উদয়পুর	—৪৬, ২৫০ টাকা।

Admitted Un-Starred Question No. 60.

Name of M. L. AS :— 1) Sri Tarani Mohan Sinha
2) Sri Mati Lal Saha
3) Sri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে টি, আর, টি, সি বাস ও ট্রাকের সংখ্যা কত ?
তন্মধ্যে কয়টি চালু অবস্থায় আছে এবং কয়টি অচল অবস্থায় আছে. (আলাদা হিসাব)

২। ১৯৭৭ ইং হইতে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান সময় পর্য্যন্ত কয়টি নতুন টি, আর, টি, সি, বাস নামানো হইয়াছে;

৩। ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী থেকে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত কয়টি টি, আর, টি, সির ট্রাক বাস নিলামে কত টাকায় বিক্রী করা হয়েছে;

(বাস ও ট্রাকের পৃথক পৃথক হিসাব) এবং

৪। ১৯৭৭ ইং সন হইতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর্যন্ত টি, আর, সিতে লোকসানের পরিমাণ দূর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহনমন্ত্রী.

১। ২০-২-৮৭ ইং পর্য্যন্ত TRTC-তে বাসের সংখ্যা ১৩৬টি এবং ট্রাকের সংখ্যা ২৯টি।

চালু বাসের সংখ্যা —৮৮টি
অচল বাসের সংখ্যা —৪৮টি

মোট—১৩৬টি

চালু ট্রাকের সংখ্যা —২৯টি
অচল ট্রাকের সংখ্যা —০

মোট—২৯টি

২। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্য্যন্ত ১২৫টি নতুন টি, আর, টি, সি, বাস নামানো হইয়াছে।

৩। ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত বাস ও ট্রাকের নীলামে বিক্রয়-কৃত হিসাব নিম্নরূপ :—

বাস	ট্রাক
সংখ্যা— নীলামকৃত মূল্য	সংখ্যা— নীলামকৃত মূল্য
শূন্য — ×	১৯টি— টা: ৪, ৩৫, ০০০·০০

৪। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর টি, আর, টি, সি'তে লোকসানের পরিমাণ দূর করার জন্য সমস্ত বাস যাত্রী হইতে ভাড়া আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেওয়া হইয়াছে। ট্রাকের ব্যাপারে যাওয়া এবং আসা উভয় দিকেই যাহাতে মাল পাওয়া যায় সেইরূপ চেষ্টা করা হইতেছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on 20th March 1987, Friday at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the chair, the chief Minister, the Dy. chief Minister, 10 (Ten) Ministers, the Deputy speaker and 34 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

Mr Speaker :— আজকের কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রধানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শের উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার ১৬৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৪।

প্রশ্ন

১) এ, এ; রোডে পানিসাগর হইতে ছৈলেন বাড়ী হালামবস্তী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সোলিং, মেটেলিং ও কার্পেটিং এর কাজ কবে পর্যন্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায়,

২) উক্ত রাস্তায় ব্রীজ ও কালভার্টগুলি দীর্ঘদীন যাবৎ নির্মাণ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১) উক্ত রাস্তাটিতে ইতিমধ্যে ৪ কিঃ মিঃ সোলিং-এর কাজ শেষ হয়েছে। তবে রাস্তাটিতে মেটেলিং, কারপেটিং করার কোন প্রস্তাব নেই। প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়া যাওয়ায় বাকী অংশের রাস্তার কাজ করা সম্ভব হয় নাই।

২) ব্রীজ ও কালভার্টের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছিল। চারটি ব্রীজের মধ্যে তিনটির কাজ সম্পূর্ণ করা হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়ায় চতুর্থ ব্রীজটির কাজ করা সম্ভব হয় নাই। বাকী দুইটি কালভার্ট তৈরীর কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হইবে।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস :– পানিসাগর থেকে ছৈলেন বাড়ী হালাম বস্তী রোডের ৪ কিঃ মিঃ এর মধ্যে ২কিঃ মি সোলিং হয়েছে। দুই কিলোমিটার এখনও হয়নি এবং ৪টি

ব্রীজের ৩টি ব্রীজ এখন একেবারেই নেই এবং ৪র্থ ব্রীজটি ৬ মাসের বেশী থাকবেনা। প্রয়োজনীয় ভূমি অ্যাকো-য়ার করার জন্য পূর্ত দপ্তর স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। এই ব্যাপারে শীঘ্রই উদ্যোগ নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন আংশিকভাবে তা ঠিক। জমি না পাওয়ার জন্য ব্রীজের অ্যাপ্রোজ বা অন্যান্য কাজ অগ্রসর হতে পারছে না। জমি অ্যাকোয়ারের জন্য ৮১ তে একটা প্রোপোজ্যাল দপ্তর থেকে করা হয়। কিন্তু এখনও জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস — পানিসাগর ব্লক হেড কোয়াটার থেকে ছৈলেনবাড়ী হালাম বস্তী একটা হালাম অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে শুধু জুমিয়া, দিন মজুর প্রায় ১০০ ভাগ পরিবার এবং ব্লকের হেড কোয়ার্টার থেকে মাত্র ৪ কিঃ মিঃ দূরে থাকা সত্বেও তারা লাকড়ি বিক্রি করে এবং খেতমজুরী দিন মজুরী করে খাকতে হচ্ছে। বিদ্যুতের খুঁটি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাস্তা না থাকায় বিদ্যুত দিতে পারে নি। সুতরাং রাস্তাটার উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি মাননীয় সদস্যার সংগে একমত আছি যে রাস্তাটার উন্নয়ন দরকার। পূর্ত দপ্তর নিশ্চয়ই জমি অ্যাকোয়ার করার জন্য এবং রাস্তার কাজের জন্য যথাযথ গুরুত্ব দেবেন যাতে এলাকাটি উন্নয়নের কাজও শীঘ্রই শুরু হতে পারে।

মিঃ স্পিকারঃ — মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায়।

শ্রীরসিক লাল রায় :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ২০০

প্রশ্ন

১) (ক) সোনামুড়া বিভাগের রাঙ্গামাটি থেকে দুর্লভ নারায়ন ভায়া বড়দোয়াল রাস্তা (যাহা জয়ন্তী ভিলেজ নামে পরিচিত) মেরামত ও সোলিং করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

খ) থাকিলে কবে নাগাদ কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) ক) এই রাস্তা পূর্ত বিভাগের আওতাধীন নহে। এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

খ) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরসিক লাল রায় :— এই রাস্তাটি পূর্বে জয়ন্তী ভিলেজ নামে পরিচিত ছিল।

রাঙামাটিয়া, দুর্লভ নারায়ন ভাড়া বড়দোয়াল, এটা পূর্ত বিভাগের দ্বারাই করা হয়েছে। তবে কিছুদিন আগে পূর্ত দপ্তরকে জানানো হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও বলেছিলেন। উনি স্টাফ দিয়ে বলে পাঠালেন যে জনসাধারণ যদি জায়গা ছেড়ে দেন তাহলে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে তবে জনসাধারণ এস, ডি, ও, এর কথা অনুসারে সমস্ত জায়গা মেপে খুটি দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখনও কাজটা ধরা হয় নি। সুতরাং এই অবস্থায় কাজটার গুরুত্ব বুঝে কাজটা তাড়াতাড়ি ধরা হবে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— পূর্ত দপ্তর তাদের নিয়ম অনুসারে করবে।

মিঃ স্পিকার :— শ্রীবুদ্ধদেব বর্মা ঃ— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান ২২৭।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৭।

প্রশ্ন

১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গুলিরাই গাঁও সভার অধীণে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

২) যদি থাকে তবে কবে পর্যন্ত উপরোক্ত পরিকল্পনাটি কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) আপাততঃ নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :— যদিও সেই গাঁও সভা সি, পি, এম, গাঁও প্রধান, সেখানে টোটেল ২টি গাঁওসভা আছে এবং সেখানে যদি পশু চিকিৎসালয় থাকে তা হলে জনসাধারণের উপকার হয়। বতুয়া গাঁও সভাও আছে পাশাপশি। অনেক দিন থেকে আমি দাবী করছি, গত সেসনেও আমি দাবী করছি। গত জানুয়ারী মাসে ৫টা গরু মরেছে। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যাতে জনগণের উপকার হয় সেজন্য কিছু করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আগামী আর্থিক বছরে তো আমরা কিছু কাজ করব এবং সেই সব কাজ করবার জন্য কোন জায়গায় কিসের প্রায়রিটি দেওয়া হবে, তখন এমন পর্যান্ত ঠিক হয়নি। কাজেই মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, কাজ করার সময় আমরা তা বিবেচনা করে দেখব।

মিঃ স্পিকার :— শ্রীমতী রত্না প্রভা দাস।

শ্রীমতী রত্না প্রভা দাস : স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৫।

শ্রীদিনেশ দেববর্মা :— স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৫,

প্রশ্ন

১) গত ৫ বসরে র্যাজ্যের কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে সরকার দূর্নীতির অভিযোগ পেয়েছেন ?

২) উক্ত অভিযোগ ক্রমে কোন প্রকারের তদন্ত করা হয়েছে কিনা ? এবং

৩) এই অভিযোগের ভিত্তিতে কতজন প্রথমে দোষী বলে সাব্যস্থ হয়েছে এবং কত জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) রাজ্যে গত ৫ বছরে মোট ৩১ জন প্রধান বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে !

২) উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে এখন পর্যান্ত ২০টির তদন্ত কার্য্য শেষ হয়েছে এবং ১১টির ক্ষেত্রে তদন্ত চলিতেছে।

৩) মোট ৩১টি অভিযোগের মধ্যে ২০টি অভিযোগের বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে। তদন্ত মধ্যে ২টি অভিযোগ প্রমানিত হয়। ইতি মধ্যে একটি ক্ষেত্রে আদালতে মামলা দায়ের করা হয় এবং অপরটির ক্ষেত্রে অবিলম্বে মামলা দায়ের করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং অপরটির ক্ষেত্রে অবিলম্বে মামলা দায়ের করার ব্যবস্থা গ্রহণ কর হইতেছে। অবশিষ্ট ১১টির ক্ষেত্রে তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে গাঁও পঞ্চায়েত গুলি থেকে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি কোন কোন মহকুমায় এবং ঐ সব গাঁও পঞ্চায়েতগুলি কোন কোন দলের দ্বারা চলিতেছে ?

জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমার কাছে এসব অভিযোগগুলি কোন কোন মহকুমা থেকে এসেছে, সেই রকম কোনতথ্য নেই, তবে বলক ভিত্তিক আছে। অপর কোন কোন দলের দ্বারা সেগুলি চলছে এই প্রশ্নতো করা হয়নি তব এটাতে শাসক দলও থাকতে পারে আবার, কংগ্রেস, টি, ইউ, জি এস অথবা নির্দল ও থাকতে পারে।

যেমন পানিসাগর বল্কের ৫টি, কৈলাসহর বল্কের ১টি, ছাওমনু বল্কের ৪টি কমলপুর বলকের ১টি, তেলিয়ামুড়া বল্কের ৪টি, মোহনপুর ব্লাকের ৪টি, জিরানিয়া ব্লকে ১টি বিশালগড় ব্লকের ৪টি, অমরপুর ব্লাকের ২টি, উম্বরনগর ব্লকের ২টি

এবং সাঁত চাদ ব্লকের ৩টি ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে দুইটি অভিযোগ প্রমানিত হয়েছ বলছেন সেগুলি কোন পঞ্চায়েতের এবং কার বিরুদ্ধে জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— যে দুটি অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে, তার একটি হল পানিসাগর ব্লকের রাণীবাড়ী পঞ্চায়েত, আর অপরটি হল কৈলাসহর ব্লকের দারচই পঞ্চায়েত ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল ।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল :— স্যার, কোয়েশ্চান নম্বার ৩৪০ ।

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪০,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার মনু পি, ডবলিউ. ডি সাব—ডিবিশন কর্তৃক ইট কেনার জন্য ময়নামা টি, এস আই সিকে ১, ৭০, ০০০ টাকা অগ্রীম দেওয়া সত্বেও এখন ও ইট জোগান দেওয়া হচ্ছেনা ?

২) যদি সত্য হয়, তবে এখনও ইট সাপ্লাই না করার কারণ কি ?

উত্তর

১) সত্য নহে ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল :— উত্তর ত্রিপুরার মনু পি, ডবলিউ, ডির এস,, ডি, ওকে আমি নিজে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে মনু ইহতে কাঁঠালছড়া এবং ফটিকরায় হতে েপালী টিলা রাস্তায় ইট বসানোর জন্য টেনডার কল করা হয়ে গেছে. অথচ কাজ হচ্ছে না কেন তিনি আমাকে বলেছেন যে ময়নামা ইট ভাট্টা হতে ইট কেনার জন্য আমরা টি, এস আই, সিকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছি. কিন্তু তারা আমাদের ইটের জোগান দিতে পারছেনা, তাই এই রাস্তাগুলি করতে দেরী হচ্ছে এবং এই টি, এস, আই. সি যে ব্রিক্স তৈরী কারে তা তুলনা মূলক ভাবে বেশী দিন লাষ্টিং করে না অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খুঁজ নিয়ে দেখবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— ১৯৮৬ ৮৭ইং আর্থিক বছরে ময়নামা ইটের ভাটা হতে পূর্ত বিভাগের কুমারঘাট ডিভিশনে মোট ১৮ লক্ষ ইট সরবরাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়; চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নভেম্বর ১৯৮৬ হতে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ইং এর মধ্যে পূর্ত দপ্তর

টি, এস আই সিকে, ৭০১, ৭৫০ টাকা অগ্রিম প্রদান করে। বিগত ৩১—১—৮৭ ইং তারিখ পর্যন্ত ময়নামা হতে পূর্ত দপ্তর মোট ২.০৩ লক্ষ ইট এবং ১৬৯ কিউবিক মিটার ঝামা সরবরাহ দেয়। এর মোট মূল্য ১,৬৯,৩১২.৫৪ টাকা

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে ৩১-৩ ৮৭ইং তারিখ পর্যন্ত ময়নামা ইট ভাটার মোট ৭ লক্ষ ইট আনলোড করা হয়, তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ইটের পরিমান আনুমানিক ৪,৫০ লক্ষ।

উক্ত সময়ে পূর্ত বিভাগের কুমারঘাট ডিভিশন এর ২.৭০ লক্ষ ইট ছাড়াও মনু ব্যারেজ সাব ডিভিশনে ১,৯৬ লক্ষ ইট সরবরাহ করা হয় ঃ যেহেতু ইটের সরবরাহ ভাটায় উৎপাদিত ইটের উপর নির্ভরশীল, যেহেতু যেমন যেমন উৎপাদন হবে, ঠিক তেমন তেমন পরিমানেই সরবরাহ করা যেতে পারে। টি, এস আই, সি, ময়নামা হতে পূর্ত দপ্তরকে চুক্তি অনুযায়ী ইটের সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। টি, এস, আই, সি ১৯৮৭ইং ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মোট ২,৬৯,১১২৫,২০ টাকা মুল্যের ইট ও ঝামা সরবরাহ করেছে। এখন থেকে সরবরাহের পরিমান আরও বাড়ানো যাবে, যেহেতু ময়নামা ২নং ভাটা হতে ইট আনলোড করা পুরাপুরি ভাবে শুরু হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ করছে— ইট দিতেছেনা, এটা সত্য নয়।

শ্রীতরুনী মোহন সিংহা:- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে টি, এস, আই, সির উৎপাদিত কত ইট রাস্তার কাজে লাগানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার প্রশ্নটাতো প্রাসঙ্গিক নয়, কাজেই এই প্রশ্ন এখানে আসতে পারেনা।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২৫।

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২৫,

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কাগজ কল স্থাপনের জন্য লেটার অব ইনডেন্ট কবে ইস্যু করা হয়েছিল, সেটা টাইম রিনিউ করা হয়েছিল কিনা ?

২) যদি না হয়ে থাকে, তার কারন ? এবং।

৩) বর্তমানে কাগজ কল স্থাপনের ব্যাপারটি কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় কাগজ কল স্থাপনের জন্য লেটার অব ইনডেন্ট বিগত ১৯৭৪ ইং সনের ২৩শে এপ্রিল ইস্যু করা হয়েছিল এবং ১৯৭৯ ইং সনের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত উক্ত লেটার অব ইনডেন্টের মেয়াদ বর্ধিত করা হয়েছিল।

২) সময় মত রাজ্য সরকার বারবার অনুরোধ করা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে লেটার অব ইনডেন্ট এর রিনিউয়েল পাওয়া যায় নি।

৩) উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনায় কাগজ কল স্থাপনের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনার পর্যায়ে আছে।

মিঃ স্পিকারঃ :— শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা — স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৭।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ডম্বুর নগর ব্লকের বি, আই, ডি, সি কমিটির ১৯৭৮ সালে গঠন করার পর এ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও নতুন করে কোন কমিটি গঠন করা হচ্ছে না? এবং

২) সত্য হলে তার কারন কি?

৩) অবিলম্বে কমিটি পুর্নগঠনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি?

উত্তর

১) সত্য নহে

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ডম্বুর নগর ব্লকের বি, আই, ডি সি, কোন সালে গঠিত হয়েছিল. এই বি, আই, ডি, সির কথার অর্থ কি এবং কাদের নিয়ে এটা গঠিত হয়েছিল জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার — গণ্ডাছড়া (ডম্বুরনগর) ব্লকের বি, আই, ডি, সি গত ১৯৮৩ইং সনের ২০শে জুলাই তারিখে নিম্নে বর্ণিত সদস্যগনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

১) শ্রীআনন্দ রোয়াজা, ২) শ্রীবৃন্দাবন দাস. ৩) শ্রীদমনুরাম চৌধুরী, ৪) শ্রীদশরথ ত্রিপুরা, ৫) ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার, ৬) শ্রীনিখিল সরকার এবং ৭) এ্যাকাউনটেশান অফিসার বিভিন্ন ব্লকের অধীনে সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে বি, আই, ডি, সি গঠন করা হয়। সরকারী প্রতিনিধি

হিসাবে বি, ডি, ও এবং এক্সটেনশান অফিসার কমিটিতে থাকেন। তাদের কাজ হল ব্লকাধীন এলাকায় কি কি শিল্প প্রসার বা গঠনের সুবিধা আছে, সেগুলি দেখে শুনে বি, আই, ডি, সির মাধ্যমে সুপারিশ করা এবং শিল্পের প্রসারে সরকারের যে কর্মসূচী আছে, সেগুলি রূপায়ন করার ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বি, আই, ডি, সি গঠনের নিয়ম নীতি স্পেসিফিকেলী বলার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, এটা সরকারের মনোনীত এডভাইসরী কমিটি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে শ্রী আনন্দমোহন রোয়াজা এবং শ্রীবৃন্দাবন দাস, ১৯৮৩ইং সনে বি, আই, ডি সিতে সদস্য হিসেবে মনোনীত। শ্রীবৃন্দাবন দাস একবারে প্রধান ছিলেন, এখন তিনি স্কুলের প্রধান নন। শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজাও এককালে এম ডি সি ছিলেন। অন্যান্য যারা জন প্রতিনিধি তাদেরকে বি, আই, ডি, সিতে থাকার কোন সুযোগ দেওয়া হবে কিনা এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি যে বি, আই, ডি, সি গাঁওসভার মতামত এবং সহযোগিতা ছাড়া, এমন কি বি ডি সির সহযোগিতা ছাড়াই একক ভাবে কাজ করছে এবং এতে গাঁওসভাগুলির জনসাধারণ ক্ষুব্ধ। প্রধানরা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের কোন মতামত বি, আই, ডি সি নিচ্ছে না। এইতথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, কোথায় কোথায় কে বিক্ষুব্ধ হয়েছে এই তথ্য আমার কাছে নেই, পুলিশের কাছে থাকতে পারে। তবে যাদেরকে আমরা নির্বাচিত করেছি তাদের দ্বারাই এই কমিটি হয়, এটাই আমরা মনে করি এবং কাজ হচ্ছেও।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নং ৩৭৫ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ৩৭৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) সাব্রুম থেকে ঘোরাকাপ্পা এবং সাব্রুম থেকে আমলীঘাট রাস্তা দুইটির কাজ কবে আরম্ভ করা হয়েছিল এবং কবে নাগাদ উহাদের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়, এবং

২) উক্ত দুইটি রাস্তা কবে নাগাদ বাস চলাচলের উপযোগী হিসাবে গড়ে তোলা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) উপরোক্ত রাস্তা দুইটিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—

সাব্রুম থেকে ঘোরাকাপ্পা

ক) সাব্রুম হরিনা রাস্তা (১০ কিঃ মিঃ) এই রাস্তাটি পীচ করা আছে । ইহা আগতলার—সাব্রুম রাস্তার একটি অংশ ।

খ) হরিনা মনুবংকুল রাস্তা (১০ কিঃ মিঃ) এই রাস্তার মেটেলিং ও কার্পেটিং এর কাজ ১৯৮৫-৮৬ সনের শেষ দিকে আরম্ভ হয়েছে এবং ১৯৮৭-৮৮ইং সনে কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা যায় ।

গ) বনকুল—ঘোরাকাপ্পা (২৩,০০ কিঃ মিঃ) ঘোরাকাপ্পার নিকট ০, ৫ কিঃ মিঃ ছাড়া বাকী ২২. ৫ কিঃ মিঃ রাস্তার সোলিং—এর কাজ শেষ হয়েছে । উক্ত রাস্তার সোলিং— এর কাজ ১৯৭৬-৭৭ সালে আরম্ভ হয়েছিল এবং বাকী রাস্তার কাজ শেষ হওয়ার পর্যায়ে আছে ।

সাব্রুম থেকে আমলীঘাট

ক) সাব্রুম মনুঘাট রাস্তা (৮, ৯ কিঃ মিঃ) মেটেলিং ও কার্পেটিং ইত্যাদির কাজ ১৯৮৫-৮৬ সনের শেষ দিকে আরম্ভ হয়েছে এবং ১৯৮৭-৮৮ ইং সনে কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা যায় ।

খ) মনুঘাট — আমলীঘাট রাস্তা (১৪·০০ কিঃ মিঃ) ১৯৭৭—৮৮ সালে ফরমেশন-এর কাজ আরম্ভ হয়েছে । ১৯৮৮—৮৯ সাল নাগাদ ফরমেশন-এর কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা যায় ।

২) প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হইলে ১৯৮৯—৯০ আর্থিক বর্ষের মধ্যে রাস্তা দুইটি বাস চলাচলের উপযোগী করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায় ।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বনকুল থেকে ঘোড়াকাপ্পা এই ২৩ কিঃ মি রাস্তাটির কাজ শুরু করা হয়েছিল ১৯৭৬—৭৭ সনে । আজকে ১০ বছর ধরে রাস্তাটির কাজের কোন অগ্রগতিই হল না । এছাড়া মনুঘাট থেকে আমলীঘাট এই রাস্তাটির কাজও আজকে ১০ বছর হয়ে গেছে, কিন্তু কাজটি শেষ করা হচ্ছে না এই রাস্তাগুলির কাজ কবে নাগাদ শেষ করা হবে ? সাব্রুম থেকে শিলাছড়ি যেতে হলে ৪টা সাবডিভিশন অতিক্রম করতে হয় । এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার এটা ঠিক যে বনকুল থেকে ঘোড়াকাপ্পা রাস্তাটি

ইতিমধ্যেই চলাচলের উপযুক্ত হওয়া উচিৎ ছিল এই রাস্তাটির কাজ অনেকখানি এগিয়েছে বাকী কাজটুকু এবছর শেষ করব বলে আমরা আশা করছি। অপর একটি রাস্তা যেটা আমলীঘাট পর্য্যন্ত গিয়েছে, সে রাস্তাটির কাজ আমরা আগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিইনি এটা ঠিক। এই রাস্তাটির কাজ আরও গুরুত্ব দিয়ে করার জন্য আমরা দপ্তরকে বলেছি

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার শিলাছড়ি জায়গাটি সাব্রুম মহকুমার পড়ে। সেখান থেকে সাব্রুম মহকুমা অফিসে যেতে হলে ভায়া উদয়পুর যেতে হয়। ওখানে ঘোড়াকাপ্পার পরে মাইক্রুম বলে একটা জায়গা আছে ওখানে একটা ব্রিজ হলে মোটামোটি ভাবে সাব্রুমের সহিত যোগাযোগ করা যায়। সুতরাং ওখানে একটা ব্রিজ করা হবে কিনা ঠিক একই রকমভাবে গণ্ডাছড়া থেকে অমরপুর যেতে হলে আমবাসা তেলিয়ামুড়া হয়ে ঘুরে অমরপুর যেতে হয়। সুতরাং অমরপুর গণ্ডাছড়া রাস্তাটি একই ভাবে যোগাযোগ করা হবে কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই রাস্তাটি জীপেবল. কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট দরকার। এই বৎসর এই ইমপ্রুভমেন্টের কাজ যেটুকু বাকী আছে সেটা করতে পারবো বলে আশা করছি।

মি. স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ৩৯১ স্যার।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নং ৩৯১ স্যার।

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া বিভাগে অবস্থিত বাইখোরা হিমঘরের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়, এবং

২) এই কাজে আজ অবধি (৩১, ১, ৮৭) সর্ব্ব মোট কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে,

৩) কি কি কারনে উক্ত কাজ সম্পন্ন হইতে বিলম্বিত হইতেছে।

১) আগামী তিনমাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

২) গৃহ নির্মানাদি বাবদ	২১, ৩১, ০০০ টাকা
তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি বাবদ	১২, ২৫. ৮১৫ টাকা
মোট -	৩৩, ৫৬, ৮১৫ টাকা

৩) তাপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার যন্ত্রাদি দিল্লীস্থ নির্ধারিত ফার্ম কর্তৃক সরবরাহে বিলম্ব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কাজটি কবে নাগাদ শুরু করা

হয়েছিল এই কাজটি ৩ মাসের মধ্যে শেষ করা হবে বলে বলা হয়েছিল। আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে গিয়ে দেখেছি যে ভিতরে যে টুকু কাজ হয়েছিল সেগুলি অকেজো হয়ে গিয়েছে। সমস্ত কাঠের কাজগুলি বাতিল করে দিয়ে যেটা শুরু করা হয়েছে সেটা আগামী এক বছরেও হওয়ার সম্ভাবনা নাই এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী: — স্যার, বিলডিং-এর কাজ শেষ হয়ে গেছে। যন্ত্রপাতি যে-গুলি বসানো হবে সেগুলির প্রায় ৯৫ ভাগ যন্ত্রপাতি রাইখোড়ায় পৌঁছে গেছে এবং সেগুলি লাগানো হচ্ছে। যন্ত্রপাতিগুলি সরবরাহের জন্য দিল্লীস্থ একটা ফার্মকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে কিছু যন্ত্রপাতি পাঠানোর বিলম্বের জন্য আমাদের এই কাজগুলি বিলম্বিত হচ্ছে এবং এগুলি তারা সহসাই পাঠিয়ে দেবেন। এই কাজটা শুরু করা হয়েছিল ৩ বছর আগে। এই ফার্মের কাছ থেকে যদি আমরা ঠিক ঠিক সময়ে জিনিস গুলি পেতাম, তাহলে এই কাজটা আরও আগে শেষ করা যেত।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে বাইখোরা এটা দক্ষিণাঞ্চলের একটি কেন্দ্রস্থল বলা যায়। এই হিমঘরের অভাবে এখানকার চাষীরা বছরের পর বছর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই দিক থেকে চিন্তা করে সরকার তিন মাস না হউক সামনের বছরে যাতে কৃষকরা এখানে আলু রাখতে পারে সেটার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি আগামী তিন মাসের মধ্যেই আমরা এটা শেষ করার জন্য চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীভানুলাল সাহা

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৪০৮, অ্যানিমেল হাসবেণ্ড্রি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪০৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বর্ষে রাজ্যে পশুপালন দপ্তর কয়টি ডিসপেনসারীর জন্য পাকা বাড়ী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ?	১) ১৯৮৬-৮৭ ইং সনে পশুপালন দপ্তর কোন ডিসপেনসারীর জন্য পাকা বাড়ীর সিদ্ধান্ত নেয়নি।
২) তন্মধ্যে এপর্যন্ত কয়টি ডিসপেনসারীর পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ?	২) প্রশ্ন উঠে না।
৩) বিশালগড় ব্লক অফিস সংলগ্নস্থানে একটি	৩) না।

ডিসপেনসারীর পাকাবাড়ী নির্মাণের জন্য কোন সিদ্ধান্ত ছিল কিনা ?

৪) থাকিলে কবে নাগাদ তা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?   ৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, ১৯৮২ সনে পশু পালন দপ্তরের ইচ্ছা অনুযায়ী বিশালগড়ের পঞ্চায়েতের জনসাধারণ কনট্রিবিউশান করে সেখানে একটা জায়গা দিয়েছিল এবং গত বছর ডিপুটী ডিরেকটর অ্যানিমেলহাসবেনড্রি কিছু কাগজপত্র নিয়ে দেখে যান এবং পিডব্লিউ ও জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখেছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— এটার খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। যে জায়গাটা পাওয়া গেছে সেটা সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। সেখানে বলক অফিস সংলগ্ন স্থানে ব্লক পর্যায়ে স্কীমগুলি কার্যকর করার জন্য ব্লক অফিস সংলগ্ন আমরা একটা স্থান সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা : — মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭২১, পঞ্চায়েত রাজ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪২১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ছামনু টি ডি ব্লক অন্তর্গত রাজবর মালিধর, গোবিন্দবাড়ী, নাতিনমনু, কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লক অন্তর্গত ভাণ্ডারী মা ও বগাফা ব্লক অন্তর্গত দেবীপুর গাঁও পঞ্চায়েত পুনবিন্যাস করে ক্ষুদ্রকার গাঁও পঞ্চায়েত গঠনের কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি না ?	১) এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।
২), থাকিলে প্রস্তাবগুলি কোন পর্যায়ে আছে ?	২) প্রশ্ন আসে না।
৩) না থাকিলে পুনর্বিন্যাস করার এবং অধিক গাঁও পঞ্চায়েত সৃষ্টির জন্য ভবিষ্যতে বিবেচনা করে দেখা হবে কি ?	৩) ভবিষ্যতে গাঁও পঞ্চায়েত পুর্নবিন্যাস বা অধিক গাঁও পঞ্চায়েত সৃষ্টি সম্পর্কিত

বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত এখনও
নেওয়া হয়নি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেনটারী, এই গাঁও সভাগুলিতে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী যৌবনে দুই একবার গিয়েছিলেন। উনি জানেন যে গাঁওসভাগুলি একটি থেকে অন্যটির দূরত্ব ২০/২২ কিলোমিটার। দেবীপুর থেকে কলসী পর্যন্ত এটি বিস্তৃত অঞ্চল। কাজেই পঞ্চায়েতের কাজ আরও অ্যাফেকটিভ করার জন্য এই গাঁও সভাগুলিকে সরকার পুনর্বিন্যাস করার জন্য চিন্তা করবেন কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট অবগত আছেন। কিন্তু সরকারের ইচ্ছা থাকলেও যখন তখন পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে গড়তে পারেন না। তার কতগুলি আইনের বিধান আছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হবে তখন অন্যান্য গাঁও সভার সংগে এই গাঁওসভাগুলির সীমানা পরিবর্তন করে কোনটা একটু বড় কোনটা একটু ছোট করা যেতে পারে। কিন্তু নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে এই ধরণের কাজ সমীচীন নয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৬৭ অ্যানিমেল হাসবেনড্রি ডিপার্টমেন্ট।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্পীকার স্যার, স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭।

প্রশ্ন

১) পানিসাগরে অবস্থিত উত্তর জেলা ডিস্ট্রিক্ট পলট্রি ফার্মে বর্ত্তমানে কতটি হাঁস ও কতটি মোরগ রয়েছে,

২) বর্ত্তমানে ঐ ফার্মে সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা কত,

৩) ১৯৮৬—৮৭ ইং আর্থিক বছরে ঐ ফার্মের অফিস ঘর, কোয়ার্টার ও বিভিন্ন গৃহ নির্মাণ বাবদ সরকার মোট কত টাকা মঞ্জুর করেছেন?

উত্তর

১) পানিসাগর ডিষ্ট্রিক্ট পলট্রি ফার্মে কোন হাঁস নাই। হাঁস ছিলও না। বর্ত্তমানে ৪২৪টি মোরগ রয়েছে।

২) বর্ত্তমানে এই ফার্মে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা চার।

৩) বর্ত্তমান আথিক বছরে মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিভিন্ন গৃহ নির্মাণ বাবদ

মঞ্জুর করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলালরায় :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নঃ ১৯৯।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং ১৯৯।

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া বিভাগের ইন্দুরিয়া থেকে মেলাঘর পচারমারঘাট ভায়া বড়পাথারী রাস্তাটি ফরেষ্ট বিভাগ থেকে পূর্ত্ত বিভাগ গ্রহণ করে উক্ত রাস্তাটির প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং ঐ রাস্তায় পচারমারঘাটে গোমতী নদীর উপর একটি এস পি, টি, ব্রীজ তৈরীর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে পূর্ত্ত দপ্তরকে এই রাস্তা অথবা এই রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের কোন প্রস্তাব নেই। কাজেই উক্ত রাস্তাটি পূর্ত্ত দপ্তর কর্তৃক সংস্কার করাব প্রশ্ন আসে না।

শ্রীরসিকলাল রায় :— এই মেলাঘর গোমতী নদীর পার তথা পচারমারঘাট এই দু'টি রাস্তার উন্নতি দরকার। একেবারে কাটালিয়া কামপুর থেকে ইন্দুরিয়া, টৈবমাই, ঘ্রানচলি সব সময়ই মেলাঘরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। আমি পূর্বেকার অধিবেশনে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত পূর্ত্তমন্ত্রী বলেছিলেন, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টকে জায়গা দিতে বলেছি, দিলে ব্যবস্থা করব। আমি তাই জানতে চাই, ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে অর্থ দিয়ে ব্রীজ ঠিক করান হয়েছে। যাতে জনসাধারণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই রাস্তাটি করা হয় সে দিকটি কি বিবেচনা করা হবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— ফরেষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু মাননীয় সদস্য জানেন, ফরেষ্ট দপ্তর — এর জমি গ্রহণ করা সহজ কাজ নয়। কারণ ফরেষ্ট দপ্তর জমি ছাড়ছেন না। এমনিতে ফরেষ্ট দপ্তরের অনুমতি ছাড়া পূর্ত্ত দপ্তর জমি গ্রহণ করতে পারেন না।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, এর আগে ও এই ব্যাপারে আমার প্রশ্ন ছিল তখন বলা হয়েছিল, ফরেষ্ট দপ্তর থেকে জমি নেওয়ার জন্য শীঘ্রই প্রস্তাব করা হবে।

কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, সেই প্রয়োজনীয় প্রস্তাব করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— সেই তথ্য আমার কাছে নেই ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা ।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্ম্মা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং. ২৯৯ ।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং. ২৯৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৯৯ ।

প্রশ্ন

১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গোলাঘাটি গাঁওসভার অধীনে দক্ষিণ গোলাঘাটিতে (বাজারের সন্নিকটে) ইলেকট্রিক লাইন এক্সটেনসান করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা.

২ যদি না থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) বিশালগড় ব্লকের দক্ষিণ গোলাঘাটি একটি বৈদ্যুতিকৃত গ্রাম । সেখানে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের প্রয়োজনীয়তা আছে । প্রস্তাবও রাখা হয়েছে । তবে এখনই কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব নয় । যেহেতু প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় অর্থ মঞ্জুরী নাই ।

২) সম্প্রসারনের খাতে কোন প্রকার অর্থ বরাদ্দ নাই ।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :— স্যার, গোলাঘাটি বাজারের সন্নিকটে একটি লাইন হলেই হয়ে যায় ! সেখানে প্রচুর ছাত্রছাত্রী আছে । কেরোসিনের অভাবের কথা সরকার জানেন ! কাজেই পড়াশুনার ব্যাঘাত হচ্ছে এই দিকটি বিবেচনা করে ১৯৮৭-৮৮ সালের আর্থিক বছরেই যাতে লাইনটি হয়ে যায় সে জন্য সরকার থেকে বিবেচনা করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, প্রয়োজনীয়তার কথা আমি অস্বীকার করছি না । যত তাড়াতাড়ি এই কাজে হাত দেওয়া যায় সেটা আমরা দেখব ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল ।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং, ৩০৫ ।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চন নং, ৩০৫ ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নং, ৩০৫ ।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য উত্তর ত্রিপুরার নালকাটায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যারেজ নির্মাণের কাজ চলিতেছে,

২) সত্য হলে উক্ত প্রজেকট থেকে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে ?

উত্তর

১) নালকাটা ব্যারেজটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নয়।

২) উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৫।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৫৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৫৫।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্ত্তমানে প্রতিদিন কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়,

২) কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ অন্য রাজ্য থেকে আনা হচ্ছে, এবং

৩) রাজ্যের বড়মুড়া ও ডম্বুর জলবিদ্যুৎ হইতে প্রতিদিন কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে।

উত্তর

১) রাজ্যে বর্ত্তমানে সর্বোচ্চ চাহিদার সময় ৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়

২) সর্বোচ্চ চাহিদার সময় আসাম রাজ্য থেকে গড়ে ৮ হইতে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইতেছে।

৩) রাজ্যের বড়মুড়া গ্যাস-ভিত্তিক তাপবিদুৎ কেন্দ্রে বর্তমানে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য দ্বিতীয় ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না ফলে এই কেন্দ্র থেকে ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচেছ।

গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পে রিজারভারের জল কমে যাওয়ায় সর্বোচ্চ চাহিদার সময় ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জ নিয়েছেন, সর্বোচ্চ চাহিদা ৩০ মেগাওয়াট। বড়মুড়া এবং ডম্বুর কেন্দ্র হইতে আমরা পাচ্ছি ১১ মেগাওয়াট। আর বাইরে থেকে আসছে ১০ মেগাওয়াট। ১১ এবং ১০ এ হচ্ছে ২১

মেগাওয়াট। বাকী থাকছে, ৯ মেগাওয়াট। এই ঘাটতি বিদ্যুৎ কোথা থেকে পূরণ করা হচেছ তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :-- স্যার, ঘাটতি পূরণ করা যাচেছ না বলেই তো এইসব লোড শেডিং হচেছ। নিজেদের উৎপাদন ক্ষমতা যাতে আরো ৫ মেগাওয়াট বাড়ান যায় সে চেষ্টা চলছে। বড়মুড়া থেকে গড়ে ৮ থেকে ১০ মেগাওয়াট উৎপাদন করার চেষ্টা চলছে।

আমরা এই উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছি। বড়মুড়াতে আরো একটা ইউনিট আমরা করছি এবং রুখিয়াতেও আরো দুটো ইউনিট করার আমাদের প্রস্তাব রয়েছে। যতক্ষন পর্য্যন্ত না আমরা এই ইউনিটগুলি চালু করতে পারছি ততক্ষন পর্য্যন্ত আমাদের নিজস্ব ভিত্তিতে বিদ্যুৎ চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও আশা করছি যে বৃষ্টি হলে গোমতী রিজার্ভয়ারের জল স্বাভাবিক থাকলে এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬-৮ মেগাওয়াটে এসে দাঁড়াবে এবং এর ফলে আমরা নিজেদের ১৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাব। বাইরে থেকে আমরা যে বিদ্যুৎ সরবরাহ আনছি তার ট্রান্সমিশান বেল্ট যদি চালু হয় তাহলে বিদ্যুৎ সরবরাহ আমাদের বাড়বে বলে আশা করছি।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মনিপুরের লোকটাক থেকে যে বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা আছে সেটা আমরা কবে নাগাদ পাব বলে আশা করা যায় এবং জিরিবাম ও আইজল ট্রান্সমিশন লাইনের কাজ শেষ হলে কত পরিমান বিদ্যুৎ আমরা পাব বলে আশা করা যায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ট্রান্সমিশান বেল্টের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে সেটা আসাম সরকার বলতে পারেন, আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে আমি যখন লোকটাক গিয়েছিলাম তখন দেখেছি সেখানে একটাই ইউনিট আছে এবং তাতে যে পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তারই চাহিদা নাই। কাজেই সেখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে না, যত পরিমান বিদ্যুৎ চাই তাই পাওয়া যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশান বেল্ট তৈরী করা সম্পর্কে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে এ ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রের কাছে লিখেছি, আসাম সরকারের কাছে বার বার লিখছি এবং আমাদের লোকও সেখানে পাঠিয়েছি। কি কোন কাজ হচ্ছে না।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরন করার জন্য যে সমস্ত আশ্বাস এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন সেগুলির কাজ কবে নাগাদ

শেষ হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকারঃ :— স্যার, দুটো ইউনিটের কনট্রাকট আমরা এ সপ্তাহের দিয়েছি। তার একটা রুখিয়ায়, আরেকটা বড়মুড়ায় জাপান ও ফ্রান্সের কলাবোরেশানের কাজ চলছে এখনও। তাদের আরও একটা ইউনিটের কনট্রাকট আমরা দিয়েছি আশা করছি অতি অল্প সময়ের ভিতর এই কাজ তারা করতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নং ৩৭৯ স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নং ৩৭৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কোথায় কোথায় গো—উন্নয়ন খামার তৈরী করার পরিকল্পনা আছে,

২) তন্মধ্যে সাব্রুমে গো—উন্নয়ন খামার করার পরিকল্পনার আছে কিনা ?

উত্তর

১) বর্তমানে নূতন কোন পরিকল্পনা নাই। আর, কে, নগর, বীর চন্দ্র মনু, প্রমোদনগর সব জায়গায় বিভিন্ন উন্নয়নমুলক প্রকল্প অতীতে গ্রহন করা হয়েছিল তা তা চলবে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ৩৮৭ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চন নং ৩৮৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, বিদ্যুৎ বিভ্রাট জনিত কারণে রাজ্যের বিভিন্ন সেচ পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হইতেছে,

২) সত্য হইয়া থাকিলে, এই বিভ্রাট দূরীকরণের জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে,

৩) সেচ ব্যবস্থার জন্য রাজ্যে বাৎসরিক কি পরিমান বিদ্যুৎ ব্যয়িত হইতেছে ?

উত্তর

১) হাঁ, এটা সত্যি যে বিদ্যুৎ সরবরাহ কম হওয়াতে যে সব বিদ্যুৎযন্ত্র চালিয়ে আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ করি, সে কাজগুলি নিয়মিত চালু রাখা যাচ্ছে না। এই প্রকল্পগুলি যতখানি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তার চেয়ে কম ক্ষতি হয়েছে এই জন্য যে দিনের বেলায় আমাদের বিদ্যুৎ চাহিদা কম। আর এই সেচ প্রকল্পগুলি যেহেতু

দিনের বেলায় চালু রাখা দরকার সেই জন্য যতখানি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ততখানি ক্ষতি বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে না। তবে আমরা চেষ্টা করব দিনের বেলায় যতখানি বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সে বিদ্যুৎকে কাজে লাগাতে।

২) উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) রাজ্যে সেচ ব্যবস্থার জন্য বাৎসরিক প্রায় ১১' ৮২ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যয়িত হইতেছে এবং সেচের কাজে বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এটা সত্যি যে এই সেচ ব্যবস্থা ব্যহত হওয়ার জন্য বিদ্যুৎ ঘাটতি দায়ী। এছাড়াও ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেণ্ট এবং মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট-এর কোর্ডিনেশানের অভাব সেচ ব্যবস্থা ব্যহত হওয়ার জন্য দায়ী কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, কোর্ডিনেশানের অভাব জনিত অসুবিধা আগে ছিল। এখন কমিটি করে দেওয়া হয়েছে, তারা পরস্পরের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করেন। সুতরাং কোর্ডিনেশানের অভাব জনিত অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চন নং ১১২ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ১১২ স্যার।

প্রশ্ন

১) গত ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরে পানিসাগরে বিদ্যুৎ দপ্তরে মহকুমা অফিস স্থাপনের পরিকল্পনা থাকা সত্বেও ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছর পর্যান্ত তাহা স্থাপন না করার কারন কি, এবং

২) প্রস্তাবিত ঐ মহকুমা অফিস অন্যত্র স্থানান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরে পানিসাগরে বিদ্যুৎ দপ্তরের সহবাস্তুকারের অফিস স্থাপনের কোন পরিকল্পনা ছিল না এবং ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরেও এ রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

২) উপরোক্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES— "A" &" B")

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি, মাননীয় সদস্য তিনি যেন দাঁড়িয়ে বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রীসুধীরঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :—

" নরসিংগড় দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ে সামগ্রিক অব্যবস্থা সম্পর্কে "।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী কি এখনই বিবৃতি দিতে পারবেন, যদি না পারেন তাহলে করে দিতে পারবেন আমায় যেন জানান।

শ্রীদশরথ দেব :— আমি এখনই দিতে পারবো যদি আপনি অনুমতি দিন।

" নরসিংগড় দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ে সামগ্রিক অব্যবস্থা সম্পর্কে"

নরসিংগড় দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অব্যবস্থা নাই এবং ইহা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পারিচালিত হচ্ছে।

সরকারের কল্যানজনক পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। প্রতিবন্ধীদের মধ্যে দৃষ্টিহীন, মুক ও বধির ছেলেমেয়েদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। ত্রিপুরাতে শিক্ষা বিভাগের অধীনে সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনস্থ দৃষ্টিহীন বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে দুটি আবাসিক সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে। নরসিংগড় দৃষ্টিহীন ৫০ জন বালকদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

বর্ত্তমানে ২৯ জন বালক এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করছে এবং এর মধ্যে প্রাক প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই দৃষ্টিহীন বালকদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠান থেকে গত তিন বছরে আট জন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছে এবং স্কুলের শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত আছেন। ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। বর্ত্তমানে এই দৃষ্টিহীন আবাসিক কেন্দ্রে ব্রেইল শিক্ষণ প্রাপ্ত ২ জন শিক্ষক আছেন। শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়াও বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক সহ আরও ৫ জন শিক্ষক আছেন যারা বিভিন্ন বিষয়ে ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এছাড়াও এক্সট্রা ক্যারিকুলার একটিভিটিজ এর জন্য এক জন ক্র্যাফট্‌ টিচার ও ১ জন পার্ট টাইম টিচার নিযুক্ত আছেন এবং পুস্তক গড়ে দেবার জন্যও একজন

শিক্ষক আছেন। প্রতিষ্ঠানে স্থানাভাবের জন্য তাহা সম্প্রসারন করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন।

বালকরা দৃষ্টিহীন বিধায় তাদের দেখাশুনা করার জন্য ২ জন ওয়ার্ডেন আছেন। তারা তাদের সব কাজে সহায়তা করেন। তাছাড়া রান্না ও খাবার পরিবেশন করার জন্য ২ জন কুককাম মশালটি এবং ১ জন ডি, আর ডবলিউ আছেন। শিশুদের চিকিৎসার জন্য ১ জন হোল টাইম ডাক্তার এবং ১ জন নার্সও আছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে সেনিটেশানের জন্য যদিও নিয়মিত কোন সুইপার নেই তবুও এই কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মজুরী ভিত্তিতে লোক নিয়োজিত আছেন। এই বিষয়ে আপাতত কোন সমস্যা নেই তবে সরকার নিয়মিত সুইপার দেবার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছেন।

অন্যান্য আবাসিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সঙ্গতি রেখে এই দৃষ্টিহীন আবাসিক প্রতিষ্ঠানেও মাথাপিছু দৈনিক ৬ টাকা করে অর্থ বরাদ্দ করা আছে। এই অর্থের দ্বারা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খরচ সংকুলান করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি যে বালকদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন খাদ্য, পোষাক, বিছানা ইত্যাদি সরকারের নির্ধারিত হারে নিয়মিত ভাবে সরবরাহ করা হয়। তবুও বর্তমান দ্রব্য মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হারে দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য সরকার একটি রিভিউ কমিটি গঠন করেছেন এবং এই কমিটি এই মাসের মধ্যেই তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করবেন। সরকার এই প্রতিবেদন পরীক্ষা করে সামর্থ্য অনুযায়ী এই রিকমানডেশানগুলো কার্যকরী করার জন্য সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন।

দৃষ্টিহীনদের আবাসিক কেন্দ্রে কিছুদিন পূর্বেও জল সরবরাহের যে কিছু কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা ছিল তারও সমাধান হয়েছে। তবুও এ কথা সত্য যে মাঝে মাঝে অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সাময়িক ভাবে জল সরবরাহের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। জল সরবরাহের যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় সেই ক্ষেত্রে দিন মজুরের সাহায্যে জল সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়। বর্তমানে বিশেষ ধরনের কোন সমস্যা নেই।

অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ী বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে মার্ক ২ টিউবওয়েল বসাবার পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন।

বর্তমান আর্থিক বৎসরে মোট ৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ৩.৭৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। উপরিউক্ত ব্যবস্থা

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নরসিংগড় দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ে কোন অব্যবস্থা নাই। আবাসিকদের তরফ হতে তেমন কোন অভিযোগ এসে পৌছায় নি।

শ্রীসুধীরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী, স্যার, আমার পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশ্যান হচ্ছে এই দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় তার যে প্যাটর্ন অব ষ্টাফ সেটা কিরূপ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি অর্থাৎ যিনি হেড অব ইনষ্টিটিউশ্যান তাকে কোন নামে অভিহিত করা হয়।

শ্রী দশরথ দেব :— এখানে সবই তো দেওয়া আছে স্যার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, যেটা নির্দিষ্ট করে আছে যে প্রিন্সিপাল সেই প্রিন্সিপালের পদটি পুরন করা সম্পর্কে সেই ডেজিগনেশ্যানে কেউ আছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— আসল কথা বলেননা স্যার, বিধান ব্যানার্জী ঐখানে প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং ছাত্ররা তাকে অনেক আন্দোলন করে তিন বছর আগে সরিয়েছে তিনি বোধ হয় ডেপুটি ডিরেক্টারের পোষ্টে কৈলাশহরে চার্জে ছিলেন, এখন একজন হেড মাষ্টার আছে। এই লোকটাকে আনবার জন্য মাঝে মাঝে ওদের তরফ থেকে চেষ্টা করা হয় কিন্তু ছাত্রদের কাছ থেকে কোন রেসপনস পাওয়া যায় না। ঐ আসল কথাটা বলেননি কেন যে বিধান ব্যানার্জী সম্পর্কে !

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এখানে প্রিন্সিপালের একটা পদ সৃষ্টি করা হবে কিনা এবং প্রিন্সিপালকে নিয়ে আসা হবে ?

শ্রীদশরথ দেব :— উনাকে নিয়ে আসা হবে না, অন্যযদি থাকে সে পরে দেখা যাবে, কিন্তু পরিচালনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, একটা স্কুলের প্রিন্সিপাল একটা পদ সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু সেখানে প্রিন্সিপালই নেই অর্থাৎ সেখানে মাথা নেই তাই সেখানে অব্যবস্থা নেই একথা মাননীয় মন্ত্রী কি করে বলতে পারেন ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, যিনি এখন চার্জে আছেন, উইথ ফুল পাওয়ারে প্রিন্সিপাল হিসাবে তিনি আছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহাশয়ের নিকট থেকে আর একটি নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে তার নোটিশটি পড়েন।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

" দেবতামুড়া এস বি, স্কুলটি গত মাসাধিক কাল থেকে বন্ধ হয়ে থাকা সম্পর্কে "।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি কি আজ নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে পারবেন ? যদি আজ দিতে না পারেন তাহলে কবে দিতে পারবেন আমায় যেন জানান ।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, আমি এই সম্পর্কে ২৬ তারিখ বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা মহোদয়ের নিকট থেকে আজ আর একটি নোটিশ পেয়েছি । মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে তাঁর নোটিশটি পড়ুন ।

শ্রীশ্যামচরন ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

" উৎপাদন হ্রাস. মূল্য বৃদ্ধি, অত্যাধিক কৃষি কর, সেচ রপ্তানি কর, ঋণ দানে ব্যাঙ্কগুলির অসহযোগিতা হেতু বাগান উন্নয়ন, সম্প্রসারন ও আধুনিকরনে ব্যাঘাত এবং রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা হেতু বেসরকারী মালিকানাধীন ত্রিপুরার চা-বাগানগুলির সম্মুখে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে " ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় ভার প্রাপ্তমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি কি আজ নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে পারবেন ? যদি আজ দিতে না পারেন তাহলে কবে দিতে পারবেন আমায় যেন জানান ।

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২৫ তারিখ বিবৃতি দিতে পারবো ।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন । নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

" গত ১৫, ৩, ৮৭ইং সকাল ৯টা থেকে ১৬, ৩, ৮৭ইং সন্ধ্যা প্রায় ৮ ঘটিকা পর্যন্ত বিধানসভা ভবনের উত্তর গেইট আস্তাবল মাঠ সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিনা নোটিশে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকার কারনে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে " ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ১৯৮৭ ইং সনের ১৫ই মার্চ তারিখে সকাল ৬টা

পর্যন্ত বিধানসভা ভবনের উত্তরের গেইট আস্তাবল মাঠ সংলগ্ন ডিমসাগর এলাকায় ডিপটিউবওয়েল এর জল যথারীতি সরবরাহ করা হয়। প্রতি ঘন্টায় ২০'০০০ গ্যালন যুক্ত ভারটিক্যাল টারবাইন পাম্পের কলাম পাইপটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় ১৫ই মার্চ সকাল ৯টায় উক্ত এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। ১৫ই মার্চ রবিবার ঐদিন দোল পূর্নিমা থাকায় উক্ত এুটি সারানোর জন্য উপযুক্ত কর্মীর ব্যবস্থা করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। পূর্ত্ত দপ্তরের আই, এফ, সি অ্যাণ্ড পি, এইচ ই শাখার দ্বারা আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও কর্মী সংগ্রহ করা সত্বেও ১৬ই মার্চের পূর্বে উক্ত মেরামতির কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। ১৬ই মার্চ বিকাল ৬টায় উক্ত মেরামতির কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং সন্ধ্যা ৭টায় আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয় এবং সন্ধ্যা ৮ঘটিকা পর্যন্ত জল সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়। যথারীতি জল সরবরাহ ১৭ই মার্চ হইতে আরম্ভ করা হয়।

১৫ই মার্চ আংশিক জল সরবরাহ করা হয় এবং ঐদিন রবিবার ও দোল পূর্নিমা ছিল। মেরামতির কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে এবং ১৬ই মার্চ দুপুর হইতে যথা রীতি জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা হয়েছিল সেই কারণে পূর্ত্ত দপ্তরের আই, এফ, সি অ্যাণ্ড পি, এইচ, ই শাখা উক্ত এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ থাকার বিষয়টি প্রচারের জন্য আগরতলা পৌর সভার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা হয় নাই। সেজন্য সরকার দুঃখিত।

মি: স্পীকার :— দ্বিতীয় রেফারেন্স পিরিয়ডটি গত ১৯, ৩, ৮৭ইং তারিখে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হলো :— গত ১৮ই মার্চ রাত আনুমানিক সাড়ে সাতটায় আগরতলা কেন্টনমেন্ট রোডের বাসিন্দা, নারায়নপুর লেবার কলোনীর শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সাধনা চৌধুরীর বাড়ী সহ নুন্যপক্ষে ১০টি বাড়ীতে দুস্কৃতকারীদের দ্বারা অগ্নিকান্ড সংগঠিত করা এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে পাঁচজনকে জখম ও আহত করা সম্পর্কে

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :-- স্যার, গত ১৮-৩-৮৭ইং রাত্রি ৮টা ০০ মিঃ এর সময় হোমগার্ড শ্রীমিন্টু দেব টেলিফোন যোগে পশ্চিম আগরতলা থানায় জানান যে কেন্টন মেন্ট রোডে শ্রীমতী সাধনা চৌধুরীর বাড়ীর নিকট গণ্ডগোল হইতেছে। এই সংবাদমূলে পশ্চিম আগরতলা থানা হইতে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছিলে রাত্রি ৯টার সময়

ভাটি অভয়নগর সাকিনের শ্রীনিখিল চৌধুরীর স্ত্রী শ্রীমতি সাধানা চৌধুরী এই মর্মে অভিযোগ করেন যে ঐদিন অনুমান ৫টার সময় তাহার ছোট ছেলে শ্রী সিদ্ধার্থ চৌধুরী ওরফে বুটন ক্যান্টনমেন্ট মাঠে বসিয়া গল্প করিতেছিল। ঐসময়ে ভাটি অভয়নগরের শ্রীজীবন দেব, শ্রীদুলাল সাহা এবং রাধানগর সাকিনের শ্রীধলু বিশ্বাস সিদ্ধার্থকে মারিতে উদ্যত হইলে সে দৌড়াইয়া বাড়ীতে চলিয়া আসে। তারপর পাড়ার লোকজন এই ব্যাপারটি মিটমাট করিয়া দেয়। রাত্রি অনুমান ৭-৪৫ মিঃ—এর সময়ে উপরোক্ত তিনজন এবং ভাটি অভয়নগরের শ্রীসুব্রত দেব ওরেফ মুন্না, শ্রীরুপেন্দ্র দেব এবং আরও ১৫ / ১৬ জন ছেলে রামদাও, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহার বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহার বাড়ীতে দুইটি বোমা ফাটায়। তাহার ও তাহার অন্যান্য প্রতিবেশীদের বাড়ীর সীমানার বেড়া ভাঙ্গচুর করে। বোমার আঘাতে তিনি নাকে রক্তাক্ত জখম পান। ইহা ছাড়াও তিনি জানিতে পারেন যে উক্ত ব্যক্তিগন আরও ২, ৩ জনকে আহত করিয়াছেন।

উক্ত অভিযোগমূলে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৭, ৪২৭ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৩নং ধারায় মোকদ্দমা নং ২১ (৩) ৮৭ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য শুরু করেন।

তদন্তকালে পুলিশ উক্ত মোকদ্দমার সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে ভাটি অভয় নগরের শ্রীসুব্রত দেব ওরেফ মুন্নাকে গ্রেপ্তার করেন। তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে, গত ১৮-৩-৮৭ ইং তারিখ বিকাল অনুমান ৫টার সময় শ্রী সিদ্ধার্থ চৌধুরী যখন ক্যান্টনমেন্ট মাঠে তাহার বন্ধুদের সহিত গল্প করিতেছিল সেই সময় শ্রীজীবন দেব শ্রীদুলাল সাহা এবং শ্রীধলু বিশ্বাস উক্ত শ্রীসিদ্ধার্থ চৌধুরীকে হুমকি দেয় এবং মারিতে উদ্যত হয়। শ্রীসিদ্ধার্থ চৌধুরী পলাইয়া বাড়ীতে চলিয়া যায়।

এরপর রাত্রি অনুমান ৭-৪৫ মিঃ এর সময়ে উপরিউক্ত বিবাদিগন রামদা, লাঠি প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া অভিযোগকারীনির বাড়ীতে আক্রমন করে ও বাড়ীর সামনে বোমা ফাটায়। তাহারা তাহার প্রতিবেশী শ্রীবিশ্বজিৎ দেব এর বাড়ীর সীমানার বেড়ার আংশিক ক্ষতি করে।

তাহাদের আক্রমনে অভিযোগকারীনির নাকে, শ্রীরতন দেবের ডান হাত শ্রীবিশ্বজিৎ দেবের বাম হাতে এবং শ্রীশান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্যের স্ত্রী শ্রীমতি বন্দনা ভট্টাচার্যের কপালে আঘাত পান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ভি এম, হাসপাতাল হইতে সবাই ছাড়া পান।

ধৃত শ্রীসুব্রত দেবকে ওরফে মুন্নাকে ঐ দিনই রাত্রিতে পশ্চিম আগরতলা থানা হইতে

জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিবাদীদের গ্রেপ্তারের জন্য জোর তল্লাসী অভিযান অব্যাহত আছে।

ঘটনার পরই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও তদন্তের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দেন। ঘটনার পর হইতে ঐ এলাকায় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা, এই যে আক্রমনটা এই আক্রমনের ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত। এই যে মুন্না নামে ছেলেটি পুলিশ যাকে অপরাধের জন্য অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে ১৮ তারিখ রাত্রেই পি. সি, সির আই এর সদস্য শ্রীমনীষ কর ভৌমিক তার সমস্ত রকম তদ্বির তদারকি থানার মধ্যে গিয়ে করে, থানার অফিসারদের প্রভাবিত করেছে যাতে এই মুন্না ছেলেটিকে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তিনি এইটা সরাসরি হস্তক্ষেপ করেই এইসব করেছেন এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই যে মন্না ওরফে সুব্রত দে পুলিশের খাতায় এর সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আছে, ডাকাতিরও অভিযোগ আছে। তবে গ্রেপ্তারের পরে কি করে ছাড়া পেল সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে এই তথ্য আছে কিনা শ্রীমতি সাধনা চৌধুরী আগে কংগ্রেস (আই) এর একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং তিনি কিছুদিন পরেই কংগ্রেস (আই) এর বাজকর্মের এবং তাদের যে সাম্প্রদায়িক সব ব্যাপার স্থাপনের তার জন্য কংগ্রেস (আই) থেকে পদত্যাগ করেন এবং পদত্যাগ করে গনতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন তার জন্য তার বাড়ীতে বার বার কতগুলি আক্রমন সংগঠিত হয়েছে এবং সন্ত্রভীতি উৎপীড়ন চালানোর জন্য গত ১১ শে জানুয়ারী একটি আক্রমন সংগঠিত হয়, এই লোকগুলি সেই আক্রমন করেছে, এই ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, কোন রাজনৈতিক কারণে এই ঘটনা ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই। তবে শ্রীমতি চৌধুরী তিনি আগে কংগ্রেস (আই) এর একজন কর্মী ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি সম্ভবত সেই শিবির পরিত্যাগ করেছেন এইটা একটা কারণ হতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই পাড়া থেকে বিশিষ্ট নাগরিকরা সকালে আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং তারা খুব আতংকিত যে কিছু

সমাজবিরোধীকে তাদের বাড়ীঘর হানা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তারা নিরাপত্তা চান। আমি তাদের অনুরোধ করি এই বিষয়টি যাতে রাজনৈতিক চেহারা না নেয়, যাতে শান্তি এবং শৃংখলা ফিরে আসে এবং প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব যাতে সবাই গ্রহন করতে পারে সেজন্য আপনারা উদ্যোগ নিন। এখানেও বিরোধী দলের নেতা রয়েছেন, এইটাকে রাজনীতির উর্দ্ধে রেখে যাতে তিনি এই ব্যাপারে সরকারের সাথে সাহায্য করেন। পুলিশকে বলেছি এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে একমত যে এই ঘটনাটার পেছনে কোন রাজনীতি নাই। এই কারণে আমি বলছি যে যেটা তথ্য সেটা হচ্ছে সাধনা চৌধুরী ওর এক ছেলের সঙ্গে গ্রামে একটা বাড়ীতে একটা মেয়েকে নিয়ে কলংকারীর ব্যাপারে একটা ঝগড়া হওয়ার ফলে সেখানে একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দেয় এবং তা থেকেই ঘটনার সূত্রপাত এবং এখানে সুব্রত দেব নামে যে মুন্নার কথা বলা হয়েছে যখন এই ঘটনাটা ঘটে সেই দিন তার বাড়ীতে তার বিবাহ বার্ষীকি উৎসব হচ্ছিল, সে মোটেই সেখানে উপস্থিত ছিল না, এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে সেই সমস্ত তথ্যের জন্যই আমাদের পি সি সির সদস্য সেখানে গিয়েছিলেন এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ এতে নিসান্দেহ হয়েছেন যে সুব্রত দেব এই ঘটনার সঙ্গে মোটেই জড়িত না। এই ঘটনাটাকে কিন্তু একটা রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হচ্ছে আমি বলছি. কারণ গতকাল রাত্রে এই মুন্নার দোকানে এখানে পোলষ্টারের যে ক্লাব আছে তাতে বামফ্রন্টের সমর্থক যেমন ধীরাজগুহ (এডভোকেট), আর একজন আছেন সেখানকার কমিশনার বিনয় সাহা তাদের নেতৃত্বে গত কাল রাত্রে একদল যুবক সেই সুব্রত দেবের বাড়ীতে বাবা কামদারঞ্জন দেব, তার বাড়ীতে বোমা চার্জ করে, মুন্নার দোকান আক্রমন করে, একটা টি-ভি দোকান ছিল এবং তাতে পাঁচটা টি-ভি ছিল সেগুলি ভাংগচুর করে, তা ছাড়াও সেখানে আর একটা ক্লাব আছে বাধা নগরে সেখানে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই সমস্ত তথ্য এবং এই যে রাজনৈতিক রূপ দিচ্ছে এবং রাজনৈতিক প্রতি হিংসার যে একটা কাজ চলছে এবং মাননীয় সদস্য যেটা উল্লেখ করছেন সাধনা চৌধুরী সম্পর্কে, তিনি আমাদের সমর্থক, ও চাকুরী করে কাজেই রাজনীতির কোন প্রশ্ন উঠে না, ও এ টি টি এর সদস্য ছিলেন, সেই হিসাবে তাকে বদলী করা হয়েছে সোনামুড়া এবং আর কিছু দিন আগে ওর স্বামীকেও বদলী করা হয়েছে সে শিক্ষা দপ্তরেই কাজ করে তাকে তেলিয়ামুড়াতে বদলী করা হয়েছে। তাই আমি নিজেও মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি যে এই পরি-

বারটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কারন পিতা মাতা বাহিরে থাকলে সেই পরিবারের কি অবস্থা হয় এই সম্পর্কে আপনি একটু চিন্তা করুন কিন্তু সেটাও করা হয়নি। এইভাবে যে একটা অপচেষ্টা করা হচ্ছে বদলী করে হয়রানী করে, চাকুরী না দিয়ে দলে টানার যে চেষ্টা আমি এইটা বলেছি এই জন্য যে দল ত্যাগ করেছেন বলে যে কথাটা বলেছেন তার জন্য। তবু আমি বলছি এই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে এই সাধনা চৌধুরী এবং গ্রামের আর একটা পরিবারের যে মেয়ে সংক্রান্ত বাপার এই নিয়ে ঘটনা এবং এই ঘটনার সঙ্গে সুব্রত দেব মোটেই জড়িত না যে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই তথ্য আমার এখানে নেই এই কারণে, দৃষ্টি আকর্ষণীটা এর উপর না। একটা ঘটনার উপর মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যা বলেছেন যে এর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে সেই সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আমার কাছে নাই। তবে এইটা ঠিক হচ্ছে না কোন একটা ক্লাবকে বা মিউনিসিপালিটির একজন মেম্বারকে এখানে জড়িত করে তথ্য দেওয়া, এইটা সম্ভবত ঠিক হচ্ছে না। মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে আমি অনুরোধ করছি যে ঘটনা বা তার প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন বসে তার মিমাংসা করা যায়। বিশেষ করে একজন ভদ্রমহিলার উপর যদি আক্রমন হয় প্রতিক্রিয়া হতে পারে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিৎ না। দুই তিন জন মহিলা আক্রান্ত হয়েছেন এইটা নিন্দনীয় মাননীয় বিরোধী দলের নেতাও স্বীকার করবেন যে একজন এমপ্লয়ি ভদ্রমহিলা যদি বোমার আঘাতে হাসপাতালে যান এইটা আমরা কেউ সমর্থন করব না, কিন্তু পাল্টা কোন হামলা হলে, এই দুইটাকে চোখের সামনে রেখে আমরা মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের যে কমিটিটা আমার সঙ্গে দেখা করেছেন তাকেও আমরা বলেছি যে ঘটনাটা আপনারা মিমাংসার পথে নিয়ে যান, সরকার আপনাদের সাহায্য করবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটা দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— গত ১৩ই মার্চ ধর্মনগরের সাতমঙ্গল হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধাংশু রঞ্জন দেবকে অফিস কক্ষে কতিপয় কর্মচারী ফেডারেশনের সদস্য কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহাশয় উপস্থিত আছেন, এইটা উত্থাপনের সম্মতি দেওয়া গেল।

মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় এর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, যদি তিনি আজ না দিতে পারেন তাহলে কবে দিতে পারবেন জানাবেন।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার আমি আগামী ২৭ তারিখ হাউসের সামনে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৭ তারিখ বিবৃতি দিতে পারবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের নিকট থেকে একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, নোটিশটির বিষবস্তু হল :— গত ১৭.২. ৮৭ ইং তারিখ-এ সিধাই থানা অন্তর্গত মহুকাঠাল বাজার অগ্নিকাণ্ডে বেশ কিছু দোকান ভস্মীভূত হওয়া" সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় উপস্থিত আছেন, এইটা উত্থাপনের সম্মতি দেওয়া গেল। আমি এখন মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে এর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, যদি তিনি আজ না দিতে পারেন তাহলে কবে দিতে পারবেন জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ২৫ শে মার্চ এই হাউসের সামনে একটা বিবৃতি দিতে পারব

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৫ শে মার্চ এই হাউসের সামনে বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১৩, ৩, ৮৭ ইং সন্ধ্যায় সোনামুড়া বিভাগের কলমচৌরা হাইস্কুলের দুটি ঘর ভস্মিভূত হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ১৪, ৩, ৮৭ ইং সকাল ৯. ৪৫ মিঃ সময়ে কলমচৌরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীসুকুমার বর্দ্ধন কলমচৌরা থানায় উপস্থিত হইয়া লিখিতভাবে অভিযোগ করেন যে গত ১৩, ৩, ৮৭ ইং রাত্র অনুমান ৮ ঘটিকায় ঐ স্কুলের অফিস ঘর এবং একটি ক্লাশ ঘর আগুনে পুড়িয়া যায়। উক্ত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৩৬ ধারায় কলমচৌরা থানায় ২ (৩) ৮৭ নং মোকদ্দমা নথীভূক্ত করে তদন্ত - কার্য্য শুরু করা হয়।

তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে দুটি ছন বাঁশের ঘর সম্পূর্ণ পুড়িয়া যায়। ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ২৮ হাজার টাকা হইবে। এখনও আগুনের কারণ জানা যায় নাই আগুনের কারণ নিরুপনের জন্য জোর প্রয়াস অব্যাহত আছে এবং তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে এই বিদ্যালয়ে ঐ সময়ে ধর্মঘট চলছিল এবং ঐ ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে এই অগ্নি সংযোগ করা হয়েছিল। তাই এলাকার জনগণ এটাকে নাশকতামূলক কাজ বলে মনে করছেন। কাজেই যারা এই সমস্ত নাশকতামূলক কাজ করেছেন তাদের ধরার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে যেহেতু তখন সেখানে ধর্মঘট চলছিল সেহেতু এটা নাশকতামূলক কাজ কিনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই পুলিশী তদন্ত চলছে যে এর পেছনে কোন নাশকতামূলক উদ্দেশ্য ছিল কিনা।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল— আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আরেকটি নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ঐ বিষয়ে বিবৃতি দিতে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— "গত ৯ই মার্চ নতুন বাজারের বাংলা) নতুন সম্পূর্ণ চলাকালের মাছ পাচার কালে মাল ধৃত হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ৯-৩-৮৭ইং সন্ধ্যা ৬টায় অমরপুর থানার সাব-ইন্সপেকটর শ্রী এ, কে দাস কতিপয় কনষ্টেবল সহ অমরপুর নতুন বাজার রাস্তার উপর পেট্রোলিং করিতেছিলেন। ঐ সময় একটি বেসরকারী বাস গাড়ীতে অনুমান ৭৭ কে, জি কানলা মাছ এবং পুঁটি মাছ নতুন বাজার থানাধীন এবছড়ি গ্রামের শ্রীহরিভক্ত দাস নিয়ে যাচ্ছে দেখে পুলিশ ঐ মাছ সন্দেহক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধির ১০২ নং ধারায় সীজ করেন এবং শ্রীহরিভক্ত দাসকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসেন। তদন্তক্রমে প্রকাশ ধৃত শ্রীহরিভক্ত দাস ১০৫ কে.জি কানলা মাছের একটি ভাউচার উপস্থিত করেন। ঐ ভাউচারটি শ্রীনির্মল কান্তি দাস ২৪.১১.৮৬ ইং তারিখে কমিশন এজেন্ট হিসাবে ইস্যু করেন। ভাউচারটিতে তাহার স্বাক্ষর আছে কিন্তু ইহাতে কমিশন এজেন্টের কোন প্রকার রেজিষ্ট্রেশনের চিহ্ন না থাকায় পুলিশ ভাউচারটি সন্দেহজনক বিধায় সীজ করে নেন। সীজ করা মাছ পরে ৭০০ টাকায় নীলামে বিক্রি করা হয়। ধৃত শ্রী দাসকে ঐ দিনই থানা হইতে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়।

উক্ত ঘটনাটি অমরপুর থানায় গত ৯-৩-৮৭ ইং তারিখ ২৬২ নং রোজ নামচায় (জি, ডি) নথিভুক্ত করে ফৌজদারি কার্য্য বিধির ১৫৭ নং ধারা মতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেন।

ডম্বুর জলাশয়ের মাছ বিক্রির জন্য শ্রীনির্মল কান্তি দাস কমিশন এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন কিনা এবং তিনি ভাটচার ইস্যুর অধিকারী কিনা তাহা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। শ্রীনির্মল কান্তি দাস একজন কংগ্রেস (আই) নেতা বলে এই এলাকায় পরিচিত।

শ্রীনকুল দাস :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে এই নির্মল কান্তি দাস দীর্ঘদিন যাবৎ এই পাচার কার্য্যের সাথে জড়িত আছেন তিনি আইর, পুঠা, কানলা প্রভৃতি পাচার করেন সেখানকার হরিভক্ত দাস যিনি আছেন তাঁর নৌকা দিয়ে জওহর সাহা রবীন্দ্র দেববর্মা পর্যন্ত ছুটে যান। এই মাছ পাচারের কাজে তারা সব সময় তাঁকে উৎসাহিত করেন। এই ব্যাপারটা বার বার জানানো সত্বেও কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এই নির্মল কান্তি দাস কংগ্রেস-ই থেকে সি, পি, এমের রঞ্জিত দেবনাথের সঙ্গে এ, ডি, সি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এটা জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, উক্ত কংগ্রেস নেতা এ, ডি, সি, নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন কিন্তু তিনি যে এভাবে মাছের ব্ল্যাক করবেন সেটা বিশ্বাস করা কষ্টকর। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তাঁর নৌকায় বিনা পয়সায় চড়েন সেটাও বিশ্বাস করা যায়না। এই বিষয়টি যখন পুলিশ হাতে নিয়েছেন তখন সম্পূর্ণরূপে তদন্ত করে দেখবেন। এই পাচারের সঙ্গে শ্রীদাস জড়িত কিনা, তার এজেন্সি আছে কিনা সেটারও তদন্ত হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে যে-সব তথ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী সেগুলি তদন্ত করা হবে বলে বলেছেন তাতে আমি বলতে চাই যে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস একজন দায়িত্বশীল বিধায়ক হিসাবে যে তথ্য এখানে তুলেছেন যে আমরা বিনা পয়সায় যাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এ ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কাজেই আর কোন কথা উঠতে পারেনা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমার পয়েন্টটা হচ্ছে,

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা আপনার পয়েন্টটা কি বলুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আমার পয়েন্টটা হচ্ছে এ কাজে সি, পি, এমের বৃন্দাবন দাস জড়িত আছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা অবান্তর। বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে যদি মাননীয় সদস্য নোটিশ দেন তাহলে নিশ্চয়ই বলব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, আপনি আপনার পয়েন্টটা বলবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মৎস্য ইউনিয়ন ডম্বুরে প্রতি বছর লাখ লাখ মাছের পোনা ছাড়ে। এই পোনাগুলি যেখানে গিয়ে চাকা বাঁধে সেখান থেকে তারা ধরে নিয়ে ধর্মনগর, করিমগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় বিক্রী করে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা আসেনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটার উপর নোটিশ দিলে নিশ্চয়ই জবাব দেব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা। মাননীয় সদস্য সংক্ষেপে বলুন।

শ্রী জওহর সাহা :- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, ডম্বুর জলাশয়ের মাছ চুরি হচ্ছে এই কথাটা আমি আগেও বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— মানীয় সদস্য আপনি কি এই ঘটনার উপর ক্লেরিফিকেশান চান?

শ্রীজওহর সাহা :- শ্রীনির্মল কান্তি দাস কংগ্রেস নেতা নন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শুনুন।

শ্রীজওহর সাহা :— নির্মল কান্তি দাস উক্ত এরিয়ার নেতা। নূতন বাজার মৎস্য জীবি সমিতির সভাপতি। সেখানে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিও দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তবু তিনি সেটার সভাপতি। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কিছু লোক ৩ বার তাকে খুন করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। তার সেখানে মাছের আড়ত আছে। গ্রামের লোক সেখানে তার কাছে মাছ বিক্রী করে।

এইটা একটা রাজনৈতিক এবং পরিকল্পিতভাবে এই অভিযোগ আনা হয়েছে। কারণ এর আগেও শ্রীনির্মল কান্তি দাসকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতার অবগতির জন্য বলছি যে, এটা ওদের কংগ্রেস নয়, এইটা নির্দল কংগ্রেস। এই নির্দল কংগ্রেস ও তাদের সহযোগী টি ইউ, জে. এস. তার পক্ষে বক্তব্য রাখছেন। আমি বলছি কোন লোককেই অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না পুলিশ তদন্ত শেষ করে। কিন্তু এরা পুলিশী তদন্তেও বাঁধা দিচ্ছেন কেন?

মিঃ স্পীকার : স্যার, আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১১-৩ ৮৭ ইং থেকে ১৭-৩-৮৭ ই, পর্যন্ত সোনামুড়া বিভাগের কমলচৌড়া হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ১৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১০,৩,৮৭ ইং তারিখে কমলচৌড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৭ দফা দাবীর ভিত্তিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি দাবী সনদ পেশ করে। ১১ ৩,৮৭ ইং তারিখ থেকে ছাত্রছাত্রীরা হঠাৎ বিদ্যালয়ে যোগদানে বিরত হয় এবং জানায় যে, ১৭.৩,৮৭ ইং তারিখ পর্যন্ত তাদের দাবীর ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে ধর্মঘট করবে। বিগত ১৭.৩ ৮৭ ইং তারিখ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় নাই। ১৩,৩ ৮৭ তারিখে রাত্রি আট ঘটিকার সময় হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডে বিদ্যালয়ের পাঁচটি গৃহের মধ্যে দুইটি গৃহ ভস্মীভূত হয়।

১৪,৩,৮৭ ইং তারিখ থেকে ছাত্রছাত্রীরা নিজ উদ্যোগেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় এবং উক্তদিন থেকেই বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস চালু হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত ভাবে উপস্থিত হচ্ছে এবং বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের কাজ ঠিকমতো চলছে।

বিদ্যালয়ের গৃহ সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা বিভাগ থেকে ইতিমধ্যেই ২৫ ০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়াগুলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ডিমাণ্ড অব্ দ্যা ষ্টুডেন্টস — একশান টেকেন। প্রপোজড টুবি টেকেন।

১) প্রধান শিক্ষক	শ্রীগৌরাঙ্গ মোহন দাস মহাশয়কে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু অর্ডার দেরীতে পাওয়াতে যোগদান করিতে পারেন নাই। ইলেকশনের লিষ্ট তৈরী ইত্যাদি কাজে তিনি ব্যস্ত আছেন। এই নির্বাচন লিষ্ট তৈরী শেষ হলে তিনি কাজে যোগদান করবেন। তাই তাকে যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া হয়েছে।
২) প্রয়োজনীয় আরও শিক্ষক দিতে হবে—	বর্তমানে ১১ জন শিক্ষক আছেন। এদের মধ্যে পিউর সায়েন্স একজন এবং বায়ো সায়েন্সের একজন। একজন খেলার শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫২৫।
৩) বিদ্যালয়ে পাকা গৃহ নির্মান করিতে হইবে।	এখন স্কুল গৃহ পর্যান্ত ট্রাক চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা নাই। পাকাগৃহ নির্মানের প্রয়োজনীয় মালমশলা বহন করা যাবে না। রাস্তা হয়ে গেলে পাকা গৃহ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে।
৪) মেয়েদের জন্য কমন রুম করতে হবে।	আরও একটি গৃহ নির্মান হলে কমনরুম করা সম্ভব হবে। অতিরিক্ত গৃহ নির্মানের জন্য ২৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
৫) ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা প্রস্রাবাগার করতে হবে।	প্রস্রাবাগার নির্মানের জন্য ৩,০০০ টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সত্বরই নির্মানের কাজ শেষ হবে।
৬) বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা পায়খানা করতে হবে।	পায়খানা নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হয়েছে। নির্মানের কাজ চলছে। তবে কতদিন ইহা রক্ষা করা যাবে বলা কঠিন। পূর্বেও পায়খানার বেড়া ও অন্যান্য জিনিস ভাঙ্গিয়া নিয়া যায়। কে বা কারা এই অপকর্ম করে থাকেন ধরা যাচ্ছে না।

৭) বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগার করতে হবে ।	: আরও একটি গৃহ হইলে আলাদা পাঠাগার করা সম্ভব হইবে । বর্তমানে ২৫০ টাকার বই ক্রয় করা হইতেছে । বুক ব্যাংক-এর জন্য ৪ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং বই কেনা হইতেছে ।
৮) স্কুলে একজন খেলার শিক্ষক দিতে হবে ।	প্রয়োজন আছে । বর্তমানে একজন বায়ো সায়েন্সের শিক্ষক খেলাধূলা করাইতেছেন । তিনি খুব ভাল খেলাধূলা করাতে পারেন ।
৯) বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় খেলার জিনিষ দিতে হবে ।	খেলার জিনিষ বর্তমানে আছে । আরো খেলার জিনিষ ক্রয় করার জন্য ১১০০ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং ক্রয় করা হচ্ছে ।
১০) স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে ।	বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি টিউবওয়েল আছে । ছাত্রছাত্রী নিজেরাই ঐ টিউবওয়েল থেকে পানীয় জল আনেন ।
১১) বিদ্যালয়ের কটি ক্লাসে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করতে হবে ।	বিদ্যালয়ের আশে পাশে কোথাও বৈদ্যুতিক আলো যায় নাই । কাজেই কানেকশান নেওয়া অনেক ব্যয় সাপেক্ষ । বিদ্যালয় গৃহটিও ও কাঁচাঘর । কাজেই সেখানে বৈদ্যুতিক আলো নেওয়া নিরাপদ নয় ।
১২) তপশীল ছাত্রছাত্রীদের স্কুল থেকে বিনা মূল্যে বই, কাগজ ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে ।	১ম শ্রেণী হইতে ৪ শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে বই দেওয়া হয় । উপরের ক্লাসের ছাত্রদের বুক ব্যাংক থেকে যথা সম্ভব পাঠ্য বই দেওয়া হইতেছে । কাগজ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই ।
১৩) স্কুলে আরো বসার টেবিলের ব্যবস্থা করতে হবে ।	প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ক্রয় করার জন্য ১০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে ।
১৪) কলমচৌড়া হাইস্কুলের রাস্তাটি পাকা এবং স্কুলটি	রাস্তাটি পাকা করার প্রয়োজনীয়তা আছে তবে রাস্তা করবে পি, ডবলিউ, ডি, । এখন

দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করতে হবে। দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করার কোন সিদ্ধান্ত নাই।

শ্রীরসিক লাল রায় :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এখানে ১৪ দফা দাবী নয়, ১৫ দফা দাবী নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা স্কুল বর্জন করেছেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সবকিছুরই জবাব দিয়েছেন হবে, এই যে, রাস্তাটা এইটা বেশী নয়, বড় রাস্তা থেকে মাত্র কয়েক মিটার হবে। এই রাস্তাটা যাতে তাড়াতাড়ি করা যায় সেজন্য পি, ডবলিউ, ডি, কে বলে ব্যাবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— সেটা পি, ডবলিউ, ডি, বলতে পারে। তবে আমরা পি, ডবলিউ, ডি, কে অনুরোধ করতে পারি। কিন্তু তাদের এক এক বছর একটা সিডিউল লিস্ট থাকে। এই লিস্টের বাইরে তারা সেটা করবেন কি না বলতে পারছি না।

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONED QUESTION
ANNEXURE—"C"

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "লায়িং অব দি রিপলাইজ টু দি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চান"।

বিধানসভার ত্রয়োদশতম অধিবেশনে মাননীয় সদস্য সৈয়দ বশিত আলী মহোদয় কর্তৃক শিল্প বিভাগের উপর আনীত পোস্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আমি এখন মাননীয় শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫-এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

Shri Anil Sarkar—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay the reply of the postponed Unstarred Question No. 55 on the Table of the House

PANEL OF CHAIRMEN

অধ্যক্ষ মহাশয় :— ত্রিপুরাবিধান সভার কার্য্য পরিচালন বিধির ১১ ধারার ১ উপধারা মূলে আমি নিম্নে লিখিত সদস্য মহোদয়দের ১৯৮৭—৮৮ ইং সালের জন্য প্যানেল অব চেয়ারম্যান হিসাবে অনুমোদন করছি।

১) শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা,

২) শ্রীকেশব মজুমদার,

৩) শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস,

৪) শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— " দি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিল, ১৯৮৭ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৮৭)" উত্তাপন। আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Dasharath Deb :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave of the House to introduce' the Tripura University Bill, 1987 (Tripura Bill No. 7 of 1987).

(The Motion was put and PASSED by voice vote)

মিঃ স্পীকারঃ — এই সভা অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—" দি স্যালারী, অ্যালাউনসেস্ অ্যাণ্ড পেনসান অব মেমবার্স অব দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেমবলী (ত্রিপুরা) (সিকস্থ অ্যামেণ্ডমেণ্টবিল, ১৯৮৭ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অপ ১৯৮৭) " উত্থাপন : আমি এখন মাননীয় সংসদীয় বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Anil Sarkar :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave of the House to introduce " the Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Sixth Amondment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 8 of 1987)."

(The Motion was put and PASSED by voice vote)

মিঃ স্পীকার :— এই সভ অনুমতি দিয়েছেন, কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।

সভার পরবর্তী কার্যসুচী হলো :— " দি স্যালারীজ অ্যাণ্ড অ্যালাউনসেস অব মিনিষ্টার্স (ত্রিপুরা) (ফোর্থ অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮৭ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৮৭) " উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অমনুতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Nripen Chakraborty — Mr. Speaker, Sir, I beg to move for Leave of the House to introduce The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Fourth Amendment) Bill 1987 (Tripura Bill No. 9 of 1987)"

(The motion was put and PASSED by voice vote)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা অনুমতি দিয়েছেন, কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো ।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1987—88

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— " ১৯৮৭—৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ ।

আজকের কার্যসূচীতে মোট ১২টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে । এখন ডিমাণ্ড-গুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হইবে ।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোও (কাট মোশান) পেয়েছেন । আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবীগুলো এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে সেগুলি একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গনা করা হলো । অবশ্য সভায় অনুপস্থিত কোন সদস্যের ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপিত বলে গন্য হবে না ।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্ব্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপের কাছে অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহাশয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করতে ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আর মাত্র ৫ মিনিট বাকী আছে রিসেসের । সুতরাং রিসেসের পরেই আলোচনা আরম্ভ করা হোক ।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, রিসেসের পরেই আলোচনা আরম্ভ হবে । এই সভা আজ বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতুবি রইল ।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গন কর্তৃক আনীত ১, ১৪, ২৭, ৩২, ৩৩, ৫৪ ২৯, ৪২, ২২, ২৩, ৫৬, ৪৩ ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে এবং বিরোধী সদস্য মহোদয়গন কর্তৃক আনীত কাট-মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি । স্যার, আমি প্রথমে ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলছি ত্রিপুরা রাজ্যের ইণ্ডাষ্ট্রিক সম্পর্কে অনেক কথা বলা হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলা হচ্ছে যে রাজ্য সরকারের শিল্প উদ্যোগের প্রতি

কেন্দ্রীয় সরকার সহানুভূতিশীল নয়। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই শিল্প ক্ষেত্রে কি সমস্ত কার্যকলাপ এখানে চলছে? রাজ্যে শিল্প গড়ে তুলার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার কিছু বাস্তবায়ন করা হয় নি। শিল্প করতে গেলে প্রথমেই দরকার দরকার বিদ্যুতের চেহারা অত্যন্ত করুন। কাঁচামালের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। উৎপাদন বৃদ্ধির কোন প্রচেষ্টা এখানে নেই। শুধু উনারা এখানে চীৎকার করছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যে শিল্প গড়তে আগ্রহী নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে পারেন যে এখানে যদি একটা কাগজ কল স্থাপিত হত, তাহলে বিদ্যুৎ দিয়ে তিনি কাগজ কলটা চালাতে পারতেন? নিশ্চয়ই পারতেননা। তদুপরি শিল্প দপ্তরে চলছে নানারকম দুর্নীতি। স্যার, কলিকাতাতে ত্রিপুরার সামগ্রীর একটা বিক্রয় কেন্দ্র আছে। কলিকাতার একজন ভদ্রমহিলা আমার কাছে একটা চিঠির লিখছেন চিঠির একটা লাইনে লিখেছেন— শিপ্রা ব্যানার্জী, বয়স ৪৪ বৎসর, একজন কমরেড। সোমনাথ ব্যানার্জী, বয়স ৪৪ বৎসর। তাদের সে বিক্রয় কেন্দ্রে চাকুরী হয়ে গেছে এবং নিয়মিতও হয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে এ রাজ্যে ৪ হাজার বেকারের বয়স এইজ হয়ে গেছে, কিন্তু তারা সেখানে চাকরী পাচ্ছে না। চাকুরী পেয়েছে কলকাতার শিপ্রা, জয়ন্তী, উৎপল। তাদেরকে প্রথমে ৬০০ টাকা করে ফিক্সড পেতে চাকুরী দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী সময়েতে তাদের নিয়মিত করা হবে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ত্রিপুরায় কি বেকার নেই? ত্রিপুরার বেকারদের এখানে নিয়োগ করে কাজ করালে উনাদের কি অসুবিধা হত? এ রাজ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার বেকার আছে। দিন দিন তাদের বয়স সীমা পার হচ্ছে অবশ্য তাদের বয়স সীমা পার হয়ে গেলে এই সরকারের দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। তাদের চাকুরীও দিতে হবে না, সুতরাং দায়িত্বও নেই। উনারাই বলছেন বামফ্রন্ট সরকারের আসীন হওয়ার পর এ রাজ্যে ৪৫ থেকে ৫০ হাজার বেকারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে যিদি ঠিক ঠিক ভাবে নিয়োগনীতি অর্থাৎ সিনিয়রিটি এবং নীড বেসিসে চাকুরী দেওয়া হত তাহলে এই ৪ হাজার বেকারের বয়সী সীমা নিশ্চয়ই পার হত না। স্যার, পশ্চিম চাম্পামুড়ার অধিবাসীনী সবিতা কর্মকার, বি, এ, পাস। তার পরিবারে কেউ চাকুরী করে না। সেই তার পরিবারে প্রথম গ্রাজুয়েট। অথচ তার চাকুরী হল না কি তার অপরাধ বুঝতে পারছি না। সে কি নীতি না, শিক্ষিত না, তার পরিবারে তো কেউ চাকুরী করে না তবে সে চাকুরী পাচ্ছে না কেন? স্যার' আমি আর সময় বেশী

নেব না, এইটুকু বলেই আমার নিজের বিরোধী সদস্যদের আনীত কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করে এবং ডিমাণ্ড গুলির বিরোধীতাকরে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে সমস্ত ডিমাণ্ড উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়গণ যে সমস্ত কাটমেশান এখানে এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে উনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ এবং তার জনাই উনি এখানে বহু টাকার বরাদ্দ চেয়েছেন। স্যার, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন কাজ করাতো দুরের কথা রাজ্যের যিনি কর্নধার সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন অসুস্থ হয়ে কলকাতা চিকিৎসার জন্য গেলেন, মস্কোতে গেলেন, তাঁর চিকিৎসা কি রকম হচ্ছে, তাঁর স্বাস্থ্য কি রকম সে সম্পর্কে হেল্‌থ বুলেটিনের কোন ব্যবস্থাই তিনি করেন নি। অথচ এই ব্যবস্থা সারা ভারতবর্ষে চালু আছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামচন্দ্রকে চিকিৎসার্থে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খবর টাইম টু টাইম রাজ্য বাসীকে জানিয়ে দেওয়া হত। এটাই নিয়ম। কারণ, যিনি রাজ্যের কর্ণধার তাঁর সম্পর্কে দলমত নির্বিশেষে সবাই উদ্বিগ্ন থাকে অথচ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমরা তখন কিছুই জানতে পারিনি। এই অভিযোগে আমি উনাকে অভিযুক্ত করছি। আগামী দিনে যে কোন মন্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে এবং উনার নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বুলেটিন প্রচার করবেন কিনা আমি জানতে চাই। তারপর স্যার, এমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে মাননীয় সুধীর বাবু কয়েকটি কথা বলেছেন। আমি এখানে একটা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিচ্ছি। শ্রীদশরথ পাল, বিলোনীয়া সাবডিভিশানের মুহুরীপুর আর এফ এর বাসিন্দা দুর্ভাগ্যক্রমে উনি আমার কনস্টিটিউন্সীর লোক। ১৯৭৭ সনে রিটায়ার করেছেন শিক্ষক পদ থেকে। তার বাড়ীতে ৫টা ছেলেমেয়ে আছে, তারা সবাই শিক্ষিত কেউ স্কুল ফাইন্যাল পাস, কেউ হায়ার সেকেণ্ডারী, কেউ দ্বাদশ কেউ বা বি, এ, পাশ করেছেন মাখন লাল বি, এ, পাশ করেছেন ১৯৭৬ সনে, ভবতোষ পাল হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে, মেয়ে শোভা পাল মাধ্যমিক, ছেলে প্রিয়তোষ পাল ১২ ক্লাশ পাশ করে বসে আছে। তারা কেউ চাকরী পাচ্ছে না। তারা দিনের পর দিন দিন মন্ত্রীদের কাছে এপ্রোচ্‌ করেছেন, কিন্তু চাকরী পাচ্ছেনা। যেহেতু এটা বিরোধী সদস্য শ্যামা চরণ বাবুর কনষ্টিটিউন্সী এবং আমাকে তারা ভোটও দিয়ে থাকতে পারেন

বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা সন্দেহ করছেন, সুতরাং তাদের চাকুরী হবে না। শুধু দশরথ বাবুর পেনসনের ২০০ | ২৫০ টাকা দিয়ে এই পরিবারকে চলতে হচ্ছে। কি ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে তারা আছে, আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন।

এত অমানুষিক ব্যবহার করতে পারে এটা ভাবা যায় না। একজন শিক্ষক রিটায়ার করেছেন। তার পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া উচিত ছিল। আর বছর দুয়েক পর তার ছেলের অভারএজ হয়ে যাবে। মাননীয় পাবলিসিটি মিনিস্টার এখানে আছেন, আমরা তো এখন পর্যন্ত কেলেন্ডার পেলামনা। গতবার পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে কেলেণ্ডার দিয়ে গেছে। গতবারের কেলেণ্ডারটা বহু রঞ্জিত, আমি খুব এপ্রিসিয়েট করি। আমার ঘরে সেটা বাঁধিয়ে রেখেছি। এই কেলেণ্ডার ছাপাতে নাকি এক লক্ষ ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। একটা কেলাণ্ডারে খরচ পড়েছে ৩১ টাকা। এটাকে জনস্বার্থে খরচ হয়েছে বলা যায় কি না? এটা নাকি টেনডার কল করে ছাপানো হয় নি। এমনিতে একজনকে ডেকে, মেসার্স এস, কে, ভূষণ, একটা ভূয়া ফার্মকে দিয়ে করা হয়েছিল। পেমেন্ট নিয়ে যখন সন্দেহ দেখা দেয় তখন সেটা ভিজিলেন্সে পাঠানো হয়। এই ঘটনা ঠিক কি না? এটা নিয়ে সি, পি আই এর সঙ্গে নাকি মাননীয় মন্ত্রীর একটা টাসল চলছে। এরকম আমরা শুনছি। এরপরে আসছি চা, ত্রিপুরা রাজ্যে ৪৭টার মত চা বাগান আছে। বেশী হতে পারে বা কমও হতে পারে। ৬০০ হেক্টর জায়গায় কালটিভেশন হচ্ছে। টোটেল প্রোডাকশন ইয়ারলি ৪ মিলিয়ন কে, জি র মত। এক কে, জি, চায়ের দাম মাত্র ১০ টাকা। ১২ শো লোকের মত এমপলয়মেন্ট হচেছ। প্রোডাকশন রেট আট টাকা পার কে, জি,। সারা ভারতবর্ষে এই হারে প্রোডাকশন হয় না। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চা বাগানের মালিকদের উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন।

১৯৮৬ সালে খরা ছিল। সেই জন্য প্রোডাকশন ভাল হয় নি। ১৯৮৫ সালে চা পাতার দাম কমে যায়। গৌহাটিতে এক কে, জি, চা ১০ থেকে বার টাকা বিক্রী হয়েছে। এর পর এদের উপর সরকার বার বার অপ্রেশন করতে লাগলেন। আভ্যন্তরীণ চা বিক্রী করার জন্য সেল ট্যাক্স ছিল না। এছাড়া গৌহাটি, শিলিগুড়ি চা অকশানের জন্য পাঠালে সেখানে সেনট্রাল পাশ গেইট থাকবে, এখানে ফর্ম ১৮ র এক্সপোর্ট স্পেশাল সার্টিফিকেট পাস এর জন্য দিতে হয়। এটা বাহিরের রাজ্যে চা পাঠাতে হলে এই ফর্মে ট্যাক্স দেওয়ার কথা। কিন্তু এক্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা বললেন যে

তোমাদের এটা করতে হবে। নানা সমস্যা। ৭৫ পার্সেন্ট এগ্রিকালচারেল টেক্স দিতে হয়। চাউল, আটা, তারা কম পায়। আগে তারা এফ, সি, আই- গোডাউন থেকে চাউল পেতো। এখন স্ট্যাট গভার্ণমেন্টের গোডাউন থেকে আনতে হয়। সেইজন্য সরকার ট্রেন্সেপার্ট কস্ট যোগ করে দেন। এই পর্যান্ত সরকার ৭টা চা বাগান টেক ওভার করার আগে বাগানটাকে সিক বলে ডিক্লারেশন দিতে হবে। কিন্তু সরকার তা করছেন না।

গতবার সরকারকে রেকারিং এবং নন রেকারিং এ ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়েছে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় কোন শিল্প লাভজনক শিল্প সম্প্রসারণের নামে সেটাতে রাজনীতি ঢোকিয়ে দেওয়াটা হচ্ছে এদের লক্ষ্য। তারপরে শেষ।

এই লেসা আগে ছিল না। ১৫.৮.৮৬ থেকে হঠাৎ করে প্রতি কে, জি চাল ৬০ পয়সা তা ছাড়া কেন্দ্রীয় অ্যাকসাইজ আছে ৫২ পয়সা করা হল। তাছাড়া ৭০ পারসেন্ট চা এটা এখানে বিক্রী করতে পারবেন না,

বিক্রী করতে হবে, কলকাতা, শিলিগুড়ি প্রভৃতি জায়গায়। এখানে বিক্রী করতে পারলে কিছু লাভ হত। ট্রাকে করে মাল নিয়ে যেতে লাগে ৫ | ৬ হাজার টাকা। কাজেই সেখানে কে, জি, প্রতি দাম যদি ১০ টাকাও উঠে তাহলে, সেই টাকায়ই তাকে বিক্রী করতে হচ্ছে। এটার জন্য রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার অনেক কিছুই করতে পারতেন। গতবারের কিছু চা কিনে সরকার ১৪ টাকা কে, জি, করে বিক্রী করেছিলেন। এটা আরো করতে পারতেন। টি, বোর্ডে রাজ্য সরকারের কোন মেম্বার নেই, যারা প্রডিউসার তাদেরও কোন মেম্বার নেই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া টাস্ক ফোর্স গঠন করে কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য রিকমেণ্ড করেছিলেন, কিন্তু তা আজ পর্য্যন্ত কার্যকরী হয় নি। কয়েকটা বাগানকে ডেভলাপ করার জন্য ১৯৭৫ সালে (অবশ্যই কংগ্রেস সরকার) অ্যাকসেস ল্যাণ্ড দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে জমি তারা আজ পর্যান্ত পান নি। এর ফলে তারা বাগানের উন্নতি করতে পারছেন না, এলাকা বাড়াতে পারছেন না। সেই বাগানগুলি হলো, মাতঙ্গপুর, রানীবাড়ী, হাফলং বিক্রমপুর, সরলা, প্রভৃতি ৬টি বাগান। স্যার, আমাকে ২ মিনিট সময় দিন। আমি ত মাত্র ১০ মিনিট বললাম। এই রকম করলে কি করে হবে।

(ভয়েস'স ফ্রম ইণ্ডাষ্ট্রি মিনিস্টার :— বলতে দিন স্যার, মালিকের পক্ষ নিয়ে বলছেন)

আমি বলতে চাই, আনারস বহন করতে, কমলা বহন করতে ট্র্যান্সপোর্ট থেকে

যে রকম সাবসিডি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রেও সে রকম দেওয়া হউক। চায়ের উন্নতি করার জন্য টি বোর্ড থেকে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ত্রিপুরার চা যদিও নিম্ন মানের তথাপি এখানে ১২ হাজার শ্রমিক কাজ করে বলে বলছি, এগুলি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করুন। ত্রিপুরার ছোট ছোট চা বাগান গুলি টি আর এ এর মেম্বারশিপ পাচ্ছেন না এর ফলে অনেক কিছু থেকে তাদের বঞ্চিত হতে হয়। এই যে লেসস্ ব্যবস্থা আপনারা করতে চাইছেন, এটা আপাতত ২।৩ বছর বন্ধ রাখুন। পরে আপনারা ৭ পারসেন্ট কেন ১০ পারসেন্ট করুন। তারা এটা দিতে বাধ্য। কারণ, তারা অনিল বাবুকে ভীষণ ভয় করেন। কেন না, যে— কোন সময় নয়ত বাগানটিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। কাজেই এটা আপাতত বন্ধ রাখার আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রীবিমল সিনহা।

শ্রীবিমল সিনহা :— অনারেবল স্পীকার স্যার আজকে এই বজেটের ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণবাবু একটা বিশেষ শিল্প সম্পর্কে খুব একটা বিভ্রান্তকর পরিবেশ সৃষ্টি করছেন। এটা পরিস্কার হওয়া দরকার রাজ্যের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে। এটা পরিস্কার করার জন্য আমি ২।১ টি কথা বলছি। এত বছর তারা টি, ইউ, জে, এস, টা শিল্প সম্পর্কে কোথাও কোন কথা বলেন নি। কোন পত্র পত্রিকাতেও এমন কি তাঁদের “চিনিকক” পত্রিকায়ও কোন স্টেটমেণ্ট নেই। এমন কি এই বিধানসভায় বিভিন্ন দিন বহু আলোচনা হয়েছে চা নিয়ে সেখানেও তাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নি। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে নতুন নতুন চা বাগানে উপজাতি শ্রমিকরা অংশ গ্রহন করেছে তাদের নিয়েও অন্যান্যদের কথা না হলেও তাদের অবস্থা নিয়েও কথা বলেন নি। আমরা আশা করেছিলাম, তিনি একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসাবে এখানে বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু তা না করে, তিনি মালিকদের পক্ষ নিয়ে এইখানে যে ভাবে উকালতি করেছেন। তা ভাবতে আশ্চার্য লাগে। এখানে মালিকদের একটা অফিস আছে। টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার সরকার বাবু, তাঁকে যে ব্রীফ তৈরী করে দিয়েছেন তাই তিনি বলেছেন। শ্রমিকদের পক্ষে একটি কথাও বললেন না। আমার কথা ছেড়ে দিলাম, শ্যামাচরণবাবু নিজেই বলুন, ভুল করেও শ্রমিকদের অবস্থা এবং পরিবেশ সম্পর্কে একটি কথাও বলেছেন? তিনি বললেন, লেস্ নাকি নতুন শব্দ। কিন্তু তা

নয়। এই দেশের সহজ বাংলা হচ্ছে, পথকর। এটা কোন কংগ্রেস আমলের নয় মহারাজার আমলের। গেইট পাশ এটাও মহারাজার আমলে তৈরী হয়েছে। এবং সেই পথ করটাকে আপনারা যাকে সমর্থন করেন সেই রাজীব গান্ধী আজকে সমর্থন করেছেন। সেই রাজীব গান্ধী এটাকে বাড়িয়ে ৪১ থেকে ৫২ করেছেন। এইবার বাড়িয়ে ৬৭ পয়সা করেছেন। স্যার, তার বাবস্থা যদিও মালিকদের কাঁধেই পড়ার কথা, কিন্তু মালিকরা শ্রমিকের কাঁধে চাপিযে দিচ্ছেন। মাননীয় শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন, বামফ্রন্ট সরকার চা বাগানগুলির সর্বনাশ করেছে। খুব ভাল কথা। আমি তাঁকে অনুরোধ করতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাইভেট চা বাগানগুলি দেখে আসুন। আমাদের সঙ্গে চলুন, আমরা নিয়ে যাব। দেখবেন, এক একটা করে ত্রিপুরা রাজ্যে ৪৭টা বাগানকে জীবন্ত শশ্মাণে পরিণত করেছে কারা? আপনি বলেছেন, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ৭টা বাগানকে উদ্ধার করে নিয়ে নিয়েছে। হতে পারে। কিন্তু সরকার যদি না নিত, তাহলে কে নিত? ভাঙ্গা গাড়ী কেহ নিতে চায়না। কাঁচা কাঁঠাল কেহ কিনে না যদি না পাকে এই ভয়ে। ঠিক তেমনি এই বাগানগুলি কেহ নিত না। আমি আগেও বলেছি, ফটিকরায় চা বাগানের নিরুপম চৌধুরী বাগান দেখিয়ে ৬৮ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছে যার বাগানের মূল্য হবে, ১০ | ১২ লাখ টাকা। এই টাকা নিয়ে তিনি পশ্চিম বাংলায় ফুলবাড়ী চা বাগান কিনেছেন, সেলিমপুর চা বাগান করেছেন, ভাগ্য লক্ষ্মী কটন মিল করেছেন, অ্যাডভান্স কোম্পানীর নামে আর একটি কোম্পানী করেছেন তিনি এই ৬৮ লাখ টাকার পরিবর্তে ১ টাকা পেয়েই মুক্ত হতে চান। তিনি পাগল সেজেছেন। পাগল নন। পাগল সেজেছেন। এইভাবে আজকে ত্রিপুরার সমস্ত ইন্ডাষ্ট্রি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আজকে সেই শশ্মানের মধ্যে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকার নূতন করে একেবারে এনিমিয়া রোগীকে কোরামিন ইনজেকশন দিয়ে রক্ষা করার মত বাগান সাজাচ্ছেন। সুজলা সুফলা, শস্য শ্যামলার মত বাগানগুলির সুন্দর হয়ে গেছে বামফ্রন্ট সরকার আজকে নূতন করে শিল্প চালু করেছেন। কর্পোরেশন তৈরী করেছেন গভর্ণমেন্ট। আজকে কমলাসাগর চা বাগান নূতন হয়েছে। যেখানে উদ্বাস্তু বসানোর কাজ সুখময় বাবু, শচীন বাবু করেছিলেন। সেখানে উদ্বাস্তুরাও যেতে চায় নি, থাকতে চায় নি, সেখানে আজকে এই বাগান দেখার মত। ঐ ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যারা চায়ের লাইনের লোক তারা আজকে কমলাসাগর চা বাগান, দুর্গাবাড়ী চা বাগান দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন। একটি চা বাগান কো-অপারেটিভ দ্বারা এবং অন্যটি সরকারী পরিচালনায় চলছে।

সেই ১৯০৫ সাল থেকেই ত্রিপুরায় চা বাগান সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯০৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত হিসাব করলে দেখা যাবে, একটি বাগানেও ট্রাইবেল লেবার কোন মালিক নিয়োগ করেননি। আপনি তো সেই সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না। ১২ হাজার লোক এ্যামপ্লয়মেণ্ট হয়েছে বলছেন কিন্তু ১২ জন কি ট্রাইবেল আছেন? নেই। এটা জানা থাকা উচিৎ, বাগান অ্যাক্সটেনশন করার নাম করে ট্রাইবেলদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। বহু বাগান থেকে এ ভাবে ট্রাইবেলরা বিতারিত হয়েছেন।

তারপর আপনি বলেছেন ত্রিপুরার প্রডাকশান হেকটার প্রতি মাত্র ৮০০ কে জি হেকটার প্রতি ৮০০ কে, জি, তো বিরাট ব্যাপার। সমস্ত ভারতবর্ষের ম্যাপ যদি হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাবে ত্রিপুরা সর্ব নিম্নে। আপনি যে কোন চা বাগানে যান, প্রাইভেট মালিকদের বাগানে যান, হেকটার প্রতি ১২টা চা গাছ পাবেন কিনা সন্দেহ। চা গাছে কোন রকম ফার্টিলাইজার দেওয়া হয়না ঔষধ দেওয়া হয় না। কেবল মাত্র শ্রমিকদের ভিজা কাপড় নিংরাবার মত নিংরে নিংরে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের পক্ষে আপনি ওকালতি করতে এসেছেন? এবং বলছেন ৮০০ কে, জি, প্রডাকশান পার হেকটরে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই আছে একর প্রতি সাড়ে চার হাজার কে, জি.। আপনার পাশেই আছে দুর্গাবাড়ীতে। আজ'ক মালিকান নিয়ে ঝগড়া। বড় ভাই বিক্রি করলে, ছোটভাই আবার বিক্রি করে. শালা মাঝখান এসে বলে আমিও এক অংশীদার সেখানে শ্রমিকদের অবস্থা করুন। এই অবস্থার মধ্যেই বামফ্রণ্ট সরকার গেছে। আপনার কোন দোষ নেই। আপনার মহাপ্রভু— প্রিয় রঞ্জন দাসমুন্সী, তিনি ইলেকশান ক্যাম্পাস করতে আসলে আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম যে বিমান ঘাঁটি থেকে নেমে তিনি ইলেকশানের বক্তৃতা করাতে যাবেন, কিন্তু সেখানে যাননি। প্রথমে গিয়েছেন মালিকদের অফিসে, জনৈক সরকার মহোদয়ের কাছে। কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থে দেখা করলেন না, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির স্বার্থে দেখা করলেন না। কারণ, অনেক ডান হাত— বামহাতের ব্যাপার আছে। তারা ইলেকশান ফাণ্ডে কিছু টাকা দেয়। আজকে আই, এন, টি, ইউ, সি কে দিয়ে কাজ হয় না, টি, ইউ, এস কে কিছু দিতে হবে যদি তাদেরকে নিয়ে কিছু কাজ হয়। আই, এন টি, ইউ, সি লাঙ্গল টানতে পারে না, কাজেই লাঙ্গল টানার লোক বদলাতে হবে। এই হচ্ছে অবস্থা। স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের চা শিলিগুড়িতে অকশান হয়, গৌহাটিতে অকশান হয়। কিন্তু তার জন্য তো কেউ কম্পালশান করে

দেয় নি। তারা বাজারটাকে কৃত্রিম ভাবে দাম বাড়াবার জন্য এখান থেকে চা ওখানে নিয়ে যায়। ওরাই কেনে, ওরাই বিক্রি করে। যারা কেনে তারাই যদি বিক্রি করে তাহলে প্রফিটটা কি পরিমান হতে পারে একটু আন্দাজ করুন। ব্রেকবণ্ড লিফটন ইত্যাদি পরিবার গুলির যারা আপনারা সেবাদাস, ওদের স্বার্থেই ওরা কিনছে। ছোট ছোট পুঁটি মাছ গুলি মরবে এতে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের চা সেখানে যায় এবং ১৩ টাকা করে বিক্রি হয় এটা ঠিক। কিন্তু ১৩ টাকা করে কিনছে কে ? তাদেরই একজন কিনছে। নিজেরাই কিনে নিজেরাই বিক্রি করে। আবার আউণ্ড কারখানায় গেলে দেখা যায় স্যাশল বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা আয় করছে ত্রিপুরা রাজ্যের চা শিল্পকে সর্বনাশ করার জন্য যদি কেউ দায়ী হয় তাহলে এরা হচ্ছে বাগানের মালিক গুলি এবং কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট। আজকে যদি এই শিল্পটাকে আরও ধ্বংসের পথে ঠেলে নেওয়ার জন্য টি, ইউ, জে, এস, উদ্যোগী হন তাহলে আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের জনগন তাহাতে দেবেন না। ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট সরকার একদিকে নুতন চা বাগান তৈরী করছেন, অপরদিকে কো-অপারেটিভ সেক্টারের মাধ্যমে চা এবং কফির শিল্পে নুতন করে সূর্যোদয় ঘটাচ্ছেন। সুতরাং আজকে চায়ের খাতে যদি কিছু টাকা রাখা হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব এই টাকাটা কম হয়েছে। বামফ্রণ্ট সরকারের উচিত ছিল আরও বেশী করে টাকা স্যাংশান করা ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে চায়ের ক্ষেত্রে মাত্র ২ পার্সেণ্ট দখল করেছে আর বাকীটা করেছে ব্রাজিল এবং কম্বোডিয়া। কর্নাটকের পরে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যে নুতন করে চা ও কফি উৎপাদনে হাত দিয়েছে, রাবার উৎপাদনে হাত দিয়েছে। সুতরাং প্লান্টেশান ইণ্ডাষ্ট্রি, এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য আরও বেশী করে টাকা বরাদ্দ করা উচিৎ ছিল। তবে যেটুকু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে চা কফি শিল্পে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ নুতন করে গড়ে উঠবে। তাই এটাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে সমস্ত ডিমাণ্ড উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলিকে আমি বিরোধীতা করছি এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা যে সমস্ত কাটমোশান গুলি এনেছেন সেগুলিকে আমি সমর্থন করছি। আমি ডিমাণ্ড নং ২১, ২৪, ৩২, ৩৬, ৪৩ এর বিরুদ্ধে কাট মোশান এনেছি,

সেগুলির সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি প্রথমে ডিমাণ্ড নং ৪৩ সম্পর্কে বলছি। সেখানে আমি আমার কাটমোশানে বলেছি— ডিসএপ্রোভাল অব গভার্নমেন্ট পলিসি অন এনফোর্সমেন্ট অব লেবার ল। 'ল' এনফোর্সমেন্টের যে প্রশ্নটা, আমি জানিনা রাজ্য সরকারের দুর্বলতা কোথায়। যদিও বর্তমানে লেবার 'ল' কে এনফোর্স করার জন্য পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছে। তার জন্য আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এগ্রি লেবার এ্যাকট ত্রিপুরা রাজ্যে ইনট্রোডিউস করা হয়েছে। মাদ্রাজে এই আইন চালু করার চেষ্টা করা হয়েছিল একটি জেলায়, কিন্তু পারে নি। তারপর কেরালাতে চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পারে নি. গুজরাটেও চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু সেখানেও পারেনি। পরবর্তী কালে ত্রিপুরা রাজ্যে এই আইনটা পাস করা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই আইনটা ইম্প্লিমেন্ট হয়নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। নিশ্চয়ই এই সরকারের কোথাও দুর্বলতা আছে। লেবারদের সম্পর্কে ওরা দরদ দিয়ে কথা বললেও প্রকৃত পক্ষে তাদের জন্য উনারা কতখানি করেছেন সে সম্পর্কে আমাদের সংসয় আছে দৃষ্টান্তস্বরূপ বামফ্রন্ট দলের লেবারদের নমুনাটা আমি বলছি সোনামুড়ায় মজুদুরদের নিয়ে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে একটা ইটভাটা করা হয়েছে। সেখানে অমূল্য দাস। তিনি একজন এমপলয়ী, নানটু দাস তিনি একজন এমপলয়ী। ওরা কো-অপারেটিভের সদস্য। ফলাফলটা কি? ২.৬৫ লক্ষ টাকা ঋন তারা সরকার থেকে নিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে ৪ হাজার টাকায় ইটভাটাটি অকশান হয়েছে। যে লোকটার কাছ থেকে জায়গা নেওয়া হয়েছে সে লোকটা আজ পর্যন্তও তার জায়গায় দাম পায় নি। প্রসঙ্গত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি— মুহুরীপুরে শ্রমিকদের নিয়ে একটা ইটভাটা করা হয়েছে নাম দেওয়া হয়েছে লেনিন ইটভাটা। স্যার, দুঃখ করছি এই কারনে, একজন মহান ব্যাক্তির নামে ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম একটা ইটভাটা হলো তার সম্মানার্থেও তো আমাদের কিছু চিন্তা করতে হয় এই মহামানবটিকে উর্দ্ধে রেখে আজকে সেখানে কি আছে জানেন স্যার? ডেপুটি স্পীকার মহোদয় কিছুক্ষণ আগে বললেন যে চা বাগানে শ্মাশান জ্বলছে, কিন্তু সেখানে শ্মশান আছে কিন্তু আগুন নেই, আছে ছাই ও ইটের ভগ্নস্তুপ। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের লেবারদের বৈশিষ্ট।

মিঃ স্পীকার স্যার, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি এই হাউসের মধ্যে আলোচিত হয়েছে যদি কোন সরকারী কর্মচারী চাকুরী করা অবস্থায় যদি তার মৃত্যু ঘটে স্বাভাবিক হোক,

অস্বাভাবিক হোক তার পরিবার বর্গের জন্য সরকার চিন্তা করবেন, একটা ব্যবস্থা করবেন অথবা যে কোন চাকুরী তার যোগ্যতা অনুযায়ী দেওয়া হবে। আমি আপনাকে বলেছি মতি নগর জুনিয়ার বেসিক স্কুলে হেড মাষ্টার মহাশয় উনি ২৮শে অকটোবর, ১৯৮৬ সালে ষ্ট্রোক হয়ে মারা গেছেন, তার পরিবারের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা রাস্তায় ঘুরছে তার স্ত্রী রাস্তায় ঘুরছে কিন্তু এখন পর্যন্তও কিছু হয় নি। মিঃ স্পীকার স্যার আর একটা কথা রেবতী বাবু একজন শিক্ষক জুনিয়ার বেসিক মডেল স্কুলের একজন শিক্ষক হেড মাষ্টার মহাশয় উনি রিটায়ার করেছেন, উনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত একজন শিক্ষক, সকলেই চেনেন উনাকে বিশেষ করে উনি প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, উনার পরিবারের একটা ছেলেরও চাকুরী হলো না আজ পর্যন্ত, এই কি এমপ্লয়-মেন্টের চেহারা ? মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটা কথা বলছি প্রসঙ্গক্রমে আজকে ত্রিপুরার অর্থনীতি বার বার বলেছি, বটেনারী, এনিম্যাল হাজবেনড্রি, পলট্রি, ফিসারী, ডাকারি অপরিহার্য্য ত্রিপুরার গ্রামীন অর্থনীতি বিকাশের জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এত বার বার বলা সত্বেও বুঝিনা এটার কি গুরুত্ব, কিছু দিন আগে তো আলাপ হয়েছে এই সভার মধ্যে শুকরের মড়ক, গরু বাছুরের এপিডেমিক চতুর্দিকে এই তো হচ্ছে স্যার। এ ছাড়া অবাক হওয়ার কথা আমার বগাফা ব্লকে ৫ লাখের উপরে পলট্রির টাকা খরচ করা হয় নি, একটা লোককেও টাকা দেওয়া হয় নি, এই কি ব্যাপার, আমি বুঝি না। যদি দপ্তরের অভিজ্ঞতা না থাকে কিংবা মন্ত্রীদের সংকোচ করার তো কারন নেই ভারত বর্ষের অন্য প্রদেশে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য উনি যেতে পারেন যেমন হরিয়ানা, পাঞ্জাব যেখানে এই সব ব্যাপারে সামগ্রিক ভাবে কাজ কর্ম হয় যেমন এই যে, তৈরী হয় মাখন, ঘি সমগ্র ভারতবর্ষের আমরা দেখি বিভিন্ন জায়গাতে ঐ আইতরমাতে আছে, সাবধানে ওদেশে ওরা কি করে পায় ওরা যদি পাবে আমার ত্রিপুরায় কেন হবে না তার জন্য প্রয়োজন বোধে মন্ত্রী মহাশয়রা তো গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জনা যেতে পারেন তার ফলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক উন্নতি হতে পারে এই কারনে এই সকল পলিসির বিরোধীতা করে আমার ছাটাই প্রস্তাব এনেছি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ — মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায়।

শ্রীরসিক লাল রায় ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার আজকে একটা কাট মোশান আছে ডিমাণ্ড নং ৩৬, মেজর হেড ২৪০৩ | এটা এনিম্যাল হাজবেনড্রি আমি কাট মোশান এনেছি এই কারনে এই দপ্তর গত ১৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী তথ্য

দিয়েছেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তথা দুটি ডিষ্ট্রিকের হিসাব দিয়েছেন যে শূকর এবং গরু চিকিৎসার অভাবে মরে নাই। হাজার হাজার শূকর, গরু মারা গেছে কিন্তু দপ্তরে প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং প্রয়োজনীয় ষ্টাফের অভাব নেই তা উনি বলেছেন, আবার পশ্চিম ত্রিপুরার হিসাব মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দেন নি। আমি স্মরন করিয়ে দিয়েছিলাম যে পশ্চিম ত্রিপুরা সোনামুড়া রবীন্দ্র নগর তথা বিভিন্ন স্থানে প্রচুর গরু মারা গেছে যেমন ফেব্রুয়ারীর লাষ্ট সপ্তাহ ৭ দিনে একটা গাঁও সভায় ৮টা গরু মারা গেছে ডাক্তার বলছেন আমাদের কাছে ঔষধের সর্ট আমরা সে জন্য চিকিৎসা করতে পারি না, আমি সে কথা ছেড়ে দিলাম বগাফা ব্লকে সেখানে গত বি. ডি, সি মিটিং-এ বলা হয়েছে যে এখানকার শত শত শূকর মারা গেছে ডাক্তার বলেছেন। বি, ডি, সিতে ডাক্তারকে চার্জ করা হয়েছে। দপ্তরের যিনি আছেন উনি পরিষ্কার বলেছেন আমার কাছে ষ্টাফ নেই, প্রয়োজনীয় ঔষধ নেই আমি সে জন্য পারি না, কিন্তু আমার দপ্তর বলছে ঔষধের কোন অভাব হয় না এবং আমি যে পশ্চিম ত্রিপুরার ঔষধ দিয়েছি আমি জানি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ভাবছেন যে বিরোধী পার্টির তরফ থেকে কোন তথ্য আসলে অস্বীকার করতে হবে তাই অস্বীকার করছেন। আমাকে বলে দিলেন এটা মিথ্যা কথা কিন্তু এই আশ্বাসটুকু মাননীয় মন্ত্রী দেন নি যে মাননীয় সদস্য এটা যখন বলেছেন আমি তদন্ত করে দেখবো। ডাইরেকট বলে দিলেন. এটা মিথ্যা কথা কিন্তু তদন্তের আশ্বাস দেন নি। এই ভাবে এই দপ্তরের মধ্যে যে ৫ কোটি টাকার উপরে চেয়েছেন টাকা তো কাজে লাগাতে হবে। জনসাধারনের থেকে যে তথ্য আসবে সেই অনুসারে আমাদের ভারপ্রাপ্ত যে মন্ত্রী থাকবেন উনি সেখানে ডাইভ দেবেন, ব্যবস্থা গ্রহন করবেন, এই তো নিয়ম কিন্তু ওদের কাছে কোন নিয়ম নেই। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা কম দেয় এটা চিৎকার করতে পারলেই কংগ্রেস জিন্দাবাদ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের পাবলিকের কথা বাদই দিলাম, পাবলিকের গরু আর শূকরের চিকিৎসা করতে হবে না এই হচ্ছে আমাদের দপ্তর। এবার আসছে এই সরকারের নিজস্ব হাঁসের ফার্মে ডেকারী, সেটা হচ্ছে হাসগুলি দিনের পর দিন মারা যাচ্ছে ঔষধের অভাবে সেখানে কিন্তু আমাদের মন্ত্রী বলেছেন ঔষধের অভাব নেই, সত্যি কথা যদি ঔষধের অভাবই আছে বলেন তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক মতো ধরে দেবেন যে টাকা এনেছেন ঔষধ নেই কেন? এই ভয়ে উনারা বলছেন ঔষধের অভাব

নেই কিন্তু টাকাগুলি তো ঔষধ কিনার জন্য ঔষধ আনার জন্য, দেওয়ার জন্য কিন্তু যেখানে বলছেন যে, এখানে একটা হেড অফিস আছে, সব কিছু আছে, কিন্তু আমাদের বক্তব্য তো আপনাদের শুনতে হবে, অফিস করুন, আপনাদের ষ্টাফ আছে কি না ?

(রেড লাইট)

আমি বলছি রবীন্দ্রনগর গাঁও সভার কথা, উনি বলছেন সোনামুড়ায় হেড অফিস আছে, কোথায় সোনামুড়া হেড অফিস আর কোথায় রবীন্দ্র নগর সোনাপুর ? এতএব এই ধরনের বিভ্রান্তিকর যে উত্তর আমরা পেয়ে থাকি তার জন্য হাসপাতালগুলিতে যে অর্থ ব্যয় করা হবে এটা সঠিক ভাবে জনসাধারনের পশু চিকিৎসার জন্য ব্যয় হচ্ছে না তার জন্যই আমি কাট মোশান এনেছি। আমাদের লেবার ডিপার্টমেন্টে কাট মোশান মাননীয় সদস্য এনেছেন। এখানে আমি বলতে চাই যে লেবার সেই মজুর, হ্যাঁ, সত্যি কথা ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে মজদুরের নামে একটা ইট ভাটা করেছিলেন মেলাঘরে তার জন্য আমরা বার বার বলেছি এই ইট ভাট্টার হিসাব নিকাশটা নিন, অডিট করুন, যাদের হাতে এই টাকা অর্পন করা হয়েছে সেই মাঠে এখন আর তারা নেই, সেটা বোধ হয় ১৯৮২-৮৩ সাল হবে স্যার ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা নিয়ে কিছু মাটি কেটে পরের জায়গার মধ্যে ভাড়া দেবে বলে সেখানে কয়েক হাজার টাকার কাজ করে সমস্ত টাকা মেরে দিয়ে চলে গেলেন। আমরা হিসাবের কথা বলছি, উনারা নেবেন না।

ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০০ ট্যাক্সি আছে মিঃ স্পীকার স্যার এবং মাননীয় মন্ত্রী বা বামফ্রন্ট সরকার উনাদের পক্ষীয় যে টেম্পো গাড়ীর পেট্রোলের দাম বেড়েছিল সেই ট্যাক্স মুকুব করে দিলেন। আর ট্যাক্সিগাড়ীর শ্রমিক যারা তাদের পেট্রোলের দাম বাড়া সত্ত্বেও তাদের ট্যাক্স মুকুব করা হলনা। তারাও ত অর্থাৎ ট্যাকসি যারা চালায় তারাও শ্রমিক। কিন্তু তাদের ট্যাক্স মুকুবকরা হলনা। কারন তারা আই, এন টি ইউ সির পক্ষে। আমি এই কারনে সমস্ত কাটমোশানগুলিকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি এবং বামফ্রন্টের আনীত যে ব্যয় বরাদ্দ সমস্তগুলিকে আমি বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ৭টি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত

মন্ত্রীরা ১২টি দাবীর মাধ্যমে প্রায় ৩৬ কোটি টাকার উপর ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে এই সভায় অনুমতি চেয়েছেন আমি সেই ব্যয় বরাদ্দের দাবীকে সমর্থন করি। প্রসঙ্গত এই ব্যয় বরাদ্দকে বিরোধীতা করে ২০টা ছাঁটাই প্রস্তাবের মাধ্যমে বিরোধীরা যে এই সভায় আজকে অনেকে অনেক কথাই বলার চেষ্টা করেছেন। এখানে বিভিন্ন সদস্য ছাঁটাই প্রস্তাবের মাধ্যমে নিয়োগ নীতি, সরকারী নীতিকে বিরোধীতা করেছেন। তাঁরা এই সরকারের শ্রমনীতিকে বিরোধীতা করেছেন, তারা বিভিন্নভাবে ছাঁটাই প্রস্তাবের মাধ্যমে এই সরকারের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি বিরোধীতা করেছেন। কেন তারা বিরোধীতা করেছেন? আমরা দেখি যে নিয়োগ নীতির তারা বিরোধীতা করেন, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যে জাতীয় নিয়োগ নীতি হয়েছে সেটা কি? সেটা হল সরকারী এবং আধা সরকারী দপ্তরগুলিকে নিয়োগ নীতি বন্ধ। এই হল জাতীয় নীতি। সেই নীতির সমর্থন-করা আমাদের রাজ্যে এই নিয়োগ নীতির বিরোধী, নিয়োগের বিরোধী যে নীতি জাতীয় স্তরে আছে তাকে মোকাবিলা করে আজকে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ঘোষনা করা হয়েছে তাকি তাদের অজানা? তারা জানেন। এই রাজ্যে তার সরকারী, সরকারী দপ্তরগুলিতে, শিল্প দপ্তরের বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ করার একটা সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। এই নীতির সুফল গ্রামাঞ্চলে যারা রয়েছে দলমত নির্বিশেষে সেখানে যাচ্ছে নীতির মধ্য দিয়ে। কোথায় কোন পরিবারের মধ্যে ৭জন বেকার রয়েছে, এখনও চাকুরী গিয়ে পৌঁছায়নি সেটাকে বিরাট করে বিধানসভার মধ্যে দেখিয়ে গোটা নিয়োগ নীতিকে বাতিল করে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তাকে কোন অবস্থায় মেনে নেওয়া যায়না। ডাই ইন হারনেসের মাধ্যমে চাকুরী হয় বামফ্রন্টের আমলে। সেখানে ৫-১২-৭৭-এক মারা গিয়েছিল তার পরিবারের চাকুরী দেওয়া হয়নি। কারণ কি? তিনি সি, ইউ, জে, এসকে ভোট দেন এই কথা বলেন। মাননীয় সদস্যদের জানা উচিত ডাই ইন হারনেসের নীতি ৫-১২-৮৭তে চালু হয়নি। ৭৮ সনে জানুয়ারী মাসে তখন বামফ্রন্ট সরকার প্রথম আসে তারপর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তারপর থেকে যতটা এমন ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেখানে চাকুরী দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এবং যদি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কোন ব্যবস্থা না থাকে অন্য দপ্তরে ক্রিয়েট করে দেওয়া হয়েছে। তাকেও আবার তাদের যে আনন্দবাজার পত্রিকায় বড় করে হেডিং দিয়ে লেখা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে এত হাজার চাকুরী ক্যাডারদের দেওয়া হয়েছে। পুলিশ দপ্তরে একজন কনস্টেবল মারা গেছে, তার

বিধবা স্ত্রীকে ত আর পুলিশ করা যায়না। তাকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সেক্রেটারিয়েটে দেওয়া হয়েছে বা অন্য জায়গায় দেওয়া হয়েছে। আজকে সেখানে তারা তার বিরোধীতা করছে। আমরা দেখছি যে আমার রাজ্য সরকারের যে কর্মসূচী যেখানে সম্প্রসারন করেছেন যারা অর্থনীতির দিক দিয়ে দুর্বলতর রয়েছেন তাদের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা আছে। আমরা দেখেছি মৎ শিল্পী লৌহ শিল্পী. কাষ্ঠ শিল্পী, বা গ্রামীন কারীগরি শিল্প তাদের জন্য যে কর্মসুচী আমরা দেখেছি, ১ হাজার টাকার মধ্যে সেই ৭৫ শতাংশ ভর্তুকীতে রেয়ে তাদের টুলস অ্যাণ্ড ইকুইপামেণ্ট দিয়ে দেখা হয় এ, ডি পির মধ্যে আমরা দেখেছি এই সমস্ত কর্মসুচী যখন এই অংশের মানুষের জন্য ট্রাইবেলদের মধ্যে যারা আছেন তাদের জন্য সম্প্রসারিত করা হচ্ছে, যখন তাদের স্ব-নির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ শতাংশ ভর্তুকীতে এই কর্মসুচী সামনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন তারা তার বিরোধীতা করছে। আবার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির সমাবেশের মাধ্যমে ট্রেজারী বেঞ্চে বসার সৌভাগ্য-এর কথা যখন চিন্তা করছেন তখন তারা এইসকল কর্ম-সুচীকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। আমরা দেখছি শ্রম আইন প্রয়োগ এ নাকি অনীহা বামফ্রন্টের মাননীয় মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন। কোথায় কেরালা ইত্যাদি এইসব বক্তব্য রেখেছেন। ত্রিপুরা দ্বিতীয় রাজ্য সেখানে ক্ষেত মজুরের জন্য একটা আইন আনা হয়েছে। কেরালাতে সেটা ছিল। কংগ্রেসের অন্য কোন রাজ্যে আসছেনা কেন?

মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় সদস্যদের বিহারে কেন আসছেন? বিহারে ত ক্ষেত মজুরেরা প্রতিদিন ন্যুনতম মজুরীর দাবীতে পশু পাখীর মত মারা যাচ্ছে। সেই জোতদারের প্রাইভেট আরমির দ্বারা তারা মারা যাচ্ছে। সেখানে ক্ষেত মজুরদের পক্ষে যাচ্ছেনা কেন? রাজ্য আইন এসেছে, তার রুলস এবং ইমপ্লিমেণ্টেশান অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রাজ্যে প্রয়োগ করতে হবে। এই রাজ্যে জোতদার নেই, বড় কৃষক নেই। এখানে যে আইন প্রয়োগ করতে হবে যেটা ছোট কৃষক, মাঝারী কৃষক, তার স্বার্থ যাতে বিপন্ন না হয় তার জন্য অতি সতর্কতার সঙ্গে আইন প্রয়োগ করতে হবে। উনারা ত ক্ষেত মজুরদের দরদী, কিন্তু মুনির রোজ যখন ২২ টাকা তখন বাড়ীতে বলেন যে এটা হল বামফ্রন্টের কুকীর্ত্তি। বিধানসভায় এবং বাইরে যে বামফ্রন্টের যে কুৎসা করে এবং প্রগতিশীল সাজবার যে চেষ্টা করা হয় বিধানসভার মধ্যে তার মুখোস খুলে পড়ে। ছাটাই প্রস্তাবের মাধ্যমে

তারা ডেয়ারী ডেভালাপমেন্টের বিরোধীতী করেছেন। এক সদস্য বলেছেন হরিয়ানায় গিয়ে মন্ত্রীকে শিখে আসতে বলেছে কি করে দুধ থেকে মাখন তোলা যায়। এখানে ডেয়ারী ডেভালাপমেন্ট অপারেশন ফ্লাড যে প্রোগ্রাম আছে তার মাধ্যমে যে গবাদি পশু পালন করা কঠিন। টিলার উপরে পালন করা, সমতল নয়, গোচারন ক্ষেত্র নয়. সেই টিলার উপরে এদেরকে হাইব্রিডিং যে জার্সি গরু আছে তাকে পালন করা যায়না। হারা দুগ্ধ উৎপাদক তাদের এম, পি, সি, এসের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করা এই শহরের মধ্যে যেখানে কোপারেটিভ ইউনিয়নের মিল্ক ইউনিয়নের মাধ্যমে যে দুধ দেওয়ার চেষ্টা করছে সেই কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তাকে বিরোধীতা করে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে কি করে অপারেশন ফ্লাড করতে হয় অন্য রাজ্যে গিয়ে সেটা দেখে আসতে। এই সমস্ত স্ববিরোধীতা মানা যায়না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধীদের যে ২৫টা কাটমোশান সেগুলিকে সম্পূর্ন বিরোধীতা করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন তাকে সম্পূর্ন সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে আমার যে কাট-মোশান ডিমাণ্ড নং ৩২, মেজর হেড ২৮৫১, এতে ৬ কোটি ৫৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টের উপর এবং আমাদের মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ যে কাটমোশানগুলি এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমি কয়েকটা বক্তব্য রাখছি। মাননীয় চায়ারম্যান স্যার মাননীয়, শিল্প মন্ত্রী এই বিধানসভায় বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্ট-মেন্ট যথেষ্ট উন্নত হয়েছে আমি বলতে চাই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গ্রামে গিয়ে একটু খোঁজ নিন যে গ্রামের অবস্থাটা কি, আজকে ত্রিপুরায় যারা তাঁতী কাপড় বুনছেন, যার মাধ্যমে ত্রিপুরায় একটা বিরাট আয় হচ্ছে. সেই তাঁতীরা যে কাপড় তৈরী করেন তাতে তাদের দৈনিক হাজিরা হয় ৭ থেকে ৮ টাকা, অথচ তাদের পরিবারে ৭ থেকে আট জন লোক থাকে। তার মধ্যেও আবার এই কাপড়গুলি এনে বাকীতে বিক্রি করতে হয়, তার প্রায় ১৫ দিন পর এই টাকা তাও কিছু পায় কিছু বাকী থাকে, এই ভাবে টাকার জন্যও তাদেরকে বার বার হয়রানি করানো হচ্ছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে আমাকে বলতে হচ্ছে, যে আমরা দেখছি যে আমাদের সোনাতলা গ্রামে

১৯৬২ইং মনিপুরী সিপন সমবায় সমিতি নামে একটা সমিতি ছিল, সেই সমিতিকে কাপড় বুনে আগরতলাতে আনতে হয়, কিন্তু সেই কাপড়গুলি রাখেন নি এবং বলেন যে কাপড়গুলি ভাল হয়নি, অথচ ১৯৭৮ইং তারিখে সেখানে আর একটা সমিতি গঠিত হয়েছে, সেই সমিতির মাধ্যমে যদি সেই কাপড়গুলিই আসে তাহলে তা বিক্রি হয়ে যায়। আগের দিন যে কাপড়গুলি গোলবাজারে এনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে সে গুলি পরের দিন যখন অন্য সমিতির মাধ্যমে এল তখন আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হল না। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, বামফ্রন্ট তার নিজস্ব সমিতিগুলির উপর কিছু কিছু সুনজর রাখেন. এই জন্যই আমরা অনেক সময় বলি যে ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টে কিছু হচ্ছে না, কিছু করতে হলে অতন্ত তাদের হাতটা ছুঁয়ে যেতে হয়। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আমি শুনলাম আমাদের মন্ত্রী বলেছেন যে এখানে না কি একটা মোমের ইণ্ডাষ্ট্রি আছে শিল্প মন্ত্রী বলেন পারবেন কি যে ইণ্ডাষ্ট্রি কোথায় আছে ? মোহনপুরে আছে না কি গোলবাজারে আছে ? আমরা যেটা জানি সেটা হল ইণ্ডাষ্ট্রির নামে সি পি এম পার্টির একজন লোক কয়েক লক্ষ টাকা নিয়েছেন মোহনপুরে ইণ্ডাষ্ট্রি হবে বলে, কিন্তু তথা নিয়ে দেখলাম সেটা গোলবাজারে করেছেন, আসলে কোথাও কোন ইণ্ডাষ্ট্রি করা হয় নি এই হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রির চেহারা। আমি আরও একটা দপ্তর সম্পর্কে একটু বলতে চাই সেটা হল পশুদপ্তর। স্যার, আমাদের মোহনপুর সদর উত্তরাঞ্চলে ল্যাণ্ড লেস কলোনী গুলিতে আই, আর. ডি. পি. স্কীমে যাদের শুকর দেওয়া হয়েছিল সেইগুলির একটাও এখন পর্যান্ত বেঁচে নেই। জনসাধারণ সব সময় হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কিন্তু সেখানে ডাক্তার পাননি। আমাদের মোহনপুরেও হাসপাতাল আছে, কিন্তু ডাক্তারবাবুরা আগরতলা চলে যান. মাত্র দুই ঘণ্টা সময় থাকেন বিকাল বেলাতো যানই না, অবশ্য তাদের আবার যোগাযোগটাও নিজস্ব দপ্তরের সঙ্গে রাখতে হয় তাই আজ এখানে শুধু টাকার দরকার। আবার তার পরেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বামফ্রণ্ট সরকারের সব সময় একটা অভ্যাস যে কেন্দ্র টাকা দেন না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন সেই টাকার কেন অপব্যয় করছেন সৎ ভাবে কেন ব্যয় করছেন না তাইতো আমরা এখানে কাটমোশান এনেছি। আমি আশা করি আপনারাও আমাদের এই কাট মোশান গুলিকে সমর্থন করবেন। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, বিরোধী দলের সদস্যগণ যে সমস্ত কাট মোশানগুলি এনেছেন তাকে সমর্থন করে এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ যে ডিমাণ্ডগুলি এনেছেন সেগুলির

বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— (শ্রীকেশব মজুমদার) মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। মাননীয় সদস্য আপনি তিন মিনিট বলবেন কারণ আপনাদের ১৫ মিনিট সময় শেষ হয়ে গেছে. অতিরিক্ত ৬ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে, আপনাদের বক্তা আরও দুই জন বাকী আছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এখানে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশানগুলি এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার কাট মোশান মোট তিনটা, প্রথমে আমার ডিমাণ্ড নাম্বার হচ্ছে ৩৬ এনিমেল হাজবেণ্ড্রী। স্যার আপনি শুনলে অবাক হবেন যে, এখানে যে বাজেট ধরা হয়েছে আমি বুঝতে পারলাম না আজকে সকালে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে হিসাব করেও বামফ্রন্টের হিসাবের সঙ্গে মিল করতে পারলামনা। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬ এর মেজর হেড ২৪০৩তে এখানে ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এইটার উপর আমাকে কেন আজকে কাট মোশান আনতে হয়েছে তার একটা ব্যাখা দিচ্ছি, এখানে যে টাকা ধরা হয়েছে তাদের মধ্যে দশটা নাম্বার. কি কি খাতে টাকা খরচ করা হবে দশটা আইটেমে টাকা দেওয়া হয়েছে। আমি সবগুলি যোগ করে দেখলাম সেই যোগ ফলের সঙ্গে এইটার ৫০ হাজার টাকার গরমিল হচ্ছে, এখান আরও ৫০ হাজার টাকা বেশী ধরা হয়েছে। তাহলে স্যার, আমি কি প্রশ্ন করতে পারি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যে, এই ৫০ হাজার টাকাটা কার স্বার্থে এবং কোন খাতে এবং কি বিষয় খরচ করা হবে ? তা এখানে বলা হয়নি। তাহলে পরে আজকে এখানে যে বাজেট এবং তার যে হিসাব দেখানো হয়েছে এইটাকে আমি ভুল বলতে পারি তাই আমি বলছি স্যার, আপনি এখানে যখন পড়বেন এইটা তখন এখান থেকে ৫০ হাজার টাকা কমিয়ে পড়বেন আমি আশা করি আপনি এইটা ভুল পড়বেন না। আমি জানি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা পড়ে দেখেছেন কি না। এই কারনই আমি আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের চিত্রটা এখানে তুলে ধরছি, প্রথমে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ও পশু পালন শুকরের কেন্দ্রের কথাটা বলছি অমরপুরে স্যার আপনি হয়তো দেখবেন অমরপুরে গিয়ে ঠিক বড়মুড়া পার হয়েই আপনারা হয়ত দেখবেন অমরপুরে গিয়ে। সেখানে

একটি গ্রাম আছে, গ্রামটির নাম হচ্ছে বাংকাং । সেখানে ৪টা ঘর আছে শূকর পালন করার জন্য। সে শূকর খোয়ারে এখন কি বাস করছে ? এখন বাস করছে ভূত। সেখানে গিয়ে বট গাছ দেখলাম । উদয়পুরে সে রকম আরেকটি আছে, তার নাম হচ্ছে খেলাকুজল। কর্মচারী আছে ৬ জন। সেখানে তারা কাহাকে পাহারা দেয় । ধুপতলিতে ১০০ পরিবারের মধ্যে ৩টা ঘরে ৩০০টা গরু মারা গেছে। বিলনিয়ার কাছে একটা জায়গা আছে তার নাম হচেছ লাচি ক্যাম্প। সেখানে ৬ট শূকরের জন্য ১৬ জন কর্মচারী আছে। মহিষ পালনকেন্দ্র ৩টা ছিল এখন ১টা মরে গেছে। সেখানে কর্মচারীর সংখ্যা হল ১৪ জন তাহলে স্যার বলুন কি করে আমরা সমর্থন করতে পারি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— শ্রীকেশব মজুমদার মাননীয় সদস্য এবার শেষ করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আরেকটু সময় দিন।

মিঃ চেয়ারম্যান :— (শ্রীকেশব মজুমদার) না আর সময় নাই। ১ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আমাদের তথ্যমন্ত্রী আমাদেরকে কি তথ্য দিচেছন? ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বোম্বের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগালকে দিয়ে একটি তথ্য মূলক চিত্র করেছেন। সেখানে আমি পাশ নিয়ে গিয়ে দেখলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থেকে কিভাবে বন্দুক নিয়ে লড়াই করেছেন তা দেখান হয়েছে। আমি দেখলাম এতে উগ্রপন্থীদেরকে উস্কানি দেওয়া হয়েছে। কাজেই ওনাকে তথ্যমন্ত্রী না বলে রামদা মন্ত্রী বললে হয়।

মিঃ চেয়ারম্যান :— (শ্রীকেশব মজুমদার) মাননীয় সদস্য এবার শেষ করুন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— বিরোধীদের সমস্ত কাট মোশানগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— (শ্রীকেশব মজুমদার) মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ যেসব ডিমাণ্ড পেশ করেছেন সেগুলিকে আমি সমর্থন করি। আমি দেখলাম আমার কেন্দ্র একিনপুরে বিরোধী সদস্য একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চেয়েছেন কিন্তু তার নিয়ম হচেছ প্রতি ২০ হাজারে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র উপজাতি এলাকা হলে ১৫ হাজার। ডিসপেন্সারি হতে হলে ৫ হাজার লোকের জন বসতি হতে হবে এটা হচেছ কেন্দ্রীয় সরকারের

নীতি। এটার বিরুদ্ধে আমরা বহুবার বলেছি। ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভৌগলিক অবস্থা তাতে এই নিয়ম মানা যায়না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তার নীতি থেকে সরে আসাতে রাজী নন। এ অবস্থার মধ্যেও এই সরকার অনেক কিছু করেছেন। অথচ আমরা দেখলাম তবু তারা মেডিকেলের উপর, পাবলিক হেলথের উপর কাট-মোশন এনেছে। কাটমোশান হচ্ছে ২ রকমের, ১টা হচ্ছে এই নীতিটা মানিনা, আরেকটা হচ্ছে টাকা কমান। কিন্তু আমার মনে হয় যেভাবে ওনারা কাট-মোশান এনেছেন তাতে ওনাদের বিধানসভার জন্য যে গুণ দরকার তার অভাব আছে। যেখানে ঔষধ কিনতে হচ্ছে সেখানেও টাকা কমান। আমরা এই হাউজে বার বার আলোচনা করেছি যে ঔষধের জন্য আরও টাকা দরকার কিন্তু প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়া যাচ্ছেনা। কিন্তু ওনারা বলছেন যে টাকা আরও কমিয়ে ফেলুন। যাতে মানুষকে আরও ক্ষেপান যায়। এই উদ্দেশ্যে এসব কাট-মোশন এনেছেন। অন্যদিকে ঔষধের অবস্থা কি হচ্ছে? আজকে নানা ঔষধ বাজারে পাওয়া যাচ্ছেনা। ২ নম্বরী ঔষধে বাজার ছেয়ে গেছে! ঔষধ শিল্পটা আজকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আজকে যেখানে ভাল ড্রগ, ভাল ঔষধ দেওয়া অসম্ভব সেখানে তারা বলছেন আরও টাকা কমান। এটা কি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিকে সাহায্য করার জন্য নয়? আমাদের এখানে ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশান প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজকে গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। কংগ্রেস আমলে যারা বছরে ২ বার স্প্রে করার জন্য কাজে নিযুক্ত হত আজকে তারা রেগুলার হয়েছে। আজকে গ্রামে গ্রামে রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়েছে যাতে করে ম্যালেরিয়া ইরাডিকেইট করা যায় তারজন্য আমরা আরও টাকা চাইছি কিন্তু ওনারা বলছেন, আর দরকার নাই। তাহলে জনগণ আর আপনাদেরকে এখানে পাঠাবেন না। তারা বলছেন, এখানে লেবার পলিসি ভাল না। এমপ্লয়মেণ্ট পলিসি ভাল না। আমরা জানি এই সরকার আসার আগে এখানে কোন লেবার পলিসি ছিলনা। আজকে এখানে যা চাকুরী হয়েছে তা সিনিয়রিটি বেসিসে হয়েছে।

কংগ্রেস আমলে যারা পাশ করে রয়েছে তারা দীর্ঘদিন যাবৎ চাকুরী পায় না। কিন্তু চাকুরী পায় সে সব ছেলেরা যারা কংগ্রেসের ছেলেরা, সেই টি, ইউ, জে. এস এর ছেলেরা। তখন কোন নিয়ম নীতি ছিল না, বা সিনিয়রিটি ওয়াইজে চাকুরী পেত না। কিন্তু এখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নীতি কাম পন্ডারটি এই নীতিতে

৩৫ পারসেন্ট চাকুরী দিচেছন। তারপর চাকুরীর ক্ষেত্রে এনকুয়ারী করা হচেছ, এস, ডি, ও, বি, ডি, ও, কিংবা তহশীল কাছারীর মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা প্রকৃত নীডি তাদের চাকুরী দেওয়া হচেছ। মন্ত্রীরা নিজের খেয়ালখুশী মত কাউকে চাকুরী দিতে পারছেন না। কিন্তু আমরা সেই কংগ্রেস আমলে দেখেছি তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত তিনি একটি বিয়েতে গিয়ে অনেকে চাকুরীর অফার দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। তারপর উড়িষ্যায় কি দেখেছি ? একজন আদিবাসী মেয়ের বাবা ইলেকসনের সময় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে কাজ করেছেন। তারপর সেই মুখ্যমন্ত্রী যখন সেই গ্রামে গেলেন নির্ব্বাচনের পরে তখন সেই মেয়েটির বাবা মুখ্যমন্ত্রীকে তার মেয়েকে একটি চাকুরী দেবার জন্য অনুরোধ করলো। তখন সেই আদিবাসী লোকটিকে বললেন যে, ঠিক আছে, তোমার মেয়ের চাকুরী হয়ে যাবে এখন তোমার মেয়েকে আমার সঙ্গে দিয়ে দাও। মুখ্যমন্ত্রীর কথামত সে তার মেয়েকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেয়। তখন সেই মুখ্যমন্ত্রী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা সেই মেয়েকে ডাকবাংলায় এনে তার উপর একের পর এক পাশবিক ভাবে ধর্ষন করলো। তখন সেই মেয়েটি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নিকট একটি পত্র লিখে বলে যে, আপনিও মেয়ে, আমিও মেয়ে, আমার উপর এমনভাবে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা জোর করে ধর্ষন করেছে, আমি তার জন্য আপনার কাছে বিচার প্রার্থী। কিন্তু সেই মেয়েটি কোন জবাব পায়নি। তারপর মাত্র কয়েকদিন আগের ঘটনা। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের কাছেই একটি অন্ধ মেয়েকে চাকরী দেবার নাম করে তাকে পাশবিকভাবে ধর্ষন করা হয়। এই উড়িষ্যা কংগ্রেস আজকে কোন জায়গায় যাচেছ ? এইটা হচেছ কংগ্রেসের নীতি।

মিঃ স্পিকার স্যার, আমরা দেখেছি যে, এই রাজ্যে শ্রমিকদের যে [illegible] বার টাকা যে নুন্যতম মজুরী সেই মজুরী যাতে কম না হয় সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি। আজকে বিভিন্ন কল কারখানাতে যারা কাজ করেছেন আজকে তাদের নিকট থেকে একটা অভিযোগও যদি পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিযোগ তদন্ত করেন এমপ্লয়মেন্ট এবং লেবার ডিপার্টমেন্ট এবং এই নুন্যতম মজুরী সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা নীরিক্ষা করেন। এই লেবার বিভাগ এবং এমপ্লয়মেন্ট প্রতিটি সাবডিভিসনে তাদের অফিস করা দরকার। কিন্তু এই অফিসগুলি করতে গেলে আমাদের যে, টাকার প্রয়োজন সেটা তো আমরা পাইনা। কাজেই স্বভাবতই এখানে যে বাজেট ধরা

হয়েছে সেটা অত্যন্ত কম। আরো বেশী টাকা হওয়া উচিত ছিল। আর এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা দাবী করেছেন না এই টাকা থেকে আরো কমাও। এটা তারা দাবী করবেনই কারন এখানে তো আর কংগ্রেস (ই) রাজ্যের মতো মেয়ে ধর্ষন হয় না, বন্দুক দিয়ে হরিজন হত্যা করা যায় না। এসব এখানে করা যাবে না। কাজেই স্যার, আমি বিরোধী দলের সমস্ত কাটমোশান এর বিরোধীতা করে এবং এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— (শ্রীকেশব মজুমদার) মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং আনার সময় মাত্র পাঁচ মিনিট।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা যেসকল কাটমোশান এনেছেন সে সকল কাট মোশানকে সমর্থন করে আমার কাট মোশানের উপর বক্তব্য রাখছি।

আমার কাটমোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ২২, মেজর হেড ২২১০-পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট। স্যার, আমি দুর্নীতির কথা বলছি না। কারন এই দুর্নীতি থাকলেও তারা সেটা স্বীকার করবেন না— গলাবাজীর দ্বারা তারা জিততে চান। কাজেই আমি বলছি স্যার, জুলাইবাড়ি পি, এইচ. সি. কে আপগ্রেড করার জন্য। আমি যুক্তি দিয়ে বলছি স্যার, এই জুলাইবাড়ি হসপিটাল সেখানে প্রায় ২৫—৩০ হাজার পপুলেশন। সেটাকে আপগ্রেড করার জন্য কয়েক বৎসর আগে থেকেই দাবী করা হচ্ছে। এবং গত বছর সমস্ত দলের প্রধানরা মিলে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন এবং বার বার দরখাস্ত দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেন এই হসপিটালটিকে আপগ্রেড করা হচ্ছে না? এই হসপিটালে জুলাইবাড়ি, কলসী, লক্ষ্মীপুর এবং আরো আশে পাশের অন্যান্য গ্রাম থেকে রোগীরা আসছেন। কারন কাছে আর কোন হসপিটাল নেই। যারফলে সেখানে ভীষন ভীড় হয়। এবং এরফলে সেখানে পরিবেশ দুষিত হয়ে পড়ছে। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে এই হসপিটালটিকে অতি সত্বর আপগ্রেড করা দরকার এবং সেজন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে ডিমাণ্ড করে আসছি। দলমত নির্বিশেষে সকলেই এই দাবী রাখছেন। কাজেই এই হসপিটালে আপগ্রেড করার জন্য ডিমাণ্ড রাখছি।

অন্যদিকে এই হাসপাতালে ভীড় কমাবার জন্যে গৌরীপুরে আরেকটি ডিসপেনসারী

আছে সেটিকে আপগ্রেড করে পি, এইচ, সি করার জন্য অনেকদিন থেকেই দাবী ছিল। এতে শিবপুর রতনপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষও অনেক উপকৃত হবেন। তারপর মুহুরীপুরের ডিসপেনসারীকে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে আপগ্রেড করা হোক।

আজকে ভারত সরকার হোক, ত্রিপুরা রাজ্য সরকার হোক, প্রত্যেক সাধারণ মানুষকে মেডিক্যাল ফেসিলিটি দেবার নীতি ঘোষনা করেছেন, সেই দিক দিয়ে এই দাবী করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।

আমার আরেকটা কাটমোশান রয়েছে— ইণ্ডাষ্ট্রিজ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্রবাবু অবশ্য বলেছেন।

ইনফরমেশান সেণ্টারগুলি আসলে তো মাননীয় মন্ত্রীদের জানাই আছে যে, এগুলি পার্টি অফিস। ইনফরমেশান সেণ্টার নয়। কারণ মার্কসবাদী ফিলসফিতে অন্য পার্টিকে স্বীকার করে না। ভারতবর্ষের সংবিধানের মধ্যে থেকে তারা ক্ষমতায় আছেন বলে না মেনে এখন পারছেন না। তারা তো " ত্রিপুরা সরকার " কথাটাই বলেন না। তাঁরা বলেন " বামফ্রণ্ট সরকার "।

আর একটা কাট-মোশান হলো জেল ডিপার্টমেণ্টে। শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ মানুষ এই দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়। কিছু বললে হয়ত আরও রেগে যাবেন। জেলখানাতে যেসব খাদ্য সাপলাই হয় সেগুলির কোয়ালিটি মোটেই ভাল নয় তিনি হয়ত কোনদিন তা দেখেনও না। এনকোয়ারীও করেন না বিভিন্ন জেলখানায় কো-অপারেটিভের মাধ্যমে নিকৃষ্টমানের খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে সেখানে। তাছাড়া জেল কর্মীদের দিয়ে অবশ্য কিছু উতপাদনও করা হয়। যাই হোক আমার কাটমোশনগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— (শ্রীকেশব মজুমদার) মাননীয় শিল্প মন্ত্রী।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধীদলের সদস্যরা পালা-মেন্টারী অ্যাফেনার্স, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং শিল্পদপ্তর ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তরের ডিমাণ্ডের উপর যেসমস্ত কাট মোশন এনেছেন আমি সেগুলির বিরোধিতা করে। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীরবাবু বলেছেন যে কলকাতায় পূর্বাশার কলকাতার লোকদের চাকরী দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই যে সমস্ত দোকানগুলি ত্রিপুরার বাইরে আছে, সেখানে আমরা স্থানীয় লোকদের প্রেফারেন্স দেব; কারণ, তা হলে পরবর্তী সময়ে ট্রান্সফার, বাসস্থান ইত্যাদির সমস্যা থাকবে না। এছাড়া দিল্লীতে যে আমাদের

প্রিয়দর্শিনী আছে, অনেক সময় দেখা যায় কিছুদিন পরে সেখানকার ত্রিপুরার কর্মচারীরা নিজের অসুস্থতা, বাবার অসুস্থতা ইত্যাদি দেখিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করতে চান। সেজন্য দিল্লীতে বা আসামে যখন রিক্রুটমেন্ট হয় তখন ঐ সমস্ত জায়গা থেকেই আমাদের লোক নিতে নয়। তাছাড়া ওভার-এজের কথা কি বলেছেন? আমরা ৩০ বছরের জায়গায় ৩২ বছর করেছি, এমনকি ৪০ বছরও করেছি। ত্রিপুরাতে যারা ওভার—এজ আছে তাদের জন্য আমরা বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যাদের ওভার—এজ হয়ে গেছে তাদের সেলফ এমপ্লয়মেন্ট দেওয়ার কথা চিন্তা করছি কাজেই সুধীর বাবু একটা জাতীয় দলের লোক হয়ে কি করে " সান অব দি সয়েলের " কথা বলেন সেটা আমরা ভেবে পাই না। এই ভাবেই তো তারা আসু, টি এন, ভি, খালিস্তানীদের সৃষ্টি করছেন। এইভাবে আজকে তাদের পেট থেকে বোমাটি বেরিয়ে গেছে এটা প্রমাণ হয়ে গেল।

শ্যামাচরণ বাবু চা বাগানের জন্য বিলাপ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রবীন্দ্র নাথ বলেছিলেন যে ' বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ ' অথবা সূর্যের চাইতে বালির তাপ বেশী, মালিকদের যে দালালী করছেন, এটা পরিস্কার। ৪০ বছর ধরে বলছি তবুও তাদের গায়ে লাগে না। আমরা ' মালিকদের প্রতিনিধি ' বলি সুন্দর করে " দালাল ' বলি, তবুও তাদের গায়ে লাগছে না। এমনভাবে কথা বললেন, আমি যতদিন বিধানসভায় এসেছি, এমন করে কথা বলতে শুনিনি! এই সূর্যের তাপের চাইতে বালির তাপ বেশী। তিনি বলেছেন যে বাগানের উন্নয়ন হয় না। মাননীয় ডেপুটি সপীকার এটা বিস্তারিতভাবে বলেছেন। তাছাড়া, কমলাসাগর তইছড়া, দুর্গাবাড়ী, লুধুয়ায় যা করা হয়েছে শুধু ভারতবর্ষের কেন পৃথিবীরটি ইণ্ডাস্ট্রিতে সমাজবাদী দেশ ছাড়া কোথায় এই ধরণের সাফল্য শ্রমিকেরা শ্রমদিয়ে চা বাগান সফল করেছে, এটা তারা দেখাতে পারলেন না। মালিকেরা চা বাগানে আসেন না। কারণ, এলেই তাদের কথা শুনতে হবে, তাদের ওয়েজ বাড়াতে হবে। এস, আর, ই. পি, এন, আর, ই. পি, দিয়ে আমরা তাদের বাঁচিয়ে রেখেছি। চা বাগান বাগানের কিছু হচ্ছে না হচ্ছে সেটা দুর্গাবাড়ী গিয়ে সুধীরবাবুর দেখে আসুন। আমরা যে আণ্ডারটেকিং করে চা বাগান করেছি এতে সমস্ত ভারতবর্ষের চা বাগান মালিকেরা আতংকিত। চা বাগানগুলি হয়ত সরকার নিয়ে নিতে পারেন যদি চা বাগানগুলি খালি

রেখে দেওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা সেই কোম্পানীগুলির পক্ষেই কথা বলছেন।

ট্রান্সপোর্ট সাবসিডি কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন। শিলিগুড়ি থেকে আগরতলা পর্যন্ত। আজকে ১০ বছর ধরে আমরা বলে আসছি যে পাটনা থেকে অথবা কলকাতা থেকে সেই সাবসিডি দাও। তাঁরা দিচ্ছেন না।

ধীরেন্দ্রবাবু তাঁতের ব্যাপারে বলেছেন : জানি না কোথায় তাঁতীদের ৫-৭ টাকা জিনিষ মাত্র তৈরী হয়। যদি কারো কাপড় বিক্রি না হয় তা হলে হ্যাণ্ডলুম কর্পোরেশন সেগুলি কিনেন। আসামের ফাড়য়ারা, বিজনেসমেনরা সেগুলি কিনেন। কংগ্রেস আমলে মাত্র ৪৬ জন তাঁতীর কাপড় কেনা হত কর্পোরেশন থেকে। এখন ৫ হাজারের উপর লোকের কাছে থেকে কেনা হয়ে থাকে।

কাজেই এই একটা কি কথা বললেন ? তিনি কি চোখে দেখলেন না ? সেই কংগ্রেসের আমলে, ১৯৭৭ সালে মাত্র ৪৬ জন তাঁতীর কাপড় তারা কিনতো আর এখন ৫৬৫ জন কর্মাসিয়াল তাঁতীর কাপড় তারা কিনে। তারপরে তিনি বলেছেন যে কোথায় শ্রীমা সমবায় সমিতি, জানিনা এটা তার নির্ব্বাচনী এলাকার মধ্যে কিনা। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল কোয়ালিটি যদি না থাকে তাহলে কিনবে কি করে ? কারন, এই সমস্ত কাপড় তো আর ধীরেন বাবুরা কেনেনা, কিনলে তো সেগুলিকে সারা দেশে মার্কেটিং করতে হবে। তারপরে বলেছেন, কোথায় নাকি মোমের কারখানা আছে, একটা মোমের কারখানা করতে হলে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা লাগে, আর উনি বলছেন সেখানে নাকি লাখ লাখ টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই এসব অসত্য কথার, তো একটা সীমা থাকার দরকার। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন আমরা ১১ লক্ষ টাকা খরচ করে একটা ফিল্ম করছি, যেটা নাকি মৃনাল সেন করছেন উনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিত্র পরিচালক, তার সঙ্গে আমাদের মাত্র ২ লক্ষ টাকার কনট্রাক্ট হয়েছিল। কাজেই উনার কথাটা একেবারেই অসত্য। কিন্তু উনি যে বইটা করেছেন, সেটা আমাদের মনঃপুত হয় নি, তাই আমরা সেটা ব্যবহারও করছিনা। উনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক, উনার কাছ থেকে আমরা যা আশা করেছিলাম সেই রকম কিছুই পাইনি। দশরথ বাবু কোথায় আণ্ডার গ্রাউণ্ডে লড়াই করেছেন সেই রকম বই যদি হত, তাহলে আমরা নিশ্চয় সেটা দেখাতাম। কাজেই উনার কথাটা, এই ত্রিপুরা রাজ্যে সেই সময় দশরথ বাবু যে লাইনে স্ট্রাগল করেছেন সেটা নাকি আমরা ১২ লক্ষ টাকা খরচ করে আমরা করেছি। তাই তিনি যখন

দশরথ বাবুকে নিয়ে সেই ফিল্মটা নিজে চোখে দেখেছেন, সেটাতো আমাদের বেশী করে প্রচার করা উচিত। কিন্তু যেহেতু শিল্প গত ভাবে এটার রক্ষা করা হয় নি সেজন্য আমরা মাত্র ২ লক্ষ টাকা খরচ করেছি। যে স্ট্রাগল করে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে, তাতে দুই লক্ষ টাকা বেশী কিছু নয় এবং আমরা সেটাকে ধরে রাখতে চাই, কারন একটা বিরাট স্ট্রাগল এই ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল এবং বাঙগালীরা করেছেন তার জন্যই আজকে ত্রিপুরাতে গনতন্ত্র এই পর্যায়ে এসেছে। কাজেই ওরা যেসব কাটমোশান এনেছেন সেগুলির মধ্যে কোন যুক্তি নেই, কোন সারমম নেই, কাজেই সেগুলিকে সমর্থন করা যায় না। তাই আমি এই হাউসে যে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করছি আর বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব কাটমোশান রাখা হয়েছে, সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ডিমাণ্ডগুলি হল ২৯ এবং ৪২ এবং আমার এই দুটো ডিমাণ্ডের উপরই বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কাটমোশান এনেছেন। ২৯ নং ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশান এনেছেন বিরোধী দলের নেতা সুধীর বাবু। কিন্তু উনার কাটমোশানটা আমার ডিমাণ্ডের টোটাল এ্যামাউনটের উপর নয়, সেটা হচ্ছে শুধু অফিস এ্যাকসপেনডিচারের উপর। কাজেই এই ডিমাণ্ডের উপর অফিস এ্যাকসপেনডিচারের উপর যে দুটো কাটমোশান এনেছে তার জবাবে আমি বলছি যে, অফিস এ্যাকসপেনডিচারটা হচ্ছে টোটাল ডিমাণ্ডের ১.২ পার্সেন্ট, দ্যাট ইজ মাত্র ১২ হাজার টাকার উপর। আমার ডিমাণ্ডের মোট বরাদ্দ হচ্ছে ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, কাজেই উনি যে কাটমোশান এনেছেন তার মধ্যে যে খরচ হয়, সেগুলি হচ্ছে হাউজ রেট বাবতে, অফিস এ্যাকসপেনডিচার বাবতে এবং কোন কেইস হলে তার এ্যাকসপেনডিচার বাবতে, সেও মাত্র ১২ হাজার টাকা। কাজেই এই ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশান আনার কোন যুক্তি নেই। শুধু আনতে হবে, বিরোধীতা করতে হবে তাই এনেছেন। তারপর, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪২ জেইল, এতে বরাদ্দ হচ্ছে ৮৬ লাখ ৯ হাজার টাকা, এর বিরুদ্ধে মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াং একটা কাটমোশান এনেছেন। মনে হয় উনার কাটমোশান সম্পর্কে বলার মত কিছু নেই, তবু বলতে হবে। স্যার, আমি এর আগেই এই হাউসে স্টেটমেন্ট দিয়ে বলেছি যে জেলে কয়েদী বা আণ্ডার—ট্রায়েলে যারা আছে, তাদের কংগ্রেস

আমলে ১'৫৭ টাকার খাবার দেওয়া হত, এখন আমরা সেটাকে ১২ টাকা করেছি, এটা আপনারাও জানেন। আর স্টাফদের স্যালারিজ, পিবারিজ ইত্যাদি সহ মোট, বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৮৬ লাখ ৩ হাজার টাকা, শ্রীসুধীর মজুমদার: টাকার মূল্য তো ১২ পয়সা, আপনার মূল্য কত? এটা আপনারাই হিসাব করে দেখুন না। এখন কাশী বাবু কি চাইছেন, আমরা বেশী বরাদ্দ করেছি, সেটা কি কমিয়ে দেব? আমি জানি, তিনি অবশ্য এটা চাইবেন না। তাই কাটমোশান আনতে হয়, এনেছেন এর মধ্যে কোন যুক্তি নেই। তাই আমি আশা করছি, এসব শোনার পর উনারা আমাদের যে ডিমাণ্ডগুলি আছে সেগুলিকে সমর্থন করবেন। তাদের কাট-মোশানগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার তিনটি ডিমাণ্ড. আমার ডিমাণ্ডগুলি হচ্ছে ৪০ ৩৬ এবং ২৮, সবগুলি ডিমাণ্ডের উপরই বিরোধী সদস্যরা কাট মোশান এনেছেন। মাননীয় সদস্য, নগেনবাবু যে আইটেমের উপর কাট-মোশান এনেছেন, সেটা হচ্ছে আর্বান হেলথ সার্ভিসে। তিনি কাট মোশান এনে নাগরাং ইত্যাদি কয়েকটি জায়গাতে যে ডিসপেন্সারী আছে সেগুলিকে আপ—গ্রেডেশান করার দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বরাদ্দটা সুনির্দিষ্ট, কাজেই এই কাট মোশান আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না, কারণ সে বরাদ্দটা সুনির্দিষ্ট ভাবে করা হয় সেই বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাটমোশান আনতে হয় স্যার, আর একটা কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য, মনোরঞ্জনবাবু। তিনি রাজাপুর, ইছাপুর প্রভৃতি জায়গাতে যে ডিসপেন্সারী আছে, সেগুলিকে আপ-গ্রেডেশান করার দাবী জানিয়েছেন, এই কাট মোশানের মাধ্যমে। স্যার, সারা রাজ্যে ৯ টা আপ-গ্রেডশান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সেটা এই এ্যাসেমলীতে ঘোষনাও করা হয়েছে· এখন সেগুলি যে—সমস্ত জায়গাতে করা হবে, তা প্রায়রিটি দিয়ে যাঁচাই করতে হবে যে ঐগুলি কোন কোন জায়গাতে দিতে হবে, এ সবই আমাদের দেখতে হবে। কাজেই এই কাট মোশানটার কোন প্রয়োজনই নেই। তারপর মাননীয় সদস্য কাশীরামবাবু আর্বান হেলথ সার্ভিসে হাসপাতাল করার জন্য যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, কাট মোশানে এনে তিনি সেটাকে ছাঁটাই করতে চাইছেন। তিনি তাঁর কাট মোশানে জোলাইবাড়ীতে পি, এইচ, সির দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু সেখানে তো ইতিমধ্যে পি এইচ, সি, হয়ে গেছে কাজেই সেখানে আবার পি এইচ,

সি. করার প্রশ্ন উঠে কি করে ? উনার, আর এক দাবী, হল মুহরীপুরে যে ডিস্‌পেন্সারী আছে, সেটাকে পি, এইচ, সি করতে হবে, কিন্তু সেখানে তো অলরেডী পি, এইচ সি হয়ে গিয়েছে। কাজেই কি করে তিনি এই কাটমোশানটা আনলেন আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তারপর, মাননীয় সদস্য সুধীরবাবু আমাদের অপোজিশান লীডার আর্বান হেলথ সার্ভিসে যে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ঔষধ পত্রের জন্য, তিনি কাট মোশান এনে সেটাকেও কাটতে চাইছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, হাসপাতালের যে রোগীদের ঔষধপত্র দেওয়া হয়, সেটা কি উনি চান না ? কাজেই তাঁর এই কাট মোশানকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। তারপর দিবাচন্দ্র রাঙ্খল ম্যালেরিয়া কন্ট্রোলের কথাবলে একট কাট মোশান এনেছেন এবং বলেছেন যে চার দিকে মশার সাংঘাতিক অবস্থা, আরও বেশী করে ঔষধ ছিটানোর দরকার। আমি বলছি এই যে ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন প্রগ্রামটা রয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ফিফটি পার্সেন্ট আর রাজ্য সরকারের ফিফটি পার্সেন্ট শেয়ার রয়েছে। তিনি দাবী করেছেন, যে গোটা প্রগ্রামটাকে কেটে দাও। কাজেই তাঁর এই কাট মোশানটাও আমরা গ্রহণ করতে পারিনা।

আর একটা কাটমোশান আছে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবুর, আমরা অম্পি এইচ সি কে আরও উন্নত করার জন্য চেষ্টা করছি এবং সেখানে নুতন করে টাকা দেওয়া হয়েছে পি, ডবলিও ডির হাতে এইটাকে আরও সম্প্রসারনের জন্য, আরও সজ্জা বাড়ানোর জন্য, এই অবস্থায় সেখানে উনি তার পাশাপাশি আর একটা পি এইচ সি চেয়েছেন ছেচোয়াতে, আমাদের এখন পর্যান্ত সেখানে কোন পি এইচ সি করার পরিকল্পনা নাই, অম্পিকে আমরা আরও উন্নত ও অগ্রসর করছি, এই হচ্ছে কথা স্যার, এনিম্যাল হাজবেনড্রীতেও কাট মোশান এনেছেন রসিক বাবু, তিনি যা এনেছেন তা হচ্ছে বিভিন্ন টুকিটাকি খরচের জন্য সারা রাজ্যে ডাইরেকশান ও এডমিনিষ্ট্রেশানে আমরা বিভিন্ন সাব সেন্টারগুলি ও হেলথ সেন্টারগুলিকে বা এনিম্যাল হাজবেনড্রীগুলিতে ওয়াটার কেরীয়ার নিয়োগ করতে হয় এবং এই ওয়াটার কেরীয়ারের জন্য কিছু মজুরী দিতে হয়, এইগুলিকে পরিস্কার করাতে হয়, কাজেই এই সবের জন্য কিছু টাকা আমরা বরাদ্দ চেয়েছি। আর এটাকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য তিনি দাবী করেছেন যে, এইটা থেকে টাকা কেটে রাখা হোক, এইটা আমরা পারি না, এইটা

আমাদের বরাদ্দ রাখতে হবে। দিবাচন্দ্রবাবু একটি কাটমোশান এনেছেন, স্যার, এই ডিমাণ্ডে আমাদের কোন টাকাই নাই, এই আইটেমে কোন টাকা বরাদ্দ করা হয়নি বাজেটে, অথচ তিনি কাটমোশান এনেছেন তার উপরে, কাজেই এখানে কোন প্রশ্নই উঠে না। তার পর জহরবাবু একটা কাটমোশান এনেছেন পলিসি ডিসএপ্রোভেলের প্রশ্নে ডায়েরী. আমাদের দুধ প্রকল্পে আগরতলা শহরের সমস্ত লোকের কাছে দুধ বিক্রি করা হচ্ছে কোপারেটিভ মিল্ক ইউনিয়নের ব্যবস্থায়। তাতে ৭০ টা কোপারেটিভ সোসাইটি, কয়েক হাজার তার সমস্ত পলিসি, তারা এর দ্বার উপকৃত, তারা দুধ তৈরী করে এই মিল্ক কোপারেটিভ এর কাছে বিক্রি করে, মিল্ক কোপারেটিভ ইউনিয়ন আবার সেই দুধকে প্যাকেট জাত করে এই গুলিকে আগরতলা শহরের বিভিন্ন দোকানের মাধ্যমে বিক্রি করে, তাতে ৮৪ টা দোকান আছে। তা সত্বেও আগরতলা শহরের খোলা বাজারে ৫, ৬ টাকারও বেশী উঠে যায় দুধের দাম। কাজেই আমাদের এই ব্যবস্থা থাকার ফলে আগরতলা শহরের লোক যারা গরীব তারা অত্যন্ত একটা নির্দিষ্ঠ দরে দুধটা পাচ্ছেন। এইটাকে তিনি কাটমোশানের মাধ্যমে ছাটাই করার কথা বলছেন, আমরা এইটা মানতে পারিনা তারপর রবীন্দ্রবাবুও একটা কাটমোশান এনেছেন এবং এনিম্যাল হাজবেনড্রীর উপর বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু কাটমোশানটা তিনি যে দাবীর উপর এনেছেন তা হচ্ছে সেন্ট্রাল স্পনসরড স্কীম এই স্কীমে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাই ফিপটি সারসেন্ট, আর বাকী ফিপটি পারসেন্ট আমাদের রাজ্য সরকারের, তাই এই খাতে আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করে প্রথমত জুমিয়া ভুমিহীন তপশীলি অনগ্রসরদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সমস্ত কর্মসূচী আমরা করেছি তাতে আমরা এইগুলিকে মানে এই স্কীমগুলিকে চালু করতে চেস্টা করছি।

আগামী বছর ২ হাজারের উপর শুকর এনে নতুনভাবে খামার গুলিকে শক্তিশালী করে যেন ইমপুটস সেখান থেকে ব্যাপকভাবে তৈরী করতে পারি, যাতে গ্রামাঞ্চলে সমস্ত সাধারন আই আর ডি পির বেনিফিসারী শুধু নয়, তা ছাড়াও এ ডি সি থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেই উদ্যোগকে যাতে শক্তিশালী করতে পারি সেই দিক দিয়ে এই স্কীমটাকে আবার নুতন করে সাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং তার জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কাজেই এখানে যে ছাটাইয়ের প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটাকে আমরা মানতে পারি না। মনোরঞ্জনবাবু একটা কাটমোশান এনেছেন যে, কৃষকদের আমরা বীনা মূল্যে ঔষধ দেই, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে ঔষধটা আমরা দিচ্ছি বিভিন্ন স্টাফম্যান

সেন্টার থেকে এবং ডিসপেনসারী থেকে যে চিকিৎসা করা হচ্ছে তাতে ঔষধগুলি আমরা সম্পূর্ণ বীনামূল্যে দেই, আর মনোরঞ্জনবাবু এইটাকে ছাটাই করতে চান, স্যার এইটা আমরা মানতে পারিনা। সিডিউল ট্রাইভ স্পেশাল কমপেনেন্ট-এর যে পোগ্রাম তাতে ৮লক্ষ টাকা আমরা নির্দিষ্ট ভাবে বরাদ্দের মধ্যে সংযোজন করেছি, সেই টাকাটা তিনি কেটে ফেলতে চান, এইটা আমরা মানতে পারিনা। স্যার, শ্রম দপ্তর ও এমপ্লয়মেন্ট এর উপর কয়েকটা কাটমোশান আছে, আমাদের বিরোধী নেতা সুধীরবাবু কাটমোশান এনেছেন যে ডাইরেকশানে ও এডমিনিষ্ট্রেশানে এক বছরে সারা রাজ্যের জন্য ১ হাজার টাকা মাত্র আদার চার্জের জন্য রাখা হয়েছে, এই এক হাজার টাকাটা তিনি কেটে ফেলতে চান, স্যার ২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট প্রতি বছর এইগুলি করতে হয় এবং এই গুলির জন্য আলাদা ভাবে কোন স্কীম বা টাকা নিয়োগ করা যায়না, তাই তার জন্য টাকা রাখতে হয়, সেখান থেকে তিনি টাকা কেটে ফেলতে প্রস্তাব দিয়েছেন।

স্যার এই প্রস্তাব আমরা গ্রহন করতে পারছিনা। মনোরঞ্জনবাবু কাটমোশান দিয়েছেন এমপ্লয়মেন্ট ও লেবার-এর উপর যে এই গুলি এখান থেকে ছাটাই করতে হবে এইটাও আমরা ছাটাই করতে পারি না। ২৫টা আইন ত্রিপুরা রাজ্যের এনফোর্সমেন্ট- এর জন্য রাজ্য সরকারকে দেখতে হচ্ছে এবং এইটাতো গত এক বছরের আগ যে সমস্ত এসিভমেন্ট গুলিতে সত্যি সত্যি শ্রমিকরা সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন এবং শ্রমিকরা এই গুলিকে এনজয় করেছেন মিনিমাম ওয়েজে। স্যার এই গুলি দিয়ে মোটর ট্রেন্সফোর্ট একট ওয়ারকার্স একট এইগুলি সম্পর্কে মানে এই গুলিতে যতগুলি কেইস ডিফরেন্ট একটসের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসফুটে আমাদের এই গুলি করতে হয়েছে। ৬৮-৭৭টি কেইস আমরা মিমাংসা করেছি এই এনফোর্সমেনটের দ্বারা এইটা খুব ছোট নয়। স্যার মিনিমাম ওয়েজের একটে আমরা সমস্ত এগ্রিকালচার তার পর বিল্ডিং ওয়ার্কার প্লানটেশান ওয়ার্কার, মোটর ট্রেন্সফোর্ট ওয়ার্কার তাদের আমরা সাহার্য্য করতে চেষ্টা করছি। জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিনিমাম ওয়েজএ তার ফিকসেশানে আমরা জিনিষ পত্রের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং বাড়াতে চেষ্টা করছি। ওদের কালেকটিভ বারগেইনের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটা আমরা বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছি এবং এইটাকে আমরা আরও বাড়াতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সেই জন্য এনফোর্সমেন্ট সম্পার্কে যে সমস্ত কথাবার্তা

এখানে বলা হয়েছে সেগুলি গ্রহণ করতে পারি না। এই বছর আমরা ৩১৫ টি ইন্ডাসট্রিয়েল ডিস্‌পিউটের মধ্যে ২৭০ টি সেটেল করেছি এবং পেনডিং আছে মাত্র ৪০টি। এখন শ্রমিকরা শিখছেন কি করে তাদের দাবী আদায় করতে হবে।

আন্দোলনের কায়দাকানুন শিখছেন। বোনাসের ক্ষেত্রে তারা এখন ৮.৩ থেকে ১৬ পয়েন্ট, ২০ পয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। এই সমস্ত জিনিস তারা কালেকটিভ বার্গেনিং করে মালিকদের কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছেন। এতে আমরা হিসাব করে দেখছি ৩৯ হাজার ওয়ার্কার বেনিফিটেড হয়েছে। প্রোভিডেনট ফাণ্ড এর জন্য এখানে একটা আলাদা অফিস করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছিলাম। এখানে একটা অফিস হলে শ্রমিকরা নিজেরা তারা নিজেদের প্রোভিডেন্ট ফাণ্ডের হিসাব জেনে নিতে পারতেন। নিজেদের শেয়ারের টাকা এবং মালিকদের শেয়ারের টাকা এসমস্ত তারা জেনে নিতে পারতেন। টি, ইউ, জে, এসের নেতা এখানে চা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। চা মালিকরা কলিকাতা থাকেন। অ্যাবসেনটি ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে তারা টাকা নেবেন লুট করবেন এটা হয় না। এই ব্যাপারে দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কোন ব্যবস্থা হয়নি। মালিকরা শ্রমিকদের প্রোভিডেনট ফাণ্ডের টাকা আজ পর্যন্ত জমা দেয় নি। এই সমস্ত কাণ্ড কারখানার জন্য রাজ্য সরকার তাদেরকে ডিফেণ্ড দিচ্ছে। এই জন্য আরও বেশী টাকার দরকার। সেই জন্য এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু হবে এই মার্চ মাসের মধ্যে। চা পলানটেশন, মিনিমাম ওয়েজ ইত্যাদি সম্পর্কে এবং শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হবে। এখন পর্যন্ত মালিকরা অ্যাপয়েনটমেন্ট লেটার শ্রমিকদেরকে দিচ্ছে না। অবশ্য এখন মালিকরা নিয়োগ পত্র দিতে আরম্ভ করছে স্বাস্থ্য সম্পর্কে, পাবলিক হেলথ সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। আমি একটা জিনিস দেখাই. ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৮৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে টিকা প্রকল্পে ৪১৭২৭ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ২৩৪০০ জনকে পলিও দেওয়া হয়েছে। ৮১৪৭ জনকে টিটেনাস প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে। বি, সি, জি দেওয়া হয়েছে ৭২১২৩ জনকে। ১, ১০, ১১১ জন স্কুল ছাত্রকে টি, ভি, ডিপথেরিয়ার টিকা দেওয়া হয়েছে। ৩৯৫৫০ জন শিশুকে টাইফয়েড প্যারা টাইফয়েডের টিকা দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৫—৮৬ সালেও এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৬—৮৭ সালে

একটা ব্যাপক রাজ্য ভিত্তিক প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছিল। সারা ওয়েস্ট ডিসট্রিকটে ৩০ হাজারের উপর শিশুকে পোলিও দেওয়া হয়েছিল। পোলিও প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে। চার টা ডোজ দিতে হবে। আগামী বছর দক্ষিণ ত্রিপুরাতে এই রকম একটা প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা সম্পর্কে কেন্দ্র অনুমোদন দেয় নাই। তাই অসুবিধা হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটির প্রত্যেকটি ওয়ার্ড এবং নোটিফায়েড ওয়ার্ডগুলিকে ভাগ ভাগ করে, এই রকম টিকা কেন্দ্র খুলে এই সমস্ত কাজ করা হবে।

এই সমস্ত কাজ শুধু মাত্র চিকিৎসকরা দেখবেন না। নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি বি. ডি. সি কে নিয়ে একটা কমিটি করা হয়েছে, এই কমিটি গ্রামে গ্রামে প্রচার এবং মানুষকে যুক্ত করার চেষ্টা করবেন। ম্যালেরিয়া নির্মূলিকরণ প্রকল্পে ১৯৮৫ সালে ৮৩৩৪ জনকে খোঁজে বের করে চিকিৎসা করা হয়েছে। ৯ লক্ষ ৯৩ হাজার লোককে ডি, টি, টি, প্রকল্পে আনা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে যারা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের চিকিৎসা হয়েছে। এই বছর ১৩ লক্ষ ৫৩ হাজার লোককে এই চিকিৎসার অধীনে আনা হয়েছে কুষ্ট নির্মূলিকরন প্রকল্প। রাজ্যে ৫৩৬৫ জন রোগী পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ৫৪১ জনকে চিকিৎসার পর রোগ মুক্ত করা হয়েছে। এই বছর ২১৯ জনকে খোঁজে বের করা হয়েছে এবং চিকিৎসার আওতায় আনা হয়েছে। যক্ষা নিবারণ প্রকল্প। এই প্রকল্প গ্রামে গ্রামে চালু করার জন্য চেষ্টা করছি। উদয়পুর, কৈলাসহর টাউন এলাকাগুলিতে যক্ষা নিবারণ প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। অন্ধত্ব নিবারনের জন্য আমরা ১৯৮৫—৮৬ সালে ৩৩০০ জনকে চিকিৎসা করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে আমাদের হাসপাতালগুলিতে যেখানে শয্যা রাখা হয় সেখানে ৩লক্ষ ১৭ হাজার রোগী ইনডোরে, ১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার রোগী আউটডোরে চিকিৎসা হয়েছে। ১৯৮০ সালে ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ইনডোরে, ১৫ লক্ষ ৫১ হাজার আউটডোরে চিকিৎসা হয়েছে। ১৯৮৫ ৮৬ সালে ও ঔষধপত্র বাবদ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ১৯৮৬—৮৭ এই টাকাটা একটু বাড়ে। ১৯৮৭—৮৮ সালের জন্য ধরা হয়েছে ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। এই টাকা আরো সঠিকভাবে ব্যবহার করব, প্রত্যেকটি টাকা সত্যি সত্যি রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য আগে ও আমরা নজর রেখেছি, ভবিষ্যতেও রাখব। মাননীয় স্পীকার, স্যার স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে বাজেটে সেই বাজেটের আমি উল্লেখ করতে চাই। পত্রিকায় বেরিয়েছে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভারত-

বর্ষের বাজেটে বছরে মাথা পিছু খরচ অর্থাৎ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১'৩২ টাকা। পশ্চিম বংলা এবং ত্রিপুরায় দু'টি সরকার একমাত্র পৃথক। পশ্চিম বাংলায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাজেটে ধরা হয়েছে, ৩৪ কোটি টাকা। আর ত্রিপুরায় বৎসরে মাথা পিছু চিকিৎসা ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে, ৬৫ টাকা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সংক্ষেপ করুন। এরপরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার এইটুকু মোটামুটি বলে বিরোধী দল ছাঁটাই মোশানের যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিরোধীতা করে ডিমাণ্ডগুলিকে সকলে সমর্থন জানাবেন এই আহবান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, যেসব ব্যয় বরাদ্দ এখানে চাওয়া হয়েছে তার সমর্থনে এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশন এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি বেশী সময় নেব না, অল্প কিছু বলব। প্রথমে বলব, কাট মোশন আনার সুযোগটা পরিষদীয় গণতন্ত্রের একটা বিরাট সুযোগ। এই সুযোগটার সৎব্যবহার করা দরকার। শুধু criticism- এর স্বার্থে নয় সার্বিক স্বার্থে উভয়ে যদি উভয়ের দুর্ব্বলতা না দেখি, তাহলে সুন্দর বাজেট হয় না। একটা কাট মোশন আছে, এই সরকার যে পলিসিতে পরিচালিত হচ্ছে সে পলিসিটা মেনে নিতে পারছেন না তাতে আমি একমত। এ ব্যাপারে যেসব সদস্য কাট মোশান এনেছেন তাঁদের আমি বলতে চাই, এর জন্য বিকল্প পলিসি আনার দরকার ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা সরকারের পলিসি মেনে নিতে পারছেন না, এর জন্য বিকল্প পলিসি আনার দরকার ছিল। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারের পলিসি মেনে নিতে পারছেন না তার জন্যও বিকল্প পলিসি আনা উচিত ছিল। ত্রিপুরার কৃষি ব্যবস্থা আলাদা তার জন্য সরকারের পলিসি যারা মেনে নিতে পারছেন না, তাঁদের বিকল্প পলিসি আনা উচিত ছিল। স্যার, বিরোধী দলের কোন সদস্যের কাছ থেকেই আমি বিকল্প পলিসি পেলাম না। ২য় কথা হচ্ছে, ডিফেন্স। ডিফেন্স দুই রকম হতে পারে এক রকম স্পেসিফিক ডিফেন্স। পার্টিকুলার এলাকার কথা বলুন যেখানে কাজ হচ্ছে না। গভর্ণমেন্টের পক্ষে সারা ত্রিপুরার সব জিনিস জানা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, সরকারী দলের পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সরকারী কর্মচারীর পক্ষেও। যদি কেহ বলতে পারতেন, স্পেসিফিক এই কাজ হচ্ছে না সরকার তা অগ্রাহ্য করবে না। সরকারকে বলতেই হবে, হ্যাঁ, আমি দেখব। এটা জনসাধারণের স্বার্থে করা দরকার। আমরা

এলাকার জলের কল নষ্ট হয়ে গেল বলে সমস্ত ভারতবর্ষে সমস্ত পৃথিবীতে একই সঙ্গে জলের কল নষ্ট হয়ে যাবে তাত নয়। এ হচ্ছে ঢু নাম্বার। তিন নাম্বার হচ্ছে, আমার এইখানে নাই, এই ক্ষেত্রেতে কাট মোশনের মধ্যে দেখলাম, কয়েকটা কাট মোশন ভাল। আমার এইখানে ১টা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আপ-গ্রেড করার দরকার। এটা ইউসফুল সাজেশন রেখেছেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন, এটা করলে বাঙালী পাহাড়ী সবাইকে সাহায্য করা হবে। গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই এটা তৎক্ষণাৎ দেখবে করবুকে দরকার, এই খানে দরকার, ঐখানে দরকার এই রকম পজিটিভ সাজেশন দিতে হবে। আমরা পারি কি, না পারি এটা অস্বীকার করে লাভ নেই, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী যে রকম তথ্য দিয়েছেন ওয়ান পারসেণ্ট টাকা ভারতবর্ষে খরচ হয় প্রশ্ন তা নয় প্রশ্ন হচ্ছে, শতকরা কতজন এই স্বাস্থ্যের সুযোগ পাচ্ছে সেটা দেখা। আমাদের এই খানে কয়টা বেড আছে, আমাদের কয়টা ভিলেজ লেবেলে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, তাতে দৈনিক কত লোক সেখানে উপস্থিত হন, তারপর কি ঔষধ পাচ্ছেন সেটাই হচ্ছে আসল সেটা যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে নুতন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নুতন বেড, নুতন প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারগুলির আাকসটেনশান আছে, ডাক্তার নাই সেটা সংযোজন করা এটা অনবরত করতে হবে। আমরা পারছিনা বলেই হচ্ছে না : না হলে, ডেন্টিষ্ট দরকার নেই ? না আই স্পেশালিস্টের দরকার নেই ? আমি বলছি, কবিরাজি দরকার হোমিওপ্যাথিক দরকার। গরীব মানুষরা যাতে কম পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারে, ঔষধ পেতে পারে সে জন্য গ্রামে হোমিওপ্যাথিক নিয়ে যেতে চাই। আগে হোমিওপ্যাথি কনপ্লেশন ট্রিটমেণ্ট ছিল। কিন্তু আজকে তা নয়। এখন অ্যাকসেপটেড। স্যার, কাটমোশান এনে যদি বলা হয়, আমার এলাকায় স্কুল, আমার এলাকায় জল এইসব চাই, এই রকম পজিটিভ কাটমোশন এনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমরা অবশ্যই ব্যাপারটি দেখব। আরো কাটমোশন আনা হয়েছে ওয়াষ্টফুট অ্যাকসপেণ্ডিচার বলে দেখতে পাচ্ছি। ওয়াষ্টফুল অ্যাকসপেণ্ডিচারি হচ্ছে না তা নয়। হচ্ছে। তবে সেটা স্পেসিফিক বলা উচিত। একটা গাড়ীর জায়গায় ২টা গাড়ীর ব্যবহার হচেছ। আমার দৃষ্টিতে পড়েছে। ঠিক ঠিক ব্যবহার হচেছ না। আমার সরকার গাড়ীর উপরে নজর রাখার জন্য চীফ সেক্রেটারী অনেক সার্কুলার দিয়েছেন।

অনেক নিয়ম কানুন জারী করা হয়েছে, তারপরও দেখা গেছে ছেলেকে স্কুলে

নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারী গাড়ী ব্যবহার হচ্ছে, পরিবার নিয়ে সিনেমায় আসার জন্য সরকারী গাড়ী ব্যবহার হচ্ছে। গাড়ী ব্যবহার করার জন্য আইনও আছে। অফিস পয়সা দিলে গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন নি। অফিসিয়াল ডিউটি ছাড়া সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেছেন সেটা ড্রাইভারের বইয়ে লেখেন আর প্রতিমাসে চেক আপ করে পয়সাটা যদি দেন তাহলে আমি আপত্তি করব না। সেটা না দিলে আপত্তি করব। বাজেটে আপনারা দেখেছেন একটা গ্যাপ আছে— ডেফিসিট বাজেট। আমাকে একজন বলেছিলেন ডেফিসিট কিভাবে পুরণ করা হবে আমি বলেছিলাম যদি ৫ পার্সেন্ট ওয়াস্টেজ আমরা কমাতে পারি, ১০ পার্সেন্ট আমাদের টারগেট গাড়ী কেনা. তেলের খরচ ইত্যাদি বাবদ যদি ওয়াস্টফুল এ্যাকসপেনডিচার আমরা কমাতে পারি তাতে আমার মনে হয় যে বিরাট একটা অংশ আমরা বাচাতে পারব। কাজে ওয়াস্টফুল এ্যাকসপেণ্ডিচার যেখানে হচ্ছে সে সম্পর্কে কি বিরোধী দলের সদস্যরা কি রুলিং পার্টির সদস্য বলবেন না কেন? কংক্রিটলী বলা চাই, অন্ততঃ তদন্ত করতে পারা যায় এ বলা চাই।

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যদি কোন সদস্য স্পেসিফিক ওয়াস্টেজ দেখাতে পারেন তা অবশ্যই তদন্ত করা হবে। শুধু বক্তৃতার জন্য বক্তৃতা করলে বিরোধী দলের সদস্যরা লাভবান হবেন না। কিন্তু ফ্যাকট্‌স-এর উপর যদি চেপে ধরতে পারেন তাহলে বাইরে জনসাধারন বলবে ওদের কোন জবাব ছিল না। সেই দিকে আমি ওয়েলকাম করি কনষ্ট্রকটিভ সাজেশান দেবেন। লাস্টলী যেটা বলেছেন সেটা আমি মেনে নিতে পারব না, সেটা হচ্ছে রিভার্সেল পলিসি। যে পলিসি গরীব মানুষকে সাহায্য করে, যে পলিসী গনতন্ত্রকে সাহায্য করে সম্পদ বাড়াবার কাজে সাহায্য করে সে পলিসিকে যদি রিভার্স করতে কোন সদস্য পরামর্শ দেন সে পরামর্শ আমরা মানতে পারব না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৮৭—৮৮ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর ও ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে ছাটাই প্রস্তবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মুল ব্যয় বরাদ্দের দাবী গুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা সে সময় উপস্থিত ছিলেন না, যার ফলে তাঁর ছাটাই প্রস্তাবগুলি মুভড হয় নি।

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 1 to vote. But There is one Cut Motion on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the cut Motion Moved by Shri Syama Charan Tripura on Demand No. 1. Major Head—2071

"The amount of the Demand be reduced by Rs. 100 to ventilate the specific grievance that—

Need to increase the amount of M. L A's pension"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the Question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 58,33,000/- (excluding charged amount of Rs. 86000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 1 under the following Major Heads :—

2011—Parliament/State/Union Territory Legislature.	Rs. 51,53000/-
2071—Pension and Other Retirement Benefits	Rs. 6,80,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 24 to vote. But there are 4 Cut Motions on this Demand. First, I am putting the Cut Motions to vote one after another.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Kashiram Reang Demand No. 24, Major Head-3452

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need to develop the tourism industry in the State."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the qnestien before the House is the Cut Motion moved by Shri Rabindra Deb Barma on Demand No 24 Major Head- 2220

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. —

Disapproval of Government Policy on Field Publicity."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Monoranjan Majumder on Demand No 24, Major Head-2220

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying demand viz.— Disapproval of policy on Information Centres."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumdar on demand No. 24, Major Head-2220

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz.— Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on other charges."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 1,80,32,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heads :—

2220—Information and Publicity,	Rs. 1,64,38,000/-
3452—Tourism.	Rs. 15,94,000/-—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 27 to vote. But there is only one Cut Motion on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Narayan Das Demand No, 27, Major Head-2235

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 to represent the economy that can be effected on the partioicular matter viz. Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon' Minister that a sum not exceeding Rs. 1,96,00,000/— be granted to defray the charges

which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand. No. 27 under the following Major Head :—

2225—Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. —Rs. 1,96,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr speaker :Now I am putting the Demand No. 32 to vote. But there are 3 Cut Motions on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote one after another.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Rabindra Deb Barma on Demand No. 32, Major Head—2851

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Small Scale Industries."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the house is the Cut Motion moved by Shri Monoranjan Majumder on Demander on Demand No. 32, Major Head--2230

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the Demand viz.-

Disapproval of Government policy on labour & Employment."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shrj Dhirendra Deb Nath on Demand No. 32, Major Head-2851

" That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 to represent the economy that can be effected on to particular matter.-

Failure of the Governme to control and eliminate wasteful expenditure on other charges."

The Cut Motion was put to voice vote to lost

Now the question befor the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 8,09,12,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during period from 1st April, 1984 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 32 under the following Major Heads :—

2070-Other Administrative Services. Rs. 3.40,000/-

2230-Labour and Employment.	Rs. 28,94,000/-
2407-Plantation.	Rs. 37,00,000/-
2552-North Eastern Areas.	Rs. 22,30,000/-
2851-Village and Small Industries.	Rs. 6,56.33,000/-
2875-Industries.	Rs. 61,15,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand Mo.—33 to vote. There is no Cut Motion on this demand

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister is that a further sum not exceeding Rs. 36,25,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand Ne. 33 under the following Major Heads :—

4216—Capital Outlay on Housing.	Rs. 3,34,000/-
4425—Capital Outlay on Co-operation.	Rs. 12 00,000/-
5465—Investment in General Financial. and training Institutions.	Rs. 18,01 000/-
6425—Loans for Co-operation.	Rs. 2,99,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now I putting the Demand No. 34 to vote. There is no Cut Motion on this Demand.

Next question before the House is the Motion by the Hon'ble Minister is that a further sum not exceeding Rs 1,06,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 34 under the following Heads :

4860—Capital Outlay on Consumers Industries.	Rs, 43,00,000/-
4885—Capital Outlay on Industry and Minerals	Rs. 30,00,000/
6851—Loans for village and Small Industries.	Rs. 33,50 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed),

Now I am putting the Demand No. 29 to vote. But there is one Cut Motion on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Next question before the House is the Cut Motion Moved by the Hon'ble Member Shri Sudhir Ranjan Majumder on Demand No. 29, Major Head—2235.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that that can be effected on the particular viz.—

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister is that a further sum not exceeding Rs. 10,65,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March. 1988 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :—

2235—Social Security and Welfare.	Rs. 9,85,000/-
6235—Loans for Social Security and welfare.	Rs, 80,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 42 to vote. But there is one Cut Motion on this Demand First I am putting the Cut Motion to vote.

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Kashiram Reang on Demand No. 35, Major Head—2056.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on other charges."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister is that a further sum not exceeding Rs. 86,03,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 42 under the following Major Head :—

2058—Jails.	Rs. 86,03,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed,)

Now I am putting the Demand No, 22 to vote. But there is six Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Members Shri Monoranjan Majumder and Shri Nagendra Jamatia on Demand No 22, Major Head—2210.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that.—

Need to open new P.H.C. at Rajapur and Ekimpur-Beloina Sub-Division and Sesua of Amarpur."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Kashiram Reang on Demand No, 22, Major Head—2210.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to upgrade Jolaibari P.H.C. to a 30 beded Hospital."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 22, Major Head-2210.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 to ventilate the specific grievance that -—

Need to open new Dispensaries at Nagari, Kachkok & Palku & Paharpur of Amarpur."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Diba Chandra Hrangkhwal on Demand No, 22. Major Head—2210.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on National Malaria Eradication Programme.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the house is the Cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Kashiram Reang on Demand No. 22, Major Head—2210.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to upgrade the Muhuripur Dispensary to P H.C."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the house is the Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder on Demand 22, Major Head—2210.

'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular viz.—

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on other Charges."

The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the house is the motion moved by the Hon'ble Minister is that a further sum not exceeding Rs. 14,58,24,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads :—

2210—Medical and Public Health	Rs.	14,37,89,000/-
2252—Other Social Services	Rs,	5,000/-
2552—North Eastern Areas.	Rs,	16,00,000/-
3451—Census Survey & Statistics.	Rs.	4,30.00,0/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand No.—23 to vote. There is no Cut Motion.

Now the Question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in charge is that a sum not exceeding Rs. 2,49,76,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 23 under the following Major Head :—

2211—Family Welfare.	Rs.	2,49,76,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 36. Tthere are three Cut Motions on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Monoranjan Majumder. Demand No. 36, Major Head-2403

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-

to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Fallure to contrel and eliminate wasteful expenditure on Veterinary Service and Animal Health."—

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut Motion Moved by Hon'ble Member Rabindra Deb Barma. Demand No. 36 Major Head—2403.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular viz.—

Failure to control and ellminate wasteful expenditure on Piggery Development."

(The Cut Motion was put to voice vete and lost.)

Mr. Speaker—Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge is that a sum not exceeding Rs 5,96,05,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 36 under the following Major Heads :—

2403—Animal Husbandry.	Rs. 4,79,60,000/-
2404—Dairy Development.	Rs. 64,20,000/-
2552—North Eastern Areas.	Rs. 52,25 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed),

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand No. 43 to vote. But there are three Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motions to vote.

Now the qnestien before the House is the Cut Motion moved by HOn'ble Member Monoranjan Majumder Demand No. 43 Major Head- 2230

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 2/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz.—

Disapproval of Govt. policy on Enforcement of Labour Law."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shyama Charan Tripura Demand No. 23—2230.

"that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the damand viz.—

Disapproval of Govt. policy on Employment.

(The Cut Motien was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Sudhir Ranjan Majumder Demand No. 43 Major Head—2230,

"That tbe amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of the Government to control and eliminate Wasteful expenditure on other charges."

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker .— Now the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge is that a sum not exceeding Rs. 74,73,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 43 under the following Major Head :—

2230—Labour and Employment	Rs. 74,73,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এই সভা আগামী ২৩শে মার্চ, শুক্রবার, ১৯৮৭ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE "A"

Admitted Starred Question NO-196

Name of M.L.A. SHRI RASIK LAL ROY

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Depattment be pleased to state :—

(ক) প্রশ্ন :— সোনামুড়া বিভাগে উরমাই গাঁওসভায় কলমক্ষেত রাস্তায় সোনামিঞার বাড়ীর নিকটের কাঠের সেতুটি যাহা ১৯৮৩ সালের বন্যায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাহা পুনরায় তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

(ক) উত্তর :— উক্ত রাস্তাটি পূর্ত বিভাগের আওতাধীন নহে।

(খ) প্রশ্ন :— নেওয়া হয়ে থাকলে কবে উহার কাজ আরম্ভ করা হবে ।

(খ) উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question NO-301

Name of M.L.A SHRI DIBA CHANDRA HRANGKHAWAL

Will the Hon'ble Minjster-in-charge of the Pubiic Works Department be pleased to state :—

(১) প্রশ্ন : উত্তর ত্রিপুরা কাঁঠালছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের নেপালটিলা বাজার হইতে কুম্ভীছড়া পর্য্যন্ত রাস্তা Brick soiling করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

(১) উত্তর :— এর কোন পরিকল্পনা এখনও নেওয়া হয় নাই ।

(২) প্রশ্ন :— যদি পরিকল্পনা থাকে তাহা হইলে উক্ত পরিকল্পনাটি কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় এবং ?

(২) উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

(Questions & Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 390

Name of Member :— Shri Monoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

(ক) ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমান মরশুমে বিলোনীয়া বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে আলুর চাষ ধ্বসা রোগে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(খ) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে উক্ত ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ কত ?

A N S W E R

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SHRI BADAL CHOUDHURY)

(১) বিচ্ছিন্নভাবে কিছু এলাকায় আলু চাষে ধ্বসা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল।

(২) টাকার অংকে আনুমানিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার ফসল নষ্ট হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 415

Name of the member :— Maharani Bibhu Rani Debi M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

Question No. 1 —

When was the Sonamura Agricultural Co-operative Society formed & what was share capital of the society (Govt. share & Private share separately)

১নং প্রশ্ন :— সোনামুড়া কৃষি কো-অপারেটিভ সোসাইটি কবে গঠন করা হয়েছিল এবং সোসাইটির শেয়ার কেপিটেল কত ?
(সরকারের এবং ব্যক্তিগত সদস্যদের)

Question No, 2 :—

What other financial assistances were given to the said Society by the Govt. ?

২নং প্রশ্ন :— সরকার কর্তৃক এই সোসাইটিকে অন্য আর কি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

Question No. 3

What is the present financial position of the above mentioned society ?

৩নং প্রশ্ন :— বর্ত্তমানে এই সোসাইটির আর্থিক অবস্থা কেমন ?

ANSWER

Minister-in-Charge of Agiiculture (Sri Badal Chowdhury)

Answer No. 1

There is no Co-operative Society named "Sonamura Agriculture Co-operative Society".

১নং উত্তর : সোনামুড়া কৃষি কোপারেটিভ সোসাইটী নামে কোন সোসাইটী গঠন করা হয় নাই ।

Answer No. 2 :— Does not arise.

২নং উত্তর : ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না ।

Answer No. 3 :— Does not arise.

৩নং উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 390

Name of the member : Maharani Bibu Kumarl Debi.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

a) Has any target been fixed for the next financial year for production of Rice and Paddy and :

পরবর্ত্তী আর্থিক বছরের জন্য ধান ও চাউল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়েছে কিনা ?

b) If so, what are these ?

যদি হয়ে থাকে তাহা কত ?

ANSWER

Minister-in-Charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

a) Yes
হ্যাঁ

b) In terms of Rice—4,38,000 M.T.
In terms of Paddy—6.57.000 M.T.

চাউল হিসাবে—৪,৩৮,০০০ মে. টন
ধান হিসাবে—৬,৫৭,০০০ মে. টন

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 419

Name of the member : Maharani Bibu Kumari Devi.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

a) Is it a fact that the Tripura Small Scale Industrial Corporation is running at a loss ?

b) What are the total cumulative loss of last five years of this institution ?

c) What are the reasons of loss ?

ANSWER

a) It is not ascertained whether the Corporation is running on profit or loss as the final account has not yet been completed.

(ক) এখনও জানা যায়নি যে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের লাভ কিংবা ক্ষতিতে চলছে। যেহেতু এই কর্পোরেশনের Final accouut এখনও compilation করা সম্পূর্ণ হয়নি।

b) Question does not arise in view of answer at (a) above.

(খ) উপরোক্ত (ক) উপরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

c) Does not arise.

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE "B"

Admitted on Unstarred Question NO-64

Name of Member : Maharani Bibhu Kumari Devi.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :

1. Number of Trades introduced in the Industrial Estate at Agartala.
2. Number of trainees who have come out successful from Industrial Estates during last three years (Grade-wise) and (Year-wise).
3. Number of trained personnel provided with Employment so far.
4 If not, what steps Govt. would propose to provide them with employment.

ANSWER

1. Trades which are introduced in the Industrial Estate, Agartala, are as follows .—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

a) Carpentry.
b) Sheet Metal & Blacksmithy.
c) Foot-wear.
d) Tannery.
e) Handmade Paper.
f) Vehicle Servicing.
g) Vehicle Repairing and Painting.
h) Model Blacksmithy.
i) G. B. Repairing (Hospital instruments).

৩। আগরতলা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটে যেসব Production Trade চালু আছে সেগুলো নিম্নরূপ :—

ক) কার্পেন্টি্
খ) শীট..... মেটাল ও ব্ল্যাকস্মিথী
গ) ফুট ওয়ার
ঘ) টেনারী
ঙ) হ্যাণ্ডমেড পেপার
চ) ভিহিক্যাল সার্ভিসিং
ছ) ভিহিক্যাল রিপেয়ারিং এবং পেইনটিং
জ) মডেল ব্ল্যাকস্মিথী
ঝ) জি বি, রিপেয়ারিং (হাসপাতাল সরঞ্জাম)

2. Training is not imparted in any trade in any Unit at any Industrial Estate.

২। কোন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটে কোন Trade এ শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা নেই।

3. Does not arise.

৩। প্রশ্ন উঠে না।

4. Does not arise.

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted question No. 66 (Unstarred)

Name of the Member : Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরা Jute Mill এর Project Report এ Capital কত টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল ?

২) উক্ত Report এ Production Target কত ধরা হয়েছিল এবং Target এ পৌছান সম্ভব হয়েছে কিনা।

৪) Production Target বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৪) উক্ত মিলের জন্য কি কি শর্তে কোন্ কোন্ source থেকে কত টাকা লোন নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর :

১। ত্রিপুরা জুট মিলের Project Report এ ২০৫·০০ লক্ষ (২ কোটী ৫ লক্ষ) টাকা Equity মূলধন ধরা হয়েছিল।

২। Project Report এ দৈনিক ৪০ (চল্লিশ) মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (Production Target) ধার্য্য করা হয়েছিল। লক্ষ মাত্রায় পৌছানো সম্ভব হয়নি।

৩। হ্যাঁ।

৪। ত্রিপুরা জুট মিল নিম্নলিখিত ৪ (চারটি) আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ৬ ছয়) টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে মোট ৫০২.৭১ (পাঁচ কোটি ২ লক্ষ ৭১ হাজার) টাকা ঋণ হিসবে গ্রহণ করেছে।

ক) ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া—১০১.৮৪ লক্ষ

খ) ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া—১৬৫·০৯ লক্ষ।

গ) ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ক্রেডিট
ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড—৪৭ ২৮ লক্ষ

ঘ) লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পো--২৪.০৩ লক্ষ
রেশন অব ইণ্ডিয়া।
ঙ) ইউনাইটেড ব্যাংক অব — ৩২·২১
ইণ্ডিয়া।
চ) ব্যাংক অব বরোদা — ২১·২৫
ছ) ষ্টেট ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া— ৩১·২১
জ) ইণ্ডিয়ান ব্যাংক — ৩১·২১
ঝ) ইউনাইটেড কমার্শিয়াল— ৩১·২১
ব্যাংক।
ঞ) ইণ্ডিয়ান ওভারসিয়েস ব্যাংক—১৮·৩৮

মোট ৫০২·৭১ লক্ষ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি উপরোক্ত ঋণ দুভাবে দিয়েছিল। প্রথমে Original Term Loan দিয়েছিল ও পরে Additional Term Loan দিয়েছিল। Original Term Loan কোম্পানী তার জমি ও মেশিন পত্রাদি বন্ধক দিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি থেকে টাকা নিয়েছিল এবং কোম্পানীর রেজিষ্টারের নিকট রেজিষ্টার-ভুক্তও করা হয়েছিল। বিভিন্ন আর্থিক ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের জামিন ত্রিপুরা সরকার নিয়েছিলেন। Addition l Term Loan এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের জামিন একমাত্র ত্রিপুরা সরকার নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় Term Loan এর ক্ষেত্রে কোন Charge Register এর নিকট Registered করা হয়নি। ব্যাংক কর্তৃক দেয় Term Loan এর ক্ষেত্রে বাৎসরিক ১৩·৫·/. সুদের হার ধার্য্য করা ছিল এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদের হার ধার্য্য করা হয়েছিল ১১·/. হতে ১২·/. বাৎসরিক। কিন্তু Additional Term Loan এর ক্ষেত্রে ব্যাংকের হার অধিক ছিল। ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাৎসরিক ১৫·/. হারে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাৎসরিক ১৪·/. হারে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 67

Name of M.L.A. - SHRI MONORANJAN MAJUMDER

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

ক) প্রশ্ন ; রাজ্য সরকারের মোট কতটি অফিস ঘর রেন্টেড হাউস এতে আছে এবং এদের জন্য বৎসরে মোট কত খরচ হয় ?

(১) উত্তর : তথ্য সংগ্রহাধীন।

(২) প্রশ্ন : উক্ত রেন্টেড হাউসগুলির ভাড়ার রেট কিভাবে নির্দ্ধারণ করা হয় ?

(২) উত্তর : তথ্য সংগ্রহাধীন।

(৪) প্রশ্ন : কোন কোন দপ্তর ঐরূপ ভাড়া বাড়ীতে আছে তার বিবরণ।

(৩) উত্তর : তথ্য সংগ্রহাধীন।

ANNEXURE "C"

Admitted Question NO-55 (UNSTARRED) POSTPONED.

Name of Member SAYED BASIT ALI

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Pubiic Works Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে মোট Rice মিলের সংখ্যা, কত (নাম, স্থান সহ বিভাগভিত্তিক হিসাব)

২। ইহা কি সত্য যে ১৯৮৩ সালের ১লা মে হইতে ১৯৮৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যান্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও বিদ্যুৎ সঙ্কটের দরুণ মিল মালিকগন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন ।

৩। সত্য হইলে উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ মালিকগণকে সরকার হইতে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কিনা।

৪। না দেওয়া হইলে তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করবার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করছেন কিনা।

উত্তর :

১। রাজ্যে Rice Mill এর সংখ্যা মোট ৯৪২টি নাম, স্থান সহ বিভাগভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় কাগজে দেওয়া হল।

২। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও বিদ্যুৎ সঙ্কটের দরুণ মিল মালিকগণের ক্ষতিগ্রস্থের কোন খবর এ পর্য্যন্ত কোন শিল্প দপ্তরে পাওয়া যায়নি ।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

কমলপুর মহকুমায় অবস্থিত মিল ও সংশ্লিষ্ট মালিকগণের নামের তালিকা :

ক্রমিক নং	মিল মালিকের নাম ও ঠিকানা	মিলের অবস্থান	লাইসেন্স নং
১।	শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার রায় পিতা, কামিনী কুমার রায় সেলেমা।	সেলেমা বাজার	24/RML/78
২।	শ্রীপ্রবোধেশ পাল পিতা মৃত প্রমোদ রঞ্জন পাল কুলাই।	কুলাই	23/RML/77
৩।	শ্রীরমেন্দ্রধর পুরকায়স্থ পিতা ৺রামদুলাল পুরকায়স্থ কুলাই।	কুলাই বাজার	21/RML/76
৪।	শ্রীক্ষিরোদ রঞ্জন দত্ত পিতা ৺ ঈশানচন্দ্র দত্ত আমবাসা।	আমবাসা	5/RML/74
৫।	শ্রীমতী মনোরমা ঘোষ স্বামী শ্রীবিপিনচন্দ্র ঘোষ মানিক ভাণ্ডার।	মানিক ভাণ্ডার	1/FP/RM/74
৬।	শ্রীমোহনলাল গোস্বামী আমবাসা।	আমবাসা	13/RM/73
৭।	শ্রীনীরেন্দ্র দেবনাথ পিতা শ্রীবিষ্ণু দেবনাথ কুলাই।	বলরাম বাজার	24/RML/77
৮।	শ্রীকনক রঞ্জন ঘোষ পিতা শ্রীবিপিনচন্দ্র ঘোষ ফুলছড়ি।	ফুলছড়ি	4/RML/74
৯।	,, দিলীপ চন্দ্র মজুমদার পিতা খগেন্দ্র মজুমদার শান্তির বাজার।	শান্তির বাজার	15/RM/74

১০।	শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র দাস পিতা রমাকান্ত দাস মানিক ভাণ্ডার।	মানিক ভাণ্ডার	14/RML/74
১১।	সেক্রেটারী, বি. টি, এস, এস, লি, মানিক ভাণ্ডার।	মানিক ভাণ্ডার	6/RML/KMP/85
১২।	,, নরেন্দ্র নাথ ভৌমিক পিতা ৺ নগেন্দ্র ভৌমিক কমলপুর।	কমলপুর বাজার	3/RML/KMP/74
১৩।	শ্রীমতী নীভারানী দত্ত স্বাঃ সুনীল দত্ত কমলপুর।	কমলপুর	8/RML/KMP/74
১৪।	শ্রীরাজেন্দ্র কুমার রায় ৺ পিতা সূর্য্যমনী রায় কাস্কিগ্রাম।	হরের খোলা	21/RML/KMP/75
১৫।	শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী পিতা যোগেশ চক্রবর্ত্তী আমবাসা।	আমবাসা	10/RML/KMP/71
১৬।	শ্রীমতী মালতী দেবনাথ স্বাঃ জ্যোতির্ময় দেবনাথ কুলাই বাজার।	কুলাই	20/,,/,,/78
১৭।	,, নগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পিতা সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কুলাই।	কুলাই বাজার	19/ ,/,,/74
১৮।	,, কৃষ্ণ সিন্হা পিতা ব্রজ সিন্হা হালাহালি।	হালাহালি	17/,,/,,/74
১৯।	,, সুবোধ দেবনাথ পিতা জেবেন্দ্র দেবনাথ কচুছড়া।	কচুছড়া	20/,,/,,75

(Questions & Answers)

২০।	শ্রীপ্রসন্ন কুমার দেব পিতা মুরারী দেব	কুলাই	26/../../79
২১।	শ্রীখিতিশচন্দ্র দাস পিতা ৺ সহদেব দাস ভাত খাউরী।	ভাত খাউরী	27/../../79
২২।	শ্রীঅজিত কুমার পাল পিতা শ্রীহরেন্দ্র পাল শান্তির বাজার।	শান্তির বাজার	28/../../80
২৩।	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র পাল পিতা শ্রীপ্রহ্লাদ পাল শান্তির বাজার।	মানিক ভাণ্ডার	29/../80
২৪।	শ্রীঅজিত দেবনাথ পিতা প্রতাপ দেবনাথ হালাহালি।	হালাহালি	30/RML/80
২৫।	শ্রীসুনীলচন্দ্র ঘোষ পিতা ঠাকুরধন ঘোষ ফুলছড়ি।	ফুলছড়ি	31/../80
২৬।	শ্রীহরকুমার দাস পিতা সর্বেশ্বর দাস কাটালুৎমা।	শান্তির বাজার	32/../80
২৭।	শ্রীসাধনচন্দ্র দেবনাথ পিতা রমেশ দেবনাথ আভাঙ্গা।	ঐ	33/../81
২৮।	শ্রীপ্রদীপ চক্রবর্ত্তী পিতা বিনোদ চক্রবর্ত্তী দলুবাড়ি।	দলুবাড়ি	34/../81
২৯।	পার্থসারথী চক্রবর্ত্তী পিতা সুনীল চক্রবর্ত্তী	মানিক ভাণ্ডার	35/../81
৩০।	বিভূতিভূষণ সাহা পিতা বিধান সাহা ফুলছড়ি।	ফুলছড়ি	36/../8

৩১।	শ্রীহরকুমার দেবনাথ পিতা হরেন্দ্র দেবনাথ চুলুবাড়ি।	বামনছড়া বাজার	37/,,/81
৩২।	শ্রীবাদল দত্ত পিতা তরণী দত্ত নাকফুল।	নাকফুল	38/,,/81
৩৩।	শ্রীধনু সিং পিতা তরণী সিং ফুলছড়ি।	পঁচাশি	39/RML/80
৩৪।	শ্রীস্বজলকান্তি ঘোষ পিতা সত্যরঞ্জন ঘোষ মানিক ভাণ্ডার।	মানিক ভাণ্ডার	41/,,/81
৩৫।	শ্রীসতীশচন্দ্র দাস পিতা সহদেব দাস ভাতখাউরী।	ভাত খাউরী	42/,,/81
৩৬।	শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী সূত্রধর স্বা: অবনী কুমার সূত্রধর, হালাহালি।	হালাহালি	43/,,/82
৩৭।	শ্রীরাজেন্দ্র গোস্বামী পিতা, দীনেশ গোস্বামী আমবাসা।	আমবাসা	44/,,/82
৩৮।	শ্রীস ধীনন্দ্র দে পিতা শ্রীচন্দ্রকুমার দে হালাহালি।	হালাহালি	45/,,/82
৩৯।	,, বিনোদ সিংহ পিতা ধেনা সিংহ আভাঙ্গা।	আভাঙ্গা	46/,,/82
৪১।	,, সুরেশচন্দ্র দাস পিতা প্রকাশ দাস মড়াছড়া।	মড়াছড়াবাজার	18/,,/74

৪১। শ্রীননীমোহন দাস রাখালতলী 47/../83
পিতা, সচিনমোহন দাস
সিংবিল।

৪২। শ্রীজয়কুমার দাস, বড়লুতমা
৪৩। শ্রীশেফাল রঞ্জন দেব, নলীছড়া
৪৪। ,, নীরোদচন্দ্র দাস, চুলুবাড়ি
৪৫। , মাখনচন্দ্র বণিক, হালাহালি
৪৬; ,, আনন্দ দাস, সেলেমা বাজার
৪৭। ,, পরিমল বিশ্বাস, বড়লুৎমা
৪৮। ,, বারিন্দ্র দেববর্মা, লেম্বুছড়া
৪৯। ,, মুক্তিব্রত দেব. বালিগাঁও
৫০। ,, নবকিশোর দাস. মিছুরিয়া

ধর্মনগর মহকুমা

১। শ্রীযোগেশচন্দ্র নাথ, ধর্মনগর
২। ,, রিবেশচন্দ্র রায়, কুর্তি
৩। ,, নবীনচন্দ্র পাল, ধর্মনগর
৪। ,, দীনেশ চন্দ্রপাল , ফুলছড়া
৫। ;, বিনোদ বিহারী দেব, ধর্মনগর
৬। ,, ,, নরেন্দ্র চন্দ্র নাথ, ঐ
৭। ,, সুকুমার দাস, সাতনালা।
৮। শ্রীমতী সবুজ রাণী নাথ, কদমতলা
৯। ,, রবীন্দ্র কুমার পাল, চন্দ্রপুর
১০। ,, সুদর্শন নাথ মহেষপুর
১১। ,, বীরেন্দ্র কুমার দেব, ধর্মনগর
১২। ,, পরিমলচন্দ্র নাথ
কাঞ্চনপুর।
১৩। দেবাশীষ নাথ, পেচারথল বাজার

১৪। শ্রীসুজিত কুমার দেব
পেচারথল বাজার।
১৫। আবদুল হামিদ চৌধুরী
ধর্মনগর।
১৬। মো: সমসউদ্দীন
ধর্মনগর।
১৭। রাধাকৃষ্ণ রাইস মিল,
কাঞ্চনপুর ।
১৮। শ্রীপরিমল নাথ চৌধুরী
লালছড়া।
১৯। ,, পনিন্দ্রচন্দ্র দেব নাথ
জলাবাসা।
২০। ,, কৃপাময় দেব
বিষ্ণুপুর ।
২১। ,, মোহনলাল পরাশ,
ধর্মনগর ।
২২। ,, নীরোদ রঞ্জন দেব,
ধর্মনগর।
২৩। ,, প্রহ্লাদচন্দ্র নাথ.
কাঞ্চনপুর।
২৪। চিন্তামনী রাইস্ মিল,
আনন্দ বাজার।
২৫। লক্ষীনারায়ণ রাইস্ মিল,
দশদা বাজার।

২৬। সুধন্য কুমার দাস,
বাগবারা। D.M.R.

২৭। অধীরচন্দ্র নাথ,
আমটিলা।

২৮। ক্ষিরোদ চন্দ্র নাথ,
তিলথৈ বাজার।

২৯। সমরেন্দ্র কুমার নাথ,
নরসিংপুর।

৩০। দেবব্রত পাল,
পেচারথল।

৩১। কানাইলাল পাল,
তারকপুর।

৩২। রবীন্দ্রচন্দ্র পাল,
কালাছড়া।

৩৩। মনোরঞ্জন দেবনাথ,
বিলথৈ, D.M.R.

৩৪। বিনোদ বিহারী দাস,
ব্রজেন্দ্রনগর।

৩৫। লক্ষীনারায়ণ রাইস মিল,
রাধাপুর।

৩৬। বীরেশচন্দ্র দেবরায়,
কুর্ত্তী (বাজার)।

৩৭। বিনয়কুমার দেবরায়,
কুর্ত্তী বাজার।

৩৮। বিধুভূষণ দেবরায়,
কুর্ত্তী, ধর্মনগর।

৩৯। রবীন্দ্রকুমার গুড,
কামেশ্বর।

৪০। নেপালচন্দ্র দে,
ধর্মনগর।

৪১। লক্ষীনারায়ণ রাইস মিল,
পেচারথল।

৪২। নরেশ নাথ,
দেওয়ান পাশা।

৪৩। সুধীর রঞ্জন নাথ,
দেওয়ান পাশা।

৪৪। সুনীতি রাইস মিল,
রাজবাড়ী, ধর্মনগর।

৪৫। কামদেবনাথ চৌধুরী,
তিলথৈ বাজার।

৪৬। সরস্বতী রাইস মিল,
রাধানগর।

৪৭। নিতাই রঞ্জন পাল,
পূর্ব্ব রাগনা, D.M.R.

৪৮। রাকেশ চন্দ্র দাস,
পানিসাগর।

৪৯। রামকৃষ্ণ রাইস মিল,
রাজবাড়ী, ধর্মনগর।

৫০। মনোরঞ্জন দেবনাথ,
তিলথৈ।

৫১। যোগেশ চন্দ্র দেবনাথ,
রাধাপুর।

৫২। মনোরঞ্জন দেবনাথ,
খরাংজুরি।

৫৩। রাধেশ্যাম রাইস মিল,
কামেশ্বর।

৫৪। মতিলাল পাল,
বিবেকানন্দ রোড।

৫৫। নির্মলকান্তি শর্মা,
ধর্মনগর।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

৫৬। রাখালচন্দ্র দেব
ইচাই, সোনাপুর।

৫৭। ফুলবাড়ী রাইস মিল,
প্রেমতলা।

৫৮। পীযুষকান্তি দাস.
রামনগর।

৫৯। বানথুমা,
জম্পুই।

৬০। পরেশচন্দ্র পাল,
রাধাপুর।

৬১। বাবুল বিকাশ বড়ুয়া,
কাঞ্চনপুর।

৬২। দেবেন্দ্র নাথ
শান্তিপুর।

৬৩। বীরেন্দ্র কুমার মালাকার,
কাকরিরপুর।

৬৪। অরুণ চন্দ্র পাল,
কদমতলা।

৬৫। ললিতমোহন দাস,
রাজবাড়ী।

৬৬। ধীরেন্দ্র চন্দ্র নাথ,
গঙ্গানগর।

৬৭। মহেন্দ্র দেবনাথ,
কাঞ্চনপুর।

৬৮। গোপাল চন্দ্র ধর,
লালছড়া।

৬৯। প্রবোধ ভট্টাচার্য্য,
উপথাখালি।

৭০। অনিলচন্দ্র দেব,
রানীবাড়ী।

৭১। রবীন্দ্র কুমার পাল,
পশ্চিম চন্দ্রপুর।

৭২। হিমাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য.
রাধানগর।

৭৩। হরিদাস চৌধুরী,
পোষ্ট অফিস রোড।

৭৪। দীনেশ রঞ্জন দেব,
হসপিট্যাল রোড।

৭৫। সুধীর রঞ্জন দে,
তারকপুর।

৭৬। সতীশ চন্দ্র নাথ,
ধর্মনগর।

৭৭। শান্তিস্বর বড়ুয়া।
মাছমারা।

৭৮। শশীমোহন নাথ,
রাজনগর।

৭৯। পীযুষকান্তি নাথ,
শুক্নাছড়া।

৮০। দীনেশ চন্দ্র পাল,
লালছড়া।

৮১। ক্ষীরোদ রিয়াং,
লালজুরি।

৮২। হিমাংশু নাথ,
শ্রীরামপুর।

৮৩। অজয় কুমার দেবনাথ,
হাফলংছড়া।

৮৪। রূপেশ চন্দ্র দাস,
পদ্মবিল।

৮৫। সুধাংশু পাল,
কৃষ্ণপুর।

৮৬। পীযূষকান্তি নাথ,
লক্ষীনগর।

৮৭। রঞ্জিত পুরকায়স্থ,
নরেন্দ্রনগর।

৮৮। দীপুলাল দে,
চুড়াইবাড়ী।

৮৯। কামিনী সরকার,
রামগুণ পাড়া।

৯০। রতন কুমার দেব,
রামনগর।

৯১। বিধুভূষণ দেবরায,
কুত্তী; ধর্মনগর।

৯২। লেবার ইউনিয়ন রাইস মিল,
রাধাপুর।

৯৩। শ্রীহরি দেবনাথ,
ভলাবাসা বাজার।

৯৪। জ্যোতিশচন্দ্র পুরকায়স্থ,
উপ্তাকালি।

৯৫। শাহ্জী রাইস মিল,
মাইমারা।

৯৬। নারায়ন রাইস মিল,
রাগনা

৯৭। রাধারানী রাইস মিল,
লালছড়া

৯৮। সুনীলকান্তি বড়ুয়া,
ভুপতি, ধর্মনগব।

৯৯। বিজযকুমার নাথ,
আমটিলা।

১০০। বিজয়কৃষ্ণ রাইস মিল,
পানিসাগর।

১০১। বিবেকানন্দ রাইস মিল,
পেচারথল (বাজার)

১০২। মহাবীর রাইস মিল,
কাঞ্চনপুব।

১০৩। বিয়াক সাংগা,
জম্পুই।

১০৪। শ্রীকৃষ্ণ রাইস্ মিল,
কুর্ত্তী।

১০৫। মো: ইমান উদ্দিন চৌধুরী,
কদমতলা।

১০৬। সদয়চন্দ্র নাথ,
পদ্মবিল।

১০৭। সত্যেন্দ্র কুমার দেবনাথ,
ভলাবাসা।

১০৮। নিরঞ্জন পাল,
রাঘনা।

১০৯। জয়দুর্গা রাইস মিল,
শনিছড়া।

১১০। মিষ্টার থান কিনা,
জম্পুই

১১১। দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র নাথ,
সাকাইবাড়ী

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১১২। ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার,
সাকাইবাড়ী।

১১৩। তেজাবালা রাইস্ মিল,
পদ্মবিল।

১১৪। শ্রীমতী সুপ্রীতি নাথ,
শুক্‌না ছড়া (বাজার)

১১৫। হরেকৃষ্ণ দেবনাথ.
দশদা বাজার।

১১৬। দেবাশীষ নাথ,
কাঞ্চনপর।

১১৭। হৃদয় রঞ্জন চাক্‌মা,
কাঞ্চনপুর।

১১৮। কিশোর কুমার নাথ,
ইছাই সোনারপুর।

১১৯। সমরেন্দ্র কুমার নাথ,
কাঞ্চনপুর।

১২০। চারুবালা রাইস মিল,
দশদা বাজার।

১২১। অরুণচন্দ্র পাল,
কদমতলা।

১২২। ত্রিদিবকান্তি বড়ুয়া,
কাঞ্চনপুর।

১২৩। পীযুষ রঞ্জন পাল,
তারকপুর।

১২৪। অরুণ ইণ্ডাষ্ট্রিজ,
ধর্মনগর।

১২৫। মনীন্দ্র চন্দ্র দেব,
দশদা বাজার।

কৈলাসহর

১। শঙ্কর দাস, ছনতৈল।

২। তরণীকান্ত দাস, গোবিন্দপুর।

৩। কৃষ্ণপদ দাস, পাবিয়াছড়া।

৪। সুব্রত চৌধুরী. চণ্ডীপুর।

৫। নরেন্দ্র কুমার মালাকার,
সোনাইমুড়ী।

৬। ধীরেন্দ্র দেববর্মা. কুমারঘাট।

৭। কামাখ্যা রঞ্জন পাল, মনু।

৮। ধীরেন্দ্র কুমার দাস,
পানিচৌকি বাজার।

৯। অনাথবন্ধু রায়,
পাইতুর বাজার।

১০। অরুণ চন্দ্র ধর, ছনতৈল।

১১। মনোধার দেব, ভগবানপুর।

১২। বারেন্দ্রকান্ত দাস, পানিচৌকি বাজার।

১৩। সুরেন্দ্রকান্ত দাস, কুমারঘাট।

১৪। বীরেন্দ্রকুমার পাল.
কৃষ্ণনগর।

১৫। কাটুরুনেশা খাটুন চৌধুরী,
রাঙ্গাটি।

১৬। অধীর রঞ্জন সেন,
পানিচৌকি বাজার।

১৭। সতীশ চন্দ্র দে চৌধুরী,
গৌড়নগর।

১৮। গোপিকারঞ্জন পাল,
কাছারঘাট।

১৯। হিরেন্দ্রকুমার পাল,
সোনাইমুড়ী।

২০। সুকুমার চন্দ্র পাল,
কৃষ্ণনগর।

২১। উপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, এমরাপাড়া বাজার।

২২। আকুল আলী, ইনানী,
২৩। জীতেন্দ্র আচার্য্য, মাছলী।
২৪। সৈয়দ হাসির আলী,
টিলা বাজার।
২৫। সত্যেন্দ্র কুমার দত্ত,
এমরা পাসা।
২৬। দীপক রঞ্জন দে
২৭। অরুণ কুমার দাস, ছনতৈল।
২৮। সত্যরঞ্জন দেববর্মা,
ময়নামা।
২৯। রমেশচন্দ্র দে, দুধপুর।
৩০। শ্রীমতী অপর্ণা দাস,
কাঞ্চনবাড়ী।
৩১। অবনী কুমার পাল, কৌলিকুড়া।
৩২। প্রভাতচন্দ্র বসাক,
পশ্চিম কাঞ্চন বাড়ী।
৩৩। জীতেন্দ্র কুমার মালাকার,
ডলুগাঁও।
৩৪। ক্ষিতীশ চন্দ্র পাল,
নোয়াগাঁও।
৩৫। মনুজ কুমার চৌধুরী,
ফটিকরায় বাজার।
৩৬। অঞ্জন আলী, বাবুর বাজার।
৩৭। বিনয়ভূষণ রিয়াং,
ধুমাছড়া বাজার।
৩৮। বাবুচান সিন্‌হা,
ডলুগাঁও।
৩৯। শ্রীমতী প্রীতিকনা দেব,
কুমারঘাট
৪০। প্রতাপচন্দ্র দে,
সৈদারপুর

৪১। সুকুমার দেববর্মা, ময়নামা।
৪২। অনন্ত চাকমা, করমছড়া।
৪৩। অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য,
কৌলিকুরা।
৪৪। ময়ূরচাঁদ সিন্‌হা,
ডলুগাঁও।
৪৫। ধীরেন্দ্র চন্দ্র দে, বেতছড়া।
৪৬। ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী,
গঙ্গানগর।
৪৭। সতীশ রঞ্জন দে, জলাই।
৪৮। শান্তমোহন রোয়াজা, ছামনু।
৪৯। দিলীপ কুমার সিংহ,
পদ্মদীঘির পাড়।
৫০। হরিদাস সিন্‌হা,
ইসবপুর।
৫১। রসময় ত্রিপুরা, ধুমাছড়া।
৫২। কালাচাঁন দেব, ছৈংলেংটা।
৫৩। অমরেন্দ্র কুমার দে, কাঞ্চনবাড়ী।
৫৪। সুদর্শন পাল, বাধানগর।
৫৫। আশীষ পাল, ছৈলেংটা।
৫৬। বাবুলাল বসাক, কাঞ্চনবাড়ী।
৫৭। আরুল আজিজ খান,
বাবুর বাজার।
৫৮। সুশীল রঞ্জন দে, ফটিকরায় বাজার।
৫৯। সাবৎথান, যজাখোয়া।
৬০। পরিমল বড়ুয়া, ছামনু বাজার।
৬১। গৌড়চাঁদ দত্ত মাসলি বাজার
৬২। শঙ্করচন্দ্র সাহা, মনুঘাট
৬৩। প্রাণেশচন্দ্র নাগ, ইরানী বাজার
৬৪। সুনীলকান্তি রুদ্রপাল, ময়নামা
৬৫। মানিকরঞ্জন ধর, পর্ব্ব বাতাছড়া

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

৬৬। সুখময় ভট্টাচার্য্য, কুরজার।
৬৭। ভুপেন্দ্রলাল বৈদ্য, জলই
৬৮। হিমাংশু দে, ছনতৈল।
৬৯। বিশ্বজিৎ দে, কীর্ত্তনতলী।
৭০। সৈয়দ সাহিদ আলী, নয়াপত্তন।
৭১। অজিত কুমার দাস, গৌড়নগর।
৭২। সুদীপ ভট্টাচার্য্য, নতুন বাজার।
৭৩। সুভাষ রঞ্জন দে, ফটিক রায়।
৭৪। বিধুভুষণ সেন, সৈদারপার।
৭৫। এম, এ, গফুর, কুবজার
৭৬। রাজেন্দ্র সিন্‌হা, শ্রীপুর
৭৭। নরেশ দত্ত, ফটিকরায় বাজার
৭৮। সুশীল রজন পাল, রাধানগর
৭৯। জগদীশচন্দ্র দে, পাবিয়াছড়া
৮০। নারায়ণ চন্দ্র পাল ফটিকছড়া
৮১। সুবলচন্দ্র পাল, ফটিকরায়, রাধানগর
৮২। প্রেমানন্দ দেবনাথ, গঙ্গানগর
৮২। অন্নজিৎ ধর, মুসৌলি
৮৪। অশ্বিনী কুমার দাস, রতিয়াবাড়ী
৮৫। মো: আবদুল রোক, ইরানী
৮৬। আবু জাফর কামাল উদ্দীন, ফুলবাড়ী কান্দি
৮৭। আকবর আলী, টিকারবাড়ী
৮৮। নিমাইচন্দ্র দেবনাথ, ছেলেংটা বাজার।
৮৯। সুরেশ চন্দ্র চাকমা, লালছড়া।
৯০। পুলিনচন্দ্র দেব, দুর্গানগর।
৯১। বিষ্ণুপদ ভৌমিক, ডলুগাঁও।

সদর মহকুমা

১। জি, রায়, নেতাজী রোড।
২। বি, সেনগুপ্ত, সেন্ট্রাল রোড।
৩। এস, কে, সেনগুপ্ত, বনমালীপুর।
৪। কে, সি, সাহা, বিশালগড়।
৫। বি, সাহা, টাউন, প্রতাপগড
৬। এ, সি, দত্ত, বড়দোয়ালী
৭। জে, সি, ভৌমিক, রানীর বাজার।
৮। এস, আর, সাহা, ঐ
৯। কে, সি, ভৌমিক, ঐ
১০। এম' কে, দত্ত, ঐ
১১। আর, পাল, ঐ
১২। এন, জি, ভুঁইয়া, ঐ
১৩। এন, সি, দেব, ঐ
১৪। আর, কে, পাল, ঐ
১৫। জে, সি, দাস, ঐ
১৬। এস, দেবনাথ, ঐ
১৭। এস, কে, সাহা, ঐ
১৮। সন্তোষচন্দ্র দেবনাথ, ঐ
১৯। মতীলাল ভট্টাচার্য্য, ঐ
২০। ডি, সি, সাহা, আসাম পাড়া
২১। এইচ, দাশগুপ্ত, মোহনপুর
২২। পি, বণিক, মহারাজগঞ্জ বাজার

২৩। পি, সি, বসাক, টাউন প্রতাপগড়
২৪। ইউ, আর, দেবনাথ, বনমালীপুর
২৫। এস, কে, সাহা, কৃষ্ণনগর
২৬। এম, এন' দাস, রেশম বাগান
২৭। জি, সি, মজুমদার, মোহনপুর
২৮। এস, এন, সাহা, বিশালগড়
২৯। এন, কে দেববর্মা, জম্পুইজলা
৩০। এস, কে চৌধুরী, গোলাঘাটী
৩১। এস, এল, দেবনাথ, রানীর বাজার
৩২। ডি, সি, সাহা, মোহনপুর।
৩৩। এ, কে, দত্ত, মধুবন।
৩৪। এস, এন, সাহা, বিশালগড।
৩৫। এস, বি, দাস, ঐ
৩৬। পি এম, সেনগুপ্ত, মোটর ষ্ট্যাণ্ড, আগরতলা।
৩৭। ইউ, আর, সাহা, বিশালগড।
৩৮। এল, এম, দেবনাথ, রাণীর বাজার।
৩৯। পি, বি, দেব, মোহনপুর।
৪০। এন, সি, সিং, বিশালগড়।
৪১। জে, সি, দাস, টাকারজলা।
৪২। এ, সি, দত্ত, বিশ্রামগঞ্জ।
৪৩। সন্তোষ সাহা গাবদী।
৪৪। বাজমোহন দেব, বিশালগড।
৪৫। এ, কে, সাহা, রাউতখলা।
৪৬। এস, কে, দেব, চড়িলাম।
৪৭। জে, পাল, চন্দ্রপুর
৪৮। এস, সি, দেবনাথ, চড়িলাম
৪৯। এ, ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রপুর
৫০। বি, আর, রায়, মোটর ষ্ট্যাণ্ড
৫১। এস, সি, দাস, এডি, নগর
৫২। এস, সি, দেবনাথ, জেইল আশ্রম রোড
৫৩। এস, সি, সাহা, বড়দোয়ালী।
৫৪। এস, দেব, মোহনপুর
৫৫। আর, কে, সাহা আমতলী বাজার
৫৬। জি, সি, সাহা, অভয়নগর
৫৭। বি, আর, রায়, রাউতখলা
৫৮। এম, সাজার, সিদ্ধী আশ্রম।
৫৯। ডি, সি, দেবনাথ, রাণীর বাজার।
৬০। এম, এম, দেবনাথ, বিশ্রামগঞ্জ।
৬১। বি, সাহা, চম্পকনগর।
৬২। পি, সাহা, সেকেরকোট।
৬৩। এন, সি, নাথ, রানীর বাজার।
৬৪। এন, জি, নাথ, রানীর বাজার।
৬৫। এ, গোপ, বরজলা।
৬৬। বি, বি, সাহা, বিশালগড।
৬৭। ডি, সাহা, এডি, নগর।
৬৮। পি, সি, দেবনাথ, নলগড়িয়া।
৬৯। এইস, ভৌমিক, ঐ
৭০। পি, কে, বণিক, খয়েরপুর।
৭১। কে, এম, সাহা, নেতাজী সুভাষ রোড।
৭২। এস, কে মজুমদার, নোয়াগাঁও।
৭৩। বি; জি, নাথ, দেবিনগর।

৭৪। এস বি, সাহা, খয়েরপুর।
৭৫। এম, কে, ঘোষ, ফটিকছড়া, মোহনপুর।
৭৬। এল, সি, পাল, বিশালগড়।
৭৭। আর সাহা, রানীর বাজার।
৭৮। বি, ধর দুর্গানগর।
৭৯। এস, রায়, গাবর্দী বাজার।
৮০। এস, কে দেবনাথ মধ্যপাড়া, আগরতলা।
৮১। এ, সি সাহা, দেবীনগর।
৮২। অজয় রায় দুর্গা চৌমুহনী॥
৮৩। সি, আর, ভৌমিক, খয়েরপুর।
৮৪। আর, এম, দেবনাথ, বিশ্রামগঞ্জ।
৮৫। বি দেব, নলগড়িয়া।
৮৬। কে, দেবনাথ খয়েরপুর।
৮৭। পি, সি, দাসগুপ্ত, রানীর গাঁও।
৮৮। কে, এস দেবনাথ, বিশ্রামগঞ্জ।
৮৯। এইচ, এল পাল, বৃন্দনগর।
৯০। ডি, দেবনাথ ঐ
৯১। এম, এম, নাথ, আসাম পাড়া।
৯২। কে পি, দাস, দেবীনগর।
৯৩। এস, সাহা, বেলতলী।
৯৪। এম, দে, নতুননগর।
৯৫। কে, কে, ভৌমিক, মোহনপুর।
৯৬। এম, কে ভৌমিক, নলগরিয়া।
৯৭। ডি, সি সাহা, আসাম নারা।
৯৮। ডি, দেবনাথ, অভয়নগর।
৯৯। এস, সি, দেবনাথ, মোহনপুর।
১০০। আর, বি. সাহা, দেবিনগর।
১০১। এস, বি, পাল, বামুটিয়া।
১০২। ডি, বাংখল, চম্পকনগর।
১০৩। এইচ, দেবনাথ, সনমুড়া।
১০৪। আর, পি, চৌধুরী, কামালঘাট।
১০৫। এস তালুকদার, মোহনপুর।
১০৬। এম, দেবনাথ, আসামপাড়া।
১০৭। এস, সি, বসু, বীরেন্দ্রনগর।
১০৮। বি, বি, ভৌমিক, রানীর গাঁও।
১০৯। বি, এল, দেবনাথ, দেবীপুর।
১১০। হীরেন্দ্র এণ্ড ধীরেন্দ্র পাল, রাণীর বাজার।
১১১। টি পাল, ঐ
১১২। এস কে, পাল, দুর্গা চৌমুহনী।
১১৩। জে, এম, দেববর্মা, বড়কাঠাল।
১১৪। এম, দেবনাথ, রানীর বাজার।
১১৫। বি, বি, রায়, পি, এল বিল।
১১৬। কে, সি, ধর, টাকার জলা।
১১৭। এস, কে, পাল তারানগর।
১১৮। বি, দেববর্মা, মোহনপুর।
১১৯। সি, আর, সাহা বিশালগড়।
১২০। ডি, ভৌমিক, দেবীপুর।
১২১। আর, সি সাহা, নয়নীমা মুরা।
১২২। এন, সি, দাস, সেকেরকোট।
১২৩। আর, সি, ধর, রানীর বাজার।

১২৪। এল. দেববর্মা, জিরানীয়া বাজার।
১২৫। পি, কে. মজুমদার, চড়িলাম।
১২৬। বি, সি, দাস, অরুণধুতিনগর।
১২৭। এস, কে, সাহা. মান্দাই বাজার।
১২৮। এম. কে, দেববর্মা দুর্গা নগর।
১২৯। এস, সিংহ, মোহনপুর।
১৩০। এন, জি. রানা, ইন্দ্রনগর।
১৩১। এম, সাহা. জিরানীয়া।
১৩২। এন. সি. রায়, পঞ্চবটী বাজার।
১৩৩। জে, নাথ, নলগড়িয়া।
১৩৪। এন, আর, দেবনাথ, ঐ
১৩৫। এন, জি ভৌমিক, বিশালগড়।
১৩৬। এন, মজুমদার. ব্রজপুর বাজার।
১৩৭। বি, এল, রায়, বৃদ্ধনগর।
১৩৮। টি, কে সাহা. জম্পুইজলা বাজার।
১৩৯। বিনয় ঘোষ, অরুণধুতিনগর।
১৪০। এন, সি, পাল, কামালঘাট।
১৪১। এইচ, এম, দেবনাথ, গোলাঘাটী
১৪২। এন, আর, চক্রবর্ত্তী, নরোরা বিশালগড
১৪৩। এইচ, পি, ভৌমিক, কুবড়া খামার
১৪৪। আর, আর, সরকার, পি, এল, বিল
১৪৫। এম, দে, চম্পকনগর।
১৪৬। সেক্রেটারী, কে, আই,সি, এস, লিঃ খয়েরপুর।
১৪৭। এইচ, পি, দেবনাথ, দেবীনগর।
১৪৮। এ, বি, রায়, গাবর্দ্দি বাজার।
১৪৯। জে, সি, রায়, রাউতখলা
১৫০। আর, সি, সাহা, জম্পুইজলা
১৫১। কে, চক্রবর্তী, লালসিংমুড়া।
১৫২। এস, চৌধুরী, আমতলী।
১৫৩। ডি. কে, দেবনাথ, কুররা খামার।
১৫৪। এস, দেবনাথ, দেবীনগর।
১৫৫। এস, কে, দেব, সুন্দর টিলা।
১৫৬। ডি, বি, চন্দ, চম্পকনগর।
১৫৭। এম. এল সাহা. বিশালগড।
১৫৮। আর, সি, দেব, চান্দিনা মুড়া।
১৫৯। এইচ, এস, দাস; জয়নগর।
১৬০। এ, সি, দাস. কলকলিয়া।
১৬১। আর, দেববর্মা, মান্দাই বাজার।
১৬২। এস, সি, দে, টাউন প্রতাপগড়।
১৬৩। পি, দেববর্মা, কাঞ্চনমালা।
১৬৪। আর, সি, ভৌমিক, খয়েরপুর।
১৬৫। জে, সি, কর্মকার' মজলিসপুর।
১৬৬। এম, ভট্টাচার্য্য, ধলেশ্বর।
১৬৭। এম, কে, দেববর্মা, পাথালিয়া ঘাট।
১৬৮। এন, জি সাহা, মঠ চৌমুহনী।
১৬৯। আর, সি, ঘোষ,মোহনপুর
১৭০। বি, সি. দেবনাথ, বৃদ্ধনগর।
১৭১। আর, এন, দালাল, টাউন প্রতাপগড়
১৭২। আর, কে, সাহা, মোহনপুর।
১৭৩। বলরাম দাস পুরাতন আগরতলা।
১৭৪। এন, সি, পাল, পূর্ব বাধারঘাট।
১৭৫। বি, বি, সাহা' অভয়নগর।
১৭৬। টি, রাহা, রেশমবাগান।
১৭৭। এস, দে, রাধাকিশোর নগর
১৭৮। পি, কে, সাহা, মোহনপুর।

(Questions & Answers)

১৭৯। এইচ, সি, সরকার, ছেচুরিয়া বাজার
১৮০। এন, সি, পাল, রানীর বাজার।
১৮১। টি, কে, ধর, চম্পকনগর।
১৮২। এন, সি, দত্ত, গোলাঘাটী।
১৮৩। আর, ঘোষ, বেলতলী।
১৮৪। আর, সাহা, রামনগর।
১৮৫। এস, দেব ধলেশ্বর।
১৮৬। বি, সি, ভৌমিক, নরসিংগড়।
১৮৭। বি, দে, পূর্ব্ব প্রতাপগড়।
১৮৮। এস, সি, সাহা, মোহনপুর।
১৮৯। এম' পাল, এম, জি, বাজার।
১৯০। এম, পাল, সেকেরকোট।
১৯১। ডি, সি, দাস, চক বস্তা
১৯২। কে, এল, দাস, শচীনগর কলোনী
১৯৩। বি, বৰ্দ্ধন, জিরানীয়া।
১৯৪। এন, সি, সাহা,. রাউতখলা।
১৯৫। এস ভট্টাচাৰ্য্য মোহনপুর।
১৯৬। কে, এল সাহা, বনকুমারী।
১৯৭। এন. সি, চৌধুরী, মধুপুর।
১৯৮। এন, জি, পাল, মোহনপুর।
১৯৯। বি. এস, দেববর্মা, বাস কুবডা পাড়া।
২০০। জি, সি, দেববর্মা, কলাবাগান।
২০১। এন, পি, পাল, কাশীপুর।
২০২। আর, দত্ত, করইমুড়া।
২০৩। এস, সি, দাস, বিশ্রামগঞ্জ।
০০৪। টী. এম, দেব, কালিকাপুর
২০৫। প্রেসিডেন্ট চম্পকনগর ক্রেডিট সোসাইটী লিমিটেড, চম্পকনগর।
২০৬। জে সি দেবনাথ. মোহনপুর।
২০৭। এইচ, সাহা, বিশালগড়।
২০৮। জে, দেবনাথ, মোহনপুর।
২০৯। এ, কে, চৌধুরী, পূর্ব্ব বাধারঘাট।
২১০। এস, সাহা. বিশ্রামগঞ্জ।
২১১। আই, সাহা, অরুণধুতিনগর।
২১২। এস, কে, চৌধুরী, গোলাঘাটী বাজার।
২১৩। টি, সরকার, অভয়নগর।
২১৪। জে, সি, দেবগুপ্ত, অজেন্দ্র বাজার।
২১৫। ডি, সি' সাহা, রাজনগর।
২১৬। এন, সি, সাহা, দুর্গানগর।
২১৭। বি, জি, দেবনাথ, গোলাঘাটী
২১৮। এন, আর, ঘোষ, পশ্চিম নোয়াবাদী।
২১৯। জি, এম, দেববর্মা' মান্দাই বাজার।
২২০। এস. দেবনাথ, ফুলতলী বাজার।
২২১। জি, সি সাহা, মধুপুর।
২২২। সেক্রেটারী, বি, এন পি, উন্নয়ন সমিতি, সেকেরকোট।
২২৩। এম, এল, দেব, তারানগর।
২২৪। আর, সি, সাহা, দেবীনগর।
২২৫। বি, আগরওয়াল, হাফানীয়া।
২২৬। এইচ, দেবনাথ, পি, এল, বিল।
২২৭। এম, সি, ভৌমিক, চন্দ্রপুর।
২২৮। এ, সি. দেবনাথ, মোহনপুর।
২২৯। এস, দাস, ব্রজপুর।
২৩০। ডি. সি, দাস, তারাপুর।
২৩১। এস, বৰ্দ্ধন, জিরানীয়া
২৩২। বি সি দাস, মজলিসপুর
২৩৩। এন সাহা রাউতখলা
২৩৪। ডি কে সরকার, চড়িলাম

২৩৫। জি, আর, শর্মা, নূতননগর।
২৩৬। এ, সি, গোপ, আনন্দনগর।
২৩৭। আর, দত্ত, ফটিকছড়া।
২৩৮। কে, মিত্র, দুর্জ্জয়নগর।
২৩৯। এম এম, সরকার, নরসিংগড।
২৪০। কে, সাহা, বিশালগড়।
২৪১। ডি, দেবনাথ, চম্পকনগর।
২৪২। এইচ, কে, পাল, তারানগর।
২৪৩। সি, বিশ্বাস, ডুকলী।
২৪৪। বি, সি, সিং, বৈদ্যর দীঘি।
২৪৫। এস, আর, দত্ত; কালী টীলা
২৪৬। এ, বণিক, আসাম পারা
২৪৭। এন, সি. ভৌমিক, বিজয়নগর।
২৪৮। জি, সি, দাস, দেবীনগর।
২৪৯। এম, এস, বণিক, আনন্দনগর
২৫০। এ, সি, দেবনাথ, ফটিকছড়া
২৫১। জে, সি, দেবনাথ, এস, পি, কলোনী
২৫২। এন, সি, দেবনাথ, তারানগর
২৫৩। এস, পি, বিশ্বাস. বাধারঘাট
২৫৪। এস, সি, সাহা. আসামপারা
২৫৫। এম, কে, চৌধুরী, পাথালিয়াঘাট।
২৫৬। এস, কে বিশ্বাস, বাধারঘাট
২৫৭। কে, কে, সাহা, বিশালগড
২৫৮। এন, জি, সিন্‌হা, বিশালগড়
২৫৯। এস, আর, দাস, গাবর্দি
২৬০। এ দেবনাথ, গাবর্দি
২৬১। এস, সি, সাহা, সিধাই
২৬২। এ, আর চক্রবর্ত্তী জিরানীয়া।
২৬৩। এ, মোদক, ধলেশ্বর।
২৬৪। এইচ, পি, অধিকারী, রানীর গাঁও।
২৬৫। এস, দেবনাথ, রানীর গাঁও।
২৬৬। মঃ সৈয়দ মিঞা, ফুলতলী বাজার
২৬৭। বি, দেববর্মা, মোহনপুর
২৬৮। পি, সি, সিল এ. ডি নগর।
২৬৯। অজিত চক্রবর্ত্তী, বৃদ্ধনগর।
২৭০। পি সি, দেবনাথ, কালিকাপুর।
২৭১। এইচ, কে. শর্মা, বিশালগড।
২৭২। জে, সাহা, সেকেরকোট
২৭৩। পি আর, পাল, ডুকলী।
২৭৪। এস. সি, চৌধুরী, কলকলিয়া
২৭৫। বি, সি, সাহা
২৭৬। এন, সি, পোদ্দার, জাংগালিয়া
২৭৭। এ, মজুমদার, দীঘালিয়া
২৭৮। সি, আর, রায়, কাঞ্চনমালা
২৭৯। আর, দেববর্মা, বডকাঠাল
২৮০। ডি, সি, দাস, গোলাঘাটী
২৮১। জে, এল, শর্মা, রানীর বাজার
২৮২। পি পি. আদিত্য
২৮৩। জে, এল, সরকার, গাবর্দি
২৮৪। টী, সি, রায়, রাজাঘাট
২৮৫। ইউ, সি, দেবনাথ, মজলিশপুর
২৮৬। এ, এল, গুপ্তা, মাধবপুর বাজার
২৮৭। এস, দেব, মোহনপুর
২৮৮। এস, দেবনাথ, মজলিশপুর
২৮৯। আর, এম দাস খয়েরপুর

(Questions & Answers)

২৯০। পি, শর্ম্মা, নূতননগর।
২৯১। জে, সি, দাস, নোয়াবাদী।
২৯২। এইচ, ভট্টাচার্য্য, কানাইবাড়ি।
২৯৩। এইচ, দেব, ডুকলি
২৯৪। শ্রীমতী এ, দেব, জিরানীয়া।
২৯৫। এইচ, ভট্টাচার্য্য, কানাইবাড়ি।
২৯৬। এইচ, দেব, ডুকলি।
২৯৭। জে, সি, দেবনাথ, আমতলী।
২৯৮। এন, সরকার
২৯৯। আর' দাস, নলঘরিয়া।
৩০০। বি, সি ঘোষ, হরিনাখোলা।
৩০১। জি, সি, সরকার, কলাবাগান।
৩০২। এন, দাস, নলঘরিয়া।
৩০৩। এন সি, দাস, রঘুনাথপাড়া।
৩০৪। এস, এস, সাহা, দেবীনগর।
৩০৫। বি, রায়, চন্দ্রপুর।
৩০৬। জে, দাস, সানমুড়া।
৩০৭। এন, মালাকার, কলকলিয়া।
৩০৮। এল, এম দেবনাথ, আমতলী।
৩০৯। শ্রীমতী পি মজুমদার, দীখালিয়া।
৩১০। আর, পাল, চন্দ্রপুর।
৩১১। ডি, সি, দাস তেবারিয়া।
৩১২। পি, সাহা জিরানীয়া
৩১৩। এস, ধর, মধুপুর।
৩১৪। এ, সাহা, কাঞ্চনমালা।
৩১৫। ডি বনিক, চম্পকনগর।
৩১৬। ম: জামসেদ মিঞা, মতিনগর
৩১৭। এস, সি, সাহা, টাকারজলা
৩১৮। কে, সরকার, দঃ চড়িলাম।
৩১৯। এস, দেবনাথ, আশ্রম চৌমুহনী।
৩২০। এ, বণিক, চাম্পামুড়া।
৩২১। জি, সি, দেব, টাকার জলা
৩২২। এন, সি, দাস, নবশান্তিগঞ্জ।
৩২৩। পি, সাহা, পূর্ব্ব প্রতাপগড়।
৩২৪। এ, সূত্রধর, কলকলিয়া।
৩২৫। এইচ, চৌঃ দরুরা।
৩২৬। জে, দেববর্মা, হেজামারা।
৩২৭। এ, কে, হালদার, সালবাগান।
৩২৮। এইচ, সাহা, জম্পুইজলা।
৩২৯। পি, কে, শূর, কোনাবন।
৩৩০। এস, চৌধুরী, আমতলী।
৩৩১। জে, দেবনাথ, বিশালগড়।
৩৩২। শ্রীমতী জে, দাস, নূতননগর
৩৩৩। কে, জি, সাহা, জম্পুইজলা কলোনী
৩৩৪। শ্রীমতী জি সাহা, নলঘরিয়া।
৩৩৫। পি, বি, দেব, মোহনপুর।
৩৩৬। আর, ডি, বর্মা, শান্তিপাড়া
৩৩৭। এ, বিশ্বাস, মধুপুর।
৩৩৮। এস সি, দাস, নেহালচন্দ্রনগর।

খোয়াই মহকুমা

১। জি সি পাল ও শ্রীমতী পি আর পাল, খোয়াই।
২। এস, সি, দে সরকার, খোয়াই।
৩। এস, এম, দে, সরকার, সিঙ্গিছড়া
৪। আর, এম, সাহা, তেলিয়ামুড়া বাজার।
৫। এম, এল, বনিক, তেলিয়ামুড়া।
৬। এস, এম, সরকার, দ্বারকাপুর।

৭। এ. সি, দেবনাথ, তুইচন্দ্রাই বাজার।
৮। শ্রীমতী পি. আর ঘোষ ও অন্য পাঁচজন, দুর্গানগর।
৯। এস, সি, সরকার, দুর্গানগর।
১০। শ্রীমতী ডি, দত্ত, গণকি।
১১। এস, মজুমদার, খোয়াই।
১২। এস, সি, ভট্টাচার্য্য, অফিস টিলা।
১৩। আর, সি, পাল, তেলিয়ামুড়া।
১৪। এ, চক্রবর্ত্তী, কল্যাণপুর।
১৫। ডি, দেবনাথ, করইলং
১৬। ডি, দেববর্মা, রামচন্দ্রঘাট।
১৭। এস, সি, পাল, খোয়াই।
১৮। কে, পাল ও অন্যেরা, খোয়াই।
১৯। এস, পি, বিশ্বাস, বাচাইবাড়ি।
২০। জি, সি. সাহা, তেলিয়ামুড়া
২১। শ্রীমতী আর কে, রায় ও অন্যরা গৌরাঙ্গ টিলা
২২। সি, আর. রায়, খাসিয়া মঙ্গল।
২৩। সি, আর চৌঃ কালিটিলা।
২৪। পি, সি, দাস, নারায়ণপুর
২৫। কে, কে পাল, চেবরি
২৬। জে জি. চৌঃ, খোয়াই
২৭। শ্রীমতী এম দেববর্ম, পদ্মবিল
২৮। শ্রীমতী এম পি দেবনাথ সুভাষ পার্ক
২৯। শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবনাথ সুভাষ পার্ক
৩০। এস কে আচার্য্য চেবরি
৩১। এল সি ঘোষ মোহরছড়া
৩২। ডি জমাতিয়া ঘিলাতলী
৩৩। এস সি ভৌমিক ও শ্রীমতী এম আর শিল কল্যাণপুর
৩৪। টি কে পাল ইছারবিল।
৩৫। শ্রীমতী এস, আচার্য্য, চেবরি।
৩৬। ডি, ধর, অফিস লেন।
৩৭। বি, দাস, নেতাজীনগর।
৩৮। আর, গোপ, মোহরছড়া
৩৯। আর, এল, রায়, তেলিয়ামুড়া।
৪০। এইচ, সি, দাস, সোনাতলা।
৪১। শ্রীমতী আর, দেববর্মা, বাইজলবাড়ি।
৪২। সি, দেববর্মা. তেমুনি বাজার।
৪৩। আর, সি, নাথ, চম্পাপুর।
৪৪। এস, দাশগুপ্ত, উঃ রামচন্দ্রঘাট।
৪৫। জে, মজুমদার, করইলং
৪৬। এম, বর্মণী, চার গণকি।
৪৭। শ্রীমতী এল, পি, চৌ: ও অন্যরা, সুভাষ পার্ক
৪৮। এম, বিশ্বাস খোয়াই।
৪৯। শ্রীমতী এম. দাশগুপ্ত, চেবরি।
৫০। আর, আর, পাল, দঃ পুলিনপুর।
৫১। এন, সি, পাল, করইলং
৫২। এস, সি. ঘোষ, করইলং
৫৩। জে, পি, ভট্টাঃ, অফিস টিলা।
৫৪। বি, জমাতিয়া, মোহরছড়া।
৫৫। পি. কে রায়, তেলিয়ামুড়া।
৫৬। বি. সি, দাস কমলনগর
৫৭। এ দেববর্ম পঃ রাজনগর
৫৮। এসি রায় মোহরছড়া
৫৯। এন সি ভট্টাঃ খোয়াই
৬০। বি কে দেবনাথ জামুরা
৬১। এস দেববর্মা বাচাইবাড়ি
৬২। আর কে দেববর্ম . ছনখোলা
৬৩। পি সি ভৌঃ মোহরছড়া
৬৪। কে দাস সোনাতলা
৬৫। পি দেবনাথ করইলং

৬৬। এম, দেবনাথ, কমলনগর
৬৭। জি, রুদ্রপাল তুইচিন্দ্রাইবাড়ি
৬৮। ডি, রায়, চেবরি
৬৯। আর, সি, দাস, লক্ষীনারায়ণপুর।
৭০। এস, পি, বিশ্বাস, দেউলিয়া টীলা
৭১। এন. দাস, চেরমা
৭২। জে, সি, পাল, ঘিলাতলী।
৭৩। পি, কে, দেব বাগান বাজার
৭৪। এইচ, নাথ শর্মা, কল্যাণপুর বাজার
৭৫। আর, দেবনাথ, মোহরছড়া।
৭৬। এ, সি, সাহা, মোহরছড়া
৭৭। জে, পাল, চেবরি
৭৮। এস, দেবনাথ, ঘিলাতলী
৭৯। বি. সি, রায় কমলনগর
৮০। এস, এম, সেন, লক্ষীনারায়নপুর
৮১। তপন পাল, অমরপুর।
৮২। শ্রীমতী বাজ্যেশ্বরী সাহা, অমরপুর
৮৩। মনীন্দ্র পাল, অমরপুর
৮৪। অমৃত সাহা, অমরপুর।
৮৫। নগেন্দ্র সাহা, অমরপুর
৮৬। সতীশ পাল, অমরপুর।
৮৭। শুধাংশু দত্ত, রামপুর
৮৮। হারাধন ঘোষ, রঙ্গমতি
৮৯। মনিন্দ্র সাহা, রংগমাটী
৯০। লিটন লোধ; ডালাক
৯১। মনরঞ্জন দেবনাথ, অমরপুর।
৯২। খোকন পাল, মালবাসা
৯৩। তন্ময় রায় রিয়াং, ডলুয়া।
৯৪। অমৃত সাহা, অমরপুর
৯৫। শ্রীমতী উমা পাল, নতুন বাজার।
৯৬। শীমুল সাহা, নতুন বাজার।
৯৭। সুবল সেন, নতুন বাজার।
৯৮। শ্রীমতী হীরারানী সাহা, নতুন বাজার
৯৯। হীরেন্দ্র দেব, করবুক।
১০০। অনিরুদ্ধ দাস বানপুর
১০১। কমল চৌধুরী, মনু বাজার
১০২। স্বপন দাশ, সাব্রুম
১০৩। বীরেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীনগর
১০৪। বাবুল দত্ত, বিজয়নগর।
১০৫। লালমোহন লস্কর, যন্তরছড়া
১০৬। শৈলেন্দ্র মিত্র, মাধবনগর।
১০৭। উগ্যা মগ. নিউ বনকুল বাজার
১০৮। সাধন দে, সাতচাঁন।
১০৯। শ্রীদাম দেবনাথ, জালেকা বাজার
১১০। সাধন দে. দঃ কালাপানিয়া।
১১১। হরেন্দ্র দেবনাথ, সিন্ধুক পাথর
১১২। হরিমোহন দেবনাথ, কালাছড়া বাজার
১১৩। সন্তোষ দেবনাথ, মনু বাজার
১১৪। লক্ষী সাহা, শিলাইছড়ি।
১১৫। মানিক নাথ, ডলুবাড়ি।
১১৬। লালমোহন পোদ্দার, মাধব নগর।
১১৭। বিনোদ দেবনাথ, জলেকা বাজার।
১১৮। মিলন চন্দ্র মালি, সাব্রুম. বাজার
১১৯। স্বপন বিশ্বাস, মাগুরছড়া
১২০। সুভাষ সাহা, মনু বাজার।
১২১। উপেন্দ্র দেবনাথ' কেতুথলা।

১২২। দীলিপ মজুমদার, হরিনা বাজার।
১২৩। সুকুমার মজুমার, বুড়াতলী।
১২৪। হিমাংশু বিশ্বাস,
১২৫। বয়ন কিশোর ত্রিপুরা, হলিচারনকুরল
১২৬। অনুধান রোয়াজা, সিংকপাথর
১২৭। হীরালাল দাস, সাব্রুম বাজার।
১২৮। মনমোহন দেবনাথ, জলেকা বাজার
১২৯। শঙ্কর দত্ত, কৃষ্ণনগর।
১৩০। জগদীশ দেবনাথ, হরিনা বাজার
১৩১। নিরঞ্জন মল্ল, মনু বাজার
১৩২। সতীশ চাকমা. অইলমারা।
১৩৩। শান্তিলাল দাস, পঃ লুধুয়া
১৩৪। বাসন্তীবালা পাল. সোনাই বাজার।
১৩৫। নেপাল দেবনাথ, হরিনা বাজার।
১৩৬। শঙ্কর রায়, দমদমা।
১৩৭। মাধব চৌধুরী, মাধব নগর।
১৩৮। নিকুঞ্জ দে, সাতচাঁদ।
১৩৯। বাবুল পাল, নিউ বংকুল।

বিলোনীয়া

১। লারবাছাই মহাজন, জুলাই বাড়ী।
২। হারাধন চক্রবর্ত্তী, জুলাই বাড়ী
৩। গণতোষ ভৌমিক, লক্ষীছড়া
৪। প্রফুল্ল দে, রাধামুড়া।
৫। তপনচন্দ্র বনিক, মতাই।
৬। মৃণালকান্তি সাহা, বনকর।
৭। শিবশঙ্কর মজুমদার, হৃষ্যামুখ।
৮। নিকুঞ্জবিহারী দেবনাথ. কৃষ্ণনগর।
৯। জগদীশ ধর, এন. এস, সি, নগর।
১০। সমীর মজুমদার, বরপাথারী।
১১। বিনয় ভূষণ চৌধুরী, নলুয়া।
১২। সন্তোষ মিত্র, মতাই
১৩। বিশ্বেশ্বর মজুমদার, ঈশানচন্দ্র নগর।
১৪। শ্রীপতি দাস, আর্য্য কলোনী
১৫। অশোক কুমার রায়, কাঞ্চননগর।
১৬। কান্তিলাল দেবনাথ, বীরচন্দ্রনগর।
১৭। মনিন্দ্র দেবনাথ, ইকিনপুর।
১৮। কিরণময় দত্ত, কৃষ্ণনগর।
১৯। বিনোদ বিহারী শীল শর্মা, বৈখোর।
২০। কিরণ চক্রবর্ত্তী, বেতাগা
২১। ব্রজগোপাল রায়, এস, বি, সি, নগর।
২২। প্রিয়লাল সাহা, বড়পাথারী।
২৩। জগদীশ দেবনাথ, হরিপুর।
২৪। ক্ষিতীশ পাল, দুর্গাপুর।
২৫। মনীন্দ্র সাহা, রাজনগর।
২৬। বাদল দত্ত, পঃ পিলাক।
২৭। মিলন বৈদ্য, শান্তির বাজার।
২৮। রঞ্জিত বৈদ্য, বেতাগা।
২৯। ভবতোষ পাল কালমা।
৩০। করুনাময়ী চক্রবর্ত্তী, মতাই।
৩১। গোপাল রাউত, পিপিয়া রিয়াক হোলা।
৩২। শঙ্কর মহাজন, গজারিয়া।
৩৩। দীনদয়াল পোদ্দার, বিলোনীয়া বাজার।
৩৪। সাধন বিশ্বাস, মাইছড়া।
২৫। ব্রজেন্দ্র মজুমদার, মতাই।
৩৬। কৃষ্ণকুমার প্যাটোয়ারী, মনু বাজার।
৩৭। সুখেন পাল নলুয়া।
৩৮। শ্রমতী জ্যোৎস্না রানী চক্রবর্ত্তী, সরসীমা।
৩৯। চিত্তরঞ্জন মজুমদার, শান্তির বাজার।

(Questions & Answers)

৪০। গোবধন সাহা, জগৎপুর।
৪১। দ্বিজেন্দ্র মজুমদার, শান্তির বাজার
৪২। শুধাংশু দেবনাথ, রাজাপুর।
৪৩। হারাধন দেবনাথ, কৃষ্ণনগর
৪৪। যোগেশ মিত্র, শান্তির বাজার।
৪৫। শঙ্কর সরকার, মনুরমুখ।
৪৬। কৃষ্ণকুমার নমঃ, পঃ চরকবাড়ী।
৪৭। তুলাঙ্গ রায়, সারাসীমা
৪৮। প্রদীপ সরকার, পূর্ব বগাফা।
৪৯। পবিত্র রিয়াং, মনু বাজার।
৫০। নান্টু পাল, গজারিয়া।
৫১। বাবুল বৈষ্ণব, রাজাপুর।
৫২। সকিবালা দেবী, বেতাগা।
৫৩। ব্রজেন্দ্র দেবনাথ, হরিচন্দ্রনগর।
৫৪। বেলারানী হালদার, মনুর মুখ।
৫৫। হারাধন ভৌমিক, কৃষ্ণনগর।
৫৬। সরযুবালা মল্ল, গজারিয়া।
৫৭। কোটারানী সোম, নরংকোগ।
৫৮। মনিন্দ্র দেবনাথ, আনন্দপুর।
৫৯। জয়দেব বৈষ্ণব, বেতরেগা।
৬০। কানু ভূষণ নাগ, রাধানগর
৬১। কল্পনারানী লোধ, জোলাই বাড়ী
৬২। ননীগোপাল দেবনাথ, শান্তির বাজার।
৬৩। নান্টু পাটারী, মহুরীপুর।
৬৪। রবীন্দ্র দেবনাথ, সিদ্ধিনগর।
৬৫। ভগীরথ রিয়াং, বগাফা।
৬৬। মরণ দেবনাথ, আনন্দপুর।
৬৭। রবীন্দ্র দেবনাথ. চিত্তামারা।
৬৮। সাধন বল, অভয়ংগ
৬৯। সুধীর ধর, এন, বি, সি, মগর
৭০। অতীন্দ্র সরকার, হরিপুর

সোনামুড়া

১। অনিল দেবনাথ, মহেশপুর।
২। অহল্যাবালা শীল, নলছড়।
৩। অমরেন্দ্র নাহা, মতিনগর।
৪। এস, বি, রাইস এণ্ড আটা মিল, মেলাঘর।
৫। বেনীমাধব সাহা, শ্রীমন্তপুর।
৬। বিনয় ভট্টাচার্য্য, সোনামুড়া বাজার।
৭। বিধান সাহা, ভলুরছড়া।
৮। ভগীরথ দাস, সুমের টিলা
৯। ধীরেন্দ্র ঘোষ, তকছা পাড়া।
১০। ধীরেন্দ্র দেবনাথ, দুর্লভ নারায়ণ।
১১। মহমদ দুদুমিঞা মজুমদার, বড়দয়াল।
১২। দীলিপ লোধ, বগাবাসা
১৩। ধীরেন্দ্র বর্মণ, চন্দনমুড়া।
১৪। চন্দ্রমোহন দাস, নলছড়।
১৫। গোপিকা রঞ্জন সাহা, সোনামুড়া বাজার
১৬। গৌরাঙ্গ দেবনাথ, বাগমারা।
১৭। হরেন্দ্র কর্মকার, সোনামুড়া বাজার
১৮। মহমদ ইকবাল হোসেন, সোনামুড়া।
১৯। জীবনচন্দ্র দে, মতিনগর।
২০। ক্ষীরমোহন দেবনাথ, দুর্লভ নারায়ণ।
২১। কানু রায়. নলছড়।
২২। কমলারঞ্জন চক্রবর্ত্তী পঃ নলছড়।
২৩। মন্টু পাল, নিদয়া।
২৪। নরেশ সাহা, মেলাঘর বাজার।

২৫। নারায়ণ সাহা. নলছড় বাজার।

২৬। পরেশ পাল, বালুর ছড়।

২৭। পরিমল সাহা. লক্ষণডেপা।

২৮। পরেশ্বর দাস, লেটামুড়া।

২৯। প্রদীপ সাহা, মেলাঘর বাজার।

৩০। পরিমল দেবনাথ, ভুল'ভনারায়ণ।

৩১। রঞ্জিত পোদ্দার, মেলাঘর বাজার।

৩২। রবীন্দ্র দালাল. নলছড় বাজার।

৩৩। স্বপন রায়, বটতলী।

৩৪। সুভাষ দেবনাথ, বড় নারায়ণ।

৩৫। সঞ্জয় দেবনাথ, প: নলছড়।

৩৬। সুনীল দেবনাথ, মহেশপুর।

৩৭। সাধন সাহা, মেলাঘর বাজার।

৩৮। মহম্মদঃ সাজাহান, বক্সনগর।

৩৯। শান্তিরঞ্জন দাস, নিদয়া।

৪০। তরণীকান্ত সাহা, মেলাঘর বাজার

৪১। উষরানী সাহা, মেলাঘর বাজার

৪২। উপেন্দ্র দেবনাথ, রবি গোপাল পাড়া

উদয়পুর

১। কাত্তিক ঘোষ, গর্জি।

২। পুতুল দাস, আর. কে, পুর।

৩। প্রফুল্ল সাহা, আর, কে. পুর।

৪। নিখিল সাহা, আর, কে, পুর।

৫। কুমুদ সাহা, সেন্ট্রাল রোড।

৬। ধর্মশিল জমাতিয়া, কিল্লা বাজার

৭। আর, কে, কর গুপ্ত, ধ্বজনগর।

৮। মমতাজউদ্দিন আহমেদ, উঃ মহারানী।

৯। হরিভূষণ পাল. বাগমা বাজার।

১০। চিত্ত রঞ্জন সাহা, সেন্ট্রাল রোড।

১১। ফণিভূষণ সাহা, করেযুকম রোড।

১২। সীতল ঘোষ, মীজা বাজার

১৩। নিখিল সাহা. শালঘরা বাজার।

১৪। অনিল সাহা, নিউ টাউন রোড।

১৫। সুশীল মজুমদার, মাতাবাড়ি।

১৬। রমেশ সাহা, চন্দ্রপুর।

১৭। সুবল বণিক, গঙ্গাছড়া বাজার।

১৮। প্রিয়লাল চক্রবর্ত্তী, তুলামুড়া।

১৯। অজিত কুমার সাহা, সেন্ট্রাল রোড।

২০। নীহার রঞ্জন সাহা, পবিত্ররণ বাড়ী।

২১। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, ছনবন।

২২। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত আর, কে, পুর।

২৩। উষারঞ্জন ঘোষ, কাকড়াবন।

২৪। দীলিপ দেব, তুলামুড়া বাজার।

২৫। আর, ডি, মজুমদার, সোনামুড়া।

২৬। সুকুমার রায়, বাঁধের পাড়।

২৭। দীপক সাহা, সেন্ট্রাল রোড।

২৮। সুভাষ সাহা পিত্রা বাজার।

২৯। প্রণয় মল্লিক, তুলামুড়া বাজার।

৩০। সুবোধ সরকার গঙ্গাছড়া।

৩১। শঙ্কর কর, গর্জি বাজার।

৩২। দুলাল মজুমদার, চন্দ্রপুর কলোনী।

৩৩। তালক মজুমদার, ধ্বজনগর।

৩৪। মনিন্দ্র দাস, মহারানী বাজার।

৩৫। শচীন্দ্র কুমার সেন, মগ পুষ্পরনী পাড়া।

৩৬। হরি চক্রবর্ত্তী জামকুরি বাজার।

৩৭। মানিকলাল দে, ছনবন।

৩৮। সুদর্শণ সাহা, সেন্ট্রাল রোড।

৩৯। সমরেন্দ্র রায়, সেন্ট্রাল রোড।
৪০। চিত্তরঞ্জন সাহা, নোয়াবাড়ী।
৪১। গৌরাঙ্গ কর্মকার, শালগড়া।
৪২। গীরিমোহন সাহা, কাকড়াবন।
৪৩। নরেশ সাহা, আমতলী।
৪৪। হারাধন রায়, ছনবন।
৪৫। শ্রীমতী উষা করণ, বক্স নগর।
৪৬। অরুণচন্দ্র শূর, ফুলকুমারী।
৪৭। প্রাণগোপাল বণিক, বাগমা।
৪৮। হরিধন ভট্টাচার্য্য, ফুলকুমারী।
৪৯। শুধাংশু সাহা, কিল্লা বাজার।
৫০। দুলাল রায়, মাতাবাড়ী।
৫১। শেফালী সেনগুপ্ত, উঃ মহারানী।
৫২। গীতাপ্রভা রায়, চন্দ্রপুর।
৫৩। রাখাল দে, ফুলকুমারী।
৫৪। হারাধন মজুমদার, কুপিলং বাজার।
৫৫। কানু চৌধুরী, কাকড়াবন।
৫৬। সতীশ সাহা, পিত্রা বাজার।
৫৭। নরেন্দ্র কর্মকার, শালগড়া।
৫৮। কিরণবালা পাল, বাগমা।
৫৯। অমৃত মণ্ডল, জামকুরি বাজার।
৬০। রমনী কুমার রিয়াং, আদিপুর।
৬১। মীরারানী রিয়াং, ভৈনানী।
৬২। হীরালাল ঘোষ, গর্জ্জনমুড়া।
৬৩। ভারত মজুমদার, মির্জ্জা।
৬৪। রাখাল লোধ, তুলামুড়া।
৬৫। বি. কে. মজুমদার, সোনামুড়া।
৬৬। প্রণব সাহা, সেন্ট্রাল রোড।
৬৭। রমেন্দ্র পাল, রাজনগর।
৬৮। ননী ভৌমিক, সুরেন্দ্র নগর।
৬৯। মহম্মদ কুলকুচ মিঞা, গর্জি।
৭০। সঞ্জীব দেবনাথ, পিত্রা বাজার।
৭১। রাজেন্দ্র কুমার দাস, উত্তর চন্দ্রপুর।
৭২। মনমোহন চক্রবর্ত্তী, পালাটানা বাজার।
৭৩। যতীন্দ্র দেবনাথ, চন্দ্রপুর আর, এফ, কলোনী
৭৪। নৃপেন্দ্র নিয়োগী, খিল পাড়া।
৭৫। মনোরঞ্জন সাহা, চন্দ্রপুর কলোনী।
৭৬। মনিন্দ্র দাস, কোটামাটি।
৭৭। কে, জি. ভৌমিক, শালগড়া।
৭৮। জামিনি শীল, বগাবাসা।
৭৯। হারাধন রায়, মাতাবাড়ী।
৮০। গকুল জমাতিয়া, আমতলী বাজার।
৮১। হলধর দেবনাথ, মুড়া পাড়া।
৮২। দুলাল দত্ত, মুড়া পাড়া।
৮৩। সমীরণ রায়, খীলপাড়া।
৮৪। সুশীল সাহা, কাকড়াবন।
৮৫। বিকাশ ভৌমিক, মহারানী।
৮৬। মনিন্দ্র দেবনাথ, বগাবাসা।
৮৭। গৌরীরানী দেব, লুনুয়া।

FROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 23rd March, 1987, Monday, at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, The Deputy Chief Minister, 9 (Nine) Minister, the Deputy Speaker and 35 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীশৈলেন প্রসাদ মালসাই. (অনুপস্থিত) শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার. এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩১৭

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩১৭

প্রশ্ন

১। জম্পুই পাহাড়ে বসবাসকারী রিয়াং সম্প্রদায়ের লোকদের পি.জি.পি স্কীমে কমলা চাষের সুবিধাদানের কোন প্রকল্প রয়েছে কিনা ;

২। থাকিলে এ পর্য্যন্ত কত পরিবারকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং

৩। আগামী আর্থিক বছরে আর কত পরিবারকে উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১৯৮৭-৮৮ ইং সনে জম্পুই পাহাড়ে রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় বসবাসকারী রিয়াং সম্প্রদায়ের লোকদের পি জি.পি. স্কীমে কমলা চাষের সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

২। এ পর্যন্ত উক্ত এলাকায় কোন পরিবারকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

৩। আগামী আর্থিক বছরে আনুমানিক ২৫টি পরিবারকে উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জম্পুই পাহাড়ের অধিকাংশ গ্রামে লুসাইদের সঙ্গে রিয়াংরাও আছেন, যেমন ভাংমুন সাকুয়াল, মনপুই প্রভৃতি গ্রামে এবং এই গ্রামগুলিতে রিয়াংরা কমলা চাষের সুযোগ পাচ্ছে না, বিভিন্ন অজুহাতে তাদেরকে ডিপ্রাইভড্ করে রাখা হচ্ছে এবং তারা শুধু মজুরীই খাটছেন, তাদেরকে পুণর্বাসন প্রকল্পে পি.জি.পির মাধ্যমে কমলা চাষের সুবিধা দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া যায় কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— স্যার, তার জন্য পরিকল্পনায় ব্যয় ধরা হয়েছে আগামী আর্থিক বছরে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মাত্র ২৫টা পরিবার। কিন্তু এক একটা গ্রামে ৩০ থেকে ৪০টা পরিবার করে আছে সেই সমস্ত গ্রাম-গুলিতে। কাজেই প্রতি গ্রামে ৮/১০টা পরিবার করে দিতে গেলেও শখানেক পরিবারের জন্য পরিকল্পনা নিতে হয়, সেই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন চিন্তা করেছেন কি ?

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— এইটা আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে আমাদের করতে হবে কাজেই সেখানে আস্তে আস্তে সেটা করা হবে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— স্যার, জম্পুই পাহাড়ের বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েতে বসবাসকারী প্রায় ৪০০ পরিবারকে এ, ডি, সির মাধ্যমে কমলা চাষ করার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে এবং এই ৪০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২০০ই রিয়াং সম্প্রদায়-এর আওতায় আনা হচ্ছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৪০০

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪০০

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য পরিবার প্রতি ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমির প্রয়োজন ;

২। ইহাও কি সত্য ত্রিপুরার বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে জমির স্বল্পতা হেতু পরিবার প্রতি ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমি দিয়ে পুনর্ব্বাসনের সুবিধা হচ্ছে।

৩। সত্য হইলে নির্দ্ধারিত জমির পরিমাণ কমিয়ে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এখন হচ্ছে না।

৩। আপাততঃ নাই।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— স্যার, কিছু কিছু গাঁওসভা আছে যেমন বৈষ্ণবপুর, সেখানে ফরেষ্ট রিজার্ভও আছে এবং তার বাহিরেও জমি আছে। কাজেই রিজার্ভের বাহিরের যে জমি সেই জমিতে ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর করে জমি দেওয়ার মত জমি সেখানে নাই, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, সাধারণত সরকারের নিয়ম হচ্ছে ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একরের কমে পুনর্বাসন দিলে সেটা ঠিক পুনর্ব্বাসন হয় না। তার অর্থ এই নয় যে জমি পাওয়া গেলে আমরা পুনর্ব্বাসন দিয়ে থাকি, তবে সাধারণত ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড জমি পেলেই আমাদের পক্ষে সুবিধা হয়।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— স্যার, যেসব ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না জমি খুঁজেও সেই সব ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :— দেখা যাবে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর, সেখানে অনেক জমি আছে নালা এবং টিলা, টিলা হলে পরে আবার ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর দিচ্ছেন না, এইটা নালাও হতে পারে। যার জন্য আমাদের জুমিয়া পুনর্ব্বাসনে আমাদের ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই সেটাকে টিলা বা নালা এইভাবে পৃথক না করে ২ ষ্ট্যাণ্ডারের মধ্যে এইটা হতে পারে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :— টিলা জমি আর নালা জমি কি, ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর এইটা আমাদের ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে নির্দ্ধারিত আছে। তবে এখানে তো আর নালা জমি পাওয়া যায় না কাজেই জুমিয়া পুনর্ব্বাসন আমরা টিলাতেই দিচ্ছি কোন কোন ক্ষেত্রে যদি অল্প জমি পাওয়া যায়, জমি কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৯৮

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৯৮

প্রশ্ন

১। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা যাতে নিরাপদে স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোন চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এখানে বাংলাদেশ থেকে যে শরণার্থীরা এসেছেন এবং প্রথমে করবুক ক্যাম্পের ৫,৮১৫ জন শরণার্থীর মধ্যে প্রায় ৩০০ জন কোন শিবির পাননি, তারা নিজেরাই সেখানে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর তৈরী করে আছে এবং যেহেতু এখনও তাদের ফিরত নেওয়ার কোন ব্যবস্থা দেখছি না সেহেতু এইসব শরণার্থীদের মানে ঐ ৩০০টি পরিবারকে এই অবস্থায় এক বছর ধরে রাখা হয়েছে এইটা কেন করা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই জবাবতো কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেন. আমাদের শরণার্থী রাখার দায়িত্ব, ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের না এবং ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন, বিভিন্ন পর্যায়ে মিটিং করেছেন, একটা তারিখও ঠিক হয়েছিল, যে তারিখে ওরা অল্প অল্প করে যাবে। কিন্তু যেহেতু শরণার্থীরা রিপোর্ট পেয়েছেন যে অপর পারে তখনও গুলীগুলা চলছে. সেই রকম অবস্থায় তাদের ফিরে যাওয়া উচিৎ হবে না তারা সেই তারিখে ফিরে যেতে অস্বীকার করেন। তারপর থেকে চেষ্টা চলছে বিভিন্ন পর্যায়ে যাতে ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন যে ফিরে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের, সেই পরিবেশ সৃষ্টি হলেই তারা তাদেরকে বলবেন বাংলাদেশে যেতে। আমরা এইটুকু বলতে পারি কেন্দ্রীয় সরকারকে, বলেছি যে এখানে স্থায়ীভাবে আর লোক নেওয়ার সুযোগ নাই। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের ফিরে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন, পরিবেশ সৃষ্টি করুন আমরা যে ক্যাম্পগুলি এখানে তৈরী করেছি তাতে বেশী সংখ্যক রিফিউজি এসে পড়েছেন তাতে কোন্ কোন্ ক্যাম্পে দেখা গেছে

অসুবিধা হয়েছে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। নূতন ক্যাম্প আমরা আর ও সৃষ্টি করছি। আমি আশা করছি, তাদের থাকার ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবেনা আর।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে চট্টগ্রাম থেকে উদ্বাস্তু উপজাতি এখানে এসেছেন। আমরা জানি যে এই সমস্যাটা দীর্ঘদিনের এবং বার বার তাদের ফেরৎ পাঠানও হয়েছিল কিন্তু আবার তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা চিন্তা করছেন কিনা যে, এটার একটা স্থায়ী সমাধান হউক যাতে উদ্বাস্তুদের এখানে বার বার আসতে না হয়। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এটা আমাদের চিন্তা করার বিষয় নয়, তবে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতে পারি এবং তা আমরা বলেছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে শরণার্থী যারা আসছে তারা ছাড়াও আরও কিছু কিছু শরণার্থী আসছে এবং আসা অব্যাহত আছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে শরণার্থীরা এখনও আসছে, কিন্তু মাঝখানে যত বেশী সংখ্যায় আসছিল এখন তত না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে; এটার একটা স্থায়ী সমাধান যাতে হয় তার জন্য কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই দায়িত্ব আমাদের না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস।

শ্রীনারায়ণ দাস :— এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪১২।

মিঃ স্পীকার :— এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪১২।

প্রশ্ন

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—

১। ১৯৮৬ ইং হইতে ১৯৮৭ ইং সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে কতটি চুরি ডাকাতি খুনের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত সময়ে চুরি এবং ডাকাতির ঘটনায় মোট আথিক ক্ষতির পরিমাণ কত, এবং

৩। এর মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা কত,

৪। ঐ সব ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিনা?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। কাজেই ২, ৩ ও ৪ নং প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা :— এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪১৩।

মিঃ স্পীকার :— এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৪১৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৪১৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চড়িলাম এলাকায় কয়টি বাড়ীতে ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে মোট কতজন নিহত হয়েছে,

২। ঐ এলাকায় উক্ত সময়ে ডাকাতির ঘটনায় যে সমস্ত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা,

৩। যদি দেওয়া না হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ তাদেরকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ৭১টি বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে। মোট ৭ জন নিহত হয়েছে।

২। তদন্তক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩২।

মিঃ স্পীকার :— এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৪৩২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৪৩২।

প্রশ্ন

১। ১৯৮২ সন এর পর থেকে এ পর্য্যন্ত কোন কোন দপ্তরে মোট কতজন বেকারকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে,

২। এদের মধ্যে ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিক্র্যাপট, এক্স-সার্ভিসম্যান, সিডুল্ড কাষ্ট ও সিডুল্ড ট্রাইব বেকারের সংখ্যা কত (পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। কাজেই ২নং প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য সংগ্রহাধীন আছে বলছেন। তাহলে কবে নাগাদ পাওয়া যাবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, সময় মত পাওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিনহা।

শ্রী তরণীমোহন সিনহা :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩৬।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩৬।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা ও টি,এন,ভি, কে বে-আইনী ঘোষণা করার পর কতজন টি,এন,ভি, ধরা পড়িয়াছে,

২। ইহা কি সত্য টি,এন,ভি, দল উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ঘোরা-ফেরা করিতেছে,

৩। সত্য হইলে ঘোরা-ফেরা বন্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। গত ২৪-১-৮৭ ইং তারিখ হইতে এখন পর্য্যন্ত ২(দুই) জন টি,এন,ভি উগ্রপন্থীকে গেপ্তার করা হয়েছে।

২। উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনার পর উগ্রপন্থীদের ঘোরা-ফেরার সংবাদ সরকারের নজরে এসেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এই অঞ্চলে উগ্রপন্থীদের চলা-ফেরার কোন সংবাদ নাই।

৩। উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ নিরোধের জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায় আধা সামরিক বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনী সদা সতর্ক প্রহরায় রত আছে।

শ্রী তরণী মোহন সিনহা :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এই উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার পর ১লা মার্চ সকাল বেলা ১০।১২ জন উগ্রপন্থী বেতাছড়া এলাকায় ঘোরা-ফেরা করেছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রী তরণী মোহন সিনহা :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এ পর্যন্ত কতজন টি,এন,ভি, আত্ম সমর্পন করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্যও এখন আমার কাছে নাই।

শ্রী তরণী মোহন সিনহা :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, যারা আত্ম সমর্পন করেছেন তাঁদের

কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্যও এখন আমার কাছে নাই ।

শ্রী জওহর সাহাঃ- সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, যে ২ জন আত্ম-সমর্পন করেছে তারা অস্ত্র জমা দিয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন্ সময়ের কথা মাননীয় সদস্য বলছেন তা না বললে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় ।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এই টি. এন. ভি. দমন করার জন্য উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা এবং টি. এন. ভি. কে বে-আইনী ঘোষণা করা ছাড়া আর কি কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, অনেক ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে । আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেব ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীলেন প্রসাদ মলসই । [অনুপস্থিত]

মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামা চরন ত্রিপুরা ।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৬১ ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৬১ ।

প্রশ্ন

১। গত ২৯ শেআগষ্ট, ১৯৮৬ ইং তারিখে টি, এন, ভি উগ্রপন্থীদের কর্তৃক কমলপুর মহকুমার শ্রী রামপুরে যে হত্যা কাণ্ড ঘটেছিল সে পরিপ্রেক্ষিতে এস. ডি, পি, ও, –এর কর্ত্তব্যে অবহেলার যে অভিযোগ উঠেছিল সে সম্পর্কে সরকার তদন্ত করছেন কি ?

২। তদন্ত হলে তার ফলাফল কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ২। তদন্তে দোষ প্রমানিত হয় নাই ।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত ৮ই সেপ্টেম্বর, ৮৬ ইং মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তিনি তখন ইন চার্জ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি এইটার উপর আলোচনাকালে বলেছিলেন যে, শ্রীরামপুরের এই ঘটনায় কয়েকজন অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে । আই. জি. পি. র রিপোর্টটা পাওয়া গেলে । এইটা আমরা আবার খতিয়ে দেখছি । এই রকম বলেছিলেন । এখন এই যে বলেছেন উনার কর্ত্তব্যে কোন কল্যাপস্ হয়নি, সেটা কি আই. জি. পি. র রিপোর্ট পাবার পরে দেখা গেছে, না আগে দেখা গেছে । তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : — মিষ্টার স্পীকার স্যার, প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রথমে এইটা করা হয়েছিল। কিন্তু পরে বিস্তৃত তদন্ত করার পর দেখা গেছে যে, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল কর্তব্যে অবহেলার সেটা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৭৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৭৮।

প্রশ্ন

১। সাব্রুমের জন-জীবনের নিরাপত্তার কারণে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছ দিয়ে রাজ্যের সীমান্তে চৌকি রাস্তা ইত্যাদি তৈরী করে গরু চুরি, ডাকাতি, অনুপ্রবেশ ও অবৈধ কারবার রোধ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না, এবং

২। থাকিলে উক্ত ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আন্তর্জাতিক সীমানার কাছ দিয়ে সাব্রুমে রাস্তা তৈরী করার কেন্দ্রিয় সরকারের পরিকল্পনা আছে। সাব্রুমের সীমান্তে ভারতের অভ্যন্তরে আরো নূতন চৌকি নির্মানের প্রস্তাবও কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট করা হয়েছে,

২। হ্যাঁ, উক্ত ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আনামুড়া ও টিটাবাড়ী, সাব্রুমের এই দুইটি এলাকায় বাংলাদেশের লোকদের উপর নিরাপত্তার জন্য নির্ভর করতে হয়। কারণ ইণ্ডিয়ার কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেখানে নেই; মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম তো অনেক এলাকা রয়েছে। নির্দ্দিষ্ট এলাকায় নিরাপত্তা রয়েছে কি না সেটা আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ৬ই মার্চ, কাপতলী গাঁওসভার বেলতলীতে এবং ৭ই মার্চ, শিলাছড়ির বাগান টিলাতে ২টা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। সেখানে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকার ফলেই এই ধরণের ঘটনা ঘটছে।। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার বাংলাদেশ সীমান্তে এই ধরণের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এই খানে এই ধরণের ঘটনা ঘটছে কি না সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্ণরায় বাড়ি, কসম বাড়ি, এবং হররাতলীতে তিনটা ক্যাম্প আছে। কিন্তু সেখানে রাস্তাঘাট না থাকায় সেখানে পায়ে হেটে যেতে হয়, কোন যান সেখানে যেতে পারে না এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার এই জায়গায় তিনটা ক্যাম্প রয়েছে সে ধারনা আমার নেই। তবে মাননীয় সদস্যরা জানেন যে বর্ডারে জীপ যাবার মতও কোন রাস্তা নেই। রাস্তার এবং যোগাযোগের অভাব রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (অনুপস্থিত)।
শ্রীভানুলাল সাহা (অনুপস্থিত)।
শ্রীমহারাণী বিভুকুমারী দেবী (অনুপস্থিত)
শ্রীলেন প্রসাদ মলসই (অনুপস্থিত)
শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নম্বর-৪২০।

মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২০ শ্রীদশরথ দেব।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরা কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লক অন্তর্গত আর. এফ. এলাকায় বসবাসকারী ট্রাইবেলরা গ্রোপিং এর মাধ্যমে পুনর্ব্বাসনের দাবী জানাইয়াছেন,

২। সত্য হলে সরকার উক্ত পুনর্ব্বাসনের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। গ্রোপিং-এর মাধ্যমে উপজাতিদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে সরকার এখনো কোন নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি। বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা সীমান্তের দুর্গম অঞ্চলের উন্নয়ন ও এসব এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসকারী উপজাতিদের পুনর্ব্বাসনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার দশ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে একটি প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করেছেন। এই প্রজেক্ট রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৭-৮৮ সালে কার্যসূচী রূপায়নের জন্য দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ্য টাকা ধরা হয়েছে।

এই প্রকল্পের মধ্যে আমাদের যে স্কীমগুলি রয়েছে সেগুলির লক্ষ্য হলো (১) ২১৬ কি, মি, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, (২) ৩, ১১২টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া, (৩) ৩৪৩৭ হেক্টার পরিমিত জায়গা বনায়ন, (৪) পানীয় জল সরবরাহের সুযোগ সম্প্রসারন, (৫) শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারন, (৬) ৪৩'৩৯ শ্রম দিবসের কর্মসংস্থান।

এবং এই এলাকায় কোন কোন গাঁওসভা পড়েছে তাও বলছি, মান্দারিমা, মালিধর, গোবিন্দবাড়ি, নাতিনমন্ত, চাকমাপাড়া, সিন্ধাপাড়া, ভগীরথ, দলপতি, রতননগর ও রইস্যাবাড়ি।

এ ছাড়া আদিম জনগোষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে ৭ম পরিকল্পনায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাসকারী ৪৫০০ রিয়াং পরিবারকে পুনর্ব্বাসনের আওতায় আনা হবে। ১৯৮৬-৮৭ সালে এই প্রকল্পে ৩৭২৯ পরিবারকে পুনর্ব্বাসনের আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ সালে ৮০০ পরিবারকে আদিমজাতি জনগোষ্ঠী উন্নয়নের প্রকল্পে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হবে। আদিমজাতি জনগোষ্ঠী উন্নয়নের খাতে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাসকারী রিয়াং নয় এমন ৫০০টি পরিবারের জন্যও আরো একটি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের ব্যয়ভার সংবিধানের ১৭৫(১) অনুচ্ছেদের প্রদত্ত ব্লক গ্রান্ট থেকে বহন করা হচ্ছে। ১৯৮৬-৮৭ সালে পুনর্ব্বাসনের জন্য কেন্দ্রিয় সরকার ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। ২০০ পরিবারকে পুনর্ব্বাসনের আওতায় আনা হয়েছে। কেন্দ্রিয় সরকার টাকা দিলে আগামী বৎসর আরো ২০০টি পরিবারকে পুনর্ব্বাসনের আওতায় আনা হবে এই নতুন স্কীমে:

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এই পরিবারগুলিকে পুনর্বাসনের জন্য একটা নতুন স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে মালিগাঁও, গোবিন্দবাড়ি নাতিনবাড়ি এইসব এলাকায়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, বড় বড় ভিলেজ রয়েছে সেখানে ২০০টি বা ১০০টি পরিবার রয়েছে। কিন্তু মালিধরে যে রিয়াং থাকে তারা ২টি পরিবারে একটা পাড়া, আর বেশী বড় হলে ৯ থেকে ১০টি পরিবারে একটা পাড়া। এই সমস্ত পাড়াকে গ্রোপিং করে পুনর্বাসন দেওয়া না হলে এই স্কীমের লক্ষ্য কোনদিনই কার্যকরী হবে না। এই দিক চিন্তা করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই এলাকায় যারা খণ্ড জাতি তাদের একত্রিত করে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা হচ্ছে মাননীয় সদস্যের মতামত। এইটা ঠিক হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তবে এই ব্যাপারে হার্ড এণ্ড ফাষ্ট বলতে কিছুই নেই। উইলিং লোকগুলিকে যেখানে তারা পুনর্ব্বাসন চায় সেখানে তাদের

পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে। সেই এলাকাটা বড় নাও হতে পারে। ছোট গ্রামও হতে পারে। এটা অনেকটা এভেইলেভিলিটি অব্ ল্যাণ্ড-এর উপর নির্ভর করবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— স্যার, মিঃ সাহা উপস্থিত নেই। কিন্তু আমি তাঁর একটা প্রশ্নে ইনটারেস্টেড। কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০৩।

প্রশ্ন

ক) রাজ্য সরকার পরিচালিত টি. এস, আর বাহিনীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র পেয়েছেন কিনা : ?

খ) যদি না পেযে থাকেন তবে এ-সকল অস্ত্র পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করেছেন কিনা :

গ) করে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার কি জবাব দিয়েছেন তার বিবরণ ?

উত্তর

ক) না

খ) কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় আধুনিক এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সরবরাহের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছে।

গ) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন, সামরিক বাহিনী তাহাদের প্রয়োজন মিটাইয়া তার পরে রাজ্য সরকারকে সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন। সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন কতটুকু এবং কতদিন লাগবে প্রয়োজন মেটাতে তা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে। কাজেই এই জবাবে আমরা সম্মত হতে পারি নি। কাজেই বিষয়টা আর একবার আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না বর্তমানে ৩০৩ রাইফেল দিয়ে উগ্রপন্থীরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যে আমাদের রাজ্যে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করছে, এ ক্ষেত্রে আরও মডার্ণ অস্ত্র-শস্ত্র দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার এই বিধানসভার মডার্ণ পক্ষ থেকে দাবী জানাবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :– স্যার, আমরা অসহায়। আগে বলেছি এই ধরণের জবাব আমরা কেন্দ্র থেকে পাব, এটা আশা করতে পারি নি। তারা বলছে যে 'ডিফেন্স উইল অ্যারেঞ্জ সাপ্লাই আফটার মিটিং দি রিকোয়ারমেন্ট অব আর্মি ফার্স্ট'। আমাদের আর্মি তো ছোট একটা ব্যাটেলিয়ান নয়, স স্যা ছেড়েই দিলাম। আমাদের প্রয়োজনেই

অনবরত বাড়ছে। আমরা সবাই আর্মির বাজেট ডিফেন্সের জন্য বেশী টাকার জন্য সমর্থন করছি। তারপর আমাদের জন্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র-শস্ত্রের সাপ্লাই নির্ভর করতে পারে। কোন দায়িত্বশীল সরকার এই ধরণের চিঠি দিতে পারেন না। আমাদেরকে হয়ত এই চিঠি দিয়েছেন। একটা ছোট রাজ্য সেখানে তাদের নিজেদের ভাষায় উপদ্রব সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে তারা কিছু অস্ত্র-শস্ত্র দিতে পারেন না ?

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্য শ্যাম প্রসাদ মালসাই-এর কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৪-এর উপর ইনটারেস্টেড।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৪।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর সাব-ডিভিশনে মোট কয়টি জুমিয়া পরিবার আছে ;

২) ফরেষ্ট রিজার্ভ এরিয়ার ভিতরে এবং উহার বাহিরে কয়টি পরিবার বসবাস করিতেছে (পৃথক পৃথক হিসাব) :

৩) উক্ত পরিবারগুলির মধ্যে থেকে গত ৫ বৎসরে মোট কয়টি পরিবারকে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হয়েছে এবং কি কি ধরণের স্কীমে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১) ধর্মনগর সাব-ডিভিশনে মোট জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা মোট আট হাজার নয়শ সাতানব্বই (৮,৯৯৭) ;

২) দুই হাজার ছয়শ চুয়াত্তর (২,৬৭৪)টি জুমিয়া পরিবার ফরেষ্ট এরিয়ার ভিতর ও ছয় হাজার তিনশ তেইশ (৬,৩২৩)টি জুমিয়া পরিবার ফরেষ্ট এরিয়ার বাইরে বাস করে।

৩) মোট এক হাজার একশ সাতাশী (১,১৮৭)টি জুমিয়া পরিবারকে গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। প্রকল্প ভিত্তিক পরিবার সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক) ৬৫১০·০০ টাকা ও ৮০০০·০০ টাকা জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে	—	২৩৫ পরিবার
খ) আদিম জাতি জনগোষ্ঠি উন্নয়ন প্রকল্পে	—	৮৯৫ পরিবার
গ) ত্রিপুরা পুনর্বাসন বনায়ন কর্পোরেশনের রাবার বাগানের মাধ্যমে পুনর্বাসন	—	৫৭ পরিবার
		১,১৮৭ পরিবার

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় সদস্য ভানু লাল সাহার আর একটি প্রশ্নে আমি ইন্টারেস্টেড মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০১।

প্রশ্ন

ক) ১৯৮৭ ইং সনের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সংগে রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর কি কি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

খ) উক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

গ) এই সকল ব্যবস্থা রাজ্য সরকার যথেষ্ঠ মনে করেন কিনা ?

উত্তর

ক) রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে :—

১) রাজ্য সরকার ত্রিপুরার কিছু এলাকাকে উপদ্রুত ঘোষণা করবেন।

২) কেন্দ্রীয় সরকার টি. এন. ভি কে অবৈধ সংস্থা ঘোষণা করবেন।

৩) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য আসাম রাইফেলস বাহিনী পাঠাইবেন।

৪) রাজ্যে সেনা বাহিনী পাঠান হবে না।

৫) আসাম রাইফেলস্ বাহিনী, রাজ্য সরকারের ডি. জি. পি.-এর নেতৃত্বে কাজ করবে।

খ) গত ২৪/১/৮৭ ইং রাজ্য সরকার ত্রিপুরার উত্তরাংশের খোয়াই মহকুমার চামুবস্তী হতে কৈলাশহর মহকুমার সামরুর পাড় পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সীমানার ৫ কিঃ মিঃ অভ্যন্তর নিয়ে ১২৬ বর্গমাইল এবং দক্ষিণাংশের অমরপুর মহকুমার পূর্ব পুন্তাছড়ি হতে কৈলাশহর মহকুমার সেন্ট্রাল ক্যাটাচ রিজার্ভ ফরেষ্ট পর্যন্ত সীমানার ৫ কিঃ মিঃ অভ্যন্তর নিয়ে ১২৬ বর্গমাইল এলাকা আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট ১৯৫৮ এর ৩ নং ধারায় উপদ্রুত ঘোষণা করেছেন।

যেহেতু ঘোষিত উপদ্রুত এলাকা সীমান্তে বি. এস. এফ.-এর নিয়ন্ত্রণাধীন, সেইজন্য বি. এস. এফ. কে ঐ আইনের আওতায় কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার গত ৪/২/৮৭ ইং "আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ (প্রিভেনশান) অ্যাক্ট,

১৯৬৭-এর বিধান অনুযায়ী এক ঘোষণায় ত্রিপুরা ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়ার দলকে বেআইনী সংস্থা ঘোষণা করেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে আসাম রাইফেলস্ বাহিনীর এক ব্যাটেলিয়ান এবং আর এক ব্যাটেলিয়ানের ● কোম্পানী রাজ্যে মোতায়েন করেছেন।

গ) কিছু এলাকা উপদ্রুত ঘোষণা এবং টি. এন. ভি কে বেআইনী সংস্থা ঘোষণা ইত্যাদি সাময়িক ব্যবস্থা। উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দমনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে রাজ্যে আরো অধিক সংখ্যক আধাসামরিক বাহিনী—তথা আসাম রাইফেলস্ প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার আসাম রাইফেলস্ বাহিনীর এক ব্যাটেলিয়ান এবং আর এক ব্যাটেলিয়ানের তিন কোম্পানী পাঠিয়ে ইতিমধ্যে সি. আর. পি. এফ-এর এক ব্যাটেলিয়ান প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে আরও আসাম রাইফেলস্ বাহিনী পাঠাতে, আর কোন সি. আর. পি. এফ ব্যাটেলিয়ান প্রত্যাহার না করতে এবং এই সি, আর, পি. এফ, ব্যাটেলিয়ানটি পুনরায় রাজ্যে ফেরত পাঠাতে অনুরোধ করেছেন।

আমরা আশা করছি যে আসাম রাইফেলস ফেরত এবং সি. আর. পি. এফের যে ব্যাটেলিয়ন আমাদের এখানে ছিল, তা ফেরত পেতে সমর্থ হব। স্যার, আমি এখানে আরও উল্লেখ করতে চাই যে কিছু পত্র পত্রিকায় টি. এন. ভি. কে বে-আইনী ঘোষনা করার ব্যাপারে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার টি. এন. ভি কে বে-আইনী ঘোষণা দিলেও এই বিষয়টিকে একটি ট্রাইবিউন্যালে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন আছে, ইতিমধ্যে তারা হাই কোর্টের একজন জাজকে নিয়ে একটা ট্রাইবিউন্যাল গঠন করেছেন এবং সেই ট্রাইবিউন্যাল শীগ্রই নোটিশ জারী করবেন, যারা যারা ইন্টারেষ্টেড এমন কি টি. এন ভি সমেত, তারা তাদের পক্ষ থেকে একজন এ্যাডভোকেট সেই ট্রাইবিউন্যালের সামনে রাখতে পারবেন, আর তার পরেই টি. এন. ভিকে বে-আইনী ঘোষণাটা আইন সম্মত বলে গন্য করা হবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর সংগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে কত ব্যাটেলিয়ন আসাম রাইফেল্স দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং আমাদের এই রাজ্যে উগ্রপন্থি হামলার বিরুদ্ধে প্রিকস্যনারী মেজার নেওয়ার জন্য মোট কত ব্যাটেলিয়ন ফোর্সের দরকার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আমাদের আরও ৪ ব্যাটেলিয়ন আসাম রাইফেলসের প্রয়োজন বাকীটা আমাদের নিজস্ব ফোর্সের বাড়িয়ে করা হবে, এর বেশী ফোর্সের আমাদের নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আমাদের আরও ৪ ব্যাটেলিয়ন আসাম রাইফেল্‌সের প্রয়োজন, বাকীটা আমাদের নিজস্ব ফোর্সের বাড়িয়ে করা হবে, এর বেশী ফোর্সের আমাদের প্রয়োজন নেই।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টি. এন. ভিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে, কাজেই এই বে-আইনী সংস্থা থেকে কেউ যদি আত্মসমর্পন করতে চায়, তাতে কোন বাধার সৃষ্টি হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— না কোন বাধার সৃষ্টি হবে না।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাজ্যে বর্তমানে আসাম রাইফেল্‌স ছাড়া অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর সংখ্যা কত জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে যে ১৯৮০ সালের দাঙ্গার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের বেশ কিছু স্থায়ী পিকেট রাখতে হচ্ছে। এছাড়া বিশেষ করে পাওয়ার হাউস, জল বিদ্যুত কেন্দ্রগুলিতে ২৪ ঘণ্টাই পাহারার ব্যবস্থা রাখতে হচ্ছে, কাজেই এই সব কারণে আমাদের অতিরিক্ত কিছু সি. আর পি.এফ এবং আর. এ. সির প্রয়োজন রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— If any one is interested in other's questions, he, may ask the number of that question ?

শ্রীরসিক লাল রায় :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৯ (শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার)।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৯,

প্রশ্ন

১। উপদ্রুত এলাকা ঘোষণার পর ঘোষিত এলাকায় কোন রকম উগ্রপন্থী হামলা সংঘটিত হয়েছে কিনা ?

২। উপদ্রুত এলাকার বাইরে যে-সমস্ত এলাকায় হামলা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, সেখানে কি ধরনের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। উপদ্রুত এলাকা ঘোষণার পর ত্রিপুরার কোন এলাকাতে উগ্রপন্থী হামলা সংগঠিত হয় নাই।

২। রাজ্যের অভ্যন্তরে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় আধা সামরিক বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনী সদা সতর্ক প্রহরারত আছে। যে সমস্ত এলাকায় উগ্রপন্থী অধ্যুষিত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেই এলাকাগুলি চিহ্নিত করে

জোর তল্লাসী চালানো হচ্ছে। পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনীর টহল অব্যাহত আছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা সংস্থাও সদা তৎপর। সংগে সংগে উগ্রপন্থী কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী সর্বদলীয় সংহতি সমাবেশে টি. এন. ভির কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সমঝোতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীরসিকলাল রায়ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সমস্ত এলাকায় উগ্রপন্থী হামলা হওয়ার আশঙ্কা আছে বলে মনে করছেন, সেই সমস্ত এলাকাতেও উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার কথা ভাবছেন কি না, জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ— স্যার, কিসের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার রাজী হওয়ায় কেন্দ্র উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করেছেন, সেটা এই হাউসে আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যেসব এলাকা দিয়ে টি. এন, ভি উগ্রপন্থীরা এই রাজ্যে এসে হমলা করে আবার পালিয়ে যান, সেইসব এলাকাগুলিকেই উপদ্রুত এলাকা বলে ঘোষনা করা হয়েছে, কারণ কেন্দ্র চাইছে যে তা করলে হয়তো উগ্রপন্থীর হামলা প্রতিরোধ করা যাবে। এছাড়া অন্য কোন এলাকাকে উপদ্রুত ঘোষণা করার প্রয়োজন নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারঃ— আমরা দেখছি যে টি. এন. ভিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর এখন পর্যন্ত রাজ্যে আর কোন উগ্রপন্থীর হামলা সংঘটিত হয়নি. কাজেই এই ব্যবস্থাটা যে যথাযথ হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ— স্যার; এটা ভবিষ্যতই বলতে পারে। মাননীয় সদস্য যদি মনে করেন যে এর ফলে উগ্রপন্থীর হামলা বর্তমানে নেই, তবে ভাল কথা। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, তারা এখন বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছে, কি উদ্দেশ্যে গিয়েছে বলা যাচ্ছে না, হয়তো রিক্রোট করতে গিয়েছেন। এই সমস্ত কিছু চিন্তা করে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে যেগুলি উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ দমনের একটা অংশ মাত্র। যেহেতু কেন্দ্র এটা ভাল মনে করছেন, সেহেতু আমরা রাজ্য সরকার থেকে আপত্তি করি নি. কেন্দ্র এখন ভাল মন্দ পরীক্ষা করে দেখছেন।

শ্রীজওহর সাহাঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে টি. এন, ভি উগ্রপন্থীরা বাংলাদেশে চলে গিয়েছেন, তাই যদি হয় তাহলে সেইসব টি, এন, ভি উগ্রপন্থী যাতে আর ত্রিপুরাতে ঢুকে কোন রকম হামলা বা খুন ইত্যাদি সংঘটিত করতে না পারে, সেজন্য আরও কোন অঞ্চলকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করার কথা সরকার ভাবছেন কিনা এবং না ভাবলে রাজ্যকে এসব উগ্রপন্থীদের হামলার থেকে রক্ষার জন্য কি কি বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আর কোন এলাকাকে উপদ্রুত ঘোষণা করা হচ্ছে না এবং রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সব রকমের সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—Is there any one interested in ether's question ?

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০২ (শ্রীভানুলাল সাহা)।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০২,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে টি. এন. ভির নামে কৈলাসহর, কমলপুর, খোয়াই, অমরপুর, বিলোনীয়া, সাব্রুম ও সদরে বল পূর্বক কিছু অর্থ (ট্যাক্স) আদায়ের জন্য নোটিশ জারী করা হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে সেই নোটিশ সম্পর্কে পুলিশ কোন তদন্ত করেছেন কি না ?

৩। এই নোটিশ জারীর অভিযোগে কিছু লোক গ্রেপ্তার হয়ে থাকলে তাদের নাম ও পরিচয় ?

৪। এদের মধ্যে যদি কোন সরকারী শিক্ষক থাকেন, তাদের স্কুলের নাম ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পুলিশ তদন্ত করছেন।

৩। এই বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৪ জনকে পুলিশও গ্রেপ্তার করেছে। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের নাম, ঠিকানা

৪। ও পরিচয় নিম্নরূপ :—

১। শ্রীরাজেন্দ্র দেববর্মা, পিতা শ্রীসুখদ দেববর্মা, দাথরামবাড়ী, থানা জিরানীয়া, সরকারী শিক্ষক, কাইন্টাকোবরা জে, বি, স্কুল জিরানীয়া।

২। শ্রীরবি কুমার দেববর্মা, পিতা মৃত সুখরাম দেববর্মা, দাথ রামবাড়ী থানা জিরানীয়া, পশ্চিম ত্রিপুরা, সরকারী শিক্ষক, জৈযটওয়নগর হাই স্কুল, জিরানীয়া।

৩। শ্রীসুভাষ দেববর্মা, পিতা শ্রীবন্দুদেব দেববর্মা, কইয়াচান্দবাড়ী, থানা জিরানীয়া, পশ্চিম ত্রিপুরা, সাধারণ নাগরিক।

৪। শ্রীধনচন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা শ্রীমুক্ত মোহন ত্রিপুরা, সিন্ধুক পাথার, থানা বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা, সরকারী শিক্ষক, গারদাং পুমাংবাড়ী জে, বি, স্কুল বিলোনীয়া।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যে সমস্ত নাম উনি এখানে দিয়েছেন তারা টি. ইউ- জে. এসের সদস্য কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এই তথ্য আমার কাছে নেই ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ।

শ্রীনগন্দ্রে জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড কোয়েশ্চন নং ৪২৯, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট ।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৪২৯ ।

প্রশ্ন	উত্তর
1. Is it a fact that Govt. took decision to discontinue the Century long festival at Tirthamukh on the occasion of Poush Sankranti, and subsequently revoked their decision ?	1. It is not a fact.
2. If so, what are the reasons in both the cases ?	2. Does not arise.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই জানেন যে, আগে যে ভাবে সরকারী সাহায্য দেওয়া হতো সেগুলি এইবার দেওয়া হয় নি। এমন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই তীর্থমুখের মেলা বন্ধ করার জন্য আগেই ঘোষণা করেছিলেন ।

শ্রীদশরথ দেব :— সমাজের অগণিত পুণ্যার্থীদের সমাগম এই মেলায় হয় । কিন্তু এই সময়ে মেলা হলে কোন গণ্ডগোল হতে পারে এই আশংকায় সরকার এইবার এই মেলার জন্য কোন উদ্যোগ নেন নি । তবে সেখানে স্নান করার জন্য লোক যাতে যেতে পারে তার জন্য সরকারের তরফ থেকে গত ১৩ই জানুয়ারী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফ থেকে এক আদেশ দেওয়া হয় । কাজেই এই মেলায় প্রদর্শনী রাজ্য সরকার নিরাপত্তার জন্য এটা এইবার করেন নি । কিন্তু সেখানে তীর্থ যাত্রীদের যাওয়ার জন্য সরকার তরফ থেকে কোন বাঁধার সৃষ্টি করা হয় নি । এই ব্যাপারে আইনকানুন আমরা আগেই শিথিল করে দিয়েছি । পুলিশকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে সমস্ত গেইট ১৩ তারিখ থেকেই যেন খোলা রাখে ।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে ১৩ তারিখ সেখানে তীর্থ যাত্রীদের জন্য গেইট খুলে

দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা নয়। ১৩ তারিখ দুপুর বেলা সেখানে প্রচুর লোক হয়েছিল। পুলিশ গেইট বন্ধ করে তাদেরকে আটকে দেয়। ১৪ তারিখে আমরা স্থানীয় এস. ডি. ও- এর সংগে দেখা করি, তারপরে গেইট খুলে দেয় এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রথম থেকেই সরকার পক্ষ থেকে এই মেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যে এটা করা হবে না। রেডিও পত্রিকাতে ঘোষণা করে জানানো হয়েছিল যে, যে-সমস্ত যাত্রী সেখানে যাবে তাদের কোন রিস্ক সরকার নেবেন না।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে সরকারী উদ্যোগ এই বার নেওয়া হয়নি। কারণ সেখানে ট্রাইবেল এবং নন্ ট্রাইবেল মিলে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। তাতে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে সেই জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে সেখানে লোক যাতে যেতে পারে স্নান করার জন্য সেই জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, তীর্থস্নান করার জন্য সেখানে লোক যেতে সরকার পক্ষ থেকে বাধার সৃষ্টি করা হয় নি। আমরা দেখছি আগরতলা থেকে তীর্থমুখ এবং আগরতলা ভায়া তেলিয়ামুড়া যে-সমস্ত টি. আর. টি. সি. বাস আছে সেগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং কিছু প্রাইভেট বাস তীর্থমুখ গিয়েছিল সেগুলির বিরুদ্ধে অভার লোডের কেজ দেওয়া হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়েছে এই মেলা বানচাল করার জন্য। এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে লোক-হত্যা গণ্ডগোলের আশংকা সেখানে অটোমেটিকেলী কিন্তু বাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তার জন্য। আর অভার-লোডের যে ব্যাপারটা মাননীয় সদস্য তুলেছেন সেটা তো আলাদা বিষয়।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তরকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা-চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES—"A" & "B")।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড ।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, এই ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, অমরপুরে চালের অভাবে- -

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার নোটিশ আছে ?

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ । মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অমরপুরে চাল পাঠান হয়েছে বলে বলেছেন ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এ ভাবে চলতে পারে না । নোটিশ দিয়ে করবেন ।

শ্রীজওহর সাহা :— Expunged as ordered by the chair.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়ের কিছুই রেকর্ড হবে না ।

মিঃ স্পীকার:— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড । আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন মহোদয়ের কাছ থেকে একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি । কিন্তু মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যেহেতু অনুপস্থিত থাকায় তার বিষয়টি উঠছে না ।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমাণিক সরকার মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি । নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি । আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমাণিক সরকার মহোদয়কে আহবান করব, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করবেন ।

শ্রীমাণিক সরকার :— ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির নেতৃত্বে ১৯৮০ সালের দাঙ্গার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য রায়ট ভিকটিম কমিটির নামে দাবীর তালিকা তৈরী করে বিভিন্ন উস্কানীমূলক কর্মসূচী সম্পর্কে ।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি । যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি ২৪ তারিখে এ সম্পর্ক হাউসে বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৪ শে মার্চ বিবৃতি দেবেন ।

আমি আজ আর একটি রেফারেন্ট পিরিয়ডের নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে অহ্বান করব তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—"ছৈলেংটা নিবাসী শ্রীযদুমোহন ত্রিপুরা কর্ত্তৃক ছামনু টি. ভি. ব্লক এলাকায় ঋণ-মেলার আবেদন-পত্র সংগ্রহের নামে হাজার হাজার লোক থেকে চাঁদা সংগ্রহ সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটার ব্যাপারে সম্ভবতঃ শ্রীরাংখলের একটি আছে ?

মিঃ স্পীকার :— না, এইটা আইডেনটিটির ব্যাপারে, আর এটা ঋণ মেলার ব্যাপারে।

আমি ভার-প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্ত্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহণ করে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এসম্পর্কে আমি ২৬ শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৬শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— এখন দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো -

'গত ১৬ ৩.৮৭ইং তারিখে সিধাই থানার অন্তর্গত সুবলসিং গ্রামের শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে।'

মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন দেবনাথ মহোদয় হাউসে উপস্থিত আছেন। শ্রী দেবনাথ মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উৎথাপনে আমি সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, এই সম্পর্কে ২৬শে মার্চ আমি হাউসের সামনে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২৬শে মার্চ হাউসের সামনে বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো।

'গত ২৬শে মার্চ বেলা প্রায় ১১টায় এন. এস. ইউ. আই ও কতিপয় বহিরাগত সমাজবিরোধী কর্তৃক উদয়পুর কলেজের ২জন ছাত্রী ওছাত্র সংসদের সদস্যদের উপর চড়াও হয়ে শারিরীক নির্যাতন ও প্রান নাশের চেষ্টা সম্পর্কে।'

মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয় হাউসে উপস্থিত আছেন। শ্রী দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উৎথাপনে আমি সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, এ সম্পর্কে আমি ২৬শে মার্চ হাউজে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৬শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ—

'গত ২ ৩ ৮৭ইং সোনামুড়া থানাধীনে কুলুবাড়ী চাঁদ মিঞার বাড়ী অগ্নিদগ্ধ হওয়া সম্পর্কে।'

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ২ ৩. ৮৭ ইং তারিখ এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে বিগত ২৭. ২. ৮৭ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৫-৪০ মিঃ-এর সময় সোনামুড়া থানাধীন কুলু বাড়ী গ্রামের মৃত আছাদ আলীর পুত্র শ্রীচাঁদ মিঞা সোনামুড়া থানায় উপস্থিত হয়ে লিখিত ভাবে জানান যে, ২৪. ২. ৮৭ইং তারিখ বেলা অনুমান ১২-৩০ মিঃ-এর সময় হঠাৎ করে তাহার বাড়ীতে আগুন লাগে এবং আগুনে তাহার সমস্ত ঘর দরজা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উক্ত আগুন আকস্মিক ভাবে লাগে বলে

জানান। উক্ত আগুনের ব্যাপারে শ্রী মিঞা কোন কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই।

উক্ত সংবাদ সোনামুড়া থানায় গত ২৭. ২. ৮৭ ইং তারিখ দৈনিকে লিপি বদ্ধ করে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করা হয়।

তদন্ত কালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে শ্রীচাঁদ মিঞার বাড়ীর লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারেন যে ঐদিন দুপুর বেলা বাড়ীতে কোন পুরুষ লোক ছিল না এবং বাড়ীর মেয়েরা রান্না করিতেছিলেন এবং রান্নার চুল্লি হতে আগুন লাগে বলে প্রকাশ। উক্ত আগুনে সর্ব্বমোট ১০টি ছোট বড় ছনের ঘর, ধান, চাউল এবং ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র পুড়ে যায়। সোনামুড়া হতে অগ্নিনির্বাপক-বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছার পূর্বেই সমস্ত পুড়ে যায়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ হাজার টাকার মত হবে বলে প্রকাশ। ঘটনাস্থল সোনামুড়া থানা হতে ৫ কি. মি. উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

তদন্ত কালে উক্ত অগ্নিকাণ্ড দুর্ঘটাজনিত আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড বলে প্রকাশ।

শ্রীচাঁদ মিঞাকে মং ৪০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, ১ হাজার টাকা

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি ভুল বলেছি। ১ হাজার টাকা নয়, ক্ষতির পরিমাণ ১ লাখ হবে।

শ্রীরসিক লাল রায় :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ক্ষতির পরিমাণ ১ লাখ হবে। আমি বলতে চাই, ৫টি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। কিন্তু আর্থিক সাহায্য মাত্র দেওয়া হয়েছে, ৪০০ টাকা। এটি একটি বৃহৎ পরিবার। তাকে কি এমন কোন সাহায্য দেওয়া যাবে, যাতে তিনি ব্যবসা করতে পারেন এবং ঘর-বাড়ী সারাই করতে পারেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমরাত ক্ষতিপূরণ দিই নি। তবে সাহায্যের পরিমাণ বাড়ান যেতে পারে। এস ডি ও কে রিপোর্ট দিতে বলব। ঋণের ব্যাপারে ব্যাংকের কাছে প্রস্তাব পাঠাতে বলবেন।

LAYING OF RULES ON THE TABLE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য সূচি হলো :- Laying of the Tripura Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 1986 as required under Sub-Section (3) of Section 133 of the Motor Act, 1939."

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভার সামনে পেশ করার জন্য ।

Mr. Nripen Chakroborty :— Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House a copy of the Tripura Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 1986 as required under Sub-Section (3) of Section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939."

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা রুলস্‌-এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য ।

MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT F PRIVILEGES COMMITTEE

Mr. Speaker:— I would now call Shri Keshab Majumder, Chairman of the Committee on privileges to move for extension of time for presentation of the Report of the Committee on Privileges.

Shri Kshab Majumder :— Mr. Speaker Sir, I beg to move—

> "That the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges on the question of alleged breach of Privilege raised by Shri Shyama Charan Tripura M. L. A. against a Bus Conductor of T. R. T. C. as referred to the Committee on Privileges on 9. 9. 86 for investigation, examination and report, be extended upto the next Session of the Assembly."

Mr. Seaker :— Now the question befor the House is the Motion moved by Shri Keshab Majumder, Chairman of the Committee on Privileges.

> "That the time for presentation of the Report of the Committee on privileges on the question of alleged breach of privileges raised by Shri Shyama Charan Tripura M. L A. against a Bus conductor of T. R. T. C. as referred to the committee on privileges on 9. 9. 86 for investigation, examination and report, be extended

up/to the next Session of the Assembly."

(The Motion was put to voice vote and carried)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—"পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির তেতাল্লিশতম প্রতিবেদন সভার সামনে উত্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন পাবলিক এ্যাকাউন্টস) অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

মাননীয় চেয়ারম্যান আজকে অনুপস্থিত। উনার আজকের সভায় দুটো প্রতিবেদন পেশ করার কথা, এগুলো পরবর্তী সময়ে উপস্থাপন করা হবে।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1987-88

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো—"১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।" আজকের কার্যসূচীতে মোট ১২টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ডগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর সাথে আজকে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে-সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে-সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীসমূহের উপর ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফহুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য। আর সময় যেটা ছিল অন্য দিনের মত—১৭৮ মিনিট, ভাগ করলে কংগ্রেস (আই ২৬ মিনিট, টি. ইউ. জে. এস ১৫ মিনিট, ইনডিপেনডেন্ট ৯ মিনিট আর রুলিং পার্টি ১০০ মিনিট পাবেন ভোটিং ২০ মিনিট। আর বাড়তি যেটুকু সময় আমরা পেলাম সেটা আমরা সে অনুযায়ী এডযাষ্ট করব। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকের ব্যয়বরাদ্দের দাবীগুলির উপর বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশন এনেছেন সেগুলিকে আমি সমর্থন করছি এবং

যে-সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলির আমি বিরোধীতা করছি। স্যার, আমার কাটমোশনটি হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ৬ এর উপর সাবডিভিশান সম্পর্কে। ত্রিপুরা ছোট একটা রাজ্য এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যোগাযোগ অসুবিধা এবং ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অতি সত্বর আরও মহকুমা এবং জেলা বৃদ্ধি করা দরকার। রাজার আমল থেকে যে সাবডিভিশানগুলি ছিল বর্তমানে তাই আছে। আধুনিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে এখানকার মানুষের কোন রকম যোগাযোগ ছিল না এবং পরিচয় ছিল না। আজকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন প্রসাশনকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য ক্ষমতা ডিসেনট্রালাইজেশান করতে হবে। সরকারী কর্মচারীরা যাতে জনসাধারণের কাছাকাছি বসতে পারেন তার জন্য অফিসগুলি সম্প্রসারিত করতে হবে। যে উদ্দ্যেশ্যে গাঁও পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছিল অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরী করে এ্যাগজিকিউট করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সে উদ্দেশ্যকে যদি আরও ব্যপক স্বার্থক করতে হয় তাহলে মহকুমার সংখ্যা, জেলার সংখ্যা এবং ব্লকের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। স্যার আমরা আগে শুনেছি যে ত্রিপুরা সরকার আরও ২টি মহকুমা ও ১টা জেলা গঠন করার পরিকল্পনা আছে। আমি মনে করি দুটো নয়, আরও বেশ কয়েকটা সাবডিভিশান গঠন করার দরকার। সদর আগরতলার খুব কাছাকাছি থিকল পপুলেটেড। যার ফলে একজন এস. ডি. ওর পক্ষে এত বড় একটা এলাকার জনস্বার্থ দেখা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর, ছামনু, গণ্ডাছড়া এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার শিলাছড়ি এই এলাকাগুলি প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বলা যায়। শিলাছড়ির লোকদের সাবরুম যেতে হলে উদয়পুর হয়ে সাবরুম যেতে হয়। তাদের একমাত্র যোগা-যোগের রাস্তা ছিল মাগ্রুম হয়ে সেটা বন্ধ হয়ে আছে অনেক দিন ধরে। এই পরিস্থিতি তাদের কাছে দুর্বিসহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঞ্চনপুর, ছামনু, গণ্ডাছড়া ও শিলাছড়ি এই এলাকাগুলিকে অবিলম্বে সাবডিভিশান হিসাবে গঠন করা উচিৎ। অনুরূপভাবে সদরের অন্তর্ভুক্ত টাকারজলা, সিধাই-মোহনপুর এখানে আরও দুটো সাবডিভিশান গঠন করা দরকার। কমপক্ষে আরো ৬টা সাবডিভিশানের প্রয়োজনীয়তা আছে। ব্লকগুলি জনসাধারণের উন্নয়নের স্বার্থে গঠন করা হয়। সেই ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটিগুলি সেটা কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্টই হোক, আর. টি. ডি. ব্লকই হোক এর সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। যেমন লুঙ্গাই টি. ডি. ব্লক নামে লুঙ্গাই-কাঞ্চনপুর টি. ডি. ব্লক। কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে মাননীয় সদস্য সুবোধ দাস বারবার হাউসে অভিযোগ করেছেন। এটা খুবই ন্যায্য যে রাজার আমল থেকে এখন পর্যন্ত এই এলাকাটা ত্রিপুরা থেকে বিচ্ছিন্ন। এমন কি ১৯৬০ ইং সালে দামছড়া, খেদাছড়া থেকে ত্রিপুরায় আসার জন্য

কোন রাস্তা ছিল না। তারা আসাম দিয়ে ট্রেনে চড়ে, বাসে চড়ে ধর্মনগরে আসত। আজকে সে পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে। আজকে দামছড়া থেকে ডাইরেকট আগরতলায় আসা যায়। কিন্তু খেদাছড়া থেকে, মনাছড়, বন্দুরপাড়া, লুংখিয়ে প্রভৃতি জায়গাগুলি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সেখানকার মানুষরা কি ত্রিপুরায় আছে না কি মিজোরামে আছে বুঝতে পারছেন না। কারণ, মিজোরামে গিয়ে তাদের বাজার করতে হয়। কোন সরকারী পরিকল্পনা তাদের কাছে গিয়ে পৌছায় না। আমি পি. এ. সি.র কাজে কাঞ্চনপুর পরিভ্রমে যাই। বিধানসভায় তথ্য দেওয়া হয়েছিল যে কাঞ্চনপুর, মনাছড়া এলাকাতে ডিপ টিউবওয়েল বসানো যায় না, কারণ, ওয়াটার লেভেল অনেক নীচে। কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে বি. ডি. ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনারা টেষ্ট করেছেন কিনা. এই ধরণের রিপোর্ট আছে কিনা। তিনি বললেন, নো, উই হ্যাভ নেভার টেষ্টেড। কারণ, সেখানে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। রাস্তা ছাড়া যন্ত্রপাতি সমস্ত কিছু সেখানে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কাজেই সেখানকার মানুষদের যদি উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত করতে চাই তাহলে আরও একটা সাবব্লক বা টি. ডি. ব্লক গঠন করা দরকার। তেমনিভাবে ঊনকোটিতে যদি উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হয় তাহলে সেখানেও একটা সাবব্লক বা টি. ডি. ব্লক গঠন করা দরকার। কমলপুর বা আঠারমুড়া বেল্টে যে এলাকাগুলি আছে সেগুলির যদি উন্নয়ন করতে হয় তাহলে সেখানেও নূতন ব্লক করার প্রয়োজনীয়তা আছে। স্যার, আমি মনিপুরের জিরিবামে দেখছি ৩/৮ হাজার ফুট পাহাড়ের উপর বি, ডি, ওর অফিস আছে, সমস্ত অফিস আছে। আজকে আঠারমুড়া বড়মুড়াতে জুমিয়া প্রজাদের যদি উন্নয়নের আওতাভুক্ত করতে না পারা যায় তাহলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়বে। ইনযাষ্টিস থেকে আনরেষ্ট সৃষ্টি হয়। এই কারণে আমি ত্রিপুরা সরকারকে এটা বিবেচনা করে দেখবার জন্য অনুরোধ করছি। এবং যেহেতু এখন পর্যন্ত বিবেচনা করছেন না তার জন্য আমি ডিমাণ্ডকে বিরোধিতা করছি। খাদ্যমন্ত্রী এখানে আছেন, তিন দিন আগে শুক্রবারে একটা পত্রিকায় বেড়িয়েছে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, গৌহাটি থেকে চাল গাড়ীতে আনার জন্য জনৈক জি, সি. সাহা. আপনি মনে করবেন না আমার বন্ধু বা আমার পরিচিত আমি পত্রিকার উল্লেখ করে বলছি, এখানে তিনি চাল ট্র্যান্সপেটেশ্যান করেছেন কম দরে ৩৫ টাকা, ৩৯ টাকা, ৪২ টাকা করে, এইবারও উনি টেণ্ডার করেছেন, তাকে টেণ্ডার দেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বরে তার এক্সেপট. করা হয়েছিল এবং ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত তার কোন রেসপন্স দেওয়া হলো না, কিন্তু এখন দেখা গেল ঐ মোটর ষ্ট্যাণ্ডের ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট নামে একটা এসোসিয়েশান আছে, তাদেরকে বিনা টেণ্ডারে এবং হাই রেটে মাল কেরি

করার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এখন এটা কি জন-স্বার্থের জন্য দেওয়া হয়েছে? যদি জন স্বার্থের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কি ধরণের জন-স্বার্থ? মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এটার জবাব চাই আপনার কাছে। এই ভাবে জনগণের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছেন? কাজেই আপনাকে আমি অভিযুক্ত করছি এবং আপনার দপ্তরে যে সমস্ত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এইগুলি সমস্ত বাতিল করার দাবী রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি দুটি ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান এনেছি। একটা ডিমাণ্ড নাম্বার হলো ৫, মেজর হেড—২২৪৫, আর একটা ডিমাণ্ড নাম্বার হলো ৪৯, মেজর হেড—২৪০১। তবে আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ৫ এর উপরে রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট যেটা রিলিফের ফাণ্ড সেই সম্পর্কে আমি বলতে গিয়ে বলতে চাই যে, রিলিফ ফাণ্ডের টাকার প্রয়োজন এটা রাখবেন, যদি প্রয়োজন হয় এটাতে আরও বেশী টাকা রাখলেও কোন আপত্তির কারণ নেই তবে আমরা কেন এটার উপরে কাট মোশান এনেছি, এটা প্রশ্ন। কারণ যারা সাইক্লোনে দুর্যোগে পড়বে সেই সমস্ত দুর্যোগে পড়া ব্যক্তিদের সাহয্যের জন্য এই রিলিফ ফাণ্ড কিন্তু আমরা বিরোধী দলের বেঞ্চ থেকে এটার উপরে কাট মোশান আনতে হয়েছে কারণ মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এইটুকু যে ঝড়ে মানুষের ঘর, দরজা নষ্ট হয়ে যায় এবং বন্যায় নষ্ট হলে সেখানে রিলিফ দিতে হবে কিন্তু সেখানে একটা বিরাট ধরনের ঐকটা চক্র কারচুপি করে তার জন্য প্রকৃতই যারা ক্ষতিগ্রস্ত তারা ঠিক ঠিক ভাবে পাচ্ছে না এই কারণে যার শাসক দলীয় কিছু সংখ্যক কর্মী প্রত্যেকটি অফিসে হামলা করে অফিসারদের উপরে যে ওদের কথা মতো নাকি ক্ষতিগ্রস্থদের নামে অর্থ বিতরণ করতে হবে। সেটা না করলে পর সেই অফিসার এবং সেই আমলার একটা বিপদজনক ব্যাপার হয়ে যায়। যেমন আমি তো বলেছি, ঝড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা একটা পিটিশন দিয়ে আমার এস, ডি, ও, অফিসে একবার নয় ৫০ বার করেও দরখাস্ত দিয়ে দরখাস্তের কোন সুরাহা করতে পারে না। আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় যদি ঝড়ে তার বাড়ীর একটা কলা গাছ পড়ে থাকে তাহলে তার বাড়ীর ক্ষতি হয়েছে বলে অর্থ দিতে হবে। সেই অর্থটা যাতে ভাগ বন্টন করে যাতে শাসক দলীয় কর্মীদের জন্য পকেটে কিছু যেতে পারে এই রকম বহু উদাহরণ আছে, তবে আমি একটা উদাহরন দিয়ে ১৯৮৩ সালে চলে যাচ্ছি। ১৯৮৩ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে বৃহত্তর বন্যা হয়েছিল, এই বন্যায় আগষ্ট মাসের বন্যায় রিলিফের টাকা নিয়ে যেভাবে নয় ছয় হতে শুরু

হয়েছিল। যারা সত্যিকারের রিলিফ পাওয়ার যোগ্য কিন্তু শাসক দলীয় কর্মীরা অফিসে গিয়ে হামলা করেছিল এবং বলেছিল, আমরা যে লিষ্ট দেব সেই লিষ্ট অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ দিতে হবে, না হলে চলবে না। আমার অফিসের এস, ডি, ও, সাহেব ছিলেন রথীন্দ্র দেববর্মা, তিনি শাসক দলীয় কর্মীদের এই অত্যাচারকে অমান্য করে উনি এসেছেন ফিল্ডে, ফিল্ডে এসে যখন এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের রিলিফ দিতে শুরু করলেন তখন উনার প্রতি আসল একটা আক্রমণ কারণ ওদের কথায় স্বীকৃত না হওয়াতে দুইদিনের মধ্যে এই এস, ডি, ও, সাহেবকে চেম্বারে গিয়ে আমাদের মাননীয় একজন বিধায়ক উনাকে ধমক দিলেন। এবং দুই দিনের মধ্যে মন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে কথোপকথন করে উনাকে বদলীর অর্ডার করে দিলেন, এই বদলীটা একটা রহস্যজনক ব্যাপার, কারণ এই অর্থ কারচুপির জন্য অফিসারকে তাড়িয়ে দিতে হবে, কিন্তু সেই অফিসার যখন গো ধরলেন যে, আমাকে যেহেতু নৃপেন দাদাকে ধরে বদলী করা হয়েছে আমারও দশরথ দাদা আছেন, উনি এসেছেন দশরথ দাদার কাছে, রিলিফের টাকা মারিং করতে দেবেন না। উনি প্রকাশ্যে বলেছেন আমি দশরথ দাদার কাছে যাচ্ছি, দশরথ দাদার কাছে উনি আগরতলায় এসেছেন, গিয়েছেন। এভাবে কিছুদিন পর শোনা গেল, উনারা একটা মিনিমাইজ করে এই এস, ডি, ও, সাহেবকে এ, ডি, সি, অফিসে আগরতলা শহরের উপর একজিকিউটিভ অফিসার করে প্রমোশন দিয়েছেন। কিন্তু পারলেন না, নৃপেনবাবু আর দশরথ বাবুর দ্বন্দ্বের মাঝখানে আমার ভদ্রলোক প্রমোশান পেয়েছেন খুব খুসী হয়েছি। তারপর গেলেন সেতু সাহেব এস, ডি, ও, হয়ে নন্ বেঙ্গলী আই, এস, অফিসার উনারা কি করছেন এই রিলিফের টাকা নিয়ে যে অমল চক্রবর্তী

[রেড লাইট]

মিঃ চেয়ারম্যান, আমাকে আরও ৫ মিনিট সময় দিন।

মিঃ চেয়ারম্যান :—আপনাকে সময় দিলে অন্যদের কমে যাবে।

শ্রীরসিকলাল রায় :—অমল চক্রবর্তী উনাকে দিয়ে লিষ্ট তৈরী করেছেন যেখানে শত শত ঘর ভেঙ্গে পড়ে গেছে, যাদের ঘর নষ্ট হয় নাই; যাদের ঘর ভাঙ্গে নাই ১০০ থেকে ১২৫টি ঘরের নামে লিষ্ট করা হয়েছে এবং সেই লিষ্টের মধ্যে দেখা গেছে যে দেড় হাজার থেকে দুই হাজার টাকা করে পেমেন্ট হবে। সেই পেমেন্টটা যেই মাত্র সেতু সাহেবকে জানানো হলো প্রত্যেকটি ফিল্ডে এসে কাঁদা পাড়িয়ে যখন এইগুলি রেকটিফাই করতে আরম্ভ করলেন তখন দেখা গেল ১০০ উপরে নাম কাটা পড়ে গেল। একটা নামের লিষ্টে প্রতি দেড় থেকে দুই হাজার টাকা পাওয়া যায় এবং এই টাকাগুলি যদি সেতু সাহেব না

যেতেন তাহলে সেগুলি কারচুপি করে ভাগ করে রামের নামে, রহিমের নামে মারিং করে দিতেন এবং শুধু সেই অঞ্চলটা একটা অঞ্চল রেকটিফাই করেছেন। সেই অমল চক্রবর্তীকে ডিগ্রেড্ করার কথা ছিল কিন্তু দেখা গেল চুরির দায়ে তাকে প্রমোশন দিয়ে এস. ডি. ও তৈরী করে দিয়েছেন এই বামফ্রন্ট সরকার।

যে সমস্ত লোকেরা চুরি করতে চায়, রিলিফের টাকা মারতে চায়, পালিশের বিনিময়ে তাদের প্রমোশান দেওয়া হচ্ছে। এই জন্য রিলিফ ফাণ্ডের এইযে রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে যে অর্থ দেওয়া হয়, মারিং-এর জন্য পকেট তৈরী করা হয় সেই জন্য আমি কাটমোশান এনেছি। এইটা কি তারা অস্বীকার করতে পারেন? আসুন, রেকর্ড দেখুন, ১৯৮০ ইংরাজীর ফ্লাডের লিষ্ট পত্র খুলে দেখুন। কাকে আপনারা প্রমোশান দিয়েছিলেন? এই ধরণের দুর্নীতিতে আমাদের কি বলতে হয় না যে, শুধু ক্যাডার নয়, শুধু বামফ্রন্টের কর্মীরা চোর নয় এখানে বিধানসভার বিধায়করা এবং মন্ত্রী সভার যোগসাজসে সেইসব অফিসাররার প্রমোশান পেয়েছিল, মারিং-এর মধ্য দিয়ে। এইগুলি বললে কি অপরাধ হবে? মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই ১৯৮০ ইং খাতা-পত্রগুলি নাড়াচাড়া দিয়ে দেখুন। সমস্ত তথ্য বের হবে। সেই অফিসারদের ফ্লাডের টাকাটা মেরে তাদেরকে প্রমোশান দেওয়া হয়। তার জন্য এই খানে যে বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে যে সমস্ত কাটমোশানগুলি এনেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে এবং মাননীয় মন্ত্রীরা যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তাকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :—মাননীয় শ্রীহরিচরণ সরকার।

শ্রীহরিচরণ সরকার :—মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আজকের এই হাউসে মাননীয় মন্ত্রীগণ যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী সদস্যরা যে কাটমোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। প্রথমেই আমার বলতে হয় যে, রেভেনিউ মিনিষ্টার কর্তৃক যে ডিমাণ্ড প্লেইস করা হয়েছে ডিমাণ্ড নং-৫ মেজর হেড ২২৭৫-রিলিফ অন এ্যাকাউন্ট অন ন্যাচারেল কলামিটিস। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমরা দেখেছি প্রতি বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ যারা, কোন কোন অংশের গরীব অংশের মানুষ তাদের খরায় বন্যায় অথবা শিলাবৃষ্টিতে বা ঝড়ে তাদের ঘরবাড়ী বিনষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে গত বৎসর ১৯৮৬ ইং সনের এপ্রিল মাসে যে ভয়াবহ ঝড় এবং শিলাবৃষ্টি আমাদের বামুটিয়া এরিয়াতে বয়ে গিয়েছিল মোহনপুরের বিশেষ কয়েকটি গাঁওসভা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংগে সংগে বামফ্রন্ট সরকারের যারা প্রশাসক ছিলেন, এমনকি বিধায়ক এবং

মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত সেখানে গিয়েছিলেন বন্যার্ত এবং শোকার্ত পরিবারকে সাহায্যার্থে। শুধু তাই নয় সেখানে কয়েকটা শিশুর, প্রাইমারী স্কুলের শিশু কোটাঘর ভেঙ্গে নিহত হয়েছিল। প্রতিটা শিশুর ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের তরফ থেকে ৫ হাজার করে টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। আর যাদের ঘর বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত বিনষ্ট হয়েছিল তাদেরকে ২০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল, তাদের জন্য পলিথিন দেওয়া হয়েছিল আর যারা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের কাউকে ৫০ টাকা, কাউকে ১০০ টাকা, আর কাউকে ১৫০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয় যারা আহত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন তাদের চিকিৎসার জন্য, তাদের রক্ত দানের জন্য বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন রকমের সাহায্য করেছেন। এছাড়া দেখা যায় যাদের ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং বিভিন্ন স্কুলে আশ্রয় নিয়েছিল অন্ততঃ কয়েকমাস এই সরকার তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। মাননীয় রসিকবাবু এর বিরোধীতা করে এখানে কাটমোশান এনেছেন। আমরা দেখতে পাই বিগত দিনগুলিতে বিশেষ করে কংগ্রেস আমলে যাদের ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হত বন্যায় বা ঝড়ে তাদের কোন রকম সাহায্য দেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যদি দেয়ও তাহলে ৫০ টাকার বেশী নয়। তাও কংগ্রেস সরকারের নেতৃবৃন্দকে খুশী যদি করা যেত তাহলে হয়ত কিছু সাহায্য পেতেন। সুতরাং আমি মনে করি উনার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্য এইটাকে বিরোধীতা করছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে এস, ডি, ও এবং রেভেনিউ দপ্তরের বিভিন্ন অফিসাররা বাড়ী বাড়ী গিয়ে তদন্ত করে সাহায্য করছেন। তারা ত বাড়ী বাড়ী গিয়ে অ্যানকোয়ারী করে টাকা দিয়েছেন। এখানকার মাননীয় বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেবনাথের নেতৃত্বে সেখানে বি, ডি, সিকে ঘেরাও করা হয়. যাতে বি, ডি, সির মিটিং না হতে পারে, বি, ডি, সির চেয়ারম্যানকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। তারপর উনার শ্লোগান "নির্দল ঐক্য জিন্দাবাদ"। উনার লজ্জা হওয়া উচিত, যেখানে নাকি প্রতিটা ঘরে ঘরে সংযোগের ব্যবস্থা করছে আর সেখানে উনি বলছেন "নির্দল ঐক্য জিন্দাবাদ" তাদের পকেট ভর্তি করার জন্য সেখানে সেই ব্যবস্থা করেছেন। এবং তাব কাছে মাথা নত করিনি। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার. এখানে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে তাকে বিরোধীতা করে এবং মাননীয় মন্ত্রীরা যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার কাটমোশান এখানে তিনটা আমার কাটমোশানগুলি হলো ডিমাণ্ড নাম্বার ৩ঃ মেজর হেড ২৪০১, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৪

মেজর হেড ২০৫৮, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৭ মেজর হেড ৪৪২৫। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আজকে আমার ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৫এ যে এগ্রিক্যালচারেল ডিপার্টমেন্ট, তাতে যে ক্রপ হাসব্যাণ্ড্রি যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেটা আরো যারা পাওয়া তাদের কাছে পৌঁছায় না। কারণ আমি দেখেছি আমাদের মোহনপুর ব্লক গত বছর এগ্রিক্যালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে ক্রপ হাসব্যাণ্ড্রিতে যে ঋণ সেংশান হয়েছিল তাতে আমাদের গোলাবাজার ল্যাণ্ডে লেস কলোনীতে মানে এই এলাকার কংগ্রেস গাঁওসভা ও বিধায়ক কংগ্রেসের আছে বলেই সেখানে কিছু দেওয়া হয় নি। স্যার, আমি বলতে পারি যে মাননীয় ব্লক চেয়ারম্যান তিনিও কিছুটা জানেন যে আমার সেই ল্যাণ্ডলেস কলোনীতে ২২টা পরিবারকে সেখানে সিলেকশান করা হয়েছিল, কিন্তু একটা পরিবারকেও সেখানে দেওয়া হয়নি, এই ব্যপারে ডিপার্টমেন্টের যে গাফিলতি এবং তাদের পার্টি ফিলিং-এর জন্য যে ব্যবস্থা সেটাকে কার্যকরী করেছেন, যারা প্রকৃত এই ব্যপারে একটু ফেসিলিটি পাবেন সেটা তারা পান না। মিঃ স্পীকার স্যার, তারা নগর গাঁওসভার আরও ৭টা পরিবার সিলেকশান হয়েছিল, কিন্তু আজও তারা কিছু পান নি। অথচ আমি জানি ১৯৮৬-এর যে বাজেট তার মাধ্যমে এদের সেংশান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজও অবদি তারা কিছু পায়নি। মাননীয় সদস্য হরিচরনবাবু বলেছেন যে, গত বৎসরের ঘূর্ণি ঝড়ে মোহনপুর ব্লকের যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন। আমি বলতে পারি এবং আমাদের বি, ডি, সির চেয়ারম্যান তিনি নিজে বলতে পারেন, এখানে তিনি বলেন যে এই অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত জন সাধারণকে নিয়ে আমরা ডেপুটেশান দিয়েছি, যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যাদের গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ও শুয়র মরেছে তারা একটা পয়সাও পায়নি অথচ উনারা বলেছেন যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে ক্ষতিপুরন দেওয়া হচ্ছে। আমি বলতে পরি আমার এলাকায় এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি তার জন্য আমরা অনেক দরবার করেছি, ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তবু আজও কিছু হয়নি। এইটা দুঃখের বিষয়। যারা কাজ পাবেন তাদেরকে কাজ দেওয়া হচ্ছে না এখানে পার্টি থেকে সিলেশান করে নাম দেওয়া হচ্ছে যে এই লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে প্রকৃত লোক তা পাচ্ছে না, তার জন্য কোন তদন্তও করা হচ্ছে না যে, কোন বাড়ীর কোন ঘরটা পড়ছে কার ছাগল মরেছে, কার গরু মরেছে; এইটা দেখা হচ্ছে না। অথচ বামফ্রন্টের সমর্থক যে গাঁওসভা সেখান থেকে একটা লিষ্ট আসছে এস ডি ওর কাছে এবং সেখান থেকে টাকা ডিষ্ট্রিবিউশান করা হচ্ছে। আমার এলাকার ১৮০টা পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং সেটাকে তদন্ত করার পরে টাকা দেওয়ার কথা ছিল কিনতু আজ পর্যন্ত তা দেয়নি।

কাজেই আজকে আমি যে কাটমোশান এনেছি এবং আমাদের মাননীয় সদস্য যারা কাটমোশান এনেছেন তাকে সমর্থন করে এবং এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় মন্ত্রী মহোদয়গণ যে সমস্ত ডিমাণ্ড এনেছেন সেগুলিকে আমি বিরোধীতা করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, অন্যান্য দপ্তরের উপর বক্তব্য অন্যান্য সদস্যরা রাখবেন, আমি আমার বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখছি খাদ্য দপ্তরের উপর। কারণ বামফ্রণ্টের যে দুর্নীতি রয়েছে অন্যান্য দপ্তরে, সেই সমস্ত দপ্তরের দুর্নীতিকে একত্র করলে খাদ্য দপ্তরের দুর্নীতি তাকেও ছেড়ে গেছে। কারণ এইগুলি জন-স্বার্থে দরকার। স্যার, এই দপ্তরের জন্য আজকে আমি যে তথ্য দেব তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের চালের বরাদ্দ, তা হচ্ছে ১২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন প্রতি মাসে, ওয়েষ্ট হচ্ছে ৬ হাজার মেট্রিক টন, এন, আর ই পিতে হচ্ছে ৩ হাজার মেট্রিক টন, আর এল জি পিতে আছে, এইভাবে বিভিন্ন খাতে আছে। স্যার, এই সরকারকে এইটা ক্যারী করে আনতে হবে, এই আনার ব্যাপারে যে কারচুপী তার ফলে আজকে এই রাজ্য ৩৬ হাজার মেট্রিক টন চাউল থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই সভায় নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছে যে, উত্তর ত্রিপুরায় চাউল নাই সেখানে চাউলের ক্রাইসিস। আজকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি যদি চাউলটা আনতেন তাহলে আজকে এখানে অভাবের প্রশ্নটা ছিল না, আর এই ক্রাইসিসটা কি কেন্দ্রীয় সরকার সৃষ্টি করেছেন, নাকি ওনারা করেছেন, কে করেছেন? স্যার, এখানে চাউল আনার জন্য একজন ক্যারিং করে কনট্রাকটারকে টেণ্ডার দেওয়া হয়েছে, কি অজ্ঞাত কারণে সেই টেণ্ডার একসেপড হওয়া সত্বেও সেটার ওয়ার্ক অর্ডার পায়নি এবং পায়নি বলেই সে চাউলটা কেরী করে আনা হয় নি। আজকে শুধু উত্তর ত্রিপুরায় নয় সারা রাজ্যেই এই চাউলের ক্রাইসিস, সেটা কেন? ঐ কনট্রাকটারকে বলা হয়েছিল যে, তুমি কনট্রাকটারী পাবে যদি তুমি পার্টির ফাণ্ডে চাঁদা দাও সে তা দিতে রাজী হয়নি তাই তাকে কনট্রাকটারী দেওয়া হয়নি। কিছুদিন আগে এই সমস্ত নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে এই সরকার টি টি ও এ নামে একটা সংস্থাকে ১ হাজার মেট্রিক টন চাউল আনার জন্য গোহাটি থেকে কনট্রাকটারী দিয়েছে, তাতে যার জেনারেল রেইট সেটা ছিল ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেশ ছিল ৪৮ টাকা পার কুইন্টল, যেটা ১৫ টাকা করে বেশী নেয় এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রেইট দেওয়া হয়েছে। যেমন ধর্মনগরের চন্দ্রপুরে

একটা গোডাউন আছে সেখানে রেইট হয়েছে ৭৮ টাকা, আবার কুমারঘাটে তা হয়েছে ৫১ টাকা মনুতে হয়েছে ৫৭ টাকা। এইটা কোন্ নিয়মে দেওয়া হল আমরা জানি না। এতে মন্ত্রী মহোদয় বলতেন যে কি করব চাউল নাই তাই দিতে হয়েছে। কিন্তু ক্রাইসিসটা কে সৃষ্টি করল ? আজকে কনট্রাকটারকে টেণ্ডার দেওয়া হয়েছে সে যদি কেরী না করে থাকেন তাহলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন, সরকারের হাতে সেই ব্যবস্থা ছিল। এর দায়-দায়িত্বকে করবে ? ওনারা ত্রিপুরার মানুষের মঙ্গল করছেন ? মানুষের কল্যাণ করেছেন, মানুষের কষ্ট লাঘব করছেন, এইটাই কি কষ্ট লাঘবের নমুনা ? স্যার, আর একটা পয়েন্ট আমি বলছি, এই যে মার্কেটিং কো-অপারেটিভ-এর যে ডাইরেকশান রয়েছে তার উপরে মাল আনার যে ব্যবস্থাটা মানে সমস্ত মাল আসে সেটা হচ্ছে সিমেন্ট, সলট, অয়েল, ডাল প্রভৃতি তারা কেরী করে। হঠাৎ তাদের কিছু এডভান্স টাকা দিয়েছেন এবং সেটা আজ পর্য্যন্ত এডজাষ্ট হয়নি, আজ পর্য্যন্ত তা অডিট হচ্ছে না। স্যার, কি সেখানে গেলে যে হঠাৎ ওনারা বায়না করলেন যে, আমাদের দাম বাড়াতে হবে, ওনারা কনট্রাক দিয়েছেন জানি না সেটা কি, সেটা কি নিগোসিয়েশান, না সেটা টেণ্ডার। যাই হউক, ওনারা যে সমবায় আন্দোলনের কথা বলেছেন, সে সমবায় আন্দোলনের কথা বলেছেন, সে সমবায় মাল কেরিং করেন। যার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে লবন নাই, সিমেন্ট নাই, চাল নাই, কেরোসিন নাই। যার জন্য এসব জিনিষের দাম বেড়েছে। আজকে আমরা দেখছি. টি. টি, ও. এ এই বামফ্রন্টের মোটর সংস্থা, তাকে আরবিট্রারিলি ১৫ টাকা বেশী দিয়ে তার সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। এই মাল আনার জন্য। আজকে আমি ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি. পাবলিক ডিষ্ট্রিবিউশনের এই অবস্থা কেন ? এসেনশিয়েল কমোডিটিজের দাম বাড়ছে কেন ? কেন্দ্রীয় সরকার ত দাম কমিয়ে দেয় তবুও জিনিষের দাম বাড়ছে কেন ? আমরা দেখেছি, এফ, সি, আই,-এর যে অফিসার এখানে ছিলেন তাকে বি, এস, এফ-এর সহায়তা নিয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে, কারণ তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে এখানে জিনিষের দাম বেড়ে গেছে। আজকে বামফ্রণ্ট পার্টির ফাণ্ড, নিজস্ব ফাণ্ড. ক্যাডারের ফাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের উপর জিনিষের চড়া দাম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার কাট-মোশানের উপর অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, আমরা নাকি মানুষের ভাল করতে চাইনা। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে যাদের জন্য এই সার্ভিস তাদের কাছে পৌঁছছে কিনা। যাদের জন্য এসব সুবিধার কথা বলা হচ্ছে তাদের কাছে যদি না পৌঁছে তাহলে এটাকে ওয়েষ্টফুল এক্সপেণ্ডিচার বলবনা ? কাজেই আজকে খাদ্য দপ্তরে যে দুর্নীতি চলছে তা

অবর্ণনীয়। যে খাদ্য দপ্তরের উপর মানুষকে নির্ভর করতে হয়, আজকে সে খাদ্য দপ্তরের হাল বেহাল। এসেনশিয়েল কমোডিটিজের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগ এই খাদ্য দপ্তরের আওতায়। আজকে স্যার, আমরা দেখছি এখানে সল্ট ৭০ পয়সা করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ৩/৪ টাকা পর্য্যন্ত হয়। গ্রামের মানুষ যখন কিছু সংগ্রহ করতে পারে না ভাতের সঙ্গে খাওয়ার জন্য তখন এই নুন-ভাত খেয়ে বেঁচে থাকে। সেটাও আজ বামফ্রন্টের আমলে সম্ভব না। অন্যান্য জিনিষের দামের কথা বাদই না হয় দিলাম। আমরা জানি কেন্দ্র ২৬ পয়সা করে এখানে লবণ দেন কিন্তু এখানে সে লবণের দাম সরকার ধার্য্য করেছেন ৭০ পয়সা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি এখন শেষ করতে পারবেন ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—আর ১ মিনিট সময় দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আর ১ মিনিট আচ্ছা এর মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—আজকে লবণও কালো-বাজারী হচ্ছে। ওনারা কালোবাজারীদের গ্রেপ্তার করতে পারছেন কি ? পারছেন না। ওনারাও ত কালোবাজারী করছে। এখানে এফ, সি, আই, সুপার রাইস দিচ্ছে ২.৬৬ পয়সায় অথচ রাজ্য সরকার কন্ট্রোলে সেটার দাম ফেলেছেন ৩.৩৫ টাকা। কালোবাজারীরাও এত দাম বাড়ায় না যা নাকি সরকার বাড়িয়েছেন। অথচ সরকার বলছেন আমরা মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। কিন্তু সরকার নিজেই মুনাফা করছেন। কাদের স্বার্থে এই মুনাফা ? এই দাম কি কেন্দ্রীয় সরকার বাড়িয়েছেন ? এখানে আমরা দেখছি প্রতি কুইন্টলে ৬০ টাকারও বেশী মুনাফা করছেন। কাজেই স্যার, আমার কাট মোশন ও বিরোধী দলের অন্যান্য সদস্যদের কাটমোশনের প্রতি আমার সমর্থন জানিয়ে এবং জন-বিরোধী বাজেট ডিমাণ্ডগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ যে সমস্ত ডিমাণ্ড এই সভায় পেশ করেছেন সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীদের সমস্ত কাট-মোশানগুলিকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে রিলিফ সম্পর্কে যে সমস্ত কথা এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন এবং যে কতগুলি দৃষ্টান্ত এখানে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই। তারা বলেছেন যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা রিলিফ পান নাই আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই তারা পেয়েছেন। এই রিলিফ ডিপার্টমেন্টে এই সরকারের আগে কংগ্রেস আমলে আমরা যা দেখলাম তা আজও ভুলতে পারিনাই। বর্তমান বাংলাদেশ থেকে কয়েক লক্ষ লোক দেশ বিভাগের ফলে ছিন্নমুল হয়ে যখন এই ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয় তখন তাদের টাকা নিয়ে কিভাবে ছিনিমিনি খেলা

হয়েছিল সেটা কেউ আজও ভুলে নাই। তার লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি রিসেসের পরে আবার বলবেন। এই সভা আজ বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতবি রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার। আপনার বক্তৃতা শুরু করুন

শ্রীযাদব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলতে সুরু করেছিলাম রিলিফ সম্পর্কে। আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে স্বাধীনতার পরে আমরা যখন ত্রিপুরা রাজ্যে আসি তখন দেখেছি কংগ্রেস সরকার রিলিফ দিতেন। চিলড্রেনস্ পার্কের পূর্ব দিকে এই রিলিফ ডিপার্টমেন্ট ছিল। তখনকার সময়ে যারা উদ্বাস্তু হয়ে ত্রিপুরাতে এলেন তাদের কিভাবে রিলিফের টাকা দেওয়া হত ? ৯৫০ কি ৯৬০ টাকা করে, তাও আবার ২।৩টা ইনসটলমেন্টের পরে। আজকে বিরোধী বেঞ্চে যারা আছেন তাদের তখন জন্মই হয় নি। তারপর রিলিফের সুষ্ঠু বন্টনের জন্য অনশন করেছিলেন কারা ? আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও তখন ছিলেন। তারপর পুনর্বাসন দিলেন। রাস্তা, পানীয় জল, স্কুল, চিকিৎসালয় কিছুই ছিল না। শহর থেকে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে আজও তারা বসবাস করছে। তাদের কাছে তথ্য পাওয়া যাবে। দেশ বিভাগের আগে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন যে দেশ বিভাগের ফলে যদি কেউ উদ্বাস্তু হন তাহলে আমরা তাকে সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন দেব। আর ১৯৫৪ সনে পণ্ডিত নেহেরু পার্লামেন্টে বললেন যে উদ্‌বাস্তুদের জন্য আর কিছু করতে পারব না। কেন ? কি অপরাধ তারা করেছিল ? তারপর যারা বাংলাদেশ থেকে আসত তাদের পাঠিয়ে দিলেন পাহাড়ের ভিতরে। তারপর তাদের জমিগুলি বিনা রেজিষ্ট্রিতে পাইকারী হারে বিক্রয় করে দিতে লাগল। এর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে যদি অল্প দামে বাঙালীরা জমিগুলির দখল নেয়। তা হলে একটা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে। এর উপর কোন বাধা নিষেধ ছিল না। বিনা রেজিষ্ট্রিতে জমি কেনা, সেটা আইনত সিদ্ধ ছিল না, এমন কোন আইনও ছিল না। যদি সেরকম আইন থাকত তা হলে এটা হত না। যার ফলশ্রুতিতে জুমিয়াদের জমি নেই। তারপর কত অনাহারে, অর্ধাহারে মরেছে, সেটা অন্য কথা। তারপর বিভিন্ন সময়ে সাইক্লোন, বন্যা, খরা হয়েছে। সেখানে রিলিফ নামকাওয়াস্তে দিয়েছে। শুধু গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষকদের হাত করার জন্য কিছু টাকা পাইয়ে দিতেন। আজকে তাদের জন্য যখন রাস্তা-ঘাট, স্কুলের জন্য টাকা রাখা হয় তখন তারা এর বিরোধিতা করেন।

ডিমাণ্ড নাম্বার ৪—মেজর হেড ২০৩৯—স্টেট একসাইজ। এটাতে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে। অর্থাৎ ছাঁটাই প্রস্তাব রাখতে হবে, তাই রেখেছেন। ১০ কোটি টাকার মধ্যে যদি ১০০ টাকা ছাঁটাই করতে চান, তাহলে আমরা সেটা মেনে নেব ? রেভিনিউ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু এখনও তার বক্তব্য রাখেন নাই। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তো সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত জমির মালিকদের রেভিনিউ মুকুব করে দিয়েছেন, এখন শ্যামাচরণ বাবু কি বলবেন যে যাদের ৫০ কানি অথবা ১০০ কানি জমি আছে, তাদেরও রেভিনিউ মকুব করতে হবে ? স্যার, ওরা এমনি ভাবে সব আবোল তাবোল বক্তব্য রাখছেন, যেটা কেউ সমর্থন করতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে জিনিস পত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, ওরা কি বলবেন এটাও বামফ্রন্টের জন্য বাড়ছে ? সময় মত জিনিস-পত্র বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র এসে পেঁছায় না, আর তার জন্যই জিনিস-পত্রের দাম বাড়ছে, ওরা এটা বুঝতে পারেন না। এমন কি লবণ, এটাও সময় মত আগরতলা এসে পেঁছায় না, ফলে মধ্যে মধ্যে এই লবণের দাম বেড়ে যায়। এই যে জিনিসগুলি এগুলি কোথা থেকে আসে ? এগুলি দিল্লী অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে থেকে আসে না ? না কি আগরতলাতেই এগুলি হয় যে দাম বাড়বে না ? কাজেই জিনিস-পত্রের দাম যাতে না বাড়ে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য আমরা যখন প্রস্তাব করলাম তখন কি আপনারা জিনিস-পত্রের দাম বাড়া বন্ধ হয়ে যাবে, বলেই সেটার বিরোধিতা করেন নাই ? স্যার ওদেরকে স্মরণ করতে বলব, ১৯৪৮ সালে লবনের রেইট কত ছিল, সিমেন্টের রেইট কত ছিল, আর আজকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার কি এগুলির দাম বাড়িয়ে দিল, না কেন্দ্র বাড়ালো, এসব বিচার বিবেচনা করার জন্য আমি তাদেরকে অনুরোধ করব। কাজেই, এখানে সরকার পক্ষ থেকে যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ এর দাবী জানানো হয়েছে, আমি সেগুলিকে সমর্থন জানাচ্ছি, আর বিরোধী পক্ষের থেকে যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তব এসেছে, সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যয় বরাদ্দের দাবীর যে-সব ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে, সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখতে শুরু করছি। স্যার, আমাদের মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী অত্যন্ত ভদ্রলোক, কিন্তু কিছু বামফ্রন্টের ইঁদুর সরকারী খাদ্য গুদামে ঢুকে, চাউলগুলি খেয়ে ফেলছে, আর কিছু বামফ্রন্টের ঘুঘু যারা খাদ্য দপ্তরে কাজ করছেন, তারা নিজ নিজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য এই খাদ্য দপ্তরটাকেই একেবারে অকেজো করে দিয়েছে। এখন

মাননীয় ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় এত সহজ ও সরল যে তিনি যদি ঐ সব ইঁদুর আর ঘুঘুগুলির বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা নিতে চান, তাহলে তাকেই সেখান থেকে সরে যেতে হবে। ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে আমার অমরপুর বিভাগে যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে, সেখানে গরীব মানুষ কি এস. আর. ই. পি. কি এন. আর. ই, পিতে কাজ পাচ্ছে না, সে কথা আমি এই হাউজে বেশ কয়েকবার তুলে ধরেছি। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দুই দিন আগে বলেছিলেন যে বিরোধী পক্ষের থেকে যদি কোন গঠনমূলক প্রস্তাব দেওয়া হয়, তাহলে তিনি সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কাজেই উনার কথা অনুযায়ী আমি আশা করব, যে এই ব্যাপারটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসবে। তারপর, ডিমাণ্ড নং ২৩ মেজর হেড ২২২৫ ওয়েল-ফেয়ার অব সিডিউল্ড কাষ্ট/ট্রাইবস এ্যাণ্ড আদার ব্যকওয়ার্ড ক্লাশেস- স্যার, আমার অমরপুর মহকুমার একছড়ি মৌজাতে যে কয়েকটা ট্রাইবেল পরিবারকে ১৯৮১—৮২ সালে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন হলেন গুণধর মুরাসিং, তিনি দাঙ্গার সময়ে মারা গিয়েছিলেন। স্যার, যেহেতু পুনর্বাসনের টাকাটা এক সঙ্গে দেওয়া হয় না, কিস্তিতে কিস্তিতে দেওয়া হয়, সে ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে ও সি.পি.এম, পার্টির একজন বিশিষ্ট ক্যাডার তার কিস্তির টাকাটা তুলে নিয়েছেন। এই ব্যাপারে আমরা অনেক অভিযোগ করেছি, সেখানে দুই জন এস, ডি, ও সাহেব গেলেন, কিন্তু কেউই তার কোন প্রতিকার করলেন না। কাজেই, আমি এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, তার একটা হচ্ছে এ একছুড়ি গাঁও পঞ্চায়েতেই দাঙ্গার সময়ে লোকটা মারা গেল, তার নাম হল হলধর রিয়াং, তার টাকাটা সেখানকার গাঁও সভার উপপ্রধান তুসিরাম রিয়াং তুলছে। স্যার, কি ভাবে মৃত ব্যক্তির নামের টাকা নিয়ে সেখানে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে তার দুই একটা উদাহরণ আমি এখানে দিলাম। তারপর আছে চৈতন্যময় জমাতিয়া যিনি একবার মালবাসা কলোনীতে পুনর্বাসন পেয়েছিলেন, তাকে নাকি আবার পশ্চিম তুলিমা গাঁও সভায় অন্যান্যদের সাথে আবার পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। অর্থাত যাকে একবার এক জায়গাতে পুনর্বাসন দেওয়ার পর পুরোস্কীমটাই বন্ধ হয়ে গেল, তাকেই আবার নতুন করে অন্য জায়গাতে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা হল। অথচ, আরও যে অনেক জুমিয়া আছে বা গরীব মানুষ আছে, তাদের কিছুই দেওয়া হচ্ছে না। আর, এভাবেই উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের টাকা দিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আর, ডিস্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সম্পর্কে বলতে গেলে সেও অনেক কথা বলতে হয়, আমি যেটা প্রথমে

বলতে চাইছি, সেটা হল, আমার অমরপুরে একটা এস, ডি, ও, অফিসও আছে, সেই অফিসে অফিসারের সংখ্যা কত থাকার কথা ? আমরা দেখছি সেখানে অফিসার বলতে একজন এস, ডি, ও, আর একজন এস, টি, ও, আছেন। এছাড়া ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ারের কোন অফিসার নেই। কাজেই অফিসারের সংখ্যা মাত্র দুই জন, কিন্তু সমস্ত কাজই ওনাদের করতে হয়, ফলে সাধারণ মানুষের ভোগানতির সীমা থাকে না। কত রকম কাজে তারা সদর অফিসে আসে, কিন্তু কাজ না পেয়ে তাদের আবার ফিরে যেতে হয়, কারণ অফিসারের অভাবে এ সমস্ত কাজ আটকে থাকে। আর ব্লক অফিসে একমাত্র অফিসার হলেন বি, ডি, ও, সাহেব, তাকে নানা কাজে বিভিন্ন জায়গাতে যেতে হয়। কাজেই উনি না থাকলে, সেখানেও সমস্ত কাজ আটকে থাকে। তাই, আমি মনে করি এই রকম একজন কিঁ দুইজন অফিসার রেখে কাজ চালানোর মাধ্যমে প্রশাসন কে সচল করে তোলার নামে, প্রশাসনকে অচল করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর আছে, ডিমাণ্ড নাম্বার ৫—মেজর হেড ২২৪৫ কোন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে সাধারণ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ তা এর মধ্যে ধরা আছে। স্যার গতবারেই আমরা এই হাউসে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলাম যে যদি কারো ঘর বাড়ী পুড়ে যায়, তাহলে তাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে গণ্য করে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। স্যার, আমি এখানে আমার অমরপুরের কথাই বলতে পারি যে সেখানে এই ধরনের ১১টা ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু কাউকেও আজ পর্যন্ত এজন্য কোন ক্ষতিপূরণ বা টাকা দেওয়া হয় নি। স্যার, ১৯৮৩ সালে আমার অমরপুরে একটা ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল, তখন হেলিকপ্টার দিয়ে সেখানে চাউল এবং খাদ্য সামগ্রী ফেলতে হয়েছিল, যে-সব লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের যে-সকল পশু এ বন্যার ফলে মারা গিয়েছে, বিশেষ করে গরু ছাগল, সেগুলিরজন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কিছুই দেওয়া হল না। এই বিষয়ে আমি একবার রেভিনিয়্যু মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, তিনি বলেছেন যে সার্ভে লিষ্ট অনুযায়ী যাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, সেই সম্পর্কে তিনি এস. ডি. ও. সাহেবকে বলে দেবেন। আমি নিজেও এই সম্পর্কে এস, ডি ওর সংগে আলাপ করেছি, তিনি বলেছেন, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারাই পাবেন। কিন্তু কি হল, ক্ষতিগ্রস্তদের কেউ পেল না। মন্ত্রী মহোদয় কি করবেন, তিনি তো আর লিষ্ট দেখেন না, তিনি বলেছেন সার্ভে লিষ্টে যাদের নাম আছে, তাদেরকে দিয়ে দিন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে যিনি এস. ডি, ও. ছিলেন তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের নাম না পাঠিয়ে শাসক দলের কিছু লোকের নাম পাঠিয়েছিলেন। এমন লোকের নাম

পাঠালেন যারা গরু পালে না। এস. ডি. ও. বি. ডি. ও. তাদের যে সার্ভে রিপোর্ট সেই অনুসারে ক্ষতিগ্রস্তদের নাম পাঠানো হয় নি। কাজেই এখানে যে টাক. বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা যে গরীব মানুষের স্বার্থে খরচ হবে আমরা সেটা আশা করতে পারি না। মূল ডিমানডের বিরোধীতা করে এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেস করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে যে-সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থনকরে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার দুইটা কাট মোশন আছে। ছাটাই প্রস্তাব না আনলে এই সরকার তাদের ভুল ক্রটিগুলি ধরতে পারতো না এবং সংশোধনও করতে পারতো না। আমরা ছাঁটাই প্রস্তাব আনছি বলেই তারা দোষক্রটি স্বীকার করছে। এখানে বাজেটের ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে সেগুলির সংগে বাস্তবের কোন মিল নেই। কারন ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে বিশেষ করে উপজাতী এলাকায় এই সরকার এখনও কিছু করতে পারে নাই। অথচ উপজাতীদের প্রতি তাদের ভালবাসা, দরদ কথায় কথায় প্রকাশ করেন। আজকে ত্রিপুরার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বিশেষ করে ধর্মনগরের মনদিরামা, আনন্দ বাজার, থালছড়া, রাইমাভেলী প্রতিভৃতি অঞ্চলের মানুষ হ্যাণ্ড টু মাউথ।

কাজেই এই বাজেটে বরাদ্দ করে কি হবে? মাননীয় স্পীকার স্যার. বিগত ১৯ তারিখ এই হাউসে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেছেন যে, পঞ্চায়েতের যে দুর্নীতি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরের দোষ নয়। সেটা অ্যাডমিনিসট্রেটিভ-র দোষ। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বলতে কি উনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বুঝাতে চেয়েছেন? এটাতে বুঝা যায় যে বামফ্রন্ট ফেলিউর। আরেকটা জিনিস স্যার, বামফ্রন্ট সরকার দুর্নীতি চালাচ্ছে এন. আর. ই. পি, এস. আর. ই. পি., আর. এল. ই. জি. পিকে আই., সি. ডি. এস. প্রোজেক্ট গুলি সম্পর্কে সেনট্রাল গভার্ণমেন্ট ক্লিয়ার গাইড লাইন দিয়েছে। ডি. এম., এস. ডি. ওকে সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট ক্লিয়ার ইনট্রাকশন দিয়েছে যে অংগনওয়াদি সেনটারগুলির জন্য আই. সি. ডি. এস. প্রোজেক্টগুলির মাধ্যমে কনসট্রাশন করা যাবে। কিন্তু ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার তা করছেন না। ন্যাশনাল লেভেল এবং ষ্টাট লেভেল মিটিং-এ বলা হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেনট্রাল গভার্ণমেন্টের গাইড লাইন মানছে না। আমি এখানে ত্রিপুরা গভার্ণমেন্টের, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের এইটি চিঠি পড়ছি I am to

infrom you that in the national level meeting held on 28th May, 1985 in New Delhi to review progress of I. C. D. S. in Tripura from the side of the Education Department the need for augmenting the existing fund. Then, suitable guide lines to all the District Magistrate & Collectors and others for taking up constructions of Anganwadi Centres and their repairs wherever necessary by mobilising fund from the existing employment generating Scheme vide their letter No, F. 21(22)-CD/82 dated 18.5.83. এইভাবে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ইনসট্রাকশন মানছেন না। কাজেই এখানে যে ছাঁটাই প্রস্তবগুলি এসেছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার, স্যার, বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সবগুলি ছাঁটাই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এখানে আমার একটি ছাটাই প্রস্তাব আছে, ডিমাণ্ড নাম্বার—৩৭, মেজর হেড—২৪০৬-এর উপরে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট। এখানে টাকা ধরা হয়েছে ৭,৫১,৯৭,০০০ টাকা। মিঃ স্পীকার, স্যার আজকে আমাকে একটি কথা এখানে বলতে হয়, এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে। রাজ্যের একটি বড় ইনকাম হচ্ছে এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে। কিন্তু রাজ্যের বনজ সম্পদ রক্ষা করতে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছেন একথা আজকে সবাই একসাথে বলতে পারেন। বিশেষ করে আমার কন্সটিটিউয়েন্সির কথা বলছি। স্যার, চড়িলাম রিজার্ভ ফরেষ্টে আগে শাল, সেগুন করুচ প্রভৃতি মূল্যবান গাছ ছিল। আজকে প্রত্যেকটি বাগানই বড় বড় ফুটবল খেলার মাঠে পরিণত হয়েছে। আমি এ ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। উনি কিছু কিছু ব্যাপারে একমত হয়ে কিছু কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছেন। স্যার, তাতেও এই চড়িলাম রিজার্ভ ফরেষ্টকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায়নি। বিশালগড়ে ২টি মিল ছিল। ঐ মিল দু'টিতে উন্নতমানের কাঠ চুরি করে এনে চেড়াই করা হত। সমাজদ্রোহীরা এটা করত। কিছুদিন পুর্ব্বে একটি মিল বন্ধ হয়ে গেছে। আর একটি মিল অফিস টিলায় আছে। সেটি বন্ধ হয়নি। সেটাও বন্ধ করে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কেন না, বনজ সম্পদ হচ্ছে, জাতীয় সম্পদ। জাতীয় সম্পদ

রক্ষা করা সবারই উচিত বলে আমি মনে করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে উচিত, বিভিন্ন মিলে বিভিন্ন সময়ে গিয়ে হানা দেওয়া। এটা আবার বামফ্রন্ট করতে রাজী নয় ভোট কমে যাবার ভয়ে। আর আমাদের মাননীয় ফরেষ্ট মিনিষ্টার আরবের রহমানের দেশ সোনামুড়াতে তো কাঠ বাংলাদেশেই পাচার হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য আমি জানি না। কিংবা আমি যাইও নি, আমি শুনেছি, উনার রিলেটিভও নাকি এর সাথে জড়িত। কাজেই এটা, বন্ধ করবেন কি? সিপাইজলা কমপ্লেক্সে সমাজদ্রোহীদের আড্ডাখানা। সেখানে গেলে অপমানিত হতে হচ্ছে। কাজেই ফরেষ্ট-এর জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে তা প্রপার্লি ইউটিলাইজ হবে না বলে বিশ্বাস করি। কাজেই আমি তা সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধী দল থেকে আনীত সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবগুলির সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব শেষ করছি। ধন্যবাদ ॥

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ— মিঃ স্পীকার, স্যার, বিরোধী দল থেকে আনীত ছাটাই প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার-৪, মেজর হেড-২০২৯-এর উপর আমার একটি ছাটাই প্রস্তাব আছে। এটা ল্যাণ্ড-রেভেনিউ খাতে। স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ এই ডিপার্টমেন্টের কাজ-কর্মে গ্রামে গঞ্জে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। আজকে অফিসে আদালতে, কাজ-কর্মে যত বাধার সৃষ্টিই হচ্ছে, তাতে কিন্তু এই দপ্তর নির্বাকারই আছে। অথচ তাঁদের স্বভাব চরিত্র অনুযায়ী মানুষকে বঞ্চিত করার সুযোগ নিচ্ছে। স্যার, আমি খানে সার্ভে ডিপার্টমেন্টের কথা বলছি। জরীপের নাম্বার হচ্ছে, ৪০৩ এবং সাবেক নাম্বার ৯০১। অধুনা বাংলাদেশ-পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই ভদ্রলোক এসেছেন। কিছু জমি আছে এখানে। কিন্তু কি করে এই জমি অন্য এক জোতদার ব্যাক্তিকে এলটমেন্ট দিল সেটা বুঝতেই পারছেন। পয়সা খেয়ে দিয়েছে। এইত সেটলমেন্টের অবস্থা। আজকে যদি বুঝতাম কোন ভূমিহীনের পক্ষে দিয়েছেন, তাহলে বলার কিছু ছিল না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্য সে জায়গায় এমনও পৌঁছুতে পারে নি। বরং দেখছি, ভূমিহীন গরীব চাষীর জমি হচ্ছে না, জমিবাড়ছে সম্পন্ন চাষীদের। এই হচ্ছে, সেটলমেন্টের অবস্থা। কাজে কাজেই এই বরাদ্দ সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার দ্বিতীয় কাট মোশনের ডিমাণ্ড নাম্বার হচ্ছে, ৫, মেজর হেড-২২৪৫। স্যার, প্রকৃতিক বিপর্যয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলতে বামফ্রন্ট কি বুঝাতে চেয়েছেন বুঝতে পারছি না। এখানে তো সব কিছুই নেচারেল কেলামিটিস। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা ঠিক,

"খর বায়ু যায় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে।" স্রাব হয় খরা নয় বন্যা। বন্যা হলে চিৎকার উঠবে, কেন্দ্র টাকা দাও, টাকা দাও। কেন্দ্র টাকা দিলে সঙ্গত করতেই তা দলীয় লোকের উপকারে লাগবে। স্যার, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাজ কেমন করছেন বামফ্রন্ট সরকার তার একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি। আমার বাড়ী বাইখোরাতে। সেখানে১৯৮৩ সালের বন্যায় জমিগুলি বালির স্তুপে ঢেকে গিয়েছে। আজকে ১৯৮৭ সাল। এত দিন পরেও এই জমিগুলি উদ্ধার করা হয়নি। তুফান হলে জাতি-উপজাতি লোকের অনেকেরই ঘর বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কিন্তু যাদের ঘর গেল তারা আজ পর্যান্ত কিছু পেল না। পেয়েছে দলের লোক। এই হল রিলিফের নমুনা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটি কথা বলেই শেষ করছি। সেটা হচ্ছে, সিভিল সাপ্লাই সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, দুঃখের সঙ্গে বলব, আমি এখানে একটি চিঠি পড়ছি। চিঠিটি একজন প্রাক্তন শিক্ষক মহাশয়ের। উনার বয়স হয়ে গেছে, চোখে কম দেখেন। তিনি লিখেছে, "তোমার বিধান সভায় এখন প্রশ্নোত্তর সময় চলছে। গত তিন মাসের মধ্যে মাত্র ১ সপ্তাহের চিনি পাওয়া গেছে।"

৩ মাসের মধ্যে এক সপ্তাহ চিনি দিয়ে বলে আর চিনি নেই। তাহলে চিনি কোথায় যায়? সিভিল সাপ্লাই থেকে চিনি দেওয়া হচ্ছে না, নাকি পরিবহন ব্যবস্থার জন্য এমন হচ্ছে, নাকি চিনিটা হাওয়া হয়ে যাচ্ছে? স্যার, আমরা দীর্ঘ দিন ধরে লক্ষ করেছি যে চিনিগুলি ভারতবর্ষের প্রডাকশান নয়। বিদেশী বস্তা মার্কা চিনি ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে এবং এই চিনিগুলি বাজারের বিভিন্ন দোকানগুলিতেও পাওয়া যাচ্ছে। স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের দৌলতে যে চিনি এখানে পরিবেশিত হচ্ছে সেটা সত্যিই একটু বিস্বাদ। ভারতবর্ষে উৎপাদিত চিনি কি অন্ততঃ কিছু পরিমানে দেওয়া যায় না? স্যার, এই হচ্ছে সিভিল সাপ্লাইয়ের কার্য কলাপ, যার ফলে জনজীবন বিপর্যাস্ত।

স্যার, আজকে এনভাইরনমেন্ট-প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে মানুষকে পশু পাখিদের নিয়ে বাস করতে হয়। ন্যুনতম কীট পতঙ্গরও প্রয়োজন আছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু আজকে বন-জঙ্গল যেভাবে উধাও হচ্ছে তাতে বন্য জন্তুর অবস্থা কাহিল। আজকে সিপাহী জলাতে যে সমস্ত বন্য জন্তু রাখা হয়েছে তাদের চেহারা অত্যন্ত করুন। আজকে পরিবেশ ভার সাম্য রক্ষায় বন্য জন্তুদের সংরক্ষনে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। তাই আমি যে-সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশান এনেছি এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা যে-সমস্ত

কাটমোশানগুলি এনেছেন সেগুলি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি ।

কক্-বরক

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ হাউস ট্রেজারী ব্রেঞ্চনি মোট ১২টা ডিমাণ্ড সান জাকমানি আবন বিরোধিতা খীলাই চিনি বিরোধী দলনি মোট ২২টা যে কাটমোশন তুবুমানি আবন সমর্থন খীলাইন আনি কক্ চেগ'। মিঃ স্পীকার স্যার, আনি কাইনীই কাট মোশান তংগ ।

আং তামনি বাগীই কাট মোশান তুবুনানি নাং হীমানিলে. অর আনি কাট মাশান ডিমাণ্ড নং ২৭, অর মাইরীং রাজ্যঅ চাথাই কীরীই, মাইরীং পাইনা নাংখা হীনয় কোটি কোটিরাং খরচ আনা হীনয় তুবুক্সাগ: কিন্তু স্পীকার স্যার, চীং তাম নীগখা সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি এলাকান, নীহাথা হীনখাই চীং তিনি তাম' নীগ' এই সরকার ফাইমানি সীকাং তাম' সাকা' হীনকাই চিনি সরকার ফাইগাথীং, ওয়াইসা ফাইকাইলে কই ট্রেজারী বেঞ্চনি মন্ত্রীরগ চিনি উপজাতি রগন সব সময় কক কতর কতর সাঅয় ফাইঅ। তাইব সাঅ তাম' বরক বামফ্রন্ট সরকার ফাইসানি গুনই চিনি ত্রিপুরা রাজা 'আগিনি কংগ্রেস আমললে থাইপুং বতব' থেকে আরম্ভ খীলাইঅয় চিনি তাবুক বীথাইসে মীচানীনি দূরের কক্‌বতর সে মীচায়া আখার অবস্থা আংগ রীগাই চা-অ, থাইপুং বীচীলাই কীলগয়া। তাবুক থায় বরক তাম' হীন বরক বুফাংনি ফল। মিঃ চ্যায়ারম্যান, আং সানা নাইঅ যে কয়েক দিন আগে অর ট্রেজারী ব্রাঞ্চনি মন্ত্রী সালাখা তাবুকখাই তাই বাজার থাইপুংমে নীগলীয়া ফীন'। বীথাই খীলাই নীগনাই। এই সদর এলাকা থঅইপুং বুফাং সে কীরাইখা।

সি. পি. এম. কংগ্রেসনি আমললে তব' রীগই ফান' চালাইমান' কিন্তু তাবুকলে বুফাংসীদা য়া রং সীদা। বল' সীনাময় ফালই মা চাঅ মিঃ চ্যায়ারম্যান বরক সাঅ যে, তাবুক গ্রামাঞ্চল কামীনি অভাব কীরীই। তাবুক সামুং তাংনাইসে কীরীইখা। ১০ টাকা ৫০ পয়সা মান। আং তিনি সীংনানি অর যে মন্ত্রী তংনাইগন সর' বুদ্ধ মন্দির গীনা।। কীং আইদরপ, তাই মঠ চৌমুনী' কিছাথাং নাইজাবাইদি নরগ'। মন্ত্রীনি গাড়ীনি নথরীই কিছা লামা বীচালাই নাইজাবাইদি। এই সদর এলাকানি ত্রিপুরা জুগরগ' যারা নাকি গ্রাম' সামুং মানয়ানি বাগীই বরক এই আগরতলা শহর' ভির খীলাইমানি, কীথীম ফাইমানি। মিঃ চ্যায়ারম্যান, অবনি বাগীই সানা নাংগ তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যঅ কীরীই হীনয় সাব্রানি বাগীই এী যে তিনি কোটি কোটি টাকানি মাইরুং পাইমানি আব

বর থাং ? বর থাংঅব ? যদি চারিঅয়ন তংথা হীনথাই অ বরকরগ মাই মাঁচায়ানি বাগাই হাহাকার আঁং তং ? আং অর্থ দপ্তরনি' কাহাম খীলাই খীনজু কাইঅয় খীনাদি হীনজাঅ। যে ব' ই হাউস সাখা তাবুক অ নগ মাই মাচায়া হীনয় অ রবীন্দ্র দেববর্মা কাইসা সমনয়ন সাহ্বাঅ আথায় হীনয় হীন'। আং নিরুপায় মিঃ চ্যায়ারম্যান, আং সানা নাংগ। আন' জন সাধারণ ভোট রীঅয় রহরকা নীং সাইদি, আর দাবী খীলাইদি হীনয়। আংবাস্তব চিত্র, মকল বাইথং নীগয় মা সাগাইঅ। মিয়া আং করবুকনি ফাইথা। করবুক লেম্পস্, জলেয়া লেম্পস্ মাইরুং কীরীই। মাইরুং কীরীই, তাবুক পর্য্যন্ত কীরীই, আং চেলেন্স খীলাইঅ অ্য। মিয়া থাংফুরু তাম' হীনথা' এম. এল. এ. সাব চীং বীথাই বাচিসীনাই ? মাইরুং বাজার ছায় টাকা। কীবীহন আব বাজার সীংগীই নাইমানি অ মাইরুং বীসীক দাম ছয় টাকা। ৫ টাকা ৮০ পয়সা খীলাই ফালজাগ অজাগাঅ। অ মাইরুং নাই নাইমালি অ মাইরুং বরান হীনয় সীংমানি আসামনি হীনয় সাঅ। নীং বীধুরু আসামনি। থা গীই নাই হীনয় সীংমানিলে ফালানাই ব সাঅ আসাম থাংয়া অ কঠল এ মানতা হীন'। অ কঠলনি মাইরুং। নিনি বাজার থাংগীই ফালাজাক মানি গুনই ন' তিনি সাল' সুমং তাংগীং কঠল মাইরুং নানা হীনয় থাংগীই মানয়া। আবনি কারণ বাজার' মাইরুং বেশী দাম আঁংগ। আর তামনি গুণই নিনি কেটি কোটি টাকানি মাইরুং পাইনানি নাং? অ কৃষি দপ্তর রিয়াং থাং দেদ। আং মুংগানু। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদন কমি থাংখা। উৎপাদন কমিমানি গুনইন তিনি আঁসীক মাইরুং পাইনানি মা গ। আগি তাম হীনয় কেন্দ্র দেয়না, কেমনে কুলাইব। ৮ হাজার মেট্রিক টন দেয় মাত্র। সারা ত্রিপুরা রাজ্য বন পালন খীলাইখা। সরকার ১২ হাজার মেট্রিক টন সানমানি ১২ হাজার ন রীখা, খাদ্যমন্ত্রী অর তাম' সা মাইরুং অর গুদাম গুদাম কুপুলীং তংগ। নিনি গুদাম সিমি কুপুলীং তংগ হীনয় ব্যবসায়ীরগন' গুদাম আঁকলগ তাই রীঅয় রহরমানি বাই কি জন সাধারনরগ' মাননাই দে ? আবনি গুনইন তিনি কাটমোশাম তুবুনানি নাংগ। মিঃ চেয়ারম্যান; অর সানি তাই কাইসা ডিমাণ্ড নম্বর ১০ (দশ) আং অর কাটমোশান মা তুবুখা। ওর, লোক গননা, বথরগ গনিমানি। চীং ত্রিপুরা রাজ্যানি অর বীসীক ২২ লক্ষনি উর্দ্ধে ১৩ লক্ষ আং থাংখা ফন'। বিসকাংগখে ১৪ লক্ষসে আঁংগানু। তিনি অর চীং তাম' নীকগা। ত্রিপুরাসারগখাই অরনি উপজাতিরগ থাই অগিতা আং খা সিমানি সিমি খীনামানি, সাড়ে ছয় লক্ষ, সাড়ে ছয় লক্ষ। তাবুকলে সাড়ে চার লক্ষ সে আং থাংচি অ হীন'। রিয়াং কমি, বর থাং। সাব আর মিয়া যারা বাংলাদেশনি ফান, ফাইতং পকিস্তানীনি ফান, ফাইতং যেসা জাগানিফান' ফাইতং, মিয়া ফাইখাইন তিনি হীনখে কাসে কাখা বুমু দে। কোন তাই বিচার ব' কীরীইখা, আচার ব' কীরীই খা।

নিনি আর আইন ব' ওঁংলিয়া, পাইনাব' নাংলিয়া। আর চিনি ফুরুখাই হনখে তাম? যতন নাংসানাই। আং একজন বুকুং কেফের। আনি বুকুং নাই সাগই সাঅয় মান'। অবুকুং কেফের মকল' পলাসা ওঁংগাং তংগাইসে সাধারণ একটা লোন মাননানি থাংখাইসে এস, টি, সার্টিফিকেট মাছেনি হানজাগ। চাং খাই কামারাক কামারাক। অ হিসাব কাসে কারাইই। মিঃ চেয়ারম্যান, অমনি গুনইন অর কোটি কোটি রাং এহ যে সেন্সাসনি বাগাই খালাইজাগ আব সাবনি বাগাই? আংসাংনানি নাইঅ? ত্রিপুরা রাজ্যে তরবায়া, সতন খা হানখে কায়াবা থানাই। তিনি ২২ লক্ষ, খানা ২৪ লক্ষ, ৫০ লক্ষ ওঁং থাংগান্ন। বাখাই খালাই তংলাইনাই। বরক বাই বরক তানলাইনাই। আব চাং যদি তিনি সানা থাংকাই ই রবীন্দ্র দেববর্মানি আর বিগিচ্ছন্নতাবাদীনি বাহাই ক্ষাইলাংখা।। আমেরিকানি চরসে ওঁংলাংখা ব'। উচিৎ কথায় বন্ধু বেজার হানয় উয়ানজুইকক্ বাইকক্ থাইচা তংগ। আ কক্‌ন সাকাইন চাংখাই বেজাল। আবন চাং সালিয়া। তাম' সানাবা। দিন দিন অর, যে বরক বা গাই তংমানি আবন একটা আইন তায়াই নিশ্চয় কাইচমনানি দরকার তংগ।

মিঃ চ্যায়ারম্যান, :— সময় শেষ আন কিসা জরা মা রানাই, আনি কক্ পাইয়াখ।

মিঃ চ্যায়ারম্যান :— ২ মিঃ মধ্যে শেষ করুন।

শেষ করছি স্যার, অর সাথই কালাইঅ বনি বাগাইন যে ভাবে অর তিনি তা সেন্সাসনি কক্ লোক গননা ওঁং মানি আব ঠিক মতে খালাই জাকয়া। দিনদিন সমস্যা অবনি গুনইন নাগ জাগাই তংগ। অবন কাহাম খালাই খালাইনানি ওঁংথাং হানয়নতিনি অর কাটমোশান মা তুবুজাথা মিঃ চ্যায়ারম্যান স্যার, তিনি অর তাইকাইসা লেম্পস্, হা' ইহা', তায়াই বামফ্রন্ট সরকার ফাইফুরু তামসা, ইবালাইরগ হানি দাবী খালাইঅ। আ মতাই হা' বা আনি নবমানি তুকরিসা রাজ্যীয় খাংকাইন ওঁংগ বিলে। ব হান দাবী খালাই? ১৯৬০ সাল থেকে চাংহব, কিফিল সা রানাই হামানি চিনি হা, নির্দিষ্ট কেস্তন র আইন কার্য্যকরী ওঁংয়ানি বাগাইন বুইনি খানি চিনি হা,কচগাই থাংগা চাং মাই মাচায়া ওঁংনানি নাংগা কারন চাং লেখাপড়া রাংয়া। হানি উপর সে চাং নির্ভর। অহা, চিনি নির্দিষ্ট কোন বরক কারাই, আ নিয়ম কারাইনিগুনে সারা ত্রিপুরাঅ সরকার ফাইমানি সাকাং সামানি চাং সরকার ফাইখাই কাচাক্ তংনাইয়া, কাফুর তংনাইয়া আ গরীব তংগনাইয়া গানাং তংনাইয়া যতন সমান খালাইনাই, পাহাড়, তাহাড় যতন সমান ওঁং খানাই। তিনি আং সাংনা নাইঅ, যারা রাং গানাং বরক তিনি কানিকে কানি, দ্রোনকে দ্রোন জাগা আর যারা কারাইরকনি খাই কারাইনি খাতাঅসে লেবার কার্ড সে

রীঅয় অ তংখা। মিঃ চ্যায়ারম্যান, বড় দুঃখ নাংখা তিনি যে জাগা, কিফিল রীনানি হীমানি কংগ্রেনি আমলনিতৃতীয় ভূমি সংস্কারনি ১৯৬৯ সালনি সেটা কিফিল রীনানি হীমানি আব পর্যন্তই সরকার ফাইঅয় রীনানি নাইয়া এবং চা' যদি অ ১৯৬০ সালনি সিমি সান তংমানি আবন চিনি উপজাতিনি মুইয়া চানাই-রগনি বাগাই অমসাকন মায়া গীনাং হীনখে আবন ১৯৬০ সালনিরীয়া ফান' ১৯৬৫ সাল পর্য্যন্ত রীঅয় মান, নিলে। রীয়া, কক্ বুবু সিমি চিনি মুইয়া চানাইরগন সাঅয় তংগ' থাংখাই সিমি। বীল ই খীলাইনামি নাংয়া জাগানি বাগাই। তিনি দল খীলাইখাই মানান্ন। মানয়া অবব দাবী মালাইনানি নাইঅ। যে চা' তাই বিয়াং থাংনানি চিনি উপজাতিরগ মাচায়া মা নাংয়া, স্কুল পড়িগাইব উগ্রপন্থী হীনয় রমজাগ' চাকবি খীলাই- কাইব রমজাগ, তিনি বিধানসভা অ বিচ্ছিন্নতাবাদী হীনজাগ চা বর তংসোনানী ? আ' অর মুখ্যমন্ত্রীনসানা নাইঅ, চিনি উপজাতিরগ অমসাক দোষ খীলাই তখাই না সালাই তায়ই সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি উপজাতিরগন কগই বাথাই থিবিসিদি, আথাই শান্তি ফাইসানাই। আর আ' হীননা নাইঅ যদি বাঁচিনানি হীনখাই সারা মিচায়া মানাংয়া আ তনাই রগনি বাগাই সেমানি হাই ফ্রি রেশননি ব্যবস্থা খীলাই রীদি। আর আয়াং হীনখে, তিনি ফ্রি রেশননি ব্যবস্থানি বাগাই নিনি রাং কীরীই। বাংলা দেশনি ফাইনাইরগ' লাখ লাখ টাকা খরচ খীলাই বরকন জাগা' রীঅয় মান'। বরক কিফিল থাংফুরু নিনি লাখ লাখ টাকানি কিফিলাঅয় কীলা' গীনাক। নিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারগ ভোট রীঅয় পাশ খীলাই মানি বরকন তামনিগুনই চারিয়া আ নানি। আসুক কক্ সাঅয়ন আং আনি কক্ পাইরীখা। খুলম খা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পিকার স্যার, এই হাউসে যে, ১২ (বার) টা ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে, এটার বিরোধিতা করে, আমাদের বিরোধী দলের যে, ২২টা কাটমোশান আনা হইয়াছে, এর পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ২টি কাটমোশান আছে। আমি কেন কাটমোশান এনেছি, ডিমাণ্ড নং ২৪, এটা হচ্ছে এই রাজ্যে চালের অভাব। চাল নেই। তার জন্য রাজ্য সরকার চাউল কেনার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ দেখাচ্ছেন। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি এলাকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কোন পরিবর্তন নেই। অথচ এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে কি বলেছেন, আমাদের সরকার একবার ক্ষমতায় আসলে সব কিছুই ঠিক হবে। এই ট্রেজারী বেঞ্চের মন্ত্রী মশাইরা আমাদের উপজাতি গোষ্ঠীর

মানুষের কাছে বড় বড় কথা বলেছেন। আরও বলেছেন যে, এই বামফ্রন্ট সরকার আসার ফলে, কংগ্রেস সরকারের এর মত মানুষ কাঁঠালের ইচর বা কাঁঠাল খাওয়ার দরকার হয়নি। কাঁঠাল তো দূরের কথা। এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে গেছে যে, কাঁঠালের ইচর সিদ্ধ করে খেতে হয়। আর কাঁঠালের বীচি তো দূরের কথা। এখন উনারা কি বলেন, এটা তো গাছের ফল। মিঃ স্পীকার স্যার, কিছুদিন আগে এখানে এই ট্রেজারী ব্রেঞ্চের মন্ত্রী মশাইরা বলেছিলেন যে, এখন বাজারে আর কাঁঠাল দেখেন না। কেমন করে দেখবেন। এই সদর এলাকায় কাঁঠালের গাছই আর নেই কংগ্রেস আমলে তো কাঁঠাল সিদ্ধ করে খাওয়া যেত কিন্তু এখন গাছ সহ লাকড়ী করে বাজারে বিক্রি করে খেতে হয়। মিঃ চ্যায়ারম্যান, উনারা বলেন গ্রামে গঞ্জে আর কাজের অভাব নেই। এখন কাজ করার জন্য লোক পাওয়া যায় না। কাজ করলেই ১০, ১২ টাকা পাওয়া যায়। আমি মন্ত্রী মশাইগণকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এখানে বুদ্ধ মন্দিরের কাছে বা সকালের দিকে মঠ চৌমুহনীর কাছে গিয়ে যদি উনারা গাড়ী থেকে নেমে দেখেন তবে দেখবেন পাগাড় অঞ্চলের ত্রিপুরী মেয়েরা, যারা নাকি গ্রামে কাজ পাচ্ছে না এরাই এখানে এসে কাজের জন্য ভীড় করছেন। মিঃ চ্যায়ারম্যান, তার জন্যই বলতে হচ্ছে আজ আমাদের মন্ত্রী মশাইদেরকে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে চাল নেই। আজকে যে কোটি কোটি টাকার চাল কিনতে হচ্ছে, ঐ সব চাল কোথায় চলে যায়? কোথায় যায় এটা? যদি এদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে থাকেন তবে কেন আজ হাহাকার করছে? কেন চিৎকার করছে? আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে ভাল করে শোনার জন্য অনুরোধ করছি। এ হাউসে রবীন্দ্র দেববর্ম্মা মানুষ না খেতে পাওয়ার জন্য সব সময়ই বলে থাকেন বলে যে, মন্তব্য করেন। কিন্তু মি· চ্যায়ারম্যান, আমি নিরুপায়। আমার বলতে হয়। জনসাধারণ আমাকে ভোট দিয়ে পাঠিয়েছেন, এখানে এসে সব কিছু বলার জন্য। আর দাবী করার জন্য। আমি বাস্তব চিত্র ঐসব জায়গায় দেখে এসে বলছি। গতকাল আমি করবুক থেকে এসেছি। করবুক লেমস-আর জরয়া লেমসে চাল নেই। এখন পর্যন্ত চাল সেখানে নেই। আমি এ ব্যাপারে এই হাউসে চ্যালেন্স করতে পারি। গতকাল যখন আমি ঐ জায়গায় গিয়েছি তখন আমাকে জনসাধারণরা বলছে. এম. এল. এ. সাহেব আমরা কি করে বাঁচব? বাজারে চালের কেজি ছয় টাকা। ঠিকই আমি যখন বাজারে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখি, চালের দর ছয় টাকা। পাঁচ টাকা আশি পয়সা মানেই তো ছয় টাকা। ৫ টাকা ৮০ পয়সা করে বাজারে চাল বিক্রি করা হচ্ছে। চাল কোথায়, কি করে, এখানে এনে বিক্রি করা

হচ্ছে। খোঁজ খবর নেওয়ার পর এরা বললেন যে, এটা আসামের চাল। আসামের চাল যদি হয় তবে কখন আসাম গিয়ে আনা হয়েছে, জিজ্ঞাসা করার পর বললেন যে, আসামে গিয়ে আনা হয়নি, ঐ কণ্ট্রোলে পাওয়া যায়। এভাবে বাজারে চাউল বিক্রি হওয়ার ফলেই নিরীহ মানুষেরা যখন কাজ সেরে চাল আনতে যায় তখন আর পায়নি। যার ফলে বাজারে চালের দাম বেশী। আর সরকার কি করার জন্য কোটি কোটি টাকার চাল কেনা হয়? আর কৃষি দপ্তর কি করেন? সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলেই এত চাল কিনতে হচ্ছে। আগে উনারা কি বললেন, কেন্দ্র দেয়না, কেমনে কুলাইব। ৮ হাজার মেট্রিক টন দেয় মাত্র। তারজন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বন্ধ পালন করেছেন। এখন ১২ হাজার মেট্রিক টন চেয়েছেন আর ১২ হাজারই পেয়েছেন। খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, চাল গুদাম ভর্তি হয়ে আছে। গুদাম ভর্তি চাল থাকলেও কি হয়? গুদাম ভর্তি চাল আছে বলেই যদি গুদামের পেছনের দরজা দিয়ে ব্যাবসায়ীদের হাতে তুলে দিলে কি জনসাধারণরা পায়? সেজন্যই আজকে হাউসে কাটমোশান আনতে বাধ্য হয়েছি। মিঃ চ্যায়ারম্যান, এখানে আমার আরও একটি কাটমোশান আছে। ডিমাণ্ড নং ১০ (দশ)। এই কাটমোশান আনতে বাধ্য হয়েছি। কারণ এখানে সেন্সা মানে লোক গননা। আমরা এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে ২২ লক্ষের উর্দ্ধে, প্রায় ২৩ লক্ষের মত হয়ে গেছে। ২৪ লক্ষ হয়ে যাবে, কিছুদিন পরে। তার আমরা কি দেখছি উপজাতিরা সাড়ে ছয় লক্ষ। এই কথা আমি ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি। কিন্তু এখন কমে সাড়ে চার লক্ষ হয়ে গেছে। কোথায় কি করে কমেছে? কোথায় গেছে এরা? আর যারা কালকেই এসেছে বাংলাদেশ থেকে বা পাকিস্তান থেকে বা যে কোন জায়গা থেকে এদের নাম ওঠে যাচ্ছে, স্থায়ী বাসিন্দার খাতায়। তারজন্য কোন আইনের বা বাধ্যবাদকতার দরকার মনে করেন না। আর আমাদের উপজাতিদের বেলায় দেখা যায় সব কিছুই লাগবে। আমি একজন নাক চেপা, আমাকে দেখলেই বুঝতে পাবেন যে, একজন উপজাতি গোষ্ঠির মানুষ। আমার চোখ মোখ নাক সবই আলাদা ধরণের দেখার পরও যদি কোন লোন পাওয়ার জন্য যাওয়া হয় তবে এস. টি সার্টিফিকেট আছে কিনা চাওয়া হয়ে থাকে। আমরা প্রায় অবলপ্তির পথে। মিঃ চ্যায়ারম্যান, সেন্সাস করার জন্য কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়ে থাকে এই টাকা কাদের জন্য? আমি বলতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্য তো আর রবার নয় যে, টানলে পরে বড় হবে। আজকে ২২ লক্ষ কাল ২৪ লক্ষ, কাল পরে ৫০ লক্ষ হয়ে যাবে। কি করে বসবাস হবে। এত লোকের জায়গা কোথায়? শেষে মানুষে মানুষে দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে। আমরা যদি এই কথা বলি, তবে উনারা বলবেন যে; এই রবীন্দ্র দেববর্মা বিচ্ছিন্নতাবাদী, উনি

আমেরিকার চর হয়ে গেছেন। উচিত কথায় বন্ধু বেজার বলে বাংলা কথায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে। ঐসব কথা যদি বলি তবে আমাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এটার সুর কি ? এরা বাঙ্গালী তাড়ানোর কথা বলছে। এর জন্যই আমরা কিছুই বলি না। কেনই বা বলব। দিন দিন মানুষ আসার ফলে অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে চলছে, তার জন্যই এটাকে রোধ করার জন্য আইন করে দেওয়া দরকার ছিল। মিঃ চ্যায়ারম্যান :— সময় শেষ। আমাকে আরও কিছু সময় দিন। আমার বক্তব্য রয়ে গেছে। মিঃ চ্যায়ারম্যান :— ২ মিঃ মধ্যে শেষ করুন। শেষ করছি স্যার। তার জন্যই বলতে হচ্ছে যে, এখানে টিকমত সেন্সাসের কাজ হচ্ছে না। দিন দিন সমস্যা বেড়েই চলছে। এটাকে ভাল করে দেখার জন্য কাটমোশন আনার দরকার মনে করছি। মিঃ চ্যায়ারম্যান, এখানে আর একটা হচ্ছে, লেমস্ জায়গা নিয়ে সমস্যা। এই সরকার গঠন করার সময় বলেছিলেন যে, উপজাতি যুব সমিতিরা জায়গা (মাটি)র জন্য দাবী করছেন। এমন জায়গা (মাটি) তো আমার বাড়ীর উঠান থেকে এক টুকরী তুলে নিলেই পারেন। কোন জায়গা (মাটি) ওনারা দাবী করেন ? ১৯৬০ সাল থেকে আমাদের হস্তান্তরিত জায়গা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বলছি। কিন্তু কোন আইন কার্যাকরী না হওয়ার ফলে ঐ সমস্ত জায়গা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা না খেয়ে মরে যাচ্ছি। কারণ আমরা লেখাপড়া জানি না। জায়গার উপরই আমরা নির্ভরশীল। এখানে আমাদের লোক না থাকার ফলে আর আইন না হওয়ার ফলে সবকিছু বিসর্জন দিতে হচ্ছে। এই সরকার আসার আগে বলেছিলেন যে, আমরা সরকার গঠন করলে পরে লাল থাকবে না, সাদা থাকবে না, গরীব থাকবে না, ধনী থাকবে না সবাই সমান হবে। আর পাহাড় তাহার সবই সমান হয়ে যাবে। যাবে আজকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, যাদের টাকা পয়সা আছে, এদের দ্রোনের উপর দ্রোন জায়গা আর যারা গরীব এদের দেখা যায়, দিন মজুরীর খাতায় নামের তালিকা করে লেবার কার্ড দেওয়া হচ্ছে। মিঃ চ্যায়ারম্যান, এটা বড় দুঃখের ব্যাপার। আজকে যে জায়গা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, সেটা কংগ্রেস সরকার থাকার সময় তৃতীয় ভূমি সংস্কার ১৯৬৯ সালের। কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, তবে এই সরকার তা ফিরিয়ে দেন নি। উপজাতিদের প্রতি এই সরকারের এত দরদ থাকে তবে ১৯৬০ সাল থেকে না দিয়ে ১৯৬৫ সাল থেকে তো দিতে পারত। কিন্তু দেবেন না। শুধু উপজাতিদের দরদ বুঝানোর জন্যই এরা বলে থাকেন। জায়গার জন্য উপজাতি যুব-সমিতি করার দরকার নেই। আমাদের পার্টি করলেই পাওয়া যাবে। আমি এটাই

দাবী করতে চাইছি যে, আমরা আর কোথায় যাব। আমাদের উপজাতিরা না খেয়ে মরতে হয়। আর স্কুলে পড়তে গেলে উগ্রপন্থী হয়ে যায়, চাকুরী করতে গেলেও নাকি উগ্রপন্থী হয়ে যায়। তার জন্য পুলিশের কাছে ধরা পড়তে হয়। আর বিধানসভায় আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হয়। তবে আমরা কোথায় যাব? আমাদের উপজাতিরা যদি এতই দোষ করে থাকেন, তবে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী নিজ হাতে বন্দুক তুলে নিয়ে যেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের গুলি করে মেরে ফেলেন তবে শান্তি ফিরে আসবে। আর আমি বলতে চাই যে, যদি বাঁচতে চান. তবে যারা না খেয়ে আছে ক্ষুধায় চিৎকার করছে, তাদের যেন গত বৎসরের মত ফ্রি রেশন দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। তাদের জন্য কি টাকা নেই। যারা বাংলা দেশ থেকে এসেছেন. তাদের জন্য দেখি, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে জায়গা করে দেন। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। এরা যখন বাংলাদেশ ফিরে যাবে তখন তো আর লক্ষ লক্ষ টাকা—ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন না। ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা তো ভোট দিয়ে পাশ করিয়ে দিয়েছেন। তাদের কেন খেতে দেবেন না? কেন এদের ব্যবস্থা করবেন না? এতটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমঃস্কার।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস।

(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)।

মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আজকের সভায় মাননীয় যে-সমস্ত মন্ত্রী মহোদয় যে ডিমাণ্ডগুলি উপস্থিত করেছেন আমি তার সমর্থন করি এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যদের আনীত সমস্ত কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি এই সভায় এসেছে তার মধ্যে মূলতঃ রিলিফ ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে আমরা লক্ষ্য করেছি বিরোধী সদস্যরা সবচেয়ে তৎপর বেশী হয়েছেন, কিন্তু আমরা যতটুকু জানি যে তাদের আমলে রিলিফ বণ্টনের যে পদ্ধতি ছিল মূলত কিছু বাটপার কেন্দ্র করে. গরীব অংশের মানুষকে বঞ্চিত করে রিলিফ সম্পর্কে একটা বিশ্রী ধারনা মানুষের মনে পোষন করা হয়েছিল। তখন সাধারন মানুষ রিলিফ ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে, সরকারী ত্রান ব্যবস্থা সম্পর্কে মনের দিক থেকে কোন সাহস তারা পেতেন না বা চিন্তাও করতে পারতেন না, কিন্তু আজকে আমরা লক্ষ্য করছি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা যে-কোন ঘটনা ঘটুক, প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এই দপ্তরের সরকার যে-ভাবে এগিয়ে আসছেন মানুষকে সাহায্য করতে তাতে শুধু মানুষের মনে

আশার সঞ্চার হচ্ছে না, বিরোধীরা আজকে কথা বলতে পারছেন না, কারন এই দপ্তরের বিরুদ্ধে তারা কি বলবেন ? আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন জায়গায় যখন বন্যা দেখা দেয় এবং যখন কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা দেখা দেয় তখন মাননীয় বিরোধী সদস্যদের কোন বক্তব্য থাকে না। কারন আমরা ১৯৮৩ সালের বন্যায় সময় দেখেছিলাম মিঃ চেয়ারম্যান, যে ওদের বক্তব্য কিছুছিল না, যে ভয়াবহ বন্যা এক শত বছরের মধ্যেও এই ধরনের বন্যা হয় নি। কংগ্রেসীদের বক্তব্য আমরা শুনেছিলাম। ওরা বলেছিলেন, বন্যার জন্য বামফ্রন্ট দায়ী, বামফ্রন্ট ডেকেছে বন্যা হয়েছে এবং খরার জন্যও দায়ী করেছেন বামফ্রন্টকে। কিন্তু এখন কারন খোঁজতে না পেরে ডম্বুর জলাশয়কে দায়ী করছেন যে ওখানে বাঁধ দিয়ে নাকি ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এমন কি আমাদের মহকুমায় আমরা লক্ষ্য করেছি, খোয়াইয়েতে কোন বন্যা হলে সেখানে তো ডম্বুর জলাশয়কে দায়ী করা যাচ্ছে না, তাই সেখানে ওরা, বলছেন যে টি. ইউ. জে. এসের লোকেরা বলেছেন যে, মিনি ব্যারেজের বাঁধগুলি কেটে দিচ্ছে অর্থাৎ কোন কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছেন না তাই সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যা খুসী তাই বলার চেষ্টা করছেন। এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি শরনার্থী শিবিরগুলি যখন খোলা হয়, সরকার যখন খুলছেন তখন দেখছি ক্যাম্পে মানুষের যে সুরাহা তার দৈনন্দিন জীবনের সুরাহার জন্য তাৎক্ষনিক যে ব্যবস্থা তার জন্য কিছু বলতে পারছেন না, তার জন্য ওরা বরঞ্চ পাল্টা আরও মানুষ যাতে ভিড় করতে পারে তার জন্য যার ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি তাদেরকে ক্যাম্পে আনার জন্য চেষ্টা করছেন। তারা কিছু বলতে পারছেন না, বরঞ্চ বলছেন যে না চাল, ডালের কথা নয় তামাক, অমুক ব্র্যাণ্ডের সিগারেট চাই, এই সমস্ত শ্লোগান তুলে তারা মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন, মাঝে মাঝে শ্লোগান শোনা যায় যে ক্যাম্প ছেড়ে দেওয়া চলবে না, এই সমস্তই ওরা করছেন। কাজেই আজকে বিধান সভায় দাড়িয়ে এই রিলিফ নিয়ে রাজনীতির কথা তুলতে পারছেন না, তাই এই সমস্ত বলাটা নিতান্ত বলার জন্যই বলা। রিলিফ দপ্তরে সত্যি সত্যিই এই বছরে আমরা দেখেছি সাধারন মানুষের স্বার্থে কাজ করছেন এবং সরকার মানুষকে আস্থা দিতে পেরেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটা আলোচনা আমরা শুনেছি সিভিল সাপ্লাই সম্পর্কে, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তৎপর ছিলেন কিন্তু আমি একটা জিনিষ আপনার মাধ্যমে ওদের স্মরন করিয়ে দিতে চাই দীর্ঘ ওদের রাজত্বে ত্রিপুরার মানুষ এমন কি নিজেরা ওরা কি বলতে পারবেন যার বিধায়ক এখানে এসেছেন যে কোন দিন শুনেছেন বাকীতে রেশন ? শুনেন নি। এই দপ্তর সম্পর্কে কি বলবেন

আপনারা ? আর যদি চালের কথা বলেন ক্যাপস্থল চাল, বাজে চাল, কাকড় মেশানো চাল, বলুন না আপনাদের রাজীব গান্ধীকে। এই সমস্ত বাজে চালের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের জন্য যে রেশন সপ সেটার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে এফ সি.- আইয়ের মাধ্যমে ভাল চাল সরবরাহ করা কিন্তু রেশনের মাধ্যমে পচা চাল সরবরাহ করছেন কিন্তু ওখানে আপনারা সেই সমস্ত কথা না বলে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে কি সমস্ত আবোল তাবল কাট মোশান এখানে আনছেন যা খুশী বলে বিধান সভাকে বিভ্রান্ত করবেন. না ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষকে বিভ্রান্ত করার স্থযোগ এখানে নেই। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে. ওরা নানা ভাবে বলার চেষ্টা করছেন, ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে কিছু কাট মোশান এনেছেন কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে ৯ বছর ধরে বন দপ্তর যে-ভাবে বনায়ন সৃষ্টি করছেন বলতে পারবেন কোনদিন ছিল এই ধরনের বনায়ন ? কোন কোন মাননীয় সদস্য এখানে চোরাকারবারীদের কথা বলছেন, চোরা কারবার কারা করছেন, মাননীয় সদস্য মতি বাবুর জানা নেই ? রসিকলাল রায় উনার জানা নেই কারা এই সমস্ত করছেন ? সারা ভারতবর্ষের মধ্যে চোরাকারবারীদের রাখা হচ্ছে। কংগ্রেস (আই) দল যেখানে প্রকাশ্য ভাবে চোরাকারবারীদের মদত দেবার চেষ্টা করছেন, খুন সন্ত্রাসের সৃষ্টি হচ্ছে। গুণ্ডা সৃষ্টি করার জন্য সেই চড়িলাম, বিশালগড়, সোনামুড়া এ তো আপনাদেরই দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছে এই সমস্ত সমাজ বিরোধীদের কাঠ পাচারের সঙ্গে যুক্ত। আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত এলাকায় সমাজ-বিরোধী জড় করে কাঠের চোরা-কারবার হোক অথবা সমাজের যে কোন স্তরে চোরাকারবারীদের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস আজ দলীয় গুণ্ডা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। আমরা লক্ষ্য করছি কিছু কিছু দপ্তর সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে-সমস্ত কথাবার্ত্তা বলছেন এটা মূলতঃ বলা যায় বিধান সভার মধ্যে এসে কথা বলার মতো কিছু পাচ্ছেন না। মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল এখানে নেই, উনি কি বলেছেন ? আজকে যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে এসেছে উনার আলোচনার মধ্যে সেই সমস্ত ডিমাণ্ড সম্পর্কে কিছু নেই। তিনি আই. সি. ডি. এসের কথা বলেছেন।

বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে ওদের বলার মত কিছু নাই। ওদের দলের নিজস্ব কোন নীতি নাই। আমরা লক্ষ্য করেছি ওরা এইগুলি বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে, আপনার মধ্যেমে একটা তথ্য উপস্থিত করতে চাই ওরা ঋণ মেলার ব্যবস্থা করেছে কংগ্রেস (আই) এবং টি. ইউ, জে. এস। কি অদ্ভুত। আই আর.-

ডি· পি- নাই সেখানে। আমি জানতে চাই ত্রিপুরা সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার জানেন কিনা আমি জানিনা, তার ঋণ মেলার মাধ্যমে প্রতিটিগ্রামে গ্রামে শহরের মধ্যে ফরম বিলি করছে ছাপিয়ে। ফর্ম ছাপিয়ে বিলি করা হচ্ছে। ফর্মে বলা হচ্ছে আমি আপনার ব্যাংক এলাকায় একজন গরীব স্থায়ী বাসিন্দা। নিম্নলিখিত তথ্য অনুযায়ী আমার পরিবার প্রতিপালনের জন্য ঋণ হিসাবে অর্থ মঞ্জুরীর জন্য প্রার্থনা করছি। এইসমস্ত ফর্ম বিলি করে মানুষকে বলা হচ্ছে যে, আমরা তোমাদেরকে ঋণ পাইয়ে দেব। প্রতিটা মানুষের কাছে ফর্ম দিয়ে ১০ টাকা ২০ টাকা করে তার দলীয় ফাণ্ড সংগ্রহ করছে। মানুষগুলি বিভ্রান্ত হয়ে আসছে আমাদের কাছে, বি· ডি· সির চেয়ারম্যানের কাছে, বলছে বামফ্রন্ট সরকারের এই ধরনের কোন স্কীম চালু আছে কিনা। বুজরুকী দেওয়া তাদের চিরজীবনের অভ্যাস। ধান্দাবাজী, বাটপারি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে আবেদন রাখতে চাই এই ধরনের বিভ্রান্তি মূলক প্রচার যারা করছে ঋণের নামে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার যেন যথাযথ ব্যবস্থা নেন। এই জিনিসটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। চোর, জোচ্চোর, বাটপার যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, আজকে তারা বিধানসভাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, তাদের ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে একটা হুঁশিয়ার দিতে চাই, তাদের অতীত শেষ হয়ে গেছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ৯ বৎসরের রাজত্বে সঠিকভাবে উন্নয়নের কর্মসূচীর সাথে সমস্ত দপ্তর যেভাবে কাজ করছে সেখানে কংগ্রেস (আই) দল জন·বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা নানা ধরনের অপকৌশল তারা নিচ্ছেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর বক্তব্য না রেখে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে এবং কাটমোশানগুলিকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মিনিষ্টার ইন-চার্জ অফ দি ট্রাইবেল রিহেবিলিটেশান ইন প্ল্যান টেশান ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— স্যার, আমার ৪৮নং ডিমাণ্ডে একটা কাটমোশান আছে কিন্তু সেটা মুভ করেনি। আর একটা মেজর হেডে দিবাচন্দ্র রাংখল প্রস্তাব করার চেষ্টা নিয়েছেন সেটা পারে নি। কারণ আমার ডিমাণ্ড নং ৪৮ আর সেখানে ডিমাণ্ড নং দেওয়া হয়েছে ৪৭। দীর্ঘদিন ধরে এই ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাধীনতার ৪০ বৎসর পর কংগ্রেসী রাজত্বে সেখানে ট্রাইবেলদের পুনর্বাসন, জুমিয়া পুনর্বাসন কিছুই দেওয়া হয়নি। এইগুলি হয়েছে বামফ্রন্টের আমলে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জুমিয়াদের জন্য

পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। তার জন্য অনেক লড়াই করতে হয়েছে। এই ৮২-৮৩ সন থেকে একটা প্রজেক্ট তৈরী হয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা জুমিয়া আছে তাদের বাসস্থান দিয়ে, পুনর্বাসন দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকে উৎসাহিত করছে। সেজন্য আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা সেখানে আজকে কাট মোশান এনেছেন। এটা তাদের বুঝা উচিত বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর আজকে ট্রাইবেলদের জন্য, জুমিয়াদের জন্য এইগুলি করেছে। কংগ্রেসের আমলে ত কিছুই হয়নি। তাদের আমলে তাদের যা বক্তব্য ছিল তা সবই মুখে, কাজে কিছুই হত না। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যখন এই কাজগুলি করছে তখন তারা এইগুলি সহ্য করতে পারছে না। এইজন্য তাদের মধ্যে নানারকম ভাগ, তাদের মধ্যে লড়াই ইত্যাদি। আজকে তাদের চরিত্রটা কি গ্রামের মানুষ সবাই বুঝতে পেরেছে। এইসব বুঝে গ্রামের মানুষ তাদের সাথে থাকবে কেন? কাজেই এখানে যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এসেছে তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ তারা ট্রাইবেলদের জন্য কিছু হোক এইটা চাননা। আমার দপ্তরে যে কাটমোশান আনার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেটা পারে নি। এখানে আর একটা জিনিস শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ককবরকে বলেছেন, সারা ত্রিপুরার মানুষ না খেয়ে বুভুক্ষু। এইটা তাদের বুঝা উচিত এটা কংগ্রেস না, বামফ্রন্ট। সেখানে বুভুক্ষু থাকতে পারে না। তাদের বক্তব্য কি? চাউল গো ডাউনে আছে, বড় ডিলাররা এইটা দিচ্ছে। গো-ডাউনে যদি চাউল না থাকত তাহলে মনে করা যেত চাউলের অভাব রয়েছে। আর একটা কথা বলেছেন গ্রামের থেকে ছেলেমেয়েরা আগরতলায় আসছেন। আগরতলায় আসবেনা? আগরতলা হল ত্রিপুরার রাজধানী। সেই শহরের মধ্যে ত সবাই আসবেই। তাদের এই সব বক্তৃতা বিধানসভায় না বলে গ্রামের মাঠে ময়দানে করতে পারেন। বিধানসভা একটি দায়িত্বশীল জয়গা। গ্রামের ছেলেমেয়েরা আগরতলায় নিশ্চয়ই আসতে পারে। ট্রাইবেল মেয়েরা আগরতলা শহরে ভীড় করছে. মানে কি, না আগরতলা শহরে তাহলে মেয়েরা আসবে না? তাহলে বলে দিক তারা, তারাতো একদিন এই ভাবে শ্লোগান করেছে, বাজার বয়কট করেছে, বাজারে যেতে পারত না, শুধু ট্রাইবেল মেয়েরা কেন পুরুষরাও যেতে পারে না। কাজেই এই ভাবে তারা করেছে, এই জন্যই তাদের সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে আমাদের সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ এবং আমার দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দ তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মিনিষ্টার ইন চার্জ অফ ফুড।

শ্রীরামকুমার নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৮৭-৮৮ সালের যে বাজেট এবং তার বিরুদ্ধে যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে এবং আমাদের বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন

জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখতে চাই। আমার ডিমাণ্ড নাম্বার—২৮, স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি গত কয়েকদিন আগে এই বিধানসভায় আমি বলেছিলাম যে, আমিও গ্রামের এক-জন কৃষক, তার জন্যই আক্রমণটা বেশী দেখা যায় ফুড দপ্তরের উপর। আমার দপ্তরের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব একটা, দুইটা ছিল কিন্তু এখন একটা হয়েছে, রবীন্দ্র বাবু একটা ছাঁটাই প্রস্তাব রেখেছেন, আমি এই ছাঁটাই প্রস্তাবটার ব্যাখ্যা করব। বিশেষ করে শ্যামাবাবু এখানে প্রস্তাব রেখেছেন খাদ্য দপ্তরের সব টাকা বাতিল করা হোক, চমৎকার, এই রকম প্রস্তাব যে অন্তত শ্যামা বাবুর কাছ থেকে আমরা আশা করিনি, কারণ তিনি উপজাতি যুব সমিতির নেতা মানে উপজাতিদের বন্ধু, অথচ এই প্রস্তাবটা উপজাতিদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। গরীব উপজাতীদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত কথা বলাটা মারাত্মক, ওনাকে এর জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার. আমার ২৮ নাম্বার ডিমাণ্ডটার মেজর হেড ২৪০৮-এ এখানে প্ল্যানে ১৫ লক্ষ টাকা, আর নন-প্ল্যানে ১ কোটী ৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। মেজর হেড ৩৪৫৬-এ প্ল্যানে ৩ লক্ষ টাকা, নন-প্ল্যানে ১৯ লক্ষ ৮ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। মেজর হেড ৪৪০৮-এ প্ল্যানে ও নন-প্ল্যানে ৪৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। মেজর হেড ৭৪৭৫-এ ৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৫০ কোটি ৯০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা প্ল্যানে ও নন-প্ল্যানে. এই টাকাটা খাদ্য দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ২৮ নাম্বার ডিমাণ্ডে। স্যার, আমার মতে এই যে খাদ্য দপ্তরের ভার সেটা অত্যান্ত গুরুত্ব-পূর্ণ তার, কারণ প্রত্যেকটা মানুষের খাদ্য লাগে। বিশেষ করে আমরা যে খাদ্য উৎপাদন করি তা গরীব মানুষের জন্য, কংগ্রেস আমলে এই গরীব মানুষরা অনাহারে কষ্ট পেত জৈষ্ঠা-আষাঢ় মাসে মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করত, "গরীবি হটাও" যুগ চলছিল তখন। সেই যুগে এই গরীব মানুষদের মজুরী ছিল ২ টাকা এবং সেই সময় অনাহার মৃত্যুর ঘটনা খুব বেশী ঘটত। আজ আমরা সেই অনাহার মৃত্যুকে বন্ধ করেছি, গত বছর জুম হল না। আউষ হল না, ডাল রেশন দিয়েছি আমরা তখন, ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে তখন ডাবল রেশন দেওয়া হয়। কমলপুর, ছামনু, ছেলেমা, ডম্বুরনগর, কাঞ্চনবড়ী, তেলিয়ামুড়া প্রভৃতি ব্লকে এখনও ডাবল রেশন দেওয়া হচ্ছে সব সময়। তারপর রবীন্দ্র দেববর্মা যে ছাটাই প্রস্তাব রেখেছেন মেজর হেড ৪৪০৮-এ আইটেম নাম্বার ১০১, এই আইটেম ৪৫ কোটি টাকা বাজেট ধরা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে এফ সি আইর কাছ থেকে চাউল কিনতে হয়। এখানে তিনি বলেছেন :—Failure to control and eliminate wastful expenditure on purchase of Food grains. খাদ্যবস্তু যে কিনা হয় সেটা কেন্দ্রীয় সরকার এফ সি আইর মাধ্যমে আমাদেরকে খাদ্য সরবরাহ

করেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দ্দিষ্ট দর- সেই দরে আমাদের সেটা কিনতে হয়. এই দর ক্রমে ক্রমে বাড়ছে, জিনিষ-পত্রের দামও বাড়ছে দুই বারে। আমি হিসাবটা দেখাবো এই দামটা কিভাবে বাড়ছে, যেটা ত্রিপুরার শতকরা ৮০ ভাগ গরীব মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেই খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দিল্লীর সরকার এই গরীব মানুষকে অনাহারে রাখার চেষ্টা করেন, যাতে এই চাউল আমরা তাদেরকে দিতে না পারি এবং তারই জন্য ছয় মাস পর পর এই চাউলের দামটা বাড়ানো হয়। কাজেই এই চাউলের দাম যদি এই ভাবে বাড়ে তাহুলে অন্য জিনিষের দামতো বাড়বেই. এইটা অতি সহজ কথা. আমি তার হিসাবটা দিচ্ছি। ১.৪.৭৯ ইং তারিখ কমন রাইস ১৬৫ পয়সা প্রতি কেজিতে, ২.১.৮১ ইং তারিখ চাউলের দাম হয় ১৮৭ পয়সা প্রতি কেজিতে। ১.৬. ৮১ ইং তারিখ এই চাউলের দাম হল ১৯২ পয়সা প্রতি কেজিতে। ১.১০.৮২ ইং তারিখ হল ২০২ পয়সা। ১১.১০.৮৩ ইং তারিখ এই চাউলের দাম হল ২১৫ পয়সা প্রতি কেজিতে। ১৬.১.৮৪ ইং তারিখ সেই চাউলের দাম হল ২৩০ পয়সা, ২৫.২.৮৬ তারিখ হল ২৫৫ পয়সা ১.১০.৮৬ তারিখ হল ২৪৫ পয়সা, এইভাবে প্রতি ৬ মাস পর পর চাউলের দামটা বেড়ে চলেছে। যেটা নাকি গরীব মানুষের খাদ্য। তার পরেও আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন এবং করছেন। এখন আর গরীব মানুষকে অনাহারে থাকতে হয় না। কারণ বামফ্রন্টের দায়িত্ব হল সব সময় এই গরীব মানুকে বাঁচানো। ঐ শোষক গোষ্ঠিকে কোনঠাসা করবে। ঐ শোষক গোষ্ঠির হাত থেকে পরিবর্তন আনবে এই দেশের। তারজন্য ওদের এই ক্ষেদ। এই দপ্তরের ভার জটিল। অনেকে অনেক কথা বলছেন। তিনি বলছেন, চাল কেনা বন্ধ কর। ধন্যবাদ দিচ্ছি ঐ বিধায়ককে। তিনি উপজাতিদের বিধায়ক। তিনি ভাবছেন এটা পত্রিকায় উঠবে কিন্তু এটার ফল যে কি হবে সেটা তিনি ভাবেন না। উনারা মুখে বলেছেন আমি উপজাতি, আমি উপজাতিদের বন্ধু অর উপজাতিদের বিরোদ্ধে এই চক্রান্ত। এটা তারা বরদাস্ত করবে না। ত্রিপুরার ৬ লক্ষ উপজাতি তাদেরকে ছাড়বে না। এবার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে। উপজাতির বন্ধু হয়ে তার বিরুদ্ধে, তার রেশনের বিরুদ্ধে এটা যারা করে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। স্যার, সুধীরবাবু কংগ্রেস (আই) দলের নেতা হিসাবে তিনিও কিছু বলেছেন। আমি অত্যান্ত দুঃখিত যে সুধীরবাবুর মুখে এই ধরণের কথা আসবে, এটা আমি আশা করিনি। তিনি যেটা বলেছেন সেটা অত্যান্ত দুঃখ জনক। তিনি বলেছেন দুর্নীতি। হ্যাঁ, দুর্নীতি এখনও যায়নি। কংগ্রেস আই দল যতদিন আছে ততদিন এই দুর্নীতি থাকবে। এজন্য আজকেও সংগ্রাম চলছে।

স্যার, ১৯৫১ সালে বিড়লার মূলধন ছিল ২৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা আর ১৯৮১-তে মূলধন হয়েছে ৩,৩১৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। টাটার মূলধন ছিল সেই ১৯৫১ সনে ৫৩ কোটি টাকা আর সে মূলধন হয়েছে ৩,১২০ কোটি টাকার উপরে। এই হচ্ছে আমাদের দেশের সংবিধান আর এই সংবিধান নিয়ে কংগ্রেস (আই) দল দিল্লীতে বসে আছে। খাওয়ার বেলায় সমান নাই অথচ ভোটের বেলায় সমান। খাওয়ার বেলায় তুমি মর আর ভোটের বেলায় আমাদের ভোট দাও ঐ জোড়া বলদে। তারপরে আসল "গরীবি হটাও।" তাতে গরীবদের হটিয়ে দিলেন। এরা পাগল, অত্যন্ত পাগল। সুদীর্ঘ ১০ বছর বামফ্রন্ট ত্রিপুরাতে ও পশ্চিমবঙ্গে আছে কিন্তু তারা বলেছিল ১ বছর বা ৬ মাস টিকবে। বাস্তবে আজকে আমরা দেখছি ৯ বছর ১০ বছর কাটল। এরা ত পাগল। সুধীরবাবু বলছেন দুর্নীতি। স্যার, দুর্নীতির একটা তথ্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার প্রকাশ করেছিলেন। আমার কাছেও আছে। আমি যখন দেখলাম যে, এই দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ হচ্ছে তখন মনে করেছিলাম যে আমার খাদ্য দপ্তর হবে প্রথম কিন্তু খাদ্য দপ্তর প্রথম নয় পঞ্চম। এই তথ্য রয়েছে। ২ নং তিনি বলেছেন, ছামনু কনট্রাকটরের ব্যাপারে। ছামনুতে যিনি কনট্রাকটর ছিলেন তিনি আছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি হল? ঐ ছামনু রাস্তায় ট্রাক চলে না। কনট্রাকটর ট্রাক নিয়ে যেতে পারছেন না আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। জীপের টেলর দিয়ে হলেও চাল নিয়ে যাওয়া হবে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীরামকুমার নাথ :—শেষ কথাটা বলতে হবে। শেষ কথাটা হল, এফ, সি, আই সেটাও সেই দল। সব সময়ে সেই দল। তার জন্য আমরা নিজেরা নেমেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী, সংক্ষেপ করুন।

শ্রীরামকুমার নাথ :—এ জন্য ১০০১টি স্টল খোলা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী, শেষ করুন।

শ্রীরামকুমার নাথ :—সুধীরবাবুর মুখে এতসব মিথ্যা কথা শুনব বলে আশা করিনি স্যার। এই বলে ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং সমস্ত ডিমাণ্ডের প্রতি আমার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় বন মন্ত্রী

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীগণের যেসব ডিমাণ্ডগুলি এখানে পেশ করা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীদের সমস্ত কাটমোশানগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

আমার ডিপার্টমেন্টের ৩৭ নং মেজর হেড ২৪০২-তে একটি কাটমোশন আছে। সেটি এনেছেন বিরোধী দলের রতিমোহন জমাতিয়া। তিনি আজকে হাউসে নাই। তিনি একটা ১ টাকার কাটমোশন এনেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, আমি ত একটা ১ টাকার কাটমোশন এনেছি, কাজেই আমি অনুপস্থিত থাকব, তাহলে পরে আমি যখন অনুপস্থিত তখন আর সেটা উঠবে না। আর একটা কাটমোশন এনেছেন বিরোধী দলের শ্রীমতিলাল সাহা। মেজর হেড ২৪০৬, এটার উপর দেখা যায় ১০০ টাকার একটা কাটমোশন আছে। আজকে এই কাটমোশনগুলি দেখলে মনে হয় যে, একজন ঠগ প্রতিদিনই একটা বড় রাস্তার কাছে সোডা বালি জাল দিয়ে সে ভাত পাক করায় অর্থাৎ সে ঠগবাজী করে অন্যের ফল, ঐ পথিকের চাল ঐ পাতিলের মধ্যে দিলে ভাত পাক হয় তারপরে ভাগাভাগি করে কিছু খাওয়া হয়। এই রকম কাটমোশন আসলে পরে বুঝা যায় যে তারা ঠগগীরি করে খাচ্ছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ গরীব মানুষের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আজকে বামফ্রন্ট সরকার এই ধরণের বাজেট করেছেন। আর বিরোধী দলের সদস্যরা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থের বিরোধীতা করেই এই কাটমোশন গুলি এনেছেন।

আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪০ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পরেও শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনগ্রসর রয়েছে। এখানে কোন ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে নি। তাছাড়া এই ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ কেবলমাত্র যে কৃষি এবং বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল, সে কৃষি এবং বনজ সম্পদের কোন উন্নতি আগে হয়নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই ত্রিপুরার বনজ সম্পদ কি করে বৃদ্ধি করা যায়, এখানকার জল কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়, ভূমি কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় এই সবগুলির প্রতি আমাদের বন দপ্তর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। আজকে এই ভূমি সংরক্ষণ, জনগণের প্রয়োজনীয় বনজ বস্তুর চাহিদা পুরণ, শিল্প বাণিজ্যের চাহিদা মত কাঠ উৎপাদন, অর্থকরী ও দ্রুত বেড়ে উঠা বৃক্ষ রোপণ, পানীয় জল সংরক্ষণ এবং পাশাপাশি জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীন অর্থ নৈতিক ক্রমবিকাশ ঘটছে। এই সকল কর্মবিন্যাস নিয়ে কাজ করে চলেছে আমাদের বন দপ্তর। ১৯৮৬-৮৭ ইং সালে বন দপ্তর ১ লক্ষ ১ হাজার ৬১২ হেক্টার ভূমি বনাঞ্চলের আওতায় আনা হয়েছে। এই বছর ১৯৮৭-৮৮ ইং সালে ৪,৭০০ হেক্টার ভূমি বনাঞ্চলের আওতায় আনার জন্যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। ১৯৮৬-৮৭ ইং সালে বনপথ সম্প্রসারিত হবে প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ কিঃমিঃ। এবং এই রাস্তাগুলির দ্বারা যারা এই অঞ্চলে বাস

করেন বেশীর ভাগ ট্রাইবেল তারাই উপকৃত হবেন। আগে এই সব অঞ্চলে কোন রাস্তা ঘাট ছিল না। এই রাস্তাঘাট দিয়ে আজকে ট্রাইবেল এবং নন্ ট্রাইবেল লোকেরা তাদের তরী তরকারী ইত্যাদি আহরন করে বিভিন্ন বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে করছেন। অথচ বিগত ৩০ বছর বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে এই অঞ্চল ছিল অবহেলিত। তার সাথে সাথে জল সংরক্ষণের জন্যও বিভিন্ন জায়গায় লেক ইত্যাদি করা হচ্ছে।

আজকে সর্ব্বমোট বনায়ন করা হচ্ছে ৭,৮৮০ হেক্টার ভূমি এবং এতে উপকৃত হচ্ছেন, ২৭,৯০৭টি পরিবার। ১৯৮৭-৮৮ইং আর্থিক বছরে উল্লেখিত খাতে রাজ্যের পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে ২৯৪-৫০ লক্ষ টাকা। বন উন্নয়ন, সামাজিক বনায়ন, ও তার সংরক্ষণ ইত্যাদি বাবদ এই খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ ব্যয় করা হয়েছে। তারপর বাগান তৈরী, ও তার পরিচর্য্যা, বনায়ন, রাস্তাঘাট তৈরী গৃহ নির্মাণ, বনকর্মীদের থাকার জন্য বাসস্থান নির্মাণ, অফিস গৃহ তৈরী, গবেষণার জন্যে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, সিপাহীজলাতে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর বাইরে এফ. সি. এস ট্রেনিং এবং অন্যান্য ট্রেনিং-এর জন্য কর্মীদের পাঠানো হচ্ছে। এই সব কাজ করতে আমাদের খরচ করতে হচ্ছে। তাছাড়া পরিকল্পনা বহির্ভুত খাতে ৩৪ কোটি, ৪৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। যার ১৫ শতাংশ কর্মচারীদের বেতন ভাতা, এবং বাকিগুলি বাগান তৈরী, বাগান পরিচর্য্যা, রাস্তাঘাট, বনায়ন; গৃহ নির্মাণ, পানীয় জল সংরক্ষণ ইত্যাদি বাবদ খরচ করা হবে। এবং এর মধ্যে ১৫ শতাংশ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কার্য্যে ব্যয় করা হবে।

কাজেই আজকে আমাদের ডিমাণ্ড নাম্বার—৩৭ এর উপরে যে কাটমোশান আনা হয়েছে তা ভিত্তিহীন, জনস্বার্থ বিরোধী। কারণ এই যে; প্রকল্প রূপায়ণে এই অর্থ চাওয়া হয়েছে, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ গরীব মানুষের অর্থ-নৈতিক উন্নতি হবে, তাদের জীবিকার মান উন্নতি হবে, কাজেই এই প্রকল্প যাতে রূপায়িত হতে না পারে তার জন্যে তারা এখানে এই কাটমোশান এনেছেন।

কাজেই আমার যে ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডের উপর যে কাটমোশান আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করে এবং এখানে যতগুলি ডিমাণ্ড আনা হয়েছে সে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে বাজেট আলোচনায় আমার চারটি ডিমাণ্ড আনা হয়েছে—এগ্রিকালচার ডিমাণ্ড নাম্বার ৩২, ফিসারিজ, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩০,

হরটিকালচার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৯, সায়েন্স, টেকনোলোজি এণ্ড এনভাইরোমেন্ট ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৭।

এই চারটি ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তারা কাটমোশান এনেছেন। যারা কাটমোশান এনেছেন তারা হচ্ছেন—শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, শ্রীঅঞ্জু মগ, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীরসিকলাল রায় মহাশয়। এটা খুবই লক্ষ্যণীয় যে যারা এই কাটমোশানগুলি এনেছেন তাদের অনেকেই এই হাউসে উপস্থিত নেই। আর যারা আলোচনা করছেন তাদের অনেকেই এই যে, ডিমাণ্ডগুলির তার উপর খুব একটা আলোচনা করেন নি। তাতে মনে হচ্ছে এখানে যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে তারা সকলেই এইগুলির সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন বলেছেন যে, খাদ্য উৎপাদন নাকি কম হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য ঠিক নয় ? ১৯৮৫-৮৬ সালে খাদ্য উৎপাদন হয়েছে ৪ লক্ষ ৫ হাজার মেট্রিক টন। ১৯৮৬-৮৭ সালে যেখানে প্রচণ্ড খরায়, বন্যায়, প্রায় একটি আউশ ফসল করা যায় নি সে বছরও আমাদের খাদ্য উৎপাদন হয়েছিল ৩৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৮৭-৮৮ সালে আমরা টারগেট করেছি ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন।

আজকে আমাদের যে খাদ্যের চাহিদা, এইভাবে আমরা কবে পর্যন্ত যে আমরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পুর্ন হতে পারব বলতে পাচ্ছি না। কারণ আমাদের কৃষি সম্পুর্ণরূপে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। খরা বন্যা হলে আমাদের কৃষির প্রচণ্ড ভাবে ব্যহত হয় সেই দিক থেকে দেখেছি আমাদের যে কৃষির উৎপাদন, ১৯৮১ সালের সেনসাসে দেখেছি এখানে প্রায় ২১ লক্ষ মানুষ বাস করছেন। এবং গভার্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া ঠিক করেছেন প্রতি বছর আমাদের লোক সংখ্যা শতকরা ৩ ভাগ বাড়ছে। এবং আজকে ১৯৮৬-৮৭ সালে আমাদের লোক সংখ্যা ২৪ লক্ষের উপরে হবে। এবং আমরা যদি গড়ে পাঁচ শ' গ্রাম করে ধরি, তা হলে আমাদের এখন খাদ্য লাগে প্রায় ৪৯৮ হাজার মেট্রিক টন এবং আমাদের যা উৎপাদন, তাতে এখনও প্রায় ১ লক্ষ মে: টনের উপর খাদ্য ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। উৎপাদনের দিক থেকে বলতে পারি সারা ভারতবর্ষে এখন যা গড়ে উৎপাদন হচ্ছে প্রতি হেক্টারে সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে ১২৩১ কেজি পার হেক্টার। উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে অন্যান্য যে সমস্ত রাজ্যগুলি আছে, আসাম হচ্ছে ১১৩২ কেজি, মনিপুর ৪৮৫ কেজি পার হেক্টার, মেঘালয় ১১৪০ পার হেক্টার, নাগাল্যাণ্ড ৯৭৫ কেজি, অরুণাচল প্রদেশ ১৪৪২ কেজি, মিজোরাম ৭৭১, পাঞ্জাবে ৩১৪৪ কেজি। সেই তুলনায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পার হেক্টার উৎপাদন করছি ১৪২৩ কেজি। উৎপাদনের দিক থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশী এবং ভারতবর্ষের যে গড় তার

তুলনায়, আমরা অনেক এগিয়ে আছি। এখানে মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ তাঁর কাটমোশনে বলেছেন বাজেট সম্পর্কে। উৎপাদন অনেকটা নির্ভর করে ভাল বীজ, ভাল সার এবং কৃষকের ঋণ পাওয়ার গ্যারান্টির উপর। এখানকার কৃষক যাতে ভাল বীজ পেতে পারে. যেমন ধান, গম, তার জন্য আমরা ঠিক করেছি এই ধরণের ভাল উন্নত জাতের বীজ আমরা ১৫০' মেঃ টন আনব। আমরা ভাল ডাল বীজ, তৈল বীজ, পাট বীজ, এই ধরণের ডাল বীজ আনতে চাই। যারা এই সমস্ত ভাল বীজ নিয়ন্ত্রন করেন, এইগুলির সবগুলিই হচ্ছে ভারত সরকারের সংস্থা। এন, এস, সি, এফ, এস, সি, আই, এই ধরণের সংস্থাগুলি আছে। আমরা বার বার কেন্দ্রিয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ, এখানে বীজ বরাদ্দ করলেও পরে দেখা গেল আনতে গিয়ে অনেক বিলম্ব হয়ে যায়। ন্যাশন্যাল সীড কর্পোরেশান সমগ্র ভারতবর্ষের বীজ নিয়ন্ত্রন করেন। আমরা তাদের অনুরোধ করেছি যে, এখানে একটা অফিস খুলুন যাতে সরাসরি আমরা বীজটা পেতে পারি। তারা আমাদের কাছে লোক চেয়েছেন। লোক দেওয়ার পর আজও তাঁরা সেই অফিস খোলেন নি। এফ, এস, সি, আই, যারা বীজ তৈরী করেন এবং এখানে একটা ফার্ম খোলার জন্য, যেটা ভারতবর্ষের কোথাযও নেই, কিন্তু আমরা তাদের বলেছি আমরা বিনা পয়সায় জমি দেব। তারা জমি দেখেছেন এবং তাদের জমি পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী চিঠি দিয়ে জানালেন যে, না, এখানে ফার্ম খোলা যাবে না। সেখানে এন, এস, পি, স্কীম (ন্যাশন্যাল সীড প্রজেক্ট স্কীম) নামে একটা স্কীম তৈরী করেবেন। দুই দফায় সেটা কার্যকরী করা হয়েছে। এন, এস. পি. —১, এন. এস, পি—২ কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমাদের সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আমরা অনুরোধ করেছি সেখানে যাতে ত্রিপুরাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমরা যাতে কৃষকদের ভাল বীজ পৌঁছাতেপারি। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই এন, এস, পি,তে ত্রিপুরা রাজ্যকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে কিনা তার কোন আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মেলে নি।

আমরা এখানে নিজেরাই একটা স্কীম গত দুই বছর যাবত চালু করেছি দুই তিনটা পঞ্চায়েতকে বাছাই করে, ২/৩ শ' কৃষককে বাছাই করে, তাদের ভাল বীজ দিয়ে, তাদের কাছ থেকে যাতে ভাল বীজ উৎপাদন করা যায়। এটার কিছু কিছু কাজও অগ্রসর হয়েছে এবং কিছু বীজও ইতিমধ্যে আমরা নিজেরাই উৎপাদন করতে সুরু করেছি।

দ্বিতীয় হচ্ছে, সার সম্পর্কে। আমরা ১৯৮৬-৮৭ সালে সার ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিলাম ৬ হাজার মেঃ টন। ১৯৮৭-৮৮ সালে আমরা একটা টার্গেট রেখেছি।

এটাকে আমরা ৭ হাজারে তুলব এবং এটা ঠিক সার পাওয়ার ক্ষেত্রেও আমাদের একটা প্রচণ্ড অসুবিধা আছে. সব সময়ের জন্য থাকে। সার কর্পোরেশনগুলি যে সমস্ত সার বরাদ্দ করে সেটা ঠিক সময় মত এখানে এসে পৌঁছায় না। তার মধ্যেও আমরা এটা বলতে পারি যে সারের ব্যবহারের দিক থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হতে পেরেছি। কংগ্রেস যখন এই রাজ্য থেকে ক্ষমতা থেকে বিদায় হয় তখন সেখানে যেখানে প্রতি হেক্টারে সার ব্যবহার হত ত্রিপুরা রাজ্যে ৬ কেজি, আজকে আমরা সেটাকে ১৪ কেজিতে তুলেছি। ভারতবর্ষে প্রায় গড়ে ৫৬ কেজি ব্যবহার করা হয়। পাঞ্জাবে ১৪৫ কেজি প্রতি হেক্টারে ব্যবহার করা হয়। তবে পূর্বাঞ্চলের তুলনা আমাদের একটু বেশী। মনিপুরে ১৫ কেজি ব্যবহার করছেন, কিন্তু আসামে ৩ কেজি, মেঘালয়ে আরও কম। এই অবস্থার মধ্যে আমরা যাতে এখানে সার পেতে পারি সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখানে আমাদের মাটির নীচে অফুরন্ত গ্যাস আছে। সেই গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে যাতে এখানে সারকারখানা তৈরী করা যায় এবং সার কারখানা যদি তৈরী করা না যায় তাহলে উৎপাদনের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো অত্যান্ত কঠিন হবে।

আমরা কৃষি দপ্তর আরও যে কাজগুলি করে থাকি তার মধ্যে আছে একটা বাজার। ৩৮২ টার মত বাজার আছে। আমি বলেছি বিধান সভায় ১৯৮৬-৮৭ সালে ১২০টা বাজার উন্নয়নের একটা প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি। ১৯৮৫-৮৬ সালের আগে পর্যান্ত ১২৫ টা বাজার উন্নয়ন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ২১টা বাজারকে রেগুলেটেড মার্কেট আইনের আওতার মধ্যে আনা হয়েছে এবং এইসমস্ত কাজগুলি যাতে আরও ভালভাবে চলে তার জন্য দপ্তরকে আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তেমনি এখানে একটা মার্কেটিং বোর্ড গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে বাজার উন্নয়নের কাজকর্ম আরও উন্নত করা যায়।

মাননীয় সদস্যরা যেটা হাউসে বার বার আলোচনা করেছেন যে হালের গরু চুরি হয়ে যায়। গরীব কৃষক ঠিক মত হালের গরু কিনতে পারে না। সেজন্য আমরা হায়ারিং সেন্টার চালু করেছি। ১৯৮৬-৮৭ তে আমরা ৩১টা চালু করেছি ১৯৮৭-৮৮ সালে ১৪টা সেন্টার খোলার জন্য সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা নূতন করে আরও ১২টা হায়ারিং সেন্টার খুলব। এছাড়া প্যাক্স ল্যাম্পের মাধ্যমে আরও যাতে বেশী পাওয়ার-টিলার চালু করা যায় তারও সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। এবং খরা, বন্যায়, এইসমস্ত দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে পরে কৃষকের যাতে সর্বনাশ না হয়ে যায়, অন্ততঃ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে যে সমস্ত কৃষক ফসল উৎপাদন করেন, তাদের

ফসল যাতে রক্ষা করা যায় তার জন্য ইতিমধ্যেই ক্রপ ইনস্যুরেন্স স্কীম এখানে চালু করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন কৃষককে সেই সমস্ত সুযোগ আমরা দিতে পেরেছি।

দ্বিতীয় হচ্ছে হরটিকালচার এবং সয়েল কনজারভেশান। সেখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৯। সেখানে একজন মাননীয় সদস্য কাটমোশন এনেছেন। আমরা এটা বলতে পারি, মাত্র দুই বছর আগে এখানে এটা চালু করেছি এবং চালু করার পর যে সমস্ত কর্মসূচী নিয়েছি, আপনারা জানেন দুটো প্রসেসিং সেন্টার নেরাম্যাক এর সাহায্য নিয়ে ৩ কোটির বেশী টাকার সাহায্য নিয়ে এটা তৈরী করা হচ্ছে এবং আশা করা হচ্ছে এই বছরের মধ্যে এই দুটো প্রসেসিং ইউনিট এর কাজে চালু করা যাবে এবং সেই সেন্টারটি এখানে যাতে ঠিকমত চালু করতে পারি তাব উপর এই দপ্তরের ব্যপক কর্মসূচী রয়েছে।

আনারসের ক্ষেত্রে, প্রায় ২৫ হাজার আনারসের চারা এক একটা পরিবারকে কেন্দ্র করে ১৯৮৫—৮৬ তে এক হাজার পরিবারকে দিয়েছি, ১৯৮৬—৮৭ তে এক হাজার পরিবারকে আমরা দিয়েছি এবং ১৯৮৭—৮৮ এক হাজারের উপর কুমারঘাট এবং ছামনু ব্লকে দেওয়া হবে। এছাড়া যাতে আনারস চাষ আরও ব্যাপকভাবে বাড়ানো যায়, ইতিমধ্যে ব্যাংকের সংগে আলাপ আলোচনা করে উপজাতি অংশের কৃষক যারা ঋণ নেবেন তাদের ৫০ ভাগ ভর্তুকীতে, এছাড়া অন্যান্য যারা আছে তাদের শতকরা ৩৩ ভাগ ভর্তুকীতে, যাতে আনারসের চাষ করতে পারেন, টাকা, পেতে পারেন, তারও একটা ব্যবস্থা সেখানে নেওয়া হয়েছে। কমলার চাষের দিক থেকে বলতে পারি যে গত বছর আমাদের দপ্তর ১ হাজার পরিবারকে ১০০ চারা, সার, বীজ, ঔষধ এবং এক হাজার টাকার স্কীম করে আমরা দিয়েছি এবং ১৯৮৭—৮৮ সাল পর্যন্ত ১৫০০ পরিবারকে কমলা চাষের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এই বছর আমরা প্রায় আড়াই লক্ষ কমলার চারা বিভিন্ন পরিবারকে বিলি করব এবং আগামী বছর ১৯৮৭—৮৮ সালে বিলি করবার প্রোগ্রাম কর্মসূচী নিয়েছি।

নারকেল এই বছর আমরা প্রায় আড়াই লক্ষ চারা বিভিন্ন কৃষকদের মধ্যে বিলি করব। সেই নারকেল চাষকে যাতে বাড়ানো যায় তার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি। এর আগে আমরা জানিয়েছি যে ১০ টা নারকেল চারা যদি কেউ নেন তাদের ২৫ ভাগ ভর্তুকী টোটেল খরচের উপর দেওয়া হবে। এছাড়া খাস জমি যে সমস্ত জায়গার আছে সেগুলি যাতে নারকেল চাষের আওতার মধ্যে আনা যায়, এই বছরে আমরা প্রায় একশ' হেকটার খাস জমি চাষের আওতার মধ্যে আনব এবং আগামী বছর আমরা ৩ লক্ষ চারা তৈরীর কর্মসূচী নিয়েছি যাতে এই নারকেল চাষকে

আমরা ব্যাপকভাবে যে ছড়িয়ে দিতে পারি। পান চাষের দিক থেকে আমরা একটা স্কীম দপ্তরের আছে, ৫০০ টাকা করে ডেমনস্ট্রেশান দিই। এছাড়া পান চাষীরা যে এলাকাতে বাস করে, প্রায় ৭টা কো-অপারেটিভ বা সমিতিকে সার, কেপিটেল দেওয়া, মেজর মেজর সাবসিডি দেওয়া বা ব্যাঙ্ক থেকে যদি এই সমিতিগুলি বা ইনডিভিডুয়াল ঋণ নেন সেই ঋণের উপর শতকরা ৩৩ ভাগ ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। প্রায় ১৮০০ টাকা পর্যন্ত সেখানে দেওয়া হবে।

ভেজিটেবলস-এর দিক থেকেও ব্যপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এ বছর আমরা ২৫ হাজার মিনি কিট বিলি করব, রবিতে আমরা ১৫ হাজার এই ধরণের মিনি কিট, ভেজিটেবল মিনি কিট বিলি করব।

আলুর ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছেন যে গত বছর আমরা ৬৩০ মেট্রিক টন আলুর বীজ আলুচাষীদের মধ্যে বিতরণ করেছি। স্যার, এক এক কে.জি. আলুর বীজ আনতে আমাদের ৩.৭০ টাকা খরচ পড়ে যায়, তবুও আলু চাষীরা যাতে কোন রকমে হয়রানি না হন, সেজন্য ২.৬৫ টাকা ধরে ভর্তুকী দিয়ে আমরা তাদের আলুর বীজ দিয়েছি। সপাইসেস-এর ক্ষেত্রেও ভূর্তুকী দেওয়া হয়েছে। আমরা এই বছর ২৭ হাজার সপাইসেসের মিনিকিট বিলি করার ব্যবস্থা নিয়েছি, এই সব স্কীমের মধ্য দিয়ে আমরা আরও ঠিক করেছি যে উপজাতিদের ৫ হাজার পরিবারকে এবং তপশীলি সম্প্রদায়ের আড়াই হাজার পরিবারকে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার মধ্য দিয়ে এই স্কীমের আওতায় আনা হবে। তারপর আছে ফিসারী, স্যার, যদিও বিভিন্ন সময়ে এইসম্পর্কে এই বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, তবু ফিসারী সম্পর্কে আমরা এটা বলতে পারি, কারন অনেকে এখানে বলার চেষ্টা করেছে যে কিছুই হয় নি, তাই আমি এখানে সামান্য একটু ফিগার তুলে ধরতে চাই যে ১৯৭৭—৭৮-এর আগে এই রাজ্যে ফিসারীর অবস্থাটা কি ছিল ? আর এখনই তার অগ্রগতি হয়েছে। স্যার, ১৯৭৭—৭৮ সালে কংগ্রেস রাজত্বের শেষ বছরে যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে জল এলাকা তৈরী হয়েছিল মাত্র ২৭৪৬ হেকটর, আর নদী এবং প্রাকৃতিক যে সমস্ত জলাশয় ছিল, তার পরিমাণ হল যথাক্রমে ৪৫০০ হেক্টর এবং ৫৯০০ হেক্টর, অর্থাৎ মোট জল এলাকার পরিমাণ ছিল ১২,১৪৬ হেক্টর। তার পরের বছরগুলিতে ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার কাছে যে হিসাব আছে, তাতে আমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে নূতন করে ৪২৯৮ হেক্টর জল এলাকা সৃষ্টি করেছি এবং ১৯৮৬—৮৭ সালের শেষ ভাগে আমরা আরও ৫৭৭ হেক্টর জল এলাকা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছি। কাজেই সব মিলে এখন পর্যন্ত আমাদের জল এলাকা সৃষ্টি হয়েছে ১৭,৬১৯,৬৪ হেক্টর। আর মিনি ব্যারেজ, এটা আগে কোন

দিন ছিল না, অন্ততঃ কংগ্রেস আমলে একথা কেউ শুনেও নি, সেই মিনি ব্যারেজ তৈরী হয়েছে ৪৫০১টি পরিবারের যার মাধ্যমে বলা যায় উপজাতি অংশের মানুষই সব চাইতে বেশী উপকৃত হয়েছেন। আর এই সব মিনি ব্যারেজের মালিক যারা, তাদের প্রথম বছরে বিনামূল্যে মাছের চারা দেওয়া এবং যারা মাছ ধরতে পারে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তাদের আমরা সূতা দেব, এমন কি জাল দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৯৮৭—৮৮ সালের জন্য বাজেটে যেটা ধরা হয়েছে, তাতে আমরা ৫০০ হেক্টর এলাকায় জলাশয় সৃষ্টি লক্ষ্যমাত্র ঠিক হয়েছে, যেটা এস. এফ. ডির মাধ্যমে করা হবে। এছাড়া যে-সব খাস এলাকাগুলি পড়ে আছে, সেখানে যাতে নতুন করে ৩০ হেক্টর জলাশয় আমরা সৃষ্টি করতে পারি, তার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে। এই ব্যাপারে এস. এফ. ডি. একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, সেই এস. এফ. ডির মাধ্যমে ইতিমধ্যে ১১,৩৪০ জন, তার মধ্যে এস. টি. হচ্ছে ২,৭৬৪ জন এবং এস. সি. হচ্ছে ২,৬৩১ জন জল এলাকা তৈরী করেছেন, ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে এর জন্য যে ঋণ দিয়েছেন, তার পরিমাণ হচ্ছে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ২৯ হাজার ৮ শত টাকা আর তার জন্য আমাদের সাব-সিডি দিতে হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকার উপর। আমরা এখানে আসার পর, যারা ফিসারম্যান আছেন, তাদের সংগঠিত করবার জন্য আমরা অনেকগুলি ফিসারী কো-অপারেটিভ তৈরী করেছি, যার সংখ্যা হচ্ছে ১২৫টি এবং তাদের মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১০ হাজারের উপর, তারা এখন পর্য্যন্ত ৫৫৬ হেক্টর জল এলাকা লীজ নিয়ে সেখানে মাছ চাষ করেছেন। যে-সমস্ত কো-অপারেটিভ তৈরী করা হয়েছে, সেগুলির ম্যানেজারিয়েল সাব-সিডি এবং শেয়ার ক্যাপিটেল এ সমস্ত মিলে ১৯৮৭ সালের এখন পর্য্যন্ত আমরা ৮ লক্ষ টাকা দিয়েছি ৭১টি সমবায় সমিতিকে। এবং ১৯৮৬—৮৭ সালের জন্য শেয়ার ক্যাপিটেল ও ড্রাগ-লেট এই সমস্ত বাবত আমরা ৫০টি মৎস্য সমবায়কে দিতে হয়েছে ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। আর মাছের চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা একটা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। ১৯৭৭—৭৮ সালে কংগ্রেস রাজত্বের শেষ বছরে সব মিলিয়ে মাছের চারা উৎপাদিত হয়েছিল মাত্র ১৪.৫৬ মিলিয়ন। আর ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ পর্য্যন্ত আমরা উৎপাদন করেছি ৯৬ মিলিয়ন। এছাড়া ১৯৮৭—৮৮ সালে আমাদের মাছের চারা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হয়েছে সরকারী লেকে ১৮ মিলিয়ন, কো-অপারেটিভ সেক্টারে ২২ মিলিয়ন এবং প্রাইভেট সেক্টারে ৮০ মিলিয়ন। এই লক্ষ মাত্রায় আমরা যাতে ঠিক ভাবে পৌঁছতে পারি, বিজ্ঞান সম্মত ভাবে যাতে কাজ করা যায়, তার জন্য শর্মা এবং মুহরীপুরে আমরা হ্যাচারী করার কাজ শুরু করেছি এবং

পর্যায়ক্রমে এর সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে, যার মাধ্যমে বহির্ভারতে চীন এবং ভারতের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ যে একটা বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন, আমরাও যাতে সেটা অর্জন করতে পারি তার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং আশা করছি যে আগামী দিনে আমরা আরও ব্যাপক কর্মসূচী নিতে পারব। আমাদের রাজ্যে মাছের চাহিদা হচ্ছে ১৮ হাজার মেট্রিক টন, ১৯৮৬--৮৭ তে আমাদের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্র ছিল ১২ হাজার মেট্রিক টন, ইতিমধ্যে ১৯৮৫ ৮৬ সালে আমরা ১১ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি এবং ১৯৮৭---৮৮ সালে আমাদের উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্র স্থির হয়েছে সাড়ে বার হাজার মেট্রিক টন। তাই আমাদের এখনও অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে এবং সেই ঘাটতি যাতে আমরা পূরণ করতে পারি, সেদিক থেকে আমরা ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। স্যার, আমার শেষ ডিমাণ্ড নাম্বার হচ্ছে ৩৭ সাইন্স, টেক্নোলজি এ্যাণ্ড এনভরানমেন্ট' এটা একটা নতুন দপ্তর। ইতিমধ্যে এই দপ্তর হওয়ার পর সারা রাজ্যের মানুষকে আমরা এই দিকে আকর্ষণ করতে পেরেছি। আমাদের রাজ্য ছোট হলেও আমাদের দপ্তর ছোট হলেও ইতিমধ্যে আমরা এই দপ্তর থেকে যে-সব কর্মসূচী নিয়েছি, তার মাধ্যমে আমরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি। এখন পর্যন্ত এই রাজ্যে আমরা ৪০টি হস্তচালিত পাম্প বসাতে পেরেছি' যার মাধ্যমে ১১০টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন এবং ১০টি গ্রামে সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি, আর তার মাধ্যমে আমাদের এক হাজার মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। আমরা এটা বলতে পারি যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে কোন রাজ্যই এতে এতটা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। আমরা প্রায় ২ হাজার উন্নতমানের স্টোভ যাতে লাকড়ি অনেক কম লাগে ভূর্তুকীতে বিক্রি করেছি এবং ইতি মধ্যে ৩০০টি ধুঁয়াহীন চুল্লী বসানো হয়েছে, ১৫টি বায়ু গ্যাস প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া আঠার মুড়াতে আইচু চোপ চা বাগান, যেটি ৩ হাজার ফুট উপরে রয়েছে, সেখানেও আমরা সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নীচু থেকে জল উঠিয়ে চা-বাগানে জল সরবরাহ করছি এবং চা শিল্পকে আমরা অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছি। বাধারঘাট শিল্প কেন্দ্রের সৌর শক্তি চালিত গরম জলের প্রকল্প চালু করা হয়েছে, এতে আগরতলা শহরে যে মিলগুলি আছে, তাদের যে গরম জলের প্রয়োজন, তার চাহিদা মিটানো হচ্ছে। এভাবে বিভিন্ন জায়গাতে সৌরশক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুত উৎপাদনের মাধ্যমে আরও বেশী করে পাম্প চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞানকে বিভিন্ন দিক থেকে কাজে লাগানোর যে প্রচেষ্টা আমাদের ত্রিপুরাতে এখন থেকে শুরু হয়ে গেছে, আর তার জন্য আগরতলাতেই ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুকান্ত বিজ্ঞান একাডেমি

স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৯৮৭-৮৮ তেও আমরা এই বিজ্ঞানকে মানুষের কাজে লাগানোর জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমি আশা করব যে এখানে যে-সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি পেশ করা করা হয়েছে সেগুলি হাউস পাশ করবেন এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে-সমস্ত কাটমোশন এখানে আনা হয়েছে সেগুলির তীব্র বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখান শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার তিনটা ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় বিরোধী দস্যরা কাটমোশন এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করছি এবং এর পাশাপাশি আরও যে কাটমোশনগুলি আনা হয়েছে সেগুলিরও বিরোধীতা করছি। আমি খুব বেশী আলোচনা করব না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে-সমস্ত অভিযোগ করেছেন আর উপর আলোচনা করব। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা একটা ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশন এনেছেন, যে হেডে টাকা চাওয়া হয়েছে, এটার সংগে উনার বক্তব্যের কোন সম্পর্ক নাই। তবে এই হাউসে আগেও বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকার জেলা পরিষদকে পুনর্গঠন এর জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছুদিন আগে জেলাপরিষদ পুনর্গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছেন। মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় বন্যা, ঝড় ইত্যাদি ব্যাপারে বলেছেন। কিন্তু তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ আনতে পারেননি। আমরা বন্যা, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যবস্থা করে থাকি। খরা, ঝড় ও বন্যাতে গরীব মানুষদেরকে সাহায্যের জন্য পঞ্চায়েত এবং রাজস্ব দপ্তরের অফিসারা যৌথভাবে সমীক্ষা করে সাহায্য দিয়ে থাকেন। এখানে গত ঝড়ে সদর মোহনপুর ব্লকে সাহায্যের জন্য ওরা ডিপুটী ডিরেকটারকে ঘেরাও করেছে। ওদের দাবী হল ওরা যা বলবে তাই দিতে হবে। এটা সম্ভব নয়। পঞ্চায়েত যে লিষ্ট তৈরী করবে সেই অনুযায়ীই দেওয়া হবে। মাননীয় সদস্য জওহর সাহা বলেছেন আগুনে পুড়লে সাহায্যের ব্যাপারে। এই হাউসে আগেও বলা হয়েছে আগুনে বাড়ী পুড়লে আমরা এক হাজার টাকা দেই এবং দোকান পুড়লে তিনশো টাকা দেই। গরুর ব্যাপারে বলেছেন যে সাহায্য পাননা। যে লিষ্ট পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যাংকে সাবমিট করা হয় সেই লিষ্ট অনুযায়ীই সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। এই ব্যাপরে উনার সংগে আমার চেম্বারে আলোচনা হয়েছিল এবং উনি একমত হয়েছিলেন কিন্তু এখানে অন্য কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্য বিরোধী দলের নেতা সুধীর মজুমদার

বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, বই-এর দাম বেড়েছে। কারণ কাগজ পত্রের উপর রাজ্য সরকার টেক্স বসিয়েছে। রাজ্য সরকার কাগজের উপর এক পয়সাও টেক্স বসায় নি। যা বসিয়েছে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার। আমি উনাকে অনুরোধ করব উনি যেন টেক্স বইটা ভাল করে পড়েন। একমাত্র মদের উপর আমরা ২০ পার্চেন্ট টেক্স বসিয়েছি। তাও যদি উনারা না চান তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বিচার করবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর রাজ্য সরকার কোন টেক্স বসাবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার একটা বিকল্প নীতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ধনীদের স্বার্থে কাজ করছি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের স্বার্থে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য থেকে কাজ করছেন। সাত সাতটা পরিকল্পনা রূপায়ন করা হয়েছে কিন্তু দেখা যায় দেশের গরীব মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। প্রথমে বিশ দফা, তারপর আর বিশ দফা কিন্তু গরীব মানুষ গরীব রয়েছে। আমরা দেখলাম ১৯৮৬-৮৭ সালে গরীবি হঠানোর জন্য ধরা হয়েছিল ১৮৭৪ কোটি টাকা। ১৯৮৭-৮৮ সালে ২০৫০ কোটি টাকা। মাত্র ১৭৫ কোটি টাকা বেশী। কিন্তু ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়নি। কোন প্রকল্প নেওয়া হয় নি। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব মতে ৭২ লক্ষ জমি উদ্বৃত্ত। ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্য্যন্ত ওদের হিসাব অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনার হিসাব অনুযায়ী উদবৃত্ত জমির পরিমাণ দুই কোটি একর। আর কেন্দ্রীয় সরকার বলছে ৭২ একর। ওরা সার বীজের কথা বলছে। কিন্তু ভূমিহীনরা ভূমি না পেলে সার, বীজ দিয়ে কি করবে ? আমাদের রাজ্য সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১৯২৯ একর জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। ১৫২১ একর বিলি করা হয়েছে ১৩৭০ জন ভূমিহীনদের মধ্যে ? এর মধ্যে ২৪১ জন তপশিলী জাতি এবং ৩১৪ জন তপশিলী উপজাতি। আমরা এখানে বিলি বন্টন করেছি একলক্ষ ১৮ হাজার নয় শো একর জমি। ১৯৮৭ সালের টার্গেট হচ্ছে ১৮ হাজার একর জমি। আমরা এখন পর্যন্ত যে সমস্ত বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উদ্ধার করেছি তাতে, ৩,২৫২ একর জমি আমরা উদ্ধার করে ৩৬৬১ জন ট্রাইবেলদের মধ্যে দিয়েছি। এতে ৩,৪৭০ জন অ-উপজাতি ভূমিহীন হয়ে পড়েছেন। আমরা তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত২,৩০৯ জন অ-উপজাতি ভূমিহীন হয়েছেন তাদেরকে আমরা ৭০,৭৯,৬৭৫ টাকা দিয়েছি। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, জমি রেষ্ট্রশনের ক্ষেত্রে আমরা দল মতের উর্ধে থেকে সবার সাহায্য চেয়েছিলাম কিন্তু মাননীয় বিরোধী নেতা যখন বার বার ল্যাণ্ডের কথা বলছেন, চীফ্ সেক্রেটারীর কথা বলেন,

তখন আমি বলতে চাই· আমরা যখন জমি উদ্ধারের কাজ পুরোদমে করছিলাম, বিশেষ করে বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় তখন কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং কংগ্রেসের নেতারা এই জমি উদ্ধার করা যাবে না বলে চীফ্ সেক্রেটারীর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন। আমি মাননীয় উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুদের একটু বুঝতে বলি. এই হলো, আপনাদের বন্ধু। স্যার আমরা ৫.২৮৯ জন বর্গাদারের নাম রেজিষ্ট্রি করেছি এবং বর্গাদারের বিরুদ্ধে যেসমস্ত ফৌজদারী মামলা করেছে বিভিন্ন জোৎদার তাদেরকে ৩১০ টাকা করে এখন পর্যন্ত ১,২৮,১০০ টাকা ৩৬৬ জন বর্গাদারকে আইনের সাহায্য দিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের আর একটি বিষয়ের আমি উল্লেখ করতে চাই বিষয়টি হচ্ছে, ওয়াকফ বোর্ডের কাজ। ১৯১৫ সালে ওয়াকফ বোর্ড ত্রিপুরা রাজ্যে হয়। তখন তাদের কোন অফিস ছিল না, কোন কাজ ছিল না, ওয়াকফ বোর্ড পরিচালনা করার জন্য বরাদ্দও হয় নি। সেই সময় ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি নির্ধারিত হয় নি। স্যার, আমি নাম ঠিকানা বলতে চাই না, কিছু কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং নেতারা এই সমস্ত ওয়াকফের সম্পত্তি বিক্রি করে কলকাতার ফাইভ ষ্টার হোটেলে থেকেছিলেন, বোম্বের ফাইভষ্টার হোটেলে থেকেছিলেন। আমরা এসে এই ওয়াকফ বোর্ড পুনর্গঠন করি এবং এই ওয়াকফ বোর্ড পরিচালনা করার ক্ষেত্রে রাজ্য কমিটি করি। তাতে ল্যাণ্ড রেকর্ড (সেটলমেন্টের) ডাইরেক্টরকে কমিশনার এবং সাব-ডিভিশনের এস. ডি. ওদের অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার পদে নিয়োগ করি। ১৯৮৫ পর্যন্ত ৬৪৭টি ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি করেছি আমরা। আমরা মসজিদের জন্য টাকা দিয়েছি। সেগুলি তদারকি করার জন্য সাবডিভিশন লেভেলে ওয়াকফ বোর্ড আমরা তৈরী করেছি। আমরা ১৯৭৯।৮০ সাল থেকে ১৯৮৬ ৮৭ সাল পর্য্যন্ত ২৭,১৪,৬০০ টাকা বিভিন্ন কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্য দিয়েছি। এ বছর ১৯৮৭ ৮৮ সালে ১২,৩০,০০০ টাকা দিয়েছি। আগে হজ কমিটি ছিল না। আমরা হজ কমিটি গঠন করে সেখানে বরাদ্দ রেখেছি ৫৫,০০০ টাকা। আমরা বিভিন্ন ডিষ্ট্রিক্ট শহরগুলির মধ্যে যেমন, আগরতলা, উদয়পুর ও কৈলাশহরে হোষ্টেল-কাম-রেষ্ট হাউস নির্মান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

কোথাও কোথাও কাজ শুরু হয়ে গেছে। মসজিদের কন্সট্রাশনের জন্য এবং উন্নতি সাধনের জন্য টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছে মুসলিম যারা অ্যামপ্লয়েড আছেন তাদের বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগ করার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। আই আর. পি. মাধ্যমে তাদের সাহায্য করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

আমরা এখন পর্য্যন্ত মুসলিম যারা ছাত্র-ছাত্রী আছে তাদের আমরা প্রিমেট্রিক, পোস্ট মেট্রিক, পোস্ট গ্রেজুয়েড পড়ছে তাদের বিভিন্ন স্টাইপেণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত বোর্ড থেকে নিয়েছি। তাতে ৪২০ জন মুসলিম ছেলে এবং মেয়েকে সাহায্য করা হবে।

(এট দিস স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে দু' মিনিট সময় দিন। প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী দপ্তরে গত ৯ বৎসরে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। আমরা ১৯৭৬-৭৭ সালে ১০, ৯৮, ৯৮০টি ইম্প্রেসন করতাম। আর আজ ১৯৮৫-৮৬ সালে ২০, ২৫, ০০০টি ইম্প্রেশন করছি। ৪টি নূতন রুলাক্স মেসিন বসান হয়েছে, এচ. এম. টি. অটোমেটিক মেসিন বসান হয়েছে, ব্লক মেশিম বসান হয়েছে, ২টি ডাবল কালার মেশিন বসান হয়েছে; জাতীয় টেক্স বুক ৩৪/২৯ বাজার চাপিয়েছি, এন, সি, এবং এস, টি, দের ট্রেনিং দিয়ে ওদেরকে এবজর্ব করছি। আমরা এখানে ৬/৭ টি নূতন পত্রিকা ছাপাচ্ছি। স্যার, স্টেটিসটিক দপ্তরের কাজ কর্ম করার জন্য আমরা ত্রিপুরার মিনি কম্পিউটার মেশিন বসিয়েছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধী দল থেকে যেসমস্ত কাটমোশন আনা হয়েছে তার বিরোধীতা করে এবং আমার দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরের যে ব্যর বরাদ্দ চেয়ে এখানে ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে তার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ : স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী !

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— মি: স্পীকার, স্যার, আমরা যে ব্যয় বরাদ্দগুলি চেয়েছি, তার সমর্থনে এবং যে-সমস্ত কাটমোশন এসেছে তার বিরোধীতা করে আমি অল্প সময়ে আমার বক্তবা শেষ করব। এটা ঠিকই, কৃষি দপ্তর সম্পর্কে যেমন বিরোধী দলের সদস্যরা তেমনি আমরা উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন এই জন্য যে, আমাদের অর্থনীতিতে কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বিরাট প্রভাব। কাজেই সেখানে আমরা মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলতে চাই, এখানে কিছু বিষয় আছে যেগুলি সম্পুর্ণ রকমে আমরা বাইরের উপর নির্ভরশীল। তার মধ্যে ইম্পুটস। আগে সারের জন্য, বীজের জন্য বিশেষ করে নির্ভরশীল বাইরের উপর। সেটা আন-সারটেইন। সারের এবং বীজের মজুত ভাণ্ডার হউক এটা আমরা চাইছিলাম। কিন্তু দুভার্গ্যজনক যে, এটা এখও করা সম্ভব হয় নি। হর্টিকালচার আশাব্যঞ্জক কাজ করছে। এটা আমার বক্তব্য শুরু নয়, প্রাক্তন গভর্ণর আমাদের এল. পি. সিং তাঁর একটা সার্টিফিকেট মাননীয় সদস্যরা আমাদের যে গভেষণা কেন্দ্র আছে হর্টিকালচারের রিসার্স সেণ্টার সেখানে দেখতে পাবেন। তিনি বলেছেন, 'এই অঞ্চলের সবাইকে এসে এটা দেখা উচিত' এই অঞ্চলে এসে। যে-সমস্ত

কাজ আমরা করতে পারছি না সেটা, হচ্ছে ড্রাই কার্ম। সেখানে জল নেই সেখানে কি কি ফসল আমরা করতে পারি, এবং উন্নত ধরণের ফসল কিভাবে করতে পারি সেটা আমাদের দেখা উচিত। আমাদের এইখানে যেসব ফসল আমরা করছি এবং সেটার জন্য আলাদা ডাইরেকটরেট করছি। আগামী দিনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, তারপরে হচ্ছে, হালের বলদের অভাব। সেটা একদিকে যেমন চুরি হয়ে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে, তেমনি অপর দিকে ছোট ছোট কৃষক যাদের জমির পরিমাণ ২ একর বা তার চেয়েও কম, তাদের হালের বলদ কেনার আর্থিক সঙ্গতি নেই। সে কথা আমরা দিল্লীকে বুঝাবার চেষ্টা করছি যে আমাদের আরও বেশী করে পাওয়ার-টিলার কেন্দ্র গঠন করতে হবে। যদি সম্ভব হয় আমাদের ল্যাম্পস, প্যাকস-এ কতগুলি জায়গা চিহ্নিত করে সেখানে পাওয়ার-টিলার কেন্দ্র গঠন করতে হবে যাতে গরীব কৃষকরা সেখান থেকে অল্প দামে ভাড়া নিয়ে তাদের জমি চাষ করতে পারে এবং সে চেষ্টা আমরা নিয়েছি এবং আমরা আরও ব্যাপকভাবে নিতে চাই এবং সে ব্যাপারে আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই। একটা চায়ের দোকান করতে গেলে ক্রেডিট লাগে আর চাষ করতে গেলে ক্রেডিট লাগে না এই ধারণা ৩০ বৎসর ধরে শাসক গোষ্টির ছিল, তারজন্য একটা ব্যাংক বা কো-অপারেটিভ গ্রামগুলিতে নিয়ে যায় নি। আজকে আমরা বলতে পারি যে ১০০ থেকে ১৫০টি ব্যাংকের শাখা ত্রিপুরা রাজ্যে খোলা হয়েছে। এখানে গ্রামীন ব্যাংক, ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক ভাল কাজ করছে। স্যার, এটা সম্ভবতঃ হাউসের মধ্যে নূতন খবর হবে যে কমার্শিয়াল ব্যাংক আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, সে এখন রিফিনান্স করবে না আমাদের মাধ্যমে। কৃষি সম্পর্কিত সমস্ত ঋণ বণ্টন করার দায়িত্ব এই আপনাদের অর্থাৎ ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকে নিতে হবে। রিজার্ভ ব্যাংকের গাইড লাইন অনুসারে এই বক্তব্য তারা রেখেছেন। এটা খুব কঠিন কাজ। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ল্যাম্পস, প্যাক্স রয়েছে, কিন্তু স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের শাখা নেই। কাজেই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কো-পারেটিভ শাখা তৈরী করে ল্যাম্পস, প্যাকসগুলিকে তার আওতায় এনে, এগুলির কৃষি সম্পর্কিত সমস্ত ঋণ বিলি বণ্টন করার দায়িত্ব এবছর থেকে আমাদের নিতে হবে। তারজন্য আমরা ১০/১৪ টা জায়গা বাছাই করেছি যেখানে স্টেট কো-অপারেটিভের শাখা খুলেছি এবং অন্য কোন্ কোন্ জায়গায় স্টেট কো-অপারেটিভের শাখা খোলার দরকার সেগুলি আমরা পরীক্ষা করে দেখছি। যদিও এটা চ্যালেঞ্জিং টাস্ক, তথাপি আমরা আমাদের কো-অপারেটিভ দপ্তরকে বলেছি সেই চ্যালেঞ্জিং টাস্ক আমরা গ্রহণ করতে রাজি আছি

এবং আমরা গ্রহণ করব। স্যার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা নানান কথা বলেছেন। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের এটা বুঝাবার জন্য অনুরোধ করছি যে আমাদের সব কিছু তো আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। এখানে চিনির কথা বলা হয়েছে। চিনির টাকা দেওয়া সত্ত্বেও আমরা চিনি পাচ্ছি না। যে চিনি আমাদের আনতে বলা হচ্ছে সেটা হবে ইম্পোরটেড চিনি সেটার বেশী দাম এবং আমাদের অনবরত তাগাদা দেওয়া হচ্ছে-কেন আমরা আমাদের কোটায় চিনি আনছি না। মাননীয় সদস্যরা এখানে বলেছেন যে খারাপ চিনি দেওয়া হচ্ছে। চিনি আমরা দিচ্ছি, চিনি আমরা তৈরী করি ? আমাদের গলা দিয়ে যদি ঢুকানো হয় তাহলে আমরা এই চিনি আনতে বাধ্য। যদি অন্য চিনি না দেন তাহলে এই চিনি আনতে আমরা বাধ্য। এই জিনিষটা মাননীয় সদস্যদের বুঝতে বলি। কেরোসিন আমরা তৈরী করি ? সরিষার তেলের দাম দিন দিন বাড়ছে, তাই রেপসীড অয়েল আমরা চাচ্ছি, কিন্তু সেটা এখনও পর্যন্ত পাইনি। আমরা পশ্চিমবঙ্গকে বলেছিলাম কিছু রেপসীড অয়েল ধার দিতে, কিন্তু তাঁরাও দিতে পারছেন না। কোথা থেকেই বা দেবেন ? এইজিনিষগুলিতো আমাদের এখানে তৈরী হয় না, সম্পূর্ণ ভাবে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। এইগুলি মাননীয় সদস্যদের বুঝা দরকার যে এইগুলি আমরা নিয়মিত সরবরাহ পাচ্ছি না। যার জন্য নিয়মিত ভাবে সরবরাহ করা যাচ্ছে না। চাউলের ক্ষেত্রেও একই রকম অবস্থা। ইদানিং কালে চাউলের সরবরাহও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। আমি এখানে ছিলাম না, মাননীয় বিরোধী দলনেতা নাকি বলছেন যে ঠিকেদারদের জন্য আরও বেশী সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু সদস্যতো সৃষ্টি করছেন বিরোধী দলের সংগঠক আই, এন, টি, ইউ, সি,। গত এক বৎসর যাবত তারা এই সমস্যা সৃষ্টি করছে। আমি তাদের নেতাদের নিয়ে আলোচনা করেছি, তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন একটা সমঝোতায় আসবেন। সমঝোতায় কয়েকবার আসা হয়েছে এবং কয়েকবার তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— স্যার, সমস্যা সৃষ্টি করছেন বামফ্রন্ট সরকারের ফুড ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী মহোদয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— ফুড ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী আমাকে বলেছেন যে আই. এন. টি. ইউ. সি. মানছে না, তার জন্য সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। কে মানছে বা কে মানছে না সেটা সমাধান করার জন্য আমি আবার বসব। খাদ্য নিয়ে অন্য রাজ্যে এরকম করলে অন্য রকম ব্যবস্থা নেওয়া হত। এসেনসিয়েল কমোডিটিস নিয়ে বাধার সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু যেহেতু এখানে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে, এই সরকার

পুলিশকে লেলিয়ে দেবেন না সেই জন্য এখন পর্যন্ত আমরা সভ্যের বাইরে চলে যাই নি। স্যার, এফ. সি. আই-এর সঙ্গে কোন সময় আমরা বাকীতে খাই কোন সময় তারা বাকীতে খান। টাকা নিয়ে তারা জিনিষ দিতে পারেন না। কাজেই কোন সময় ব্যালেন্স থাকে, আবার কোন সময় তারা দেনা থাকেন। সেগুলি বিচার করে ফুডের হিসাব তৈরী হয় না। হিসাব কানারও আছে। এফ সি. আই-এর সঙ্গে হিসাব, সেই হিসাব যদি মাননীয় সদস্য চান তাহলে ফুড দপ্তর থেকে নিতে পারেন। স্যার, রিলিফ সম্পর্কে অনেক কথা বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে বলেছেন। সারা ভারতবর্ষে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যেখানে এ্যাডমিনিট্রেশান রিলিফের কাজ করে। ১৯৮০ইং সালে কোটি কোটি টাকা আমরা খরচ করেছি, কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে নয়, এমন কি পঞ্চায়েতের মধ্যে সেও না। তারা সহযোগিতা করতে পারেন পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রসাশনিক স্তর. বিশেষ করে রাজস্ব দপ্তরের ডি. এম. অফিস, এস. ডি.ও অফিস, তারা এসেসমেণ্ট করে বিলি বণ্টন করেন। অস্বীকার করতে পারেন ? যে-কোন নেচারাল ক্যালামিটিজ হোক না কেন ফ্লাড হোক, ড্রট হোক, ঝড় হোক, আগুনে পোড়া হোক, কেউ বলতে পারেন ডি. এম. বা এস. ডি.ওর এসেসমেণ্ট ছাড়া কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে ? কোন সময়েই না। সব সিদ্ধান্ত তাদের উপর নির্ভরশীল। লাস্টলী, জুমিয়া বিসেটেলমেণ্ট সম্পর্কে, বিশেষ করে টি, ইউ, জে, এস, নেতাদের বক্তব্য শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। ফুড, জুমিয়া সব কিছু সম্পর্কে। এরা আছেন কোথায় ? প্রভুভক্তির তো একটা সীমা আছে। প্রভু ভক্তি আর এক পা চাটা। এঁরা (কংগ্রেস আই) যা বলছেন না, তার চেয়ে বেশী তারা এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা কিছুই করিনি, কংগ্রেস আমলে উপজাতিরা সবচেয়ে বেশী সুখী ছিল, কোন মানুষ নাখেয়ে মরত না, এখন উপজাতিরা চলে আসেন আগরতলায়। কি বোঝতে চাইছেন ওরা। আগরতলায় যে ট্রাইবেল আসে সে দৈনিক ৩০ টাকা পায়। আমার অফিসের সামনে গিয়ে দেখুন, রাত্রি পর্য্যন্ত ওরা কাজ করে। আপনারা বাধা দিন, ওরা পিকেটিং করবে শহরে আসতে বাধা দিলে। ওদের বক্তৃতার ধরন এ্যাবস্নলিউটল কমিউনাল। ট্রাইবেলরা কি ওদের সম্পদ ? ট্রাইবেলরা ওদের সম্পদ না, ওরা ত্রিপুরার সম্পদ। ওরা বুঝতে পারছেন যে ওদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তাই ককবরকে আবোল-তাবোল বলে যাচ্ছেন।

প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হচ্ছে, মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ভাল লক্ষণ নয়, এই লক্ষনটা ভাল নয়, আমি অনুরোধ করবো এই বামফ্রন্ট সরকারের

বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার এর বেশী আর কি বলবেন ? আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৮৭—৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয়-বরাদ্দের দাবীগুলোর ছাটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশন) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে । এখন আমি আলোচিত ১৯৮৭—৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয়-বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব । সে ক্ষেত্রে প্রথমে ছাটাই প্রস্তাব গুলো (কাট মোশন) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয়-বরাদ্দের উপর দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব ।

আজকে যখন কাট মোশান মুভড্ হয় তখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন না । সুতরাং তাঁদের কাট মোশানগুলি মুভড্ বলে গন্য হয় নি ।

Now I am putting the Demand No-30 to vote. There is one Cut Motion on this Demand First I am Putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cnt Motion moved by the Hon'ble Member Shri Narayan Das on Demand No—30, Major Head—2405

"That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz -

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the-Motion moved by the Hon'ble, Minister is that a further sum not exceeding Rs. 3,28, 49,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to

31st March, 1988 in respect of Demand No.30 under the following major Heads :-

2405-Fisheries.	Rs. 3,20,96,000/-
2552-North Eastern Areas.	Rs. 7,50,000/-

(The Demand was put to voice Vote and passed).

Now I am putting the Demand No.35. But there is one Cut Motion on this Demand, First, I am putting the Cut Motion to vote.

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Dhirendra Debnath on Demand No—35, Major Head—2401.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.-

Failure of the government to control and eliminate wasteful expenditure on other charges."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question brfore the House is the Motion moved by Hon'ble Minister is that a further sum not exceeding Rs. 15.27,69,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :-

2401—Crop Husbandry,	Rs. 7,97,44,000/-
2408—Food, Storage and Warehousing.	Rs. 5,00,000/-
2415—Agriculture Research and Training.	Rs. 13,00,000/-
2435—Other Agricultural Programme.	Rs. 1,68,00,000/-
2552—North Eastern Areas.	Rs. 43,25,000/-
4401—Capital Outlay on Crop Husbandary.	Rs. 5,00,00,000/-
5465—Investment in General and Erading Institutions.	Rs. 1,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the Demand No.47 to vote. But there is one Cut Motion on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Dhirendra Debnath on Demand Nc 47. Major Head 3425.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz:—

Failure of the goverment to control and eliminate wastelul expenditure on other charges."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the Motion moved by Hon'ble Minister is that a further sum not exceeding Rs.1,26,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 47 under the following major Heads :—

3425—Other Research.	Rs. 71,00,000/-
4810—Capital Outlay on non- conventional Energy	Rs 55,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the Demand No.49. But there is one Cut Motion on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble member Shri Rasik Lal Roy on Demand No—49, Major Head—2401.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular

matter viz :—

Failure of the government to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the Motion moved by Hon'ble Minister is that a further sum not exceeding Rs. 5,68,74,000/— (excluding charged amount of Rs. 1,96,000/—) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No.49 under the following Major Heads :—

2401—Crop Husbandry.	Rs 2,32,32,000/—
2402—Soil and Water Conservation.	Rs. 1,62,71,000/—
2435—Other Agricultural Programme	Rs. 20,00,000/—
2552—North Eastern Areas.	Rs. 1,25,71,000/—
4401—Capital Outlay on Crop Husbandry.	Rs. 28,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the Demand No.4. There are two Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motions to vote.

Next question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Jawhar Shaha on Demand No. 4, Major Head—2029.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Survey and settlement operation."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the Cut Motion Moved

by the Hon'ble Member Shri Monoranjan Majumder, on Demand No 4.Major Head—2029.

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of govt. policy on Land Revenue."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister is that a further sum not exceeding Rs. 2,98,34, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No.4 under the following Major Heads:-

2020—Collection of Taxes on Income and Expenditure.	Rs. 3,03,000/-
2029—Land Revenue.	Rs. 2,44,12,000/-
2030—Stamps and Registration.	Rs. 20,19,000/-
2039—State Excise.	Rs. 8,78,000/-
2040—Sales Tax.	Rs. 22,22,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the Demand No. 5· But there are three Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motions to vote.

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rasik Lal Roy on Demand No—5, Major Head—2245.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.-

Failure of the government to control and eliminate wasteful expenditure on gratutitous relief, cash doles due to flood and cyclone".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon,ble Member Shri Monoranjan Majumder on Demand No-5, Major Head—2245.

"That the amount of the Demand be reduced to Rs.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz.—

Disapproval of Govt. policy or relief on account of Natural calamities."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motions moved by Hon'ble Member Shri Dibach Roangkhwal. Demand No.—5 Major Head—3475.

"That the amount of the Demand be be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Regulation of weights & Measures."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble, Minister-in-charge is that a sub not exceeding Rs. 2,55,78,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No.—5 under the following Major Heads :—

2235—Spcial Security and Welfare	Rs.11,25,000/-
2245—Relief on Account of Natural Calamities	Rs.75,00,000/-
2252—Other Social Services	Rs. 5,75,000/-
2206—Land Reforms.	Rs.1,48,94,000/-
3475—Other General Economic Services	Rs. 14 84,000/-

(The Demand was put to voice Vote and passed).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No-6 to vote. But there is one Cut Motion on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura. Demand No— 6, Major Head—2053.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that Need to re-organise the Sub-Divisions."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge is that a sum not exceeding Rs. 2,17,28,000/- (excluding charged amount of Rs. 1,50,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No.-6 under the following Major Heads :-

2053—District Administration. Rs.1,79,83,000/-

2054—Treasury and Account Administration Rs 37,45,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr Speaker :— Now I am putting the Demand No. 10 to vote. But there is one cut Motion on this Demand. First, I am putting cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma, Demand No.- 10 Major Head—3454.

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to reyresent disapproved of the policy underlying the demand viz. :-

Disapproval of Govt. policy on Census Surveys & statistics."

(The Cut Motion was put to vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the house is the Motion moved by Hon'ble minister-in-charge is that a sum not exceeding Rs. 71,58,000/- be granted to defray the cahrges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March,1988 in respect of Demand No.10 under the following Major Heads :—

3451—Secretariat Economic Services.— Rs. 13,42,000/-

3454—Census Surveys and Statistics.— Rs .58,16,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 44 to vote. But there is one Cut Motion on this Demand.

First, I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Dhirendra Debnath. Demand No.44—2058.

"That the amount of the Denand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effedted on the particular matter viz :—

Failure of the government to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the house is the Motion moved by Hon'ble Minister-in-charge is that a sum not exceeding Rs. 1,59,92,000/- be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 44 under following Major Head :—

2058 :— Stationery and Printing.- Rs.- 1,59,92,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 37 to vote. There is no Cut Motion.

Now the question before the House is the Motion moved by Hon'ble Minister - in - charge is that a sum not exceeding Rs. 10,91,45,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 37 under the following Major Heads :—

2402—Soil and Water Conservation.	Rs. 1,60,48,000/-
2406—Forestry and wild Life.	Rs. 7,51,97,000/-

2552—North Eastern Areas. Rs· 99.00,000/-

2465—Investment in General Financial and Trading Institution Rs. 80,00,000/-

The Demand was put to voice vote and passed).

M. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 48 to vote. There is no Cut Motion on this Demand·

Now the question before the House is the Motion moved by Hon'ble minister-in charge is that a sum not exceeding Rs. 97,92,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No 48 under the following Major Heads :—

2225—Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Rs. 21, 50'000/

2406—Forestry and wild Life. Rs. 76,42,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 28 to vote. But there is one Cut Motion on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma, Demand No. 28 Major Head 4408.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs· 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure to control and eliminate (wasteful expenditure on Purchase of Food grains).

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the house is the motion moved by Hon'ble minister-in-charge is that a sum not exceeding Rs. 50,90,15,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads :—

2408—Food Storage and Warehousing	Rs. 1,18,07,000/-
3456—Civil Supplies	Rs. 22,08,000/-
4408—Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	Rs. 49,44,00,000/-
7475 —Loans for other General Economic Services.	Rs. 6,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

GOVERNMENT BILLS

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"The Tripura Appropriation Bill, 1987 (Tripura Bill No 1 of 1987)"

উৎথাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House for leave to introduce "The Tripura Appropriation Bill, 1987 (Tripura Bill No. 1 of 1987)." এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

Mr. Speaker :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—

"The Tripura Appropriation Bill, 1987 (Tripura Bill No. 1 of 1987)" এই সভায় উৎথাপনের জন্য অনুমতি দেওয়া হোক।

(মোশানটি গৃহীত হয় এবং বিলটি সভায় গৃহীত হয় ।)

অধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জানাচ্ছি যে বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি ।

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORTS

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার প্রথম বেলা অনুপস্থিত ছিলেন বলে এই রিপোর্টগুলি তখন পেশ করা হয়নি, আপনি এখন তা পেশ করতে পারেন । সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— "পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির তেতাল্লিশতম প্রতিবেদন (ফোর্টি থার্ড রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন ।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন পাবলিক এ্যাকাউন্টস) অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি (রিপোর্ট) সভার সামনে পেশ করার জন্য ।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির তেতাল্লিশতম প্রতিবেদন (ফোর্টিথার্ড রিপোর্ট সভার সামনে পেশ করছি ।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো : - "পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটির চুয়াল্লিশতম প্রতিবেদন (ফোর্টিফোর্থ রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন ।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব দি কমিটি অন্ পাবলিক একাউন্টস) অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি (রিপোর্ট) সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি পাবলিক্ এ্যাকাউন্টস্ কমিটির চুয়াল্লিশতম প্রতিবেদন (ফোর্টিফোর্থ রিপোর্ট) সভার সামনে পেশ করছি ।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২৪ শে মার্চ, ১৯৮৭, মঙ্গলবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী থাকল ।

— — —

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred question No. 414.

Name of the Member:— Maharani Bibhu Kumari Devi.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department (policy) be pleased to state —

1) Has the State Government issued any directive to the para Military forces in enforcing the provisions of the Disturbed Areas Act properly to prevent loss of life and property.

2) Have the CRPF forces been replaced by the Assam Rifles personnels.

3) If so, what are the reasons ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty
Chief Minister.

1) Yes.

2) On the suggestion of the State Government the Central Government have deployed personnel of Assam Rifles in Tripura. One Bn. of CRPF has been withdrawan by the Central Government after deployment of Assam Rifles. State Govt. has requested Central Government not to insists on withdrawal of CRPF due to deployment of Assam Rifles and return the CRPF Bn. which was withdrawan.

3) Does not arise.

Admitted Starred question No. 430

Name of the Member :—Maharani Bibhu Kumari Devi.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department (Police) Department be pleased to state —

1) In how many cases orders have been issued under National Security Act. 1980 in respect of persons with a view to preventing them from acting in any manner prejudicial to be Security of the State.

2) Does not the Government feel necessary to issue any order under provision of Section 3(2) of the National Security Act, 1980 ?

ANSWER

Name of the Minister:— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

1) Nil.

2) State Government does not favour invoking detention laws like National Security Act and feel that criminel law of the State can be used to tackle criminals who threaten the Security of the State.

— — —

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-starred Question No. 59.

Name of the Member :—Shri Bhanulal Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charg of the Political Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) গত এক বছরে ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ অপহরন, ডাকাতি, চুরির কতটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

খ) ইহা কি সত্য, এইসব ঘটনার সাথে বাংলাদেশের বি. ডি. আর জড়িত।

গ) বি. এস. এফ ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সীমান্তে অপরাধ সংখ্যা কমানোর জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

ঘ) বাংলাদেশ সীমান্তে নৈশ কার্ফু জারি করা হয়ে থাকলে কোন কোন এলাকায় তা করা হয়েছে। তার বিবরণ

Minister-in-charge of the
Political Department — Chief Minister.

উত্তর

ক) ১৯৮৬ ইং সনের বিভাগ-ভিত্তিক মানুষ অপহরণ, ডাকাতি ও চুরির হিসাব।

বিভাগ	মানুষ চুরি	ডাকাতি	চুরি
১। সদর	১	৯	৫
২। খোয়াই	—	—	১৫
৩। সোনামুড়া	১	৯	৪৬
৪। ধর্মনগর	—	২	১৭
৫। কমলপুর	—	—	—
৬। কৈলাশহর	৪	১	৩০
৭। বিলোনীয়া	—	২	৪
৮। সাব্রুম	[illegible]	২	১
৯। অমরপুর	৫	—	—
১০। উদয়পুর	—	—	—
	১৪	২৫	১১৮

খ) প্রাপ্ত তথ্য হইতে জানা যায় যে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া, মহুরীচর এলাকায় দুটি চুরির ঘটনায় B. D. R. জড়িত ছিল এবং সাব্রুম এলাকার চন্দ্রহংস পাড়া এবং বগলাভূষণ পাড়ায় ডাকাতির সাথেও B. D. R. জড়িত ছিল।

গ) সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন অপরাধনিবারণের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরার এক কিলো-মিটার সীমান্ত এলাকায় সব সময় ১৪৪ ধারা জারী করা আছে। তা ছাড়া গ্রামরক্ষী বাহিনীর পাহাড়া ও জোরদার করা হইয়াছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল এলাকায় রাত্রিতে ৮ ঘটিকা হইতে ভোর ৫টা: ৩০মি. পর্যান্ত ১৪৪ ধারা মোতাবেক চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবত করা হয়েছে। ইহা ছাড়া গবাদি পশু অপহরণ রোধ করার জন্য ও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে।

ঘ দক্ষিণ ত্রিপুরার পুরান রাজবাড়ী এলাকার আজগর রহমানপুর, রঙ্গামুড়া, রাধানগর, ঘোষখামার, ডিমাতলি, তেবারিয়া, এবিনপুর, শ্রীরামপুর, সিদ্ধীনগর প্রকাশনগর, রাজনগর ও লক্ষ্মীপুর।

বিলোনীয়া এলাকায় :— সোনাপুর, বাল্লামুড়া, সারাসীমা, আমজাদনগর, মতাই, রাজনগর, ঋষ্যমুখ, নলোয়া, কৃষ্ণনগর ও অভয়নগর।

সাব্রুম এলাকায় :— মাধবনগর, সমরগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, শ্রীনগর, আমলীঘাট, রামনগর, ও ছোটাখিল। এবং পশ্চিম ত্রিপুরার সদর মহকুমার সীমান্ত এলাকায়।

Admitted Un-starred Question No. 62

Name of the Members :—
1) Shri Gopal Ch. Das, **M. L.** A.
2) Shri **Mati Lal Saha**, M. L. **A**
3) **Shri Dhirendra Debnath, M. L. A.**
4) **Shri Jawhar Saha, M. L. A.**
5) **Shri Rabindra Debbarma M. L. A.**
6) **Shri Keshab Majumder, M. L. A.**
7) Shri **Sudhir** Rn. Majumder, **M. L. A**.

Will the **Hon'ble** Minister-in-**charge of the Home Depertment be pleased to state :—**

১. রাজ্যে ১৯৮১ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কয়টি উগ্রপন্থী হামলা সংঘটিত হয়েছে। তন্মধ্যে মোট কতজন জাতি, উপজাতি, স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু আহত ও নিহত হয়েছে।

(বছর ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

২। উপরোক্ত সময়ে কতজন উগ্রপন্থী ও উগ্রপন্থীর সাহায্যকারী চাঁদা আদায় ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত শিক্ষক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তন্মধ্যে মোট কতজনের বিরুদ্ধে শাস্তি ও বেকসুর খালাসের আদেশ হয়েছে তাহার আলাদা আলাদা হিসাব।

৩। ঐ সময়ে উক্ত উগ্রপন্থী ও উগ্রপন্থী সাহায্যকারী চাঁদা আদায়কারী ইত্যাদি কাজে কর্মরত ব্যাক্তিকে পুলিশ আধাসামরিক বাহিনী গ্রেপ্তার করার সময় মোট কতজন পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী আহত ও নিহত হয়েছে এবং উক্ত উগ্রপন্থী কাজে কত ব্যাটেলিয়ন আধাসামরিক বাহিনী নিযুক্ত আছে তাহার আলাদা হিসাব।

ANSWERS

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura

১। ১৯৮১ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে মোট ২২১টি উগ্রপন্থী হামলা সংঘটিত হয়েছে। এই সমস্ত হামলার এবং হামলা জনিত কারণে নিহত ও আহত জাতি, উপজাতি, স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুর বছর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল :—

সন	হামলার সংখ্যা	নিহত						পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী	অন্যান্য	মোট
		জাতি			উপজাতি					
		পুরুষ	মহিলা	শিশু	পুরুষ	মহিলা	শিশু			
১৯৮১	১৪	১০		—	৫		—	[illegible]	—	১[illegible]
১৯৮২	৪০	১২	—	—	১০	—	—	৮	—	[illegible]০
১৯৮৩	৫১	১১	—	—	৬	—		৬	—	২৩
১৯৮৪	৬০	২৩	[illegible]	—	৮	—	—	২১	৭	৬২
১৯৮৫	২৭	২৩	...	—	৮	—	—	৯	৩	৪[illegible]
১৯৮৬	২৭	৫৮	১৬	১৬	১১	—	—	৯	—	১১০
১৯৮৭	২	২	[illegible]	৪	১	—	—	—	—	১০

সন	মামলার সংখ্যা	আহত						পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী	অন্যান্য	মোট
		জাতি			উপজাতি					
		পুরুষ	মহিলা	শিশু	পুরুষ	মহিলা	শিশু			
১৯৮১	১৪	১	—	—	৩	—	—	২	—	৬
১৯৮২	৫০	২৫	..	—	১৬	৩	—	৭	—	৫১
১৯৮৩	৫১	২৫	—	—	৩	..	—	২	—	৩০
১৯৮৪	৬০	৫৬	৪	—	১২	—	—	৭	—	৭৯
১৯৮৫	২৭	১৯	—	—	৪	—	—	৩	১	২৭
১৯৮৬	২৭	১৯	১১	৬	৫	—	—	৪	১	৪৬
১৯৮৭	২	—	১	১	—	—	—	—	—	২

২। ৪● জন টি, এন, ভি, এবং চাঁদা আদায়ে সাহায্যকারী ● জন সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও একজন বেসরকারী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

৪৩ জন উগ্রপন্থীর মধ্যে বিচারে ৬ জনের সাজা হয়েছে এবং বাকী ৩৭ জনের কেইচ বর্তমানে বিচারাধীন।

ধৃত ৩ জন শিক্ষক এবং একজন বেসরকারী ব্যক্তির বিষয় বর্ত্তমানে তদন্তাধীন।

৩। কেহই নিহত বা আহত হন নাই।

উগ্রপন্থী কাজে নিম্নলিখিত আধাসামরিক বাহিনী নিযুক্ত আছে।

১) সি, আর, পি, এফ = ৫ ব্যাটেলিয়ন।

২) বি, এস, এফ = ১ ব্যাটেলিয়ন।

●) ২৩ নং আসাম রাইফেলস এর ৪ কোম্পানী।

৪) ২৬ নং আসাম রাইফেলস এর ৩ কোম্পানী।

৫) ২৭ নং আসাম রাইফেলস এর ৪ কোম্পানী ও ১ প্লাটুন।

Admitted Un-starred Question No. 65

Name of M. L. A. :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য আই, পি, সি এইচ, সি দাস্তবকে ত্রিপুরা ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ হিসাবে রাজ্য সরকার নিয়োগ করেছেন।

২। সত্য হলে উক্ত এই নিয়োগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমতি পাওয়া গেছে কি, এবং

৩) ঐ বিভাগে ডি,জি, নিয়োগ নিযুক্তির ক্ষেত্রে জেনারেল নর্মস কিরূপ তাহার বিবরণ

ANSWER

Minister-in-charge of the Apptt. & Services Department — (Shri N. Chakraborty) Chief Minister

১। হাঁ. শ্রীএইচ, সি, দাস্তবকে ত্রিপুরার ডাইরেক্টর জেনারেল এবং ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদে ২/২/৮৭ ইং তারিখে নিযুক্তি করা হইয়াছে।

Questions Answer's

২। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য কেডার পদ স্থগিত রাখিয়া এক্স কেডার পদে নিয়োগ করিতে পারেন।

৩। বর্ত্তমানে ডি, জি, এবং ইনস্পেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্তির কোন নর্মস তৈয়ার করা হয় নাই।

Admited Unstarred Question No. 71.

Name of Member :— Shri Monoranjan Majumder, M.L.A.

Will the Minister-in-charge of the Administrative Reforms Department be pleased to state —

QUESTION.	ANSWER
How many cases brought to the notice of the Government regarding the theft and misappropriation of Government Fund by the Government employees since 1982 ?	Materials are under collection.
2) The amount involved of such theft and misappropriation of Government Fund during the aforesaid period showing each Department seperately ?	

Printed by

The Secretary, Tripura Press Owners' Association

Agartala.

9-11-87—170